ভলিউম-২

ওয়েস্টার্ন কাহিনী

কাজি
মাহবুব
হোসেন

ভাগ্যচক্র-১

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৮৪

এক

হাড় কাঁপানো কালো রাত। দরজার তলায় সরু ফাঁকটা দিয়ে সামান্য একটু আলো ঘরে ঢুকছে। ছেলেটা কুঁকড়ে বিছানায় শুয়ে কাঁপছে শীতে। পাশের কামরা থেকে নিচু গলায় কথাবার্তার আওয়াজ আসছে।

বাইরে সবকিছুই তুষারে ঢাকা। জানালায় পুরু হয়ে বরফ জমেছে। বাইরে আলো থাকলেও ঢোকার পথ বন্ধ। তুষারে বুটের শব্দ তুলে লোকটা আবার ঘরে ফিরে এলো।

হঠাৎ মায়ের গলা চড়লো। কর্কশ অসহিষ্ণু স্বর। 'বাচ্চা নিয়ে মখড়া করার সময় আমার নেই! তুমি বিদায় করো ওকে! চাষাভুষা কাউকে দিয়ে এসো। খোদাই জানে এত থাকতেও কেন ওরা আরও বাচ্চা চায়!'

এবার ক্রসের গলা। আগের মতোই নিচু আর শান্ত স্বর। 'সীলিয়া, এটা কি বলছো? ওযে তোমারই ছেলে। তোমারই রক্তমাংস।'

'বোকার মতো তর্ক করো না! আমার জীবনে বাচ্চার কোনো স্থান নেই।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে আবার বললো, 'শহরে শহরে আমার ঘুরে বেড়াতে হবে, ওকে নিয়ে এত ঝামেলা কে করবে? বিদেয় করো।' হঠাৎ আবার তার গলা চড়লো। 'নইলে তোমাকেই বিদেয় করবো!'

'এটাই কি তোমার মনের কথা? জানি তুমি একটু শক্ত, কিন্তু ভেবেছিলাম আমাকে আর একটু দাম দাও তুমি।'

'তুমি একটা বোকা। আমাকে ছাড়া সেলুনে সেলুনে তোমাকে চেয়েচিন্তে মদ খেতে হবে। এখনই ওকে নিয়ে যাও, বিদেয় করো। কিভাবে করো তা তোমার ইচ্ছা।'

ছেলেটা আর একটু কুঁকড়ে গোল হয়ে শুলো। ভয়ে আতঙ্কিত। গলার স্বর না শোনার চেষ্টা করছে সে।

'ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি।'

নিচু স্বরে আরও কিছু কথা হলো। তারপর মায়ের পদশব্দ রাস্তায় দূরে মিলিয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ। ঠুং করে পাশের ঘর থেকে কাঁচের আওয়াজ এলো। দরজা খুলে গেলো, খালি কাঠের মেঝেতে আয়তাকার আলো এসে পড়লো।

'ড্যান? জেগে আছো? কাপড় পরে তৈরি হও।'

'ঠিক আছে।'

ঠাণ্ডা বিছানায় শুয়ে থাকার চেয়ে অন্তত ভালো হবে। রাতের বেলায় বাইরে যেতে খুব ভয় করছে ওর। আরও ভয় করছে কি ঘটবে কল্পনা করে। ক্রসকে বেশ ভালো লাগে তার, বিশ্বাসও করে। ওদের দুজনের মধ্যে বেশ সদ্ভাব আছে।

পাতলা, লম্বা গড়নের লোক ক্রস। চেহারার চাকচিক্য কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে। গাল দুটো একটু ফোলাফোলা। হুইস্কির গন্ধ সবসময়েই লেগে থাকে। তবে ওর ভদ্র ব্যবহারের কারণে ড্যান ওর ভক্ত। তার ছেলেবেলার অনেক গল্পই মা আশপাশে না থাকলে সে ক্রসের মুখে শুনেছে। তাদের পরিচয়ের আগের কোনো কথাই মা সহ্য করতে পারে না। ক্রসের আত্মীয়-স্বজন বা স্কুল জীবনের কথা শুনতে সে নারাজ। একসময়ে তারা খুব বড়লোক ছিলো। ভালো স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে ক্রস।

ম্যাচ ঘষে বাতি জ্বালালো ক্রস। আলোয় নগ্ন ঘরটাকে আরও করুণ আর শূন্য দেখাচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ আগেও তারা যে ফার্ম-ঘরে ছিলো তার চেয়েও খালিখালি লাগছে।

ঠাণ্ডা সেখানেও ছিলো, তবে ফায়ারপ্লেসে একটা আগুন জ্বলতো। চাষী আর চাষী-বৌ দুজনেই বেশ ভালো ছিলো। কিন্তু চাষী-বৌ অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ড্যানের দিকে খেয়াল করার আর কেউ ছিলো না।

জামা-কাপড় পরে তৈরি হতেই তাকে পাশের কামরায় নিয়ে গেলো ক্রস। উজ্জ্বল আলোয় এসে ছেলেটা চোখ কচলালো। দরজা খুলে সীলিয়া ঘরে ঢুকলো। ওর দিকে চাইলো না বা ওর সাথে কথাও বললো না সে। কেবল বললো, 'ওকে জলদি বিদেয় করো এখান থেকে।'

ভারি ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে দরজার দিকে এগোলো ক্রস।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করলো সে। বললো, 'মাত্র চার বছর বয়স। তুমি কি···?'

'গেলে তুমি?' তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করলো সীলিয়া। 'যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যেও!'

'সবাইকে বলবো ও আমারই ছেলে। কেউ জানবে না···'

'যাও!'

বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে আস্তাবল। ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে ছেলেটাকে সামনে নিয়ে নিজেও উঠে বসলো ক্রস। আবার ইতস্তত করলো সে। ড্যান ভাবছে কতক্ষণে রওনা হবে। শেষ পর্যন্ত ধীর গতিতে আস্তাবল ছেড়ে বেরিয়ে এলো ওরা। ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খোলা মাঠের দিকে এগিয়ে গেলো।

ওদিকে জনবসতি নেই। তবে কোথায় যাচ্ছে ক্রস? ড্যানের কেমন একটু ভয়ভয় করছে। ক্রসের বুকের সাথে সেঁটে বসলো সে। ও তার কোনো ক্ষতি করবে না, এ বিশ্বাস তার আছে। ওর বুকের তাপে আরাম পেয়ে চোখ বুজলো ড্যান্।

কয়েক মিনিট পথ চলার পর হঠাৎ তিক্তভাবে একটা গাল দিয়ে ঘোড়া ঘুরালো ক্রস। তুষার এর মধ্যেই তাদের চলার চিহ্ন ঢেকে ফেলেছে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়েছে আজ।

'আমরা ফিরে যাচ্ছি, ক্রস?'

'না, ড্যান, তোমার আর ফেরার উপায় নেই। এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ পরই শহরের বাতিগুলো আবার দেখা গেলো। ক্রস বললো, 'ডিলান ন্যাশের কথা মনে আছে তোমার? সম্ভবত আজ রাতটা ওর সাথেই তোমার কাটাতে হবে।'

সেই চওড়া কাঁধের লম্বা লোকটাকে ড্যানের মনে আছে। বয়সে ক্রসের সমানই হবে, তবে তারচেয়ে অনেক বেশি ক্ষীপ্র আর শক্তিশালী। লোকটা হাসে খুব কম, কিন্তু যখন হাসে সারামুখ আলোয় ভরে ওঠে। কেবল মনেই নেই, ড্যানের ওকে ভালোও লাগে খুব। তবে এই ভাললাগার কারণ সে জানে না।

হোটেলে পৌঁছার আগেই শীত ড্যানের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুললো। ভারি ওভারকোটেও কনকনে শীত মানছে না। ঘোড়া বেঁধে ড্যানকে কোলে করে ভিতরে সিঁড়ির কাছে নিয়ে এলো।

হোটেল কেরানি মুখ তুলে চাইলো। 'ঘোড়াটাকে এই ঠাণ্ডায় ওখানে রাখা ঠিক হবে না, স্যার। বাইরের তাপমাত্রা শূন্যের চল্লিশ ডিগ্রী নিচে।'

'এক মিনিট পরেই চলে যাচ্ছি আমি।'

সোজা উপরে উঠে কার্পেট বিছানো করিডোর দিয়ে এগিয়ে গেলো ক্রস।

একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা দিলো সে। দরজা খুলতেই ভিতর থেকে একটা চমৎকার গরম ভাপ বেরুলো।

'ডিলান, একটা উপকার করতে হবে।'

পিছিয়ে গিয়ে ওদের ভিতরে ঢোকার জন্যে জায়গা করে দিলো ডিলান ন্যাশ। ওরা ঢুকলে দরজা বন্ধ করে দিলো সে। নিচের হলঘরের বিশাল ফায়ারপ্লেসের চিমনিটা এই কামরার ভিতর দিয়েই গেছে। এ কারণেই ঘরটা এমন সুন্দর গরম।

শার্টের ওপর একটা ফতুয়া পরেছে ডিলান। ঘড়ির সোনার চেন পকেট পর্যন্ত চকচক করছে। 'কি ব্যাপার ক্রস? তুমি তো জানো ওরা আমার জন্যে নিচে অপেক্ষা করছে, পরে কথা বললে হয় না?'

'এই বাচ্চাটাকে নিয়েই ব্যাপার। সীলিয়া ওকে বিদায় করতে বলেছে। গত কয়েক সপ্তাহে ওকে নিয়ে অনেক ঝামেলা গেছে তাই সোজা জানিয়ে দিয়েছে হয় বিদায় করো নয়তো আর ফিরে এসো না।'

'ঠিক আছে, আমার উপদেশ শুনলে আর ফিরবে না তুমি। সাহায্যের দরকার হয় তোমাকে ডেনভারে পৌঁছানোর স্টেজ ভাড়া আর কিছু একটা করে খাওয়ার মতো টাকা দেবো আমি।'

'কোন্ পেশায়? না, ডিলান, না···তা হয় না।'

'তবে কি করতে বলো তুমি?'

'ছেলেটাকে কাল সকাল পর্যন্ত রাখো; পারবে না? ছেলেটাও তোমাকে পছন্দ করে, তাছাড়া ওকে আর কোথাও নিয়ে যাবার মতো জায়গা আমার জানা নেই।'

'আমাকে কি পেয়েছো তুমি, নার্স? ঠিক আছে, বিছানার ওপর রাখো। আর হ্যাঁ, মনে থাকে যেন কাল সকালেই নিতে আসছো তুমি।' তারপর নিচু গলায় বললো, 'সীলিয়া বোকামি করছে। চমৎকার বাচ্চা।'

ড্যানকে বিছানায় নামিয়ে ওর জামাকাপড় খুলতে সাহায্য করলো ক্রস। তারপর শুইয়ে ভালো করে ঢেকেঢুকে দিলো। মন্টানার ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে গরম কামরায় এসে ঘুম নেমে এলো ড্যানের চোখে। মনে হচ্ছে সারাটা জীবন যেন সে কেবল ঠাণ্ডাতেই দিন কাটিয়েছে।

ঘুমের ঘোরে নিচু স্বরে কয়েকটা কথার পর দরজা বন্ধ করার শব্দ পেলো ড্যান। তারপর করিডোরে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলো।

চোখ খুলে ডিলান ন্যাশের দিকে চাইলো ড্যান। পেশাদার জুয়াড়ী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার কালো চুল আঁচড়াচ্ছে। আয়নায় চোখাচোখি হতেই চট করে চোখ বুজলো ড্যান।

'হয়েছে, আর ভান করতে হবে না। আমি জানি তুমি জেগেই আছো।'

চোখ খুললো ড্যান। আয়নার ভেতর দিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসলো ডিলান। তারপর ড্যানের কাছে এগিয়ে এসে আদর করে ওর চুলগুলো এলোমেলো করে দিলো। 'নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও, এখানে কোনো অসুবিধা হবে না তোমার।'

পিস্তলের বেল্ট কোমরে পরে নিলো সে। তারপর একটা ছোট খাপে ভরা ডেরিঞ্জার তুলে নিয়ে বেল্টের নিচে একটা বিশেষ জায়গায় লুকিয়ে রাখলো। 'বাড়তি একটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ড্যান। কঠিন জগতে বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজন।'

'হয়তো কোনোদিনই এটা ব্যবহার করার দরকার পড়বে না, কিন্তু তবু সব সময়েই হাতের পাঁচ রাখা ভালো। একমাত্র নিজের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে তোমাকে। অন্যের কাছ থেকে কোনো সাহায্য আশা না করলে কখনোই নিরাশ হতে হবে না।'

ড্যানের পাশে বিছানার ওপর এসে বসলো সে। 'তুমি নিজেই হচ্ছো তোমার সবচেয়ে বড় সম্পদ। কথাটা মনে রেখো। জীবনে যতটা সম্ভব শিখতে হবে…যা পারো সবই শিখে রেখো। তাহলে সব সময়েই ওরা যা আশা করবে তার চেয়ে বেশি জানবে তুমি। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই তোমার ক্ষতি করে নিজের একটু সুবিধা করে নেয়ার তালে থাকবে। এটা তাদের দোষ নয়, তাদের জীবনের ধারাই এমনি। এটা বুঝে সাবধানে চললে ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

উঠে কোটটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো ডিলান। 'আমি একজন জুয়াড়ী, সারারাতই হয়তো কামরায় থাকবো না। কিন্তু এখানে তোমাকে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। নিশ্চিন্তে ঘুমাও। পিপাসা পেলে কলসিতে পানি আছে—পাশে গ্লাসও আছে।'

ডিলান বেরিয়ে যাবার পর কয়েক মিনিট জেগেজেগে ওয়ালপেপারের ফুলগুলো লক্ষ্য করলো ড্যান। গোল আয়না লাগানো একটা ড্রেসিং টেবিল রাখা আছে দেয়াল ঘেঁষে। ওয়ারড্রোব ঠাসা পোশাক…এত কাপড় এক-

সাথে কোনোদিন সে দেখেনি। তার মায়ের চেয়েও বেশি পোশাক। আলমারির নিচে কয়েক জোড়া পালিশ করা বুট আর জুতো রাখা আছে।

ঘরের কোনায় একটা উইনচেস্টার দাঁড় করানো, দেখেই বোঝা যায় রাইফেলটা বহু ব্যবহৃত। তবে নিয়মিত যত্নও নেয়া হয়। একটা বড় কালো ট্রাঙ্ক রাখা আছে ওপাশে।

ড্যানের যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেশ বেলা হয়েছে। ডিলান ন্যাশ তার পাশের বিছানায় কাত হয়ে ঘুমাচ্ছে। তার হাতের কয়েক ইঞ্চি দূরেই রয়েছে খাপে ভরা পিস্তল। পা টিপে টিপে সাবধানে বিছানা থেকে নামলো ড্যান। ডিলানকে জাগাতে চায় না।

জানালার ধারে একটা তাকের ওপর ছয়টা বই রয়েছে, সবকটাই অনেক পড়ায় মলিন। একটা বই তুলে নিয়ে পাতা ওল্টালো ড্যান। কোনো ছবি নেই—নিরাশ হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলো সে।

ওই রাস্তায় ক্রসের সাথে কয়েকবার হেঁটেছে সে। কিন্তু তার মা তাকে কোনোদিনই সাথে নিয়ে বেড়াতে যায়নি। ও-যে তারই ছেলে এটা কাউকে জানতে দিতে চায়নি সীলিয়া।

উপর থেকে রাস্তাটা অন্যরকম দেখাচ্ছে। স্টেজ স্টেশনের লোকগুলো প্রত্যেকেই ভারি বাফেলো কোট পরেছে। কান ঢাকার ব্যবস্থা আছে ওদের কোটে। ঠাণ্ডা বাতাসে সাদা ধোঁয়ার মতো ওদের নিঃশ্বাস দেখতে পাচ্ছে ড্যান। একজন ওর দিকে মুখ ফেরালো—ক্রস। ওকে দেখার পরক্ষণেই মাকে স্টেজ স্টেশন থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে দেখলো ড্যান। তাড়াতাড়ি হোটেলটার দিকে মুখ তুলে একবার চেয়ে ক্রসও স্টেজে উঠলো।

ঠাশ করে ফুটলো চালকের চাবুক। ঘোড়াগুলো লাফিয়ে উঠে দ্রুত এগিয়ে গেলো। রাস্তার শেষে বাঁক নিয়ে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলো স্টেজকোচ।

ওদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ড্যান। ভিতরে অদ্ভুত একটা অনুভূতি। ওরা চলে গেলো। তাকে ফেলে গেলো ক্রস।

কয়েকদিন আগে পর্যন্তও ড্যান মাকে খুব কমই দেখেছে। সে থাকতো একটা ফার্মের লোকদের সাথে। মাঝেমধ্যে মা দেখা করতে আসতো। একবার কিছু টফি-লজেন্সও এনেছিলো। দু'এক সময়ে তার মাথায় মৃদু চাপড়ও মেরেছে কিন্তু ড্যানের বক্তব্য কোনোদিনই শুনতে চায়নি। মায়ের কখনো সময় ছিলো না, অল্পক্ষণ থেকেই ফিরে যেতো সে। বিভিন্ন শহরের অনেক

লোকের কথাই তার মনে পড়ে।

জানালার ধারে দাঁড়িয়েই স্টেজকোচটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে চেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিলো ড্যান। হঠাৎ কেউ তার দিকে চেয়ে রয়েছে মনে হতেই ফিরে চাইলো সে।

দুহাত মাথার পিছনে দিয়ে ওর দিকেই চেয়ে আছে ডিলান। 'কি দেখলে?' প্রশ্ন করলো সে।

'রাস্তা, লোকজন, অনেক কিছু।'

যে বইটা ড্যান উল্টেছিলো সেটার দিকে ইশারা করে ডিলান জিজ্ঞেস করলো, 'পছন্দ হলো?'

'কোনো ছবি নেই ওতে,' অনুযোগ করলো ড্যান।

হাসলো সে। 'হ্যাঁ, সম্ভবত একটা প্রধান আকর্ষণই হচ্ছে ছবি।'

'তবে, বইটা ছুঁয়ে দেখতে ভালোই লাগলো।'

চিন্তামগ্ন ভাবে ওর দিকে চাইলো ডিলান। 'মজার ব্যাপার কি জানো? আমারও ভালো লাগে। ভালো বই হাতিয়ে দেখতে সব সময়েই ভালো লাগে। ঠিক বন্দুকের মতোই। মানুষ যখন একটা বই খোলে, কিংবা বন্দুক ছোঁড়ে, সে জানে না এর প্রভাব কি রকম হবে, বা গুলিটা কতদুর যাবে।'

উঠে বসলো সে। 'জামাকাপড় পরে নিচ্ছি, নিচে গিয়ে আমরা নাস্তা খাবো। একটু পরেই ক্রুস তোমাকে নিতে আসবে।'

'আসবে না।'

চট করে আড়চোখে ওর দিকে চাইলো ডিলান। 'তার মানে?'

'চলে গেছে। জানালা দিয়ে দেখেছি।'

'তাই?' বিস্মিত হলেও জানালার ধারে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে প্রশ্ন করলো, 'স্টেজটাকে যেতে দেখেছো তুমি?'

'জ্বি।'

'চমৎকার!'

ধৈর্যের সাথে মনের রাগ চাপতে চেষ্টা করে ধীরভাবে জামা পরলো ডিলান। সীলিয়ার মতোই কাজ। ক্রুসের মতোও। লোকটা সারা জীবন কর্তব্য এড়িয়েই চলেছে।

ছেলেটার দিকে চাইলো সে। কাপড় পরছে—অবিন্যস্তভাবে। 'কাল এখানে আসার আগে কোথাও গেছিলে তোমরা? মানে, ক্রুস তোমাকে আর

কোথাও নিয়ে গেছিলো ?'

খোলা এলাকার দিকে দেখালো ড্যান। 'ওদিকে অনেক দূর পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে গেছিলাম।'

ওদিকে? এই ঠাণ্ডায়? তবে কি ছেলেটাকে শীতে জমিয়ে মারতে চেয়েছিলো? শূন্যের চল্লিশ ডিগ্রী নিচে তাপমাত্রায় ওতে বেশিক্ষণ সময় লাগতো না।

সীলিয়া কি জানে ছেলেটা এখনও বেঁচে আছে? একটু ভেবে দেখলো ডিলান। মনে হয় না। ছেলেটাকে ত্যাগ করতে চেয়ে থাকলে সীলিয়ার মতো মেয়ের পক্ষে এমনই একটা পরিকল্পনা নেয়া সম্ভব। ক্রস ওকে কোনোদিনই মুখ ফুটে আসল কথাটা জানাতে পারবে না।

গান-বেল্টটা একটু সরিয়ে ঠিকমতো বসিয়ে নিলো ডিলান। বাচ্চাটাকে তার কাছে রেখে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে তার যে রাগ হয়েছিলো সেটা দূর হয়ে গেছে এখন। ঠাণ্ডায় জমে মরার চেয়ে এটাই অনেক ভালো হয়েছে। কিন্তু তাই কি? এখন ওর ভবিষ্যৎ কেমন হবে?

ডিলানের নিজের জীবনের শুরুও এর চেয়ে খুব একটা ভালো ছিলো না। কিন্তু টিকে আছে সে। সেই কষ্টের দিনগুলোর কথা আর মনে রাখতে চায় না ও। কিন্তু এই কচি ছেলেটা কি তা সহ্য করতে পারবে? ওর মধ্যে কি সেই জিদ, সেই শক্তি আর মনোবল আছে? ওর দিকে ফিরে ওকে খুঁটিয়ে দেখলো ডিলান।

একটু বিভ্রান্ত দেখালেও ওর চোখে জল নেই। অন্তত এখন নেই। ভালো করে চেয়ে দেখলো সে। সে ওই বয়সে যা ছিলো ছেলেটা প্রায় তেমনি।

ডিলানকে সুদর্শন সুপুরুষ বলা চলে। হয়ত একটু ঠাণ্ডা—উচ্ছলতার অভাব রয়েছে, কিন্তু সৎ জুয়াড়ী বলে তার সুনাম আছে। ওর সাথে লাগতে গেলে বিপদ আছে একথা সবাই জানে। সুসময়-দুঃসময় দুটোই বহুবার এসেছে ওর জীবনে, কিন্তু তাস আর মানুষ এই দুটোকে বেশ ভালো করে চেনে সে—তাই খেলায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জেতে।

পেনসিলভেনিয়ায় একটা বয়লার বিস্ফোরণে ডিলানের বাবার মৃত্যু হয়। ওর বয়স তখন চোদ্দ। ছয়টা বছর সাধারণ কামলা হিসেবেই এখানে ওখানে কাজ করে কাটিয়েছে সে। এরপর টের পেলো পোকার খেলেই তার অনেক

বেশি রোজগার হয়। প্রথমে কর্মস্থলেই খেলতো। পরে নদী-বন্দরে, শহরে, পানামার ইস্থ্‌মাসে, দক্ষিণ আমেরিকায়, ক্যালিফোর্নিয়ায় আর মাইনিং ক্যাম্পেও খেলেছে সে।

'চলো, নাস্তা খেয়ে নিই। তারপর ভেবে দেখা যাবে কি করা যায়।' গায়ে কোট চাপিয়ে নিলো ডিলান। 'তোমার পুরো নামটা কি?'

'ড্যানিয়েল। মায়ের কাছে শুনেছি বাবার নাম ছিলো বার্কলে।'

'বার্কলে? চিনতাম তাকে। ভালো লোক ছিলো—দুর্দান্ত সাহসী।'

বার্কলের চেহারাটা ভেসে উঠলো ডিলানের মনের পর্দায়। ফ্রেঞ্চ-কেনেডিয়ান—ভালো বংশ। তার কথাবার্তায় বোঝা যেতো শিক্ষিত আর অনেক দেশ ঘুরেছে। এক সময়ে সৈনিক ছিলো, কিছুদিন একটা সংবাদপত্রও চালিয়েছে। মাইনিং ক্যাম্পে বড়লোক হবার আশায় কাজ করতে করতেই একদিন কোথায় হারিয়ে গেলো। সম্ভবত জানতোও না তার একটা ছেলে আছে।

নীরবেই নাস্তা সারলো ড্যান। উল্টোদিকে বসা লম্বা সুশ্রী লোকটাকে তার খুব ভালো লেগেছে। সুন্দর কথা বলে কিন্তু তার কথাও মনোযোগ দিয়ে শোনে। ডিলান তার মিসিসিপি আর মিসৌরির স্টীমার জীবনের অনেক গল্প তাকে শোনালো। মনোযোগ দিয়ে সব শুনলো ড্যান।

খাবার ঘরে কয়েকজন লোক ছিলো। কেউ কেউ ডিলানের সাথে কথাও বললো। সবাই কৌতূহল নিয়ে ড্যানের দিকে চাইছে।

সমস্যাটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেলো ডিলান। পেশাদার জুয়াড়ী সে। প্রয়োজনের তাগিদে শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়ানোই ওর কাজ। বাচ্চাটাকে নিয়ে কি করবে কিছুই মাথায় আসছে না। হঠাৎ কাঁধে চাপা দায়িত্বটাকে এড়িয়ে যাবারও ইচ্ছা তার নেই।

ক্রুসের ওপর রাগটা এখন পড়ে এসেছে। নিঃসন্দেহে ছেলেটাকে ঠাণ্ডায় ফেলে আসতে গিয়েও পারেনি সে। তাই জানাশোনা একজন শক্ত নির্ভরশীল লোকের কাছেই পৌঁছে দিয়ে গেছে।

সীলিয়ার মন শক্ত। জেনেশুনেই সে স্বেচ্ছাচারিণীর জীবন বেছে নিয়েছে। ওদের কারোই এমন একটা অনুভূতিশীল ছেলেকে মানুষ করা সম্ভব নয়।

ওর চেনাশোনা মানুষের মধ্যে কার পক্ষে এই কাজটা করা সম্ভব ভাবতে চেষ্টা করলো ডিলান। স্থানীয় গির্জার ধর্মযাজক একজন শক্ত গোঁড়া লোক। সব কিছুতেই পঙ্কিলতা খুঁজে পায়, সে ছেলেটার মায়ের পরিচয় না জেনে

কিছুতেই ওকে নিতে রাজি হবে না।

এব ভালো লোক। তিনটে বাচ্চা—কিন্তু ওর স্ত্রী অসুস্থ।

পরপর তিনটা দিন কেটে গেলো তবু সমস্যাটার ভালো কোনো সমাধান খুঁজে পেলো না ডিলান। সারা হোটেলময় ঘুরে বেড়ায় ছেলেটা, সবাই ওকে পছন্দ করে। একটা আশ্চর্য জিনিস খেয়াল করলো ডিলান। ড্যান আসার পর থেকেই ওর কপাল যেন খুলে গেছে—গত কয়দিনে অনেক টাকা জিতেছে সে।

গাণিতিক নিয়মে তাস খেলে ডিলান। কয়টা তাস বদল করতে হবে, তাতে আকাঙ্ক্ষিত তাস পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুক, সব হিসাব করেই সে খেলে। কিন্তু গত কয়েকদিনে সে লক্ষ্য করেছে শতকরা যতবার তার ভালো তাস পাওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক বেশিবার প্রসন্ন ভাগ্য সাহায্য করেছে তাকে। ডিলানের কোনো কুসংস্কার নেই, তবে এসব খুঁটিনাটি তার নজর এড়ায় না।

চতুর্থদিন হোটেলের মালিক ইম্যানুয়েল নাস্তা খেতে যাওয়ার পথে ওকে থামালো। 'ডিলান, রেভারেণ্ড ওই ছেলেটার ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। বলছিলেন একটা বাচ্চা মানুষ করার দায়িত্ব তোমার মতো লোকের ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না। মনে হয় ছেলেটাকে কেড়ে নেয়ার ব্যবস্থা করছে ওরা!'

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো ডিলান।

'ধন্যবাদ, ইম্যানুয়েল। আচ্ছা, গেভিনের একাগাড়িটা ফেরত পাঠাবার জন্যে একজন চালক খুঁজছিলে তুমি—পেয়েছো?'

চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিলো ইম্যানুয়েল। 'গাড়িটা পিছনের দরজায় আনিয়ে রাখছি। দরকার হলে তোমার জিনিসপত্রও গাড়িতে তোলার ব্যবস্থা করবো।'

'দরকার নেই। কেবল গাড়িটা আনলেই চলবে। তবে গ্রেগরির দোকান থেকে দুটো ক্যাম্প-বিছানা, একশো রাউণ্ড '৪৪ গুলি আর একটা ক্যাম্প করার মতো সরঞ্জাম আনিয়ে দিতে পারলে খুব ভালো হয়।'

ছেলেটার পরিচয় রেভারেণ্ড গার্থের জানার কথা। চাষী ফিঙ্গালের বৌ মারা গেলে তিনিই ফিউনারেল পরিচালনা করেছিলেন। গার্থের সহযোগী নিশ্চয়ই মিসেস এডওয়ার্ড আর সম্ভবত গিলবার্টের স্ত্রী। গ্রেগরির দোকান

গিলবার্টের স্ত্রী-ই চালায়। গিলবার্ট নিজে ভালোমানুষ হলেও তার স্ত্রী, গার্থ বা মিসেস এডওয়ার্ড এদের কাউকেই পছন্দ করে না ডিলান। ওদের মধ্যে মানুষের জন্যে কোনো মমত্ববোধ নেই।

হোটেলের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু দাঁড়ালো ডিলান। এত সকালে খুব কম লোককেই দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। তাড়াতাড়ি গ্রেগরির দোকানের দিকে পা বাড়ালো সে।

ডিলানকে ঢুকতে দেখেই গিলবার্টের স্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। ওর মুখের ভাব দেখে ডিলান বুঝলো যে তাকে নিয়ে বেশ আলাপ হয়েছে।

'ছেলেটার জন্যে কিছু গরম জামা দরকার,' বললো ডিলান। 'তোমাদের শহরটা খুব সুন্দর, কিন্তু বছরের এ সময়ে বড্ড ঠাণ্ডা থাকে।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার। ওর বয়স চার, তাই না?'

'প্রায় পাঁচ। পুরো চার সেট কাপড়, একটা গরম কোট আর একটা টুপি।'

আড়চোখে ডিলানের দিকে চাইলো চেরি। 'এতগুলো টাকা খরচ করবেন ছেলেটার জন্যে? হাজার হোক, সে তো আর আপনার আপন কেউ নয়?'

'এক হিসেবে আপনই বলা যায়,' অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বললো ডিলান। ওরা বিভ্রান্ত থাকলে পালাতে সুবিধা হবে। 'ছেলেটা আমার ভাতিজা।'

'ভাতিজা?' অকৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ পেলো চেরির গলায়। 'আমি ভেবেছিলাম···?'

'ভেবেছিলে ও সীলিয়ার ছেলে, এই তো? হ্যাঁ, সীলিয়ারই ছেলে বটে, কিন্তু ওর বাবা হচ্ছে পল বার্কলে, আমার সৎ ভাই। সে-ই আমাকে ছেলেটার দেখাশোনা করতে অনুরোধ করেছিলো। এই জন্যেই ক্রস ওকে আমার কাছে দিয়ে গেছে।'

টাকা দিয়ে প্যাকেটগুলো নিয়ে দরজার দিকে রওনা হলো ডিলান।

'আপনার সৎ ভাই বার্কলে? কিন্তু তা কি করে···?'

'আগামীকাল আবার দেখা হবে,' বাধা দিয়ে বলে উঠলো সে। 'ওর জন্যে আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস দরকার পড়বে। কিছু ওষুধ, খাতা, পেন্সিল এইসব।'

দ্রুতপায়ে বুটের তলায় মচমচ করে তুষার ভেঙে হোটেলে ফিরে এলো ডিলান।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়েছে। তুষারের মধ্যে লম্বা রাস্তা পাড়ি দেয়ার অনুকূল আবহাওয়া মোটেই নয়। তুষারপাত হলে একাগাড়ি নিয়ে খুবই বিপদ হবে। কিন্তু সেসব পরের কথা, আপাতত বেরিয়ে পড়তেই হবে। হোটেল লবিতে এসে চারপাশে চাইলো সে। কেউ নেই—এমনকি ডেস্কে হোটেলের কেরানিটা পর্যন্ত নেই। সোজা পেছন দরজার দিকে এগোলো ডিলান।

পেছন দরজা দিয়ে ইম্যানুয়েল ঢুকলো। 'সব তৈরি। কিন্তু এই আবহাওয়ায় না বেরুনোই ভালো। মনে হচ্ছে আরও তুষার পড়বে।'

'উপায় নেই। নেকড়েগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হয়েছে।'

'অন্ধকার হওয়ার জন্যেও অপেক্ষা করবে না?'

'না। বুঝতেই পারছো যে-কোনো সময় তুষারপাত আরম্ভ হতে পারে। হ্যাঁ, ভালো কথা, ওরা খোঁজ-খবর নিতে আসলে বলো আমি ফিঙ্গালের ওখানে ছেলেটার কিছু জামাকাপড় আনতে গেছি।'

সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগলো। ইম্যানুয়েল নিজেই পিছনের সিঁড়ি দিয়ে ট্রাঙ্কটা গাড়িতে তুলে দিলো। ড্যানকে গাড়িতে তুলে বাফেলো কোট দিয়ে ভালো করে ওর চারপাশ গুঁজে ঢেকে দিলো ডিলান।

'গুড লাক,' শুভেচ্ছা জানালো ইম্যানুয়েল। 'গিরিপথটা পার না হওয়া পর্যন্ত একটু সাবধান থেকো।'

'ধন্যবাদ।'

'ডিলান?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে ইম্যানুয়েল। 'কেন? সত্যি কথা বলবে আমাকে?'

এক মুহূর্ত ঘোড়ার পিঠের দিকে চেয়ে থেকে সত্যি কথাই বললো সে। 'আমার একটা ছেলে নেই, সারাটা জীবন আপন বলে কেউ ছিলো না। ছেলেটা ভালো, ইম্যানুয়েল। ঘটনাচক্রে আমার কাছে এসে ওর হাজির হওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় কারণ আছে।'

লাগামে ঝাঁকি দিলো ডিলান। দ্রুত এগিয়ে চললো গাড়িটা।

প্রধান সড়ক ধরে না গিয়ে আস্তাবলের পেছন দিয়ে ঘোরা রাস্তায় শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো ওরা। অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়েছে। তিরিশ মাইলের মধ্যে

আর কোনো আশ্রয় নেই।

দুই

শক্তিশালী দানা-খাওয়া ঘোড়াটা ঠাণ্ডার মধ্যেও বাকবোর্ডটাকে বেশ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। একবারই মাত্র ডিলান পেছন ফিরে চেয়েছিলো। রাস্তায় কেউ একজন ওদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলো। শহর থেকে বেরিয়ে তিন মাইল দূরে ঢালের মাথায় উঠে গাড়ি থামালো ডিলান। নতুন কেনা প্যাকেট খুলে জামাকাপড়গুলো বের করলো সে।

'এগুলো পরে নাও, ড্যান। না, যা পরে আছো তার ওপরেই পরো। তারপরে এই শীপস্কিন কোটটা পরে নাও।'

একেবারে খোলামেলা জায়গা। কিছুক্ষণ আগের স্টেজ কোচ আর কয়েকটা ওয়াগনের চাকার দাগ ছাড়া সবই একাকার দেখাচ্ছে। মাটির ওপর ইঞ্চি দুই তুষার জমে আছে। তাপমাত্রা শূন্যের দশ ডিগ্রী নিচে ওঠানামা করছে।

ঘোড়াটাকে কিছুক্ষণ হাঁটিয়ে, কিছুক্ষণ ছুটিয়ে, এখন আবার হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে ডিলান। মাঝে মাঝেই পেছন ফিরে চাইছে। গার্থের মতো মানুষের পক্ষে লোকজন নিয়ে পিছু ধাওয়া করা অসম্ভব কিছু নয়। শেরিফ অবশ্য খুব অলস লোক। এই ঠাণ্ডায় সহজে নড়তে চাইবে না সে। তবে লোকটা রেভারেও গার্থের কথামতোই চলে।

তিন ঘণ্টা পথ চলার পর তুষার পড়তে আরম্ভ করলো। শহর থেকে প্রায় বারো মাইল চলে এসেছে ওরা। প্রথমে অল্প করে শুরু হয়ে পরে ধীরে ধীরে দ্রুত নামতে থাকলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই বরফে ঘোড়ার পিঠ সাদা হয়ে গেলো।

আরও তিন মাইল যাবার পর তুষার খুব ঘন হয়ে পড়তে শুরু করায় পথ দেখাই দুরূহ হয়ে উঠলো। গাড়ির চাকা বসে যাচ্ছে—ঘোড়ার গতি অনেক কমে এসেছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই চড়াইয়ে উঠছে ওরা। সমতল ভূমি ছেড়ে পাহাড়ী এলাকায় এসে পড়েছে।

ড্যানের দিকে চাইলো ডিলান। তুষারের ভিতর দিয়ে সামনে দেখার চেষ্টা করছে ছেলেটা।

'শীত করছে?'

'না।'

'বিপদে পড়েছি। তুষার বেশ গভীর হয়ে উঠছে। এর মধ্যে গাড়ি চালানো যাবে না। ঝড় থামা পর্যন্ত কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।'

'এদিকে কোথাও সেরকম জায়গা আছে?'

'একটা পুরোনো কেবিন আছে। এখন খুঁজে পেলে হয়। রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে যেতে হবে। গাছের ভেতর গিরিপথের মাথায় সেই কেবিন। এখনও কয়েক মাইল পথ।'

গরম জামাকাপড় আর বাফেলো কোটের তলায় বেশ ভালোই আছে ড্যান। কেবল নাকে কিছুটা ঠাণ্ডা লাগছে, মাঝে মাঝে শীপস্কিন কোটের কলার দিয়ে ঢেকে ওটাকে গরম রাখছে। গাড়ি টানতে ঘোড়াটার বেশ কষ্ট হচ্ছে এখন। কয়েকবার দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, চাবুক মেরে আবার তাকে চালাতে হয়েছে।

'নির্দয় হলেও এটা করতেই হবে, ড্যান। থামলে ঠাণ্ডায় জমে মারা যাবে ঘোড়াটা। বেচারা বুঝছে না।'

ঢালের প্রায় মাথার কাছে চলে এসেছে ওরা। বাতাসের বেগ বেড়েছে আরও। এই সময়ে ঘোড়াটা আবার দাঁড়িয়ে পড়লো। গাড়ি থেকে নেমে লাগাম ধরে ওর সাথে সাথে হেঁটে এগোলো ডিলান।

পাইন গাছের সারির আড়ালে চলে আসতেই বাতাস আর তুষারের দাপট অনেক কমে গেলো। আবার গাড়িতে ফিরে এলো ডিলান।

'খবর কি, খোকা?' প্রশ্ন করলো সে। 'ঠিক আছো তো?'

'হ্যাঁ। কিছু সাহায্য করতে পারি?'

'না, কেবল ভালো করে ঢেকেঢুকে নিজেকে গরম রাখো। আর, এই কথাটা সবসময়ে স্মরণ রেখো—চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। হাল ছেড়ে দিলেই হেরে গেলে। এগিয়ে যেতে থাকলে আশ্রয় মিলবেই।'

মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে। সময় হারিয়ে গেছে যেন। ঘন তুষারপাতের ভিতর কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সময় বা দূরত্ব কিছুই বোঝার উপায় নেই। চারদিকে সাদা তুষারের ঘূর্ণির মধ্যে দিয়ে পথ চলছে ওরা। বেশির ভাগ সময়ে ডিলানকেই দেখতে পাচ্ছে না ড্যান।

শেষ পর্যন্ত হঠাৎ গাড়ির মোড় ঘোরালো ডিলান। মুহূর্তের জন্যে অনেক

টা কাত হয়ে গেলো বাকবোর্ড। শক্ত করে ধরে ঝুলে থাকলো ড্যান। ভয় হচ্ছে গাড়িটা উল্টে যাবে। কিন্তু একটু পরেই আবার সোজা হলো বাকবোর্ড। একটা পাহাড়ের আড়ালে চলে এসেছে ওরা। এখানে বাতাসে আর ঝড়ের বেগ নেই।

তিরিশ-চল্লিশ গজ একটা লম্বা টিবির ওপর দিয়ে সহজেই এগিয়ে গেলো ওদের বাকবোর্ড। টিবির দুইপাশ নেমে গেছে ঢালু হয়ে। বাতাস তুষার সরিয়ে নিয়ে গেছে। একটু পরেই উঁচু বড়বড় গাছের তলায় হাজির হলো ওরা।

ড্যানের কাছে ফিরে এলো ডিলান। 'চুপ করে গাড়ির ভিতর বসে থাকো। আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখলেও গাড়ি থেকে নামবে না। পুরোনো কেবিনটা সামনেই, কিন্তু জলদি ওখানে পৌঁছতে না পারলে তুষারে পথ বন্ধ হয়ে যাবে।'

যেসব জায়গায় তুষার বেশি গভীর সেখানে সামনে-পিছনে হেঁটে পা ঠুকে-ঠুকে বরফ সমান করলো ডিলান। তারপর ঘোড়ার লাগাম ধরে গাড়িটাকে টেনে নিয়ে গেলো।

হঠাৎ সামনে একটা উঁচু কালো পাথরের চাক দেখা গেলো। তারই গা ঘেঁষে রয়েছে একটা ঢালু ছাদ আর একটা দরজা। এখানে এই সময়ে কারো থাকার কথা নয়, কিন্তু চিমনি দিয়ে একটা সরু ধোঁয়ার রেখা উঠতে দেখা যাচ্ছে।

ওদিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো ডিলান। তারপর কোটের বোতাম খুলে ডান হাতের অবশ আঙুলগুলো বগলে চেপে ধরে গরম করতে থাকলো। কৌতূহলী চোখে ওকে লক্ষ্য করছে ড্যান।

তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলেই তো হয়? ভাবছে ড্যান। এখন শীত করছে ওর। বিশেষ করে আঙুলগুলো জমে অসাড় হয়ে গেছে। কয়েক মিনিট পর এগোলো ডিলান। কিন্তু দরজা পর্যন্ত গেলো না সে। পায়ের চাপে তৈরি করা রাস্তা দিয়ে ঘুরে আস্তাবলের কাছে গিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো। একটু পরেই আবার বেরিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এলো সে।

'ড্যান,' নিচু শান্ত গলায় বললো, 'তুমি ভয় পাও তা চাই না আমি। কেবিনের ভেতর কিছু লোক রয়েছে। সম্ভবত আইনবিরোধী লোক। আমার

কপালে যাই ঘটুক না কেন তুমি ওদের সাথে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করবে। ওরা ঠিকই তোমার যত্ন করবে। একটা ছোট ছেলের ক্ষতি করবে এমন লোক পৃথিবীতে কমই আছে।

'ভিতরে তিনজন লোক আছে। সম্ভবত ওদের দেখলে চিনবো। ওরা হয়তো লুট করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু উপায় নেই—অন্তত তুমি গরম ঘরে থাকতে পারবে। সবচেয়ে আগে ঘোড়াটার ব্যবস্থা করি।' রওনা হতে গিয়েও থমকে ফিরে তাকালো। 'বেশি দুশ্চিন্তা করো না,' বললো সে। পিস্তলের বেণ্টে থাপড় দিলো। 'এটার ব্যবহার বেশ ভালোই জানি।'

ধীর পায়ে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে গাড়িটা আস্তাবলে নিয়ে গেলো ডিলান। গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে যত্ন করে ওর গা ডলতে লাগলো।

'সব সময় প্রথমে ঘোড়ার যত্ন করো,' কাজ করতে করতেই বললো ডিলান। 'কখন যে ফিটফাট অবস্থায় আবার দরকার পড়বে কিছুই বলা যায় না।'

আঙুলগুলো কয়েকবার খুলে আবার মুঠো করে জড়তা কাটিয়ে নিলো সে। 'ঠিক আছে, এবার চলো দেখা যাক বাঁটে কেমন তাস ভাগ্যে জুটলো।'

তুষারের জন্যে ওদের এখানে পৌঁছার সাড়া ভিতর থেকে টের পাওয়া যায়নি। ডিলান দরজায় নক করতেই ভেতরে সব শব্দ থেমে গেলো। জোরে দরজা ধাক্কালো সে। 'ভেতরে কে আছো, দরজা খোলো! বাইরে খুব ঠাণ্ডা। আমার সাথে একটা বাচ্চা ছেলে রয়েছে।'

দরজার হুড়কো খোলার শব্দ শোনা গেলো। পরক্ষণেই দরজাটা ভিতরের দিকে খুলে গেলো। দরজাটা ঠেলে আরও খুলে বাম হাতে ড্যানের হাত ধরে ভিতরে ঢুকলো ডিলান। তারপর হাতটা ছেড়ে দিলো।

ভিতরের তিনজনের দিকে পিছন না ফিরেই দরজাটা বন্ধ করে দিলো ডিলান। ওরা প্রথমে ডিলানকে ভালো করে দেখে নিয়ে ড্যানের দিকে ফিরলো।

'দেখা যাচ্ছে একটা ভালো হাতই উঠেছে,' শান্ত গলায় বললো ডিলান। 'ড্যান, এই লোকটাই ডাক কিড। আধা আইরিশ, সিকি ডাচ আর বাকি সিকি অংশ সিউ ইণ্ডিয়ান। ষোলো আনাই রদ্দি মাল। তবে ওর গায়ে খুব শক্তি আর বন্ধুদের সাথে সৎ।'

শব্দ করে হেসে উঠলো ডাক। 'আমার সবটাই খারাপ না, খোকা। বাচ্চা আর জুয়াড়ীদের বেশ পছন্দ করি।' ডিলানের দিকে মুখ তুলে চাই-

লো সে। 'এই জায়গাটা কি করে খুঁজে পেলে ?'

'কার্লকে চিনতাম। দুবার এখানে রাত কাটিয়েছি।'

'এটার কথা আর কেউ জানে ?'

'মনে হয় না। তুমি তো জানো বেশি কথার মানুষ ছিলো না কার্ল।'

'এই শীতের মধ্যে ঝড় মাথায় করে বেরোয় না কেউ,' ওদের একজন বলে উঠলো, 'ঘটনাটা কি ?'

'সীলিয়ার ছেলে এটা। ক্রস ওকে আমার কাছে রেখে সীলিয়ার সাথে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। স্বর্গের পাইলট গার্থ ছিনিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলো। ছেলেটাকে আমি পছন্দ করি কিন্তু গার্থকে নয়।'

লোকটার বেশ ভারি গড়ন। চওড়া বলিষ্ঠ কাঁধ। 'বিশ্বাস হলো না,' ডিলানের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে বললো সে। 'আর তাছাড়া তোমাকে আমার পছন্দ হয়নি।'

'সেটা তোমার অভিরুচি, গিলি। আমিও তোমাকে পছন্দ করি না।'

'তাহলে বেরিয়ে যাও।'

'না। আমরা থাকছি।'

ওই মোটাসোটা দাড়িওয়ালা লোকটাকে দেখে ড্যানের ভয় করছে। কিন্তু ডিলানের দিকে চেয়ে দেখলো মিটিমিটি হাসছে সে—একবিন্দু ভয় পায়নি।

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো গিলি, কিন্তু ডাক ওকে বাধা দিলো। 'থাকতে দাও ওদের। এই ঝড়ের রাতে কাউকে বের করে দেয়া কি মানুষের কাজ হবে ? তুমিই বলো, হ্যাক ?'

তৃতীয় লোকটা ছিপছিপে আর খুব লম্বা। অলসভাবে চারপাশে চেয়ে বললো, 'না, তা করবো না আমরা। ওদের থাকতে দাও গিলি।'

একটা অশ্রাব্য গাল দিলো গিলি। 'কিভাবে জানি এই ব্যাটা স্পাই কিনা।'

'ডিলান ?' হাসলো ডাক। 'ও একজন পেশাদার জুয়াড়ী।'

যথেষ্ট বাঙ্ক রয়েছে ওখানে। ডাকাতগুলো আরও বাঙ্ক জুগিয়েছে নিজেদের প্রয়োজনেই। তাছাড়া কার্ল তাকে সাহায্য করার জন্যে লোক রাখে বলে বাড়তি বাঙ্ক তৈরি করিয়েছিলো।

'ঝড় থেমে গেলেই চলে যাবো,' বললো ডিলান।

'তোমাকে মোটেও পছন্দ হচ্ছে না আমার,' আবার বললো গিলি। 'চেহারাই ভালো ঠেকছে না।'

'পছন্দ করার জন্যে কেউ তোমাকে মাথার দিব্যি দেয়নি। আমি তোমার লেজে পা দিতে যাবো না, তুমিও লাগতে এসো না।'

'নইলে...?'

হাসলো ডিলান। 'এখানে যারা আছে, পিস্তল ছোড়ায় তাদের কারো চেয়ে আমি কম যাই না। তাছাড়া ঘরটাও ছোট।'

'ও ঠিকই বলছে, গিলি,' মন্তব্য করলো ডাফ। 'ওকে পিস্তল ছুড়তে দেখেছি। বাওই ছুরিও ব্যবহার করতে দেখেছি, তিনটা লোককে পিস্তল বের করার আগেই ছুরি দিয়ে কেটে কুচিকুচি করে ফেলেছিলো। ওকে মারার জন্যেই ওর টেবিলে পাঠানো হয়েছিলো ওই তিনজনকে।'

চিন্তাচ্ছন্নভাবে ডিলানের দিকে চাইলো গিলি। 'তাই নাকি? হয়তো ভুল বুঝেছিলাম তোমাকে। যা আন্দাজ করেছিলাম হয়তো তার চেয়ে ভালো তুমি।'

'ঘরটা খুবই ছোট,' বললো ডিলান। 'মনে হয় আমরা দুজনই চোট পাবো।'

রাগ চেপে অনেকটা প্রশংসার চোখে ওর দিকে চাইলো গিলি। 'ঠিক আছে, তোমার সাহস আছে বটে। কিন্তু আমাকে ঘাঁটিও না।'

আগুনের ধার ঘেঁষে সরে দাঁড়িয়েছে ড্যান। ওর শরীরটা প্রায় পুরো গরম হয়ে আসতে শুরু করেছে। ডিলানের কাছে অবশ্য সে স্বীকার করেনি, বেশ কয়েক ঘণ্টা থেকেই ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়েছে ছেলেটা। এই লোকগুলোকে দেখে ভয় হচ্ছে তার। যদিও ডাফ ওর দিকে চেয়ে হাসছে।

'সীলিয়ার ছেলে আছে জানতাম না আমি,' বললো হ্যাঙ্ক।

'কেউই জানতো না। ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিলো সে। ফিঙ্গালই তার বৌ মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত ওর দেখাশোনা করেছে। তারপর সীলিয়া ক্রসকে বলেছিলো ছেলেটাকে একেবারে সরিয়ে ফেলার কথা।'

ওরা সবাই হতবাক। ওদের চেহারাতেই ফুটে উঠলো বিস্ময়।

'ঠিক তাই। কিন্তু ক্রস তা পারেনি। একরাত ছেলেটাকে রাখার জন্যে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলো। সকালেই দুজনে পালিয়েছে।'

'জানি সীলিয়া একটু স্বার্থপর,' বললো ডাফ, 'কিন্তু একটা ছোট বাচ্চা!

নিজের ছেলের সাথে এমন করলো ?'

'মেয়েটা বরাবরই একটু অদ্ভুত কিসিমের,' মন্তব্য করলো হ্যাঙ্ক। 'আমি ওদের পরিবারকে জানি।'

'কি করে ?' প্রশ্ন করলো ডিলান।

'পুবে থাকতে পরিচয় ছিলো। ভালো বংশের মেয়ে...বেশ টাকা-পয়সা আছে ওদের। কিন্তু সে ছিলো স্বার্থপর, নীচ প্রকৃতির। বাড়ি থেকে পালিয়েছিলো। আর ফিরে যায়নি।'

ড্যানের যখন ঘুম ভাঙলো তখন কেবিনটা দিনের আলোয় ভরে গেছে। একটা বাঙ্কের ওপর শুয়ে আছে সে। তার চারপাশে কম্বল সুন্দর করে গোঁজা। আগুনের ধারে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর পা তুলে দিয়ে বসে আছে ডাফ। ড্যান নড়ে উঠতেই ওর দিকে ফিরে চাইলো সে। 'সুপ্রভাত, একবার ঘুমালে কিন্তু বেশ ভালো ঘুমাতে পারো তুমি। জানো ?'

'জ্বি, স্যার।'

'স্যার। চমৎকার তো ? তোমাকে কে এমন সুন্দর আদব-কায়দা শিখিয়েছে ?'

'ক্রস।'

'হুম। দেখা যাচ্ছে অন্তত একটা ব্যাপারে লোকটার কিছু গুণ ছিলো। তবে ও বেশ হাসিখুশিও ছিলো। সঙ্গী হিসেবে খুব ভালো। ডিলান ছাড়া এমন সদালাপী মানুষ আর আমার চোখে পড়েনি। একজন ভালো বন্ধু পেয়েছো তুমি—ডিলান। ওর সাথেই লেগে থেকো। পৃথিবীতে ভালো বন্ধু পাওয়া খুব কঠিন।'

'তোমার তো বন্ধু আছে।'

শুষ্ক হাসি হাসলো ডাফ। আড়চোখে ড্যানের দিকে একবার চেয়ে সে জবাব দিলো, 'বন্ধু ? হ্যাঁ, তা বলতে পারো। আমরা একসাথে কাজ করি। ওদের কাজ ওরা ভালোই জানে। কিন্তু আমি বলছিলাম এমন বন্ধুর কথা যার কাছে নিশ্চিন্ত হয়ে পিছন ফেরা যায়।'

'ডিলান তোমাকে পছন্দ করে।'

'একথা কেমন করে মনে হলো ?'

'সে যেভাবে তোমার সাথে কথা বলে, তাকায়—বুঝতে পারি তোমাকে পছন্দ করে ও।'

'জেনে ধন্য হলাম। ডিলান সহজে কাউকে পছন্দ করে না। আর তুমি?'
'হ্যাঁ, স্যার। আমারও ভালো লাগে।'
'গিলি আর হ্যাঙ্ককে?'
'গিলিকে ভালো লাগে না। মনে হয় সেও আমাকে পছন্দ করে না। হ্যাঙ্কের ব্যাপারে ঠিক বুঝি না।'
'ওর ব্যাপারে কেউই বোঝে না। সে নিজেও বোঝে কিনা সন্দেহ।' উঠে আগুনে আরও কাঠ চাপালো ডাফ। 'নিজের পছন্দ অপছন্দগুলো সাধারণত নিজের মনে মনে রাখাই ভালো। তবে এক্ষেত্রে খুব একটা আসবে যাবে না।'
তুষারপাত থেমে গেছে। জানালার বাইরে তুষার গলে বরফ জমে রয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরে দেখা খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যেটুকু দেখা যাচ্ছে সবই সাদা আর স্থির। বাইরে কুঠার চালানোর সাথে মাঝে মাঝে কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তুষারের ওপর কিছু লম্বা কাঠের ফালি পড়ে আছে। অনেকটা নাগরা জুতোর মতো লম্বা দুটো তক্তা দেখা যাচ্ছে। সামান্য বাঁকা দুটো চারাগাছ কেটে বাকবোর্ডের তলায় বেঁধে ওটাকে স্লেজ বানানোর ব্যবস্থা করছে ডিলান। তক্তার যে পিঠটা তুষারের ওপর দিয়ে চলবে সেটাকে এখন কেটেছেঁটে মসৃণ করার চেষ্টা করছে সে।
গিলি, হ্যাঙ্ক আর ডিলান তিনজন মিলে বাকবোর্ডটাকে ঠেলে বাইরে নিয়ে এলো। চাকা খোলার কাজে লেগে গেলো ডিলান। গাড়িটা তৈরিই করা হয়েছে এমনভাবে যেন শীতকালে চাকা খুলে তক্তা বসিয়ে স্লেজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
কিছুক্ষণ পর ওরা সবাই ভিতরে চলে এলো। খাবার তৈরির কাজে লেগে গেলো হ্যাঙ্ক। চেয়ারটাকে পিছনে কাত করে একটা দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসেছে ডিলান। 'কিছু বাড়তি খাবার আছে আমার কাছে,' বললো সে, 'সাহায্যের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। তোমরা যদি বসন্ত পর্যন্ত এখানে থাকার পরিকল্পনা নিয়ে থাকো, অবশ্যই বাড়তি খাবার লাগবে।'
'হ্যাঁ, তাতে আমাদের অনেকটা সাহায্য হবে,' একমত হলো ডাফ।
দুই চাক বেকন, কিছু লবণ দেয়া গরুর মাংস আর বারো টিন বীন দিতে পারবো। ময়দা সাথে আনিনি কারণ বেক করার সুযোগ মিলবে আশা করিনি।'

'দেখেছো ?' বলে উঠলো ডাফ, 'বলেছিলাম না লোকটা ভালো ? ডিলানের সাথে হাত মিলিয়ে কেউ কোনোদিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।'

কফি শেষ করে ড্যানের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকালো ডিলান। 'সব গুছিয়ে তৈরি হয়ে নাও, ড্যান। এবার রওনা হবো আমরা।'

'লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে তোমাকে,' অবিশ্বাসভরে ডিলানের দিকে চেয়ে বললো গিলি। 'কি করে জানবো তুমি শেরিফকে খবর দিতে যাচ্ছো না ?'

'তুমি যদি এরিককে চিনতে, এ প্রশ্ন তুলতে না,' জবাব দিলো ডিলান। 'এই আবহাওয়ায় বিশ হাজার ডলার দিলেও সে শহর ছেড়ে তিন মাইলও আসতে রাজি হবে না। একটু আরাম প্রিয়···আর তাছাড়া তোমাদের খুঁজছে না সে।'

কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো ডিলান। 'দুজন আমার সাথে বাইরে এসো। দেখছি কি দেয়া যায়।'

বাইরে গিলির হাতেই সব খাবার ধরিয়ে দিলো ডিলান। ওগুলো রাখতে ভিতরে চলে গেলো সে। 'ধন্যবাদ, ডাফ। এই উপকারের কথা মনে থাকবে।' বাকবোর্ডের ভিতর থেকে একটা শুকানো আপেলের দশ পাউণ্ডের বস্তা বের করে ওর হাতে দিলো ডিলান। 'এটা গুডলাক।'

'ধন্যবাদ।' ফিরে যেতে গিয়েও আবার থামলো ডাফ। 'হঠাৎ মনে পড়লো, হেলেনাতে একটু সাবধান থেকো। গরম্যানের দলটা এখন ওখানে আছে।'

অপ্রসন্ন মুখে গিলি দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঙ্ক এগিয়ে এসে ড্যানকে কোলে তুলে গাড়িতে বসিয়ে বাফেলো কোট দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিলো ওকে। 'ভালো করে ঢেকে পথ চলো, খোকা। ঠাণ্ডার ভিতর অনেক পথ চলতে হবে তোমাদের।'

'ধন্যবাদ, হ্যাঙ্ক। সত্যি, অনেক ধন্যবাদ।'

গাড়িতে উঠে বসলো ডিলান। মুখ দিয়ে 'চাক চাক' শব্দ করে লাগামে ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়াকে আগে বাড়ার নির্দেশ দিলো সে। 'সবাই সতর্ক থেকো: আর আমি চলে যাওয়ার পর কিছু তুষার ছিটিয়ে দিও।'

ট্রেইল ধরে প্রধান রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলো গাড়ি। ড্যান লক্ষ্য করলো ডিলানের কোটের বোতামগুলো সব খোলা রয়েছে। খাপের সাথে পিস্তল বাঁধার ফিতেটাও খোলা। সবাই বলে বটে ডিলান একজন জুয়াড়ী, কিন্তু

সব ব্যাপারে জুয়া খেলে না সে। দু মাইল চলে আসার পর সে তার কোটের বোতাম লাগালো। কিছুদূর নীরবেই পথ চললো ওরা। তারপর ডিলান আড়চোখে ওর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো, 'কি, শীত করছে?'

'একটু,' এবারে সত্যি কথাই বললো ড্যান।

'ওখানে কি ঘটলো সব খেয়াল করছো তুমি? সব সময়ে চোখ-কান খোলা রাখাটা খুব দরকার।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'জানো আমরা কেন এখনও বেঁচে আছি?'

'ওরা তোমাকে ভয় পায়।'

'আরে না! ডাফ তো নয়ই, বাকি দুজনও ভীত ছিলো না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওরা দেখলো আমি ভয় ওদের পাচ্ছি না। আর ওই ছোট ঘরের মধ্যে নিজেরা আহত না হয়ে আমাকে আহত করা অসম্ভব ছিলো।

'আর একটা কথা, শক্তিশালী মানুষের জানতে হবে কখন শক্তিপ্রয়োগ করা দরকার। আমি গিলিকে চ্যালেঞ্জ করিনি। করলে আমাকে ভুল প্রমাণ করার একটা অদম্য ইচ্ছা ওর মনে নিশ্চয়ই জাগতো। ফলে গোলাগুলি হতো—কেউ কেউ চোট পেতো। এইসব ক্ষেত্রে খুব সূক্ষ্ম একটা সীমারেখা টানতে হয়। গিলিকে ভয়ঙ্কর লোক বলে স্বীকার করে নিলাম, অথচ একটুও নতি স্বীকার করলাম না।'

'বুঝেছি।'

'ওদের মধ্যে গিলি সবচেয়ে কঠিন আর নীচ। ডাফ পিস্তল চালানোয় ওস্তাদ আর ওদের মধ্যে সবচেয়ে চালাক। কিন্তু সবচেয়ে সাংঘাতিক হ্যাঙ্ক।'

'কেন?'

'ওর মাথায় একটু ছিট আছে। সাধারণত বেশির ভাগ সময় স্বাভাবিক আচরণই করে তবে বিপদে পড়লে যে কি করবে তা কেউ বলতে পারে না। হয়তো বুনো হয়ে উঠে আশপাশের সবাইকে খুন করে ফেলবে। পরে ওর খারাপ লাগবে ঠিকই, কিন্তু কিছুদিন পর সম্ভবত পুরো ঘটনাটাই ভুলে যাবে।'

এরপর কিছুক্ষণ নীরবে এগিয়ে চললো ওরা। ডিলান হঠাৎ আবার বললো, 'ড্যান, পৃথিবীতে তুমি একা। কোনোদিন কথাটা ভুলো না। আর সেই সাথে এটাও ভুলো না, যে একা দাঁড়াতে পারে সে-ই সবচেয়ে শক্তিশালী। বন্ধুত্ব একটা চমৎকার জিনিস। কিন্তু সত্যিকারের বন্ধুকে সঠিক-

ভাবে চিনতে হবে। মানুষকে বিচার করা শেখো, তবেই সুন্দরভাবে বেশি-দিন বাঁচতে পারবে।'

বাতাসটা একেবারে টাটকা আর পরিষ্কার। ঘোড়াটা দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছে। গরম জামার গর্তে নিজেকে ভালোমতো ঢেকে নিয়ে ঘোড়ার কান নড়া লক্ষ্য করছে ড্যান। মাঝেমাঝে ডিলান এটা-ওটা নিয়ে তার সাথে গল্প করছে।

এভাবেই শুরু। এরপর বহুবার তারা এখানে-ওখানে গেছে : বাকবোর্ডে, ট্রেনে, স্টীমারে, আবার কখনও বা ঘোড়ার পিঠে। প্রতি যাত্রাতেই ডিলান অনেক কথা বলেছে। কথা বলতে ভালবাসে সে—আর ড্যান ছিলো তার মনোযোগী শ্রোতা।

বেশ অনেক পরে ড্যান উপলব্ধি করলো আসলে ডিলান নিজে যা ভালো মনে করে, এতদিনের অভিজ্ঞতায় যা শিখেছে, সেগুলোই ওকে নিজস্ব পদ্ধতিতে শেখানোর চেষ্টা করছে। যেমন, দায়িত্ববোধ, সাহস, সবসময়ে ভদ্র আর উপযুক্ত ব্যবহার। মানুষের জীবন যে শক্ত বাঁধনে জড়ানো সেটাও ওকে বোঝানোর চেষ্টা করছে ডিলান। এর সাথে আরও অনেক ছোটখাট শিক্ষা, বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার, কলা-কৌশল, হাতের কাজ। মানুষের আচার-ব্যবহারে বিশেষ ভঙ্গি, মুদ্রাদোষ এসব খেয়াল করা। মুখের ভাবভঙ্গিতে কখন তারা মিথ্যা কথা বলছে, কিংবা কখন মানুষ অনিশ্চিত বা ভয় পেয়েছে সেসব বোঝা। কঠিন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ডিলান এসব জ্ঞান অর্জন করেছে।

হেলেনা শহরে প্রথম রাতে হোটেল থেকে বাইরে যাবার জন্যে জামা-কাপড় পড়ে তৈরি হয়েছে ডিলান। ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে উঠে এক প্যাকেট নতুন তাস বের করে ড্যানের হাতে দিলো সে।

'এগুলো নাও। আজ রাতে একশোবার বিভিন্নভাবে ফেটা অভ্যাস করো। হাতের আঙুলের সাথে তাসের ভালো করে পরিচয় হোক। কিভাবে সহজে এগুলোকে সামলানো যায়—শেখো। কোনোদিন যদি তাস না-ও খেলো তবু এতে অনেক লাভ হবে। হাতের আঙুলের সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা বাড়বে, আর চোখও তীক্ষ্ণ হবে।' বেরিয়ে গেলো ডিলান। ঘরে রইলো ড্যান একা।

জানালার ধারে বসে বাইরে বরফের ওপর বুটের আওয়াজ শুনতে শুনতে

ডাফের সাবধানবাণীর কথা মনে পড়লো ওর। গরম্যান দলের লোকদের সাথে কি ডিলানের দেখা হয়ে যাবে? ওরা কি মেরে ফেলবে তার একমাত্র বন্ধু ডিলানকে? ওকি আর ফিরে আসবে না?

তুষারের ওপর আলো পড়ে চিকচিক করছে। ওদিকে চেয়ে ড্যান ভাবছে কি কি ঘটেছে—ভাবছে সীলিয়া আর ক্রুসের কথা, ডাফ, গিলি আর হ্যাঙ্কের কথা।

উঠে টেবিলে বসে তাস ফেটতে শুরু করলো সে। শাফ্‌ল্‌ করছে আবার তুলে নিয়ে শাফ্‌ল্‌ করছে। একশোবার…তারপর আরও অনেকবার।

এইভাবে রাতের পর রাত অনুশীলন চললো। ধীরেধীরে তার হাতে তাস যেন কথা বলতে শুরু করলো। তাস বাঁটার সময়ে প্যাকেটের উপর থেকে বা নিচ থেকে বাঁটা, তাস কাটা, কাটা-তাস আবার কায়দা করে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা, সবই আয়ত্ত করলো। ইচ্ছে করলেই উপর থেকে বা নিচ থেকে যে-কোন হাত নেয়া শিখলো সে।

'ভদ্রলোক কোনোদিন চুরি করে না, ড্যান,' চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললো ডিলান। 'তবে সবসময় ভদ্রলোকের সাথে খেলা পড়বে না তোমার। ওরা চুরি করছে কিনা জানতে হলে কি কি উপায়ে চুরি সম্ভব এটা জানতে হবে।'

'যদি বুঝতে পারো খেলায় চুরি হচ্ছে, খেলা ছেড়ে উঠে পড়ো। যে-কোনো অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়ো। যে চুরি করছে তাকে চোর প্রমাণ করতে যেও না। কারণ তা করলে বাধ্য হয়েই তাকে মারতে হবে তোমার। খুন মনকে অশান্ত করে তোলে।

'স্মরণশক্তি বাড়ানোর চর্চা করো…খেয়াল করো। কখন কে কি কার্ড ফেললো সেগুলো সময়মতো মনে রাখতে হবে। তারচেয়েও বড় কথা মানুষ, জায়গা আর বিভিন্ন খুঁটিনাটি খেয়াল করতে হবে।'

আবার চুল আঁচড়াতে আয়নার দিকে ফিরলো ডিলান। 'জানালার কাছে যাও, বাইরেটা দেখো।'

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এক মিনিট বাইরে চেয়ে থাকার পরে ড্যানকে কাছে ডাকলো ডিলান। 'ঠিক আছে, বাইরেটা তো দেখলে, রাস্তার ওপাশে কয়টা বাড়ি ওই জানালা দিয়ে দেখা যায়?'

'জানি না, মনে হয়…'

'এই রাস্তার দিকে মুখ করা সাতটা বাড়ি আছে। তিনটে দোতলা, আর তাদের দুটোতে ব্যালকনি আছে।'

কোট পরে নিলো ডিলান। টাই ঠিক করে নিয়ে আবার বললো, 'জানালা দিয়ে কেবল বাইরে তাকালেই চলবে না, দেখতে হবে। আর দেখে সেটা মনে রাখতে হবে।'

'চলো ডিনারের সময় হলো।'

তিন

আট বৎসর বয়সেই তাস সম্পর্কে যা কিছু জানার শিখে ফেললো ড্যানিয়েল বার্কলে। জানলো ড্র পোকারে একটা জোড়া রেখে তিনটা তাস নিলে ট্রায়ো হবে আটবারে একবার, চারটা হবে তিনশো উনষাটবারে একবার। হাত সাফাইও সবই শিখেছে সে। তাস বাঁটার শব্দে বলে দিতে পারে তাসটা নিচ থেকে বাঁটা হলো কিনা।

হাজার মাইলেরও বেশি পথ সে অতিক্রম করেছে ঘোড়ার পিঠে। এর তিনগুণ পাড়ি দিয়েছে স্টেজকোচে। স্টীমারে মিসিসিপি নদী দিয়ে নিউ অরলিন্স থেকে মিসৌরিতে ফোর্ট বেনটন পর্যন্ত ঘুরেছে।

সোনার সন্ধানে পাগল মানুষগুলোর সাথে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছে। ডজনখানেক শহরকে হঠাৎ গড়ে উঠে আবার মরে যেতে দেখেছে। সীমান্তের কয়েকশো বন্দুকবাজ, জুয়াড়ী, বারটেণ্ডার আর নষ্টা মেয়েমানুষকে চিনেছে সে।

গান গাইতে ভালোবাসে ডিলান। ওর কাছ থেকে অনেক গান শিখেছে ড্যান। দুজনে মিলে ঘোড়ায় চড়ে দেশেদেশে ঘোরার পথে একসাথে গেয়েছে সেসব গান। অনেক কবিতাও শিখেছে। তার মধ্যে কয়েকটা বেশ দীর্ঘ, চলার পথে লম্বা সময় কাটানোর জন্যে ওগুলো ড্যানকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছে। অনেক পড়াশোনা করে এই জুয়াড়ী যুবক। আর মনেও রাখতে পারে। ইতিহাস আর পঞ্জিকার বেশির ভাগ উল্লেখযোগ্য ঘটনাই তার মনে থাকে। দৌড়-ঝাঁপেও ওর সাথে পারা মুশকিল।

দৌড় প্রতিযোগিতা সীমান্তের একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। আগে থেকে ব্যবস্থা না থাকলেও যে-কোনো সময়ে মুহূর্তের নোটিশেই খেলা শুরু হয়ে

যেতে পারে। ডিলান তার একটা ছোট্ট কালো নোট বইয়ে এসব খেলার ফলাফল টুকে রাখতো।

'শতকরা সম্ভাবনা, এটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা,' ড্যানকে বললো সে। 'সবসময়েই শতকরা কতভাগ জেতার সম্ভাবনা হিসেব করে খেলা উচিত। খোচা খেয়ে জিদের বশে বাজি ধরো না কখনো।

'এই ম্যাটের কথাই ধরো,—ইশারায় কামরার অন্যধারে বসা মোটাসোটা লোকটাকে দেখালো সে। ওর দাঁতের ফাঁকে একটা সিগার ধরা। মনে হয় সিগারটা নিভে গেছে। 'দৌড়ে ম্যাট হচ্ছে মিসিসিপির পশ্চিমে সবচেয়ে দ্রুত মানুষ। সিগার ফুঁকছে না লোকটা। জীবনে কোনোদিন মদ বা ধূমপান করেনি। ওটা লোক দেখানো। দেখতে মোটা মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু আসলে তা নয়। একশো বা দুশোগজ বুলেটের মতোই ছুটতে পারে। এরপর আর ওর দম থাকে না।'

কালো বইটাতে জানাশোনো সব ঘোড়ার স্পীড সম্বন্ধেও নোট রয়েছে। ওদের মধ্যে কিছু কিছু ঘোড়াকে লোক ঠকানোর জন্যে বাকবোর্ডে বেঁধে এখানে ওখানে ঘুরানো হয়। কাউকে জেদের বশে বাজি ধরাতে পারলেই হলো।

'একটা দুটো বড় বোর্ড জিতলেই পোকার খেলোয়াড় হওয়া যায় না, ড্যান। সবসময় পারসেন্টেজ হিসাব করে খেলতে হয়। নিয়মিতভাবে ধীর গতিতে নিশ্চিত হয়ে জিততে হবে। একটা দুটো বড় বোর্ড জিতলে লোকের নজর পড়বে, ওদের চোখ টাটাবে। চোরদের মাথায় নানান কুবুদ্ধি খেলবে, কিংবা কেউ ভাবতে পারে চুরি করে জিতছো।'

ইতিমধ্যেই ড্যান খেয়াল করেছে ডিলান সবসময়ে ছোটছোট অনেকগুলো দান জেতে, কিন্তু বড়গুলো ইচ্ছা করেই যেন ছেড়ে দেয়। 'জুয়া খেলায় জেতার রহস্যটা হচ্ছে যতটা সম্ভব ঝুঁকি না নিয়ে খেলতে হবে। জিততে হলে কারো অসৎ হবার দরকার নেই। তাসের ধারা, স্মরণশক্তি, যাদের সাথে খেলা হচ্ছে তাদের স্বভাব জানা, আর সামান্য এক ফোঁটা ভাগ্য। এগুলো থাকলে জিত হবেই।'

কতগুলো ব্যাপারে ড্যানকে কঠিন শাসনে রাখে ডিলান। সে ড্যানের কাছ থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর ভদ্র ব্যবহার আশা করে। এবং তা পাওয়ার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখে। যা কিছু শিখেছে ড্যান তার পুরো-

টাই পেয়েছে ডিলানের কাছ থেকে। স্কুলে যাওয়ার মতো দীর্ঘ সময় ওরা এক শহরে থাকেনি।

যদিও অক্ষর চেনা আগেই শুরু করেছিলো, তবু ডিলানের কাছেই পড়তে শিখেছে সে। অঙ্কের শতকরা হিসেবও ডিলানই শিখিয়েছে তাকে। আর খুঁটিয়ে দেখার শিক্ষা হয়েছে ওর সবচেয়ে বেশি। প্রায় প্রতি দিনই একটা না একটা কিছুর বর্ণনা দিতে বলা হয়। যে পথ দিয়ে ওরা পাড়ি দিয়েছে : একটা লোকের চেহারা আর জামাকাপড়ের বর্ণনা ; কিংবা একটা দোকানের কোথায় কোন্ জিনিস রাখা ছিলো—এসব হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করা হয় তাকে।

'আমি চাই না তুমি একজন জুয়াড়ী হও,' মন্তব্য করেছিলো ডিলান। 'কিন্তু তাসে ওস্তাদ হতে পারলে আঙুলের কর্মক্ষমতা বাড়ে, স্মরণশক্তি বাড়ে, আর যে-কোনো পরিস্থিতি সহজে পুরোপুরি বোঝার ক্ষমতা হয়।'

সীলিয়ার কথা কোনোদিন উচ্চারণ করেনি ডিলান। ড্যানও আর তার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। আসলে ক্রসকেই তার বেশি মনে পড়ে, কারণ সেই ওকে আদর করতো, ভালো ব্যবহার করতো।

ড্যানের শেখা কবিতা মনে আছে কিনা দেখার জন্যে ডিলান মাঝেমাঝে একটা কবিতার অর্ধেক আবৃত্তি করতো। ড্যানকে তার বাকিটা বলতে হতো।

ডিনার সেরে রেস্টুরেন্টে বসে তাই করছিলো ওরা। এমন সময় পাশের টেবিল থেকে একজন দাড়িওয়ালা লোক নিজের চেয়ার থেকে ঘুরে মন্তব্য করলো, 'ছেলেটাকে কি শিখণ্ডী বানাতে চাও নাকি—মেয়েলী কবিতা শেখাচ্ছো ?'

কয়েক সেকেণ্ড লোকটার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মুখের চুরুটটা অ্যাশট্রের ওপর নামিয়ে রাখলো ডিলান।

'বন্ধু,' ঠাণ্ডা গলায় বললো সে, 'আমি কবিতা পড়ি, পছন্দও করি। আমাকেও কি ওই নামে ডাকতে চাও ?'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিলো দাড়িওয়ালা। ওর সঙ্গী ওকে টেবিলের তলা দিয়ে পায়ে লাথি মারলো। 'আরনি !' সাবধান করার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু আরনির সেদিকে খেয়াল নেই।

'মনে করো চাই। কি কাঁচকলা করবে তুমি ?'

'শুনতে চাও বলছি,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলো ডিলান। 'তোমার কাছে

পিস্তল থাকলে গুলি করে মারবো। আর তা না থাকলে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেবো।'

মদ খেয়েছে বিশাল লোকটা। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে তার। বন্ধুর সতর্কবাণী কানে তুললো না। হঠাৎ ঝুঁকে বুটের ভিতর থেকে ছুরি বের করে আনলো!

ডিলানের হাত নড়তে দেখেনি ড্যান, কিন্তু কখন যেন তার ছুরিটা দাড়িওয়ালার হাত টেবিলের সাথে গেঁথে ফেলেছে। ব্যথায় ককিয়ে উঠলো লোকটা। তার হাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'ড্যান,' শান্ত সুরে বললো ডিলান। 'টেনিসনের বইটা দাও তো? এই লোকের শিক্ষার কিছু উন্নতি হওয়া দরকার।'

নিজের টেবিল থেকে হুইস্কির বোতলটা নিয়ে একটা গ্লাসে ঢেলে লোকটার দিকে এগিয়ে দিলো ডিলান। 'ভালো হাত দিয়ে এটা গলায় ঢেলে নাও,' বললো সে, 'তারপরে শোনো।'

পরবর্তী কয়েক মিনিটের কথা ড্যান কোনোদিনই ভুলতে পারবে না। লোকটার একটা হাত টেবিলে গেঁথে রেখেই অন্যহাতে বইয়ের পাতা উল্টে নতুন কেনা বইটা থেকে ভরাট সুন্দর গলায় আবৃত্তি করলো ডিলান:

'ইট লিটল প্রফিটস্ দ্যাট অ্যান আইডল কিং,
বাই দিস স্টিল হার্থ, অ্যামোং দিজ ব্যারেন ক্র্যাগ্‌স্,
ম্যাচ্‌ড্ উইথ অ্যান এইজেড ওয়াইফ আই—

চারপাশে লোকজন জড়ো হয়ে বিস্ফারিত চোখে ঘটনা দেখছে। ধীর শান্ত গলায় টেনিসনের পুরো 'ইউলিসিস' কবিতাটা পড়ে গেলো সে।

তারপর ছুরির বাঁট ধরে থেকেই বললো, 'আশাকরি যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে বন্ধু। কবিতা চর্চা করো। অনেক কিছু শিখতে পারবে। একাকী নিঃসঙ্গ প্রহরগুলোতে কবিতা তোমাকে সঙ্গ দেবে।'

টান দিয়ে ছুরিটা খুলে নিলো ডিলান। হাত বাড়িয়ে ওর দাড়িতে মুছে ছুরিটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো, 'শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি। খাওয়া আর কথা আমি ঝামেলা ছাড়াই সারতে চাই।'

উঠলো সে। 'চলো, ড্যান। বইটা নিয়ে এসো।'

বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। ড্যানের পেটের ভিতরটা গুলাচ্ছে—কাঁপছে সে।

'দুঃখিত, তোমার সামনে এমন একটা কাজ করতে হলো। কিন্তু লোকটা ঝগড়াটে আর গুণ্ডা প্রকৃতির। ওকে জখম না করলে খুন করতে বাধ্য করাতো। সেটা চাইনি।'

ধীর পায়ে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলো ওরা। 'দাঙ্গা আমি পছন্দ করি না, ড্যান। কিন্তু যুগটাই দাঙ্গার। কিছু মানুষ আছে যারা আর কিছু বোঝেই না।'

ভোরেই ওরা সিলভার সিটির স্টেজে উঠলো।

কোচ ড্রাইভারও ওদের সাথে একসাথেই স্টেশনে ঢুকলো। আকাশ থেকে শেষ তারাটা মাত্র বিদায় নিয়েছে। 'কোচে কোনোরকম ভিড় হবে না, ডিলান,' মন্তব্য করলো ড্রাইভার। 'অ্যাপাচিদের ভয়ে ইদানীং কেউ আর সহজে কোচে ওঠে না।'

'তোমার ওপর আমার আস্থা আছে, এলমো,' ডিলান হেসে বললো। 'তুমি যদি স্টেজ নিয়ে ছুটে ওদের নাও হারাতে পারো, যুদ্ধ করে নিশ্চয়ই ঠেকাতে পারবে।'

'আমি? ঠাট্টা করছো তুমি!' ডিলানের দিকে আড়চোখে চাইলো সে। 'তোমার আর আরনি বাকস্টনের ব্যাপারে যা শুনলাম তা কি সত্যি?'

'আরনি বলে একজনের সাথে কাল রাতে দেখা হয়েছিলো বটে,' স্বীকার করলো ডিলান। 'তবে ওর দ্বিতীয় নামটা সে বলেনি। আমিও আর জিজ্ঞেস করিনি।'

'শুনলাম ছুরি দিয়ে গেঁথে ওকে কবিতা শুনিয়েছো।'

'ঘটনা অনেকটা তাই ঘটেছিলো।'

'কঠিন মানুষ তুমি, ডিলান!' স্টেজের দিকে এগিয়ে গেলো ওরা। 'টিউ-ব্যাকি-এ কয়েকদিন আগেই একটা লোককে খুন করেছে আরনি। ইউমাতেও একজনকে ছুরি দিয়ে কেটে কুচিকুচি করেছে।'

'বেপরোয়া ধরনের লোক। তবে কে কি পারে না জেনে কারো সাথে লাগতে যাওয়া ঠিক না।'

ড্যানের দিকে চাইলো এলমো। 'আমার সাথে গাড়ির মাথায় বসতে চাও, খোকা? সাথী পেলে খুশি-ই হবো।'

'বন্দুকধারী কেউ থাকছে না?'

'পরে। অন্তত দুজন ভালো যোদ্ধা সাথে নিতে হবে আমাদের। গিরি-

পথটা পার হবার সময়ে দরকার পড়বে।'

ড্যান উপরে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো ডিলান গাড়িতে উঠছে। যখনই ওদের ছাড়াছাড়ি হয় ওর ভীষণ ভয় করে। দুশ্চিন্তা হয় হয়তো ডিলান হারিয়ে যাবে—আর ফিরবে না।

ক্রুসের কথা মনে পড়লো ওর। কেন তাকে ফেলে রেখে চলে গেলো সে? তবে কি তার মাঝে এমন কিছু আছে যা লোকে পছন্দ করে না? তার মা কেন তাকে দেখতে পারতো না? কিন্তু ডিলান ন্যাশ তাকে পছন্দ করে, বোঝে সে। তাই ওর সাথে থাকতে তারও ভালো লাগে।

ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে আছে। এলমো উপরে উঠে আসতেই কাঠের হাতলটা চেপে ধরলো ড্যান। উত্তেজিত বোধ করছে সে। এর আগে কোনোদিন স্টেজের ছাদে চড়ে কোথাও যায়নি। তাকে যে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে এটা বুঝছে সে। লাগামগুলো একত্র করে চাবুক হাতে নিলো এলমো। চাবুক ঝাড়া দিয়ে পটকা ফোটার আওয়াজ তুলে ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে চিৎকার করলো সে। দ্রুততালে এগিয়ে চললো ঘোড়া। শহর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে তারা হয়তো আর একটু ধীর গতিতে চলবে, কিন্তু সব চালক-রাই কেন যেন শহর ছাড়ার সময় এক ঝড়েটুর বেগে চলতে পছন্দ করে।

ঝরঝরে ঠাণ্ডা বাতাস। হেমন্তের প্রথম দিক, মাঝে মাঝে আকাশে মেঘ থাকে, কিন্তু আজ মেঘের চিহ্নমাত্রও নেই। দূরে মাইলের পর মাইল পরি-ষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'আশ্চর্য এক মানুষের সাথে চলেছো তুমি,' ড্যানকে বললো এলমো। 'ও কি তোমার কোনো আত্মীয়?'

'চাচা।' ওরা দুজনে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছে যে, কেউ জিজ্ঞেস করলে এই কথাই বলবে। যাদের সাথে পরিচয় হয় তারাও এ উত্তরে সন্তুষ্ট হয়, দ্বিতীয় প্রশ্ন তোলে না। 'ওকে খুব ভালো লাগে আমার।'

'ভালো লাগারই কথা, আমিও পছন্দ করি। কাউকে ঘাঁটাতে যায় না, কিন্তু বিপদ আসলে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে। ইণ্ডিয়ান এলাকার ভিতর দিয়ে যেতে হবে আমাদের, গাড়ির ভিতর ডিলান ন্যাশ আছে বলেই অনেক বেশি ভরসা পাচ্ছি।'

'কেন?'

'ওর মতো রাইফেল আর পিস্তল ছুঁড়তে পারে এমন মানুষ এ তল্লাটে

নেই। এখন ওর দিকে চেয়ে দেখো, মনে হবে সেজেগুজে রানীর সাথে দেখা করতে চলেছে, নিরীহ লোক। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না এই লোক ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব মাটিতেও ওদের ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারে। ছেলেবেলায় বাবার কাছে কর্নেল জিম বোয়ির যেসব গল্প শুনেছি, ডিলানের কথায় সেগুলোই মনে পড়ে।'

প্রথম স্টপ সিয়েনাগা। তিরিশ মাইল। স্টেজ স্টেশনে এসে থামলো ওদের কোচ। ড্যান অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো কেমন ক্ষিপ্র গতিতে ওরা ঘোড়া বদল করে তাজা ঘোড়াগুলোকে স্টেজের সাথে জুড়ে দিলো। দুজন রাইফেলধারী লোক স্টেজ স্টেশন থেকে বেরিয়ে ঘোড়াগুলোকে ঠিকমতো লাগানো হয়েছে কিনা চেক করলো।

ড্যান আর ডিলান গাড়ি থেকে নেমে স্টেশনে রাখা চমৎকার ঠাণ্ডা পানি খেলো। রাইফেলধারী লোক দুটোর সাথে কথা বলছে এলমো। ওদের সাথে আর একজন লোক যোগ দিলো। দেখে মনে হয় লোকটা খনির কাজে জড়িত।

নিচু ছাদের মাঝারি কামরাটার ভিতর দুটো টেবিল পাতা রয়েছে, সাথে কয়েকটা বেঞ্চ। ওদিকে একটা ছোট্ট বার। স্যুট পরা একজন লোক ঝাড়া মোছা করার একটা পরিষ্কার লিনেনের কাপড় হাতে ঝুলিয়ে বারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একজন মহিলার সাথে একটা ছেলে বসে আছে টেবিলে। এইমাত্র খাওয়া শেষ করেছে ওরা। কৌতূহল নিয়ে ড্যানের দিকে চাইলো ছেলেটা।

'তুমি এই স্টেজের যাত্রী?' প্রশ্ন করলো সে।

'হ্যাঁ।' একটু বাধোবাধো ঠেকছে কিন্তু ড্যানেরও কৌতূহল হচ্ছে। সমবয়সী কোনো ছেলের সাথে খুব কমই কথা হয়েছে তার। এই ছেলেটা হয়তো তার চেয়ে বছরখানেকের বড় হবে।

'বাহারের জামাকাপড় পরেছো, ফুল-বাবু নাকি?'

আড়চোখে ডিলানের দিকে চাইলো ড্যান। ওকে দেখে মনে হচ্ছে না যে ওদের কথা তার কানে যাচ্ছে। কিন্তু ড্যান জানে প্রতিটি কথা খেয়াল করে শুনছে সে। ডিলানকে অনেকেই চেনে—ড্যানকে কেউ অপমান করলে তাতে ডিলানেরও অপমান হবে বুঝে সে দৃঢ়তার সাথে বললো, 'নিশ্চয়ই না। কাপড় দেখে মানুষকে বিচার করো না।'

ছেলেটা উঠে ড্যানের দিকে এগিয়ে গেলো। রোদে পোড়া শক্ত কাঠামোর ছেলে। লম্বায় ড্যানের চেয়ে চার-পাঁচ ইঞ্চি উঁচু। একটু অস্বস্তি বোধ করছে ড্যান।

'আমার ধারণা তুমি একটা অকর্মা ফুল-বাবু। ইচ্ছা করলেই তোমাকে পিটিয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খাওয়াতে পারি আমি।'

ডিলানের কাছে সে শিখেছে, যদি মারপিট করতেই হয় তবে কথা বলে সময় নষ্ট না করে প্রথম আঘাতটা হানতে হবে।

মুঠো পাকিয়ে পুরো শক্তি দিয়ে ঘুসি চালালো ড্যান। অত্যন্ত দ্রুত অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুসিটা গিয়ে পড়লো ছেলেটার চোয়ালে। দ্বিতীয় ঘুসি ওর বুকে লাগলো। টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সজোরে ধপ করে মাটিতে বসে পড়লো সে।

ডিলান এগিয়ে এসে ড্যানের হাত ধরে ফেললো। 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার ওকে যেতে দাও।'

ছেলেটা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'ওকে ছেড়ে দাও, মিস্টার। ওর মজা বের করছি।'

'তোমার কপাল ভালো যে ওকে আমি ছাড়ছি না,' বললো সে। তারপর ডান হাত দিয়ে নিজের হ্যাট ছুঁয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিলে বসা মহিলাকে অভিবাদন জানালো। 'আমি দুঃখিত, ম্যাডাম, কিন্তু ছেলেরা এমন ছেলেমানুষই হয়।'

ড্যানের কাঁধে হাত রেখে ওকে বাইরে সবার কাছ থেকে একটু দূরে নিয়ে গেলো ডিলান।

'নিশ্চয়ই ভাবছো মারামারিতে তুমিই জিতেছো?' কৌতুক ভরা চোখে ড্যানের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো সে।

'হ্যাঁ, স্যার। ওকে মাটিতে ফেলে দিয়েছি।'

'তা ঠিক, তবে তুমি ওকে আচমকা আঘাত করায় টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেছে ও। তুমি একা জেতোনি, আমি সাহায্য করে জিতিয়ে দিয়েছি।'

একদৃষ্টে চেয়ে ডিলানের কথা শুনছে ড্যান।

'শেষ পর্যন্ত তোমাকে মার খেতে হতো। ছেলেটা বয়সে বড়, আকারেও বড়। সারাজীবন কঠিন পরিশ্রম করে শক্ত হয়েছে।'

'তবে, ঠিক কাজই করেছো। মিছেমিছি চড়াও হয়ে গায়ে পড়ে গোলমাল বাধাতে চেয়েছিলো। আঘাত ঠিকই করেছো, কিন্তু জায়গা মতো আর যত জোরে মারা দরকার ছিলো তা পারোনি। প্রথম ঘুসিটা পেটে মারা উচিত ছিলো। আর দ্বিতীয় ঘুসিটায় তেমন জোর ছিলো না বলে বেশি চোট পায়নি সে। এরপরে তোমাকে মার খেতে হতো, ড্যান।'

কথাটা ড্যানের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

'এমনও সময় আসবে যখন তোমাকে প্রচণ্ড মার খেতে হবে। খেয়াল রেখো, যেন তা পুরুষ মানুষের মতো হজম করতে পারো। কোনো রকম কাঁদা বা ফোঁপানো চলবে না—অন্তত তুমি একা না হওয়া পর্যন্ত নয়।'

'সেটা আজই ঘটুক তা চাইনি, তাই থামিয়ে দিয়েছি। আজ পর্যন্ত তোমাকে সামান্যই শিখিয়েছি, আর এর ওপর খুব একটা গুরুত্বও দেইনি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি তার সময় এসেছে। এরপরে যে শহরে আমরা থাকবো, সেখানেই শুরু হবে তোমার সত্যিকার ট্রেনিং।'

স্টেজ ছাড়ার সময় হয়েছে। এগিয়ে গিয়ে ডিলানের সাথে গাড়িতে উঠলো ড্যান। গাড়িতে ওঠার আগ মুহূর্তে রাইফেলধারীদের একজন মাথা ঝাঁকালো, 'কেমন আছো, ডিলান?'

মুখ তুলে চেয়ে ডিলানও মাথা ঝাঁকালো, 'আরে জ্যাক যে, ভালো তো? বহুদিন পর দেখা।'

'অনেক দিন।' পাশের ছোটখাটো লোকটার দিকে দেখালো সে। 'এ হচ্ছে হোমার। অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছে।'

হাত মেলালো ওরা। ঠাণ্ডা সাদাটে চোখে ডিলানকে খুঁটিয়ে দেখলো হোমার। 'তুমি সিডনিতে কখনও ছিলে, মিস্টার ন্যাশ?'

হাসলো ডিলান। 'অনেক জায়গাই ঘুরেছি--হয়তো সিডনিতে আমাকে দেখে থাকতে পারো। তবে সন্দেহ নেই অস্ট্রেলিয়াতেও অনেক ন্যাশ আছে।'

'হ্যাঁ, কয়েক বছর আগে এক ন্যাশের সাথে ওখানে লারিকিন্‌স্‌দের ঠোকাঠুকি লেগেছিলো।'

'লারিকিন্‌স্‌ আবার কি?' প্রশ্ন করলো জ্যাক।

'ওরা হচ্ছে ওখানকার স্থানীয় গুণ্ডা। ওদের সাথে জাহাজের সেইলরদের মারপিট লেগেই থাকতো। প্লেফেয়ার স্ট্রিটে একটা মেয়ের সাথে এই ন্যাশ

যুবকের আলাপ হয়। কিন্তু লারিকিন্‌স্‌ চিফেরও নজর ছিলো মেয়েটার ওপর। ওদের মধ্যে ঘুসাঘুসি লাগে। শোনা যায় দুজনে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত সিডনির অর্ধেক লোকই ওতে যোগ দিয়েছিলো।'

'বিরাট এক গল্প,' বললো ডিলান। 'ন্যাশ কি আর কোনোদিন ফিরেছিলো ?'

'যাবে কি ? সবাই তাক করে আছে, ওকে পেলে সবাই মিলে ঘুসিয়ে আর ডাণ্ডা পেটা করে মেরেই ফেলবে।'

শব্দ করে হাসলো ডিলান। 'তবে তো ফিরলে একটা বন্দুক সাথে নিয়ে যাওয়া দরকার তার।'

তীক্তভাবে হাসলো হোমার। 'হ্যাঁ, তাই করতে হবে।'

ড্রাইভারের সাথে স্টেজের মাথায় উঠলো হোমার। জ্যাক গাড়ির ভিতরে ঢুকলো। চাবুকের শব্দের সাথে সাথেই গাড়ি চলতে শুরু করলো।

ড্যান যার সাথে মারামারি করেছিলো সেই ছেলেটা তার মায়ের সাথে ডিলান আর ওর উল্টোদিকের সীটে বসেছে। ড্যানের পাশে বসেছে জ্যাক। আর মাইনার লোকটা মাঝের সীটে বসেছে স্যুট পরা লোকটার সাথে।

বিশ মাইল দূরে একটা স্টেজ-স্টেশনে অল্পক্ষণের জন্যে থেমেই আবার স্টীলস র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হয়ে গেলো স্টেজ-কোচ। ওটাই ভয়ঙ্কর অ্যাপাচি পাসের আগে শেষ স্টপ।

স্টেজের ভিতর সবাই নীরব। একটা ঘুম দিয়ে উঠলো ড্যান, জাগলো, পরে আবার ঘুমালো। একবার জেগে উঠে দেখলো অন্য ছেলেটা ওর দিকেই চেয়ে আছে। 'আমার নাম ড্যান,' বললো সে।

'শুনতে চাইনি আমি,' ঝাঝিয়ে উঠলো ছেলেটা। এক মিনিট পর দায়সারা সুরে বললো, 'আমি রড হিগিন।'

ছেলেটার মা ঘুমাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে ডিলানও ঘুমাচ্ছে। মাইনার ড্যানের দিকে চাইলো। 'আমার সাথে সীট বদল করবে, খোকা ? পিছনে হেলান দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারতাম।'

'নিশ্চয়ই,' বলে ওকে জায়গা ছেড়ে দিলো ড্যান।

মাইনার লোকটা ড্যানের সীটে বসে প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লো।

'চমৎকার ভদ্র ছেলেতো তুমি!' স্যুট পরা ব্যবসায়ী ওর সীট ছেড়ে দেয়ার প্রশংসা করলো। 'কতদূর যাচ্ছো তোমরা ?'

'সিলভার সিটি। সেখান থেকে এল পেসো।'

লোকটা ডিলানের দিকে আড়চোখে একবার দেখলো, তারপর আবার মুখ খুলতে গিয়েও চুপ করে গেলো। এক মুহূর্ত পরে জ্যাকের দিকে চাইলো সে। উইনচেস্টারটা দুই হাঁটুর ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে জ্যাক। 'তুমি কোথায় যাচ্ছো?' প্রশ্ন করলো লোকটা।

'পাসের ভিতর দিয়ে...অন্তত আশা করছি তাই।'

'যা শোনা যায়, ওটা কি এতই খারাপ?'

'তারচেয়েও বেশি। কপাল ভালো থাকলে হয়তো আমরা বেঁচে যাবো। রাস্তাটা খুব সরু, ওত পাতার জন্যে আদর্শ জায়গা। ওরা যদি সত্যি-ই চায়, আমাদের শেষ করতে পারবে।'

'আমি গুলি ছুঁড়তে পারি,' জানালো ড্যান।

'আমার চেয়ে ভালো না,' ঘোষণা করলো রড।

'তোমাদের দুজনকেই হয়তো গুলি ছুঁড়তে হতে পারে।' বললো জ্যাক।

'একটা জিনিস,' ব্যবসায়ী লোকটা বলে উঠলো, 'আমাদের সাথে প্রচুর রাইফেল আর গোলাবারুদ আছে।'

জবাব দিলো না জ্যাক। হয়তো লোকটা আশাবাদী, কিন্তু অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কি হয় কিছুই বলা যায় না।

স্টীলস র‍্যাঞ্চে যখন ওরা পৌঁছলো তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। আড়ষ্টভাবে গাড়ি থেকে নামলো সবাই। প্রভাতী ঠাণ্ডা হাওয়ায় আড়মোড়া ভেঙে হাত-পায়ের খিল ছাড়িয়ে নিলো। ড্যানের চোখ থেকে ঘুমের ভাবটা এখনও যায়নি। পায়ে পায়ে ডিলানের পিছন পিছন সবার সাথে স্টেজ স্টেশনে ঢুকলো সে।

পিছনে রিফ্লেক্টর দেয়া একটা কয়লার তেলের বাতি দেয়ালে ঝুলছে। টেবিলের ওপর একটা লণ্ঠন রাখা। আস্তাবল থেকে ফিরে এসে ওটা টেবিলের ওপর রেখেছে স্টেজ-এজেন্ট।

'এখনই নাস্তা তৈরি হয়ে যাবে,' আশ্বাস দিলো সে। তারপর বললো, 'সকালের দিকে এখানে বেশ শীত পড়ে।'

দরজার কাছেই বসে বাইরের দিকে নজর রেখেছে জ্যাক। এটা অ্যাপাচি এলাকা—বলা যায় না, তারা গিরিপথে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা নাও করতে পারে ইণ্ডিয়ানরা। হোমার একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ঘোড়া বদল

দেখছে।

অস্ট্রেলিয়ান লোকটার কাছে এগিয়ে গেলো স্টেজ ড্রাইভার। 'তুমি কি ডিলান ন্যাশকে আগে থেকেই চিনতে?'

কাঁধ ঝাঁকালো হোমার। 'একজন ন্যাশ 'রিভেঞ্জ' জাহাজ থেকে ডাঙায় নেমেছিলো। একটা মেয়েকে ভালো লেগেছিলো তার···কিংবা মেয়েটারই হয়তো তাকে মনে ধরেছিলো···মেয়েটার প্রেমিক সেটা সহ্য করতে পারেনি দুজনে প্রচণ্ড মারপিট হলো, ন্যাশই জিতলো। কেউ ভাবতেও পারেনি ও জিতবে। তারপরই লারিকিন্‌স্‌রা পিছু নেয়।'

'তারপর?'

'যাদের কপালে দুর্ভোগ লেখা ছিলো তারা কয়েকজন ওর নাগাল পেয়েছিলো।'

'শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়েছিলো সে।'

'ওরা ঠিকই ন্যাশকে শেষ করতো, কিন্তু মেয়েটাই কায়দা করে একটা চীনা জাহাজে তুলে দিয়েছিলো ওকে। লারিকিন্‌স্‌রা 'রিভেঞ্জের' ওপর নজর রেখেছিলো, কিন্তু রিভেঞ্জ আর ওদের নেয়া হয়নি। এখনও ওখানকার লোকে ওই ঘটনা নিয়ে গল্প করে। জানি না এ সেই ন্যাশই কিনা···তবে চেহারার অনেক মিল আছে।'

'ও গাড়িতে আছে বলেই পাসের ভিতর দিয়ে যেতে আর ততটা ভয় লাগবে না আমার।'

'ওই স্যুট পরা লোকটা লম্বা বাক্সগুলোতে কি নিয়ে যাচ্ছে?'

'জানি না,' কাঁধ ঝাঁকালো এলমো। 'তবে বাক্সগুলো খুব ভারি।'

'সোনা?' অনুমান করলো হোমার।

'মনে হয় না। সোনাও ভারি কিন্তু নিরেট। এটা অন্য ধরনের ভারি—ঠিক সোনার মতো নয়।'

পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে চুপিসারে উঁকি দিলো সূর্য। আকাশ আর র‍্যাঞ্চের উঠান ফিকে হলুদ হলো। ধোঁয়া দেখার জন্যে পাহাড়গুলোর দিকে চাইলো ড্রাইভার। নেই।

নিজের চারপাশে চেয়ে দেখলো সে। ডিলান, জ্যাক, হোমারসহ তাকে নিয়ে চারজন ভালো রাইফেল চালক রয়েছে। মাইনার লোকটাও হয়তো ভালো গুলি ছোঁড়া জানতে পারে। ছোট করে ছাঁটা গোঁফওয়ালা মোটা

ব্যবসায়ী লোকটার কথা কিছুই বলা যায় না…লোকটার চোখ দুটো তীক্ষ্ণ …কেন যেন ওকে দেখে একেবারে অকর্মা মনে হয় না।

ঘোড়াগুলো জায়গায় দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে মাটিতে পা ঠুকছে। বাইরে বেরিয়ে একটা সরু চুরুট ধরিয়ে ডিলান চোখ ছোট করে পাহাড়ের দিকে চাইলো। ড্যান এসে দাঁড়ালো ওর পাশে।

'ওরা যদি ঘোড়ার পিঠে থাকে তবে একটু সামনে তাক করবে, আর পাহাড়ের ওপর থাকলে একটু উপর দিকে। গুলি করে চেয়ে দেখবে গুলিটা কোথায় লাগলো—উপর দিকে মারলে গুলি একটু নিচে লাগবে।'

'বুঝেছি, স্যার। তোমার কি মনে হয় আক্রমণ হবে?'

কাঁধ ঝাঁকালো ডিলান। আড়চোখে হোমারের দিকে চাইলো সে। হ্যাট খুলে আঙুল চালিয়ে তার কোঁকড়া সোনালী চুল ঠিক করছে সে। 'তোমার কি এখনও লাল শার্ট পছন্দ?' প্রশ্ন করলো ডিলান। জবাবের অপেক্ষা না করে স্টেজের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

নিচু স্বরে একটা গাল দিয়ে দাঁত বের করে হাসলো হোমার। 'ঠিকই ধরেছিলাম,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো সে।

'তার মানে?' প্রশ্ন করলো জ্যাক।

'এই লোকই সেই সিডনির ন্যাশ,' ব্যাখ্যা করলো হোমার। 'আমার পরনে সব সময়েই লাল শার্ট থাকতো তখন। আমিও একজন লারিকিনস। আমাদের দলপতিকেই পিটিয়েছিলো ন্যাশ…ন্যায্য ভাবেই।

সবাই গাড়িতে উঠে বসলো। চাবুক তুলে এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো এলমো। তারপরেই চাবুক ফোটার শব্দের সাথে স্টেশন ছেড়ে দ্রুত এগিয়ে চললো ওরা।

অ্যাপাচি পাসের দিকে এগিয়ে চলেছে স্টেজ। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে ড্যান। ডিলানের কথাগুলোই ওর কানে বাজছে: কোনো ইণ্ডিয়ান কারো চোখে পড়লেই তুমি সরে পড়ো: ডিলান বলেছিলো।

মরুভূমি আর পাহাড় দেখতে ড্যানের খুব ভালো লাগে। কিছুদূর পর্যন্ত একজন পথিক ওদের সাথে সাথে চললো। কখনও আগে, আবার কখনও পাশাপাশি। মনে হচ্ছে এতে বেশ মজা পাচ্ছে লোকটা।

বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। ধুলো উড়ছে ওদের পিছনে। একটা হাল্কা গন্ধ বাতাসে ভাসছে। চামড়া, ঘোড়া আর রঙ করা পুরোনো কাঠের ওপর রোদ

পড়ার গন্ধ।

একটা কোয়েল উড়লো। একটা শকুন চক্কর কাটছে আকাশে। পাসের পাথরগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন। পথটা হঠাৎ একটা বড় গর্তের মধ্যে ঢুকলো। দুপাশে ঘন গাছ আর পাথর।

'এসো, এবার সীট বদল করি,' বললো ডিলান। জানালার ধারে এসে বসলো সে। স্টেজটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো। ড্রাইভারের চিৎকার শোনা যাচ্ছে, 'হাইয়া! হাইয়া!' ঠিক এইসময় মাথার উপরে পাহাড় থেকে এক-টা গুলির আওয়াজ হলো।

স্টেজের মেঝেতে উবু হয়ে বসে ড্যান কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কেবল পাথরের ওপর দিয়ে চাকার ঘর্ঘর শব্দ আসছে ওর কানে।

হঠাৎ জ্যাক গুলি ছুঁড়লো। আবার, তারপর আর একটা। ডিলান এখনও গুলি করছে না। মাইনারও গুলি করেনি। ব্যবসায়ী তার পিস্তল বের করেছে।

আর একটা গুলির শব্দ হলো। ডিলানের মাথার একটু ওপরে স্টেজ কোচ ফুটো করে গুলিটা বেরিয়ে গেলো। ঠিক সেই মুহূর্তে পাথরে বেধে হঠাৎ লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেলো স্টেজ কোচটা। পড়ার চাপে একটা চাকা ভেঙে চৌচির হয়ে গেলো। আর একটু সামনে এগিয়ে গাড়িটা ধীর গতিতে কাত হয়ে পড়লো।

কি করে এটা সম্ভব হলো জানে না ড্যান, কিন্তু দেখলো বাইরে বেরিয়ে পড়েছে ডিলান। কোনোমতে ছেঁচড়ে দরজা গলে বেরিয়ে পড়লো সেও। দেখলো গুলি করলো ডিলান। ওদের দিকে ছুটে আসতে আসতে একটা ইণ্ডিয়ান ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো। পড়ে কিছুটা গড়িয়ে গেলো লোকটা, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে উঠে দাঁড়ালো। ডিলান আবার গুলি করলো তাকে।

স্টেজের ভিতর থেকে তাড়াহুড়া করে বাকি সবাই বেরিয়ে আসছে। ডিলান এগিয়ে এসে ড্যানকে ঠেলে পাথরের ভিতর শুইয়ে দিলো। 'এখান থেকে নড়ো না!' কঠিন স্বরে আদেশ দিলো সে।

স্টেজ থেকে বারো গজ দূরে মাটিতে পড়ে আছে এলমো। ওর দেহটা একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে।

রড হিগিন আর তার মা উল্টানো স্টেজের তলার সাথে সেঁটে উবু হয়ে

বসে আছে। ছেলের চোখদুটো চকচক করছে। ভয়ের লেশমাত্র নেই ওর কঠিন চোখে। রয়েছে কেবল কৌতূহল আর আগ্রহ। নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে জানতে ড্যানের খুব ইচ্ছে করছে।

মাথা ঘুরিয়ে কে কোথায় আছে দেখে নিলো ড্যান। চট করে একটা ভালো জায়গা বেছে নিয়ে এক হাঁটুর উপর ভর দিয়ে গুলি করার একটা ভালো সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে। গাড়িটা উল্টে যাওয়ার সময় লাফিয়ে পড়েছিলো হোমার। সে এখন বিশ গজ দূরে ওদের চেয়ে কিছুটা উপরে পাথরের ভিতর রয়েছে।

মাইনার লোকটা ড্যানের কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। একটা হাত একটু আলগা করে রেখেছে সে। ওর কোটের হাতার একটা জায়গা ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে। কিন্তু তবু গুলি করার জন্যে রাইফেল বাগিয়ে আছে লোকটা।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ক্রল করে স্টেজের পেছনে গিয়ে গাড়ির ছাদ থেকে ওর লম্বা বাক্সগুলোর একটা নামানোর চেষ্টা করছে।

ড্যানের দিকে ফিরে সে ডাকলো, 'এই ছেলে, একটু সাহায্য করতে পারবে? হামাগুড়ি দিয়ে এদিকে এসো।'

ওর কাছে সরে গেলো ড্যান। শুয়েশুয়ে ক্রল করে অ্যাপাচিদের গুলি থেকে নিজেকে আড়াল রেখে বাক্সের অন্য মাথার বাঁধন খুলে ফেললো সে। বাক্সটা ঠেলে মোটা লোকটার দিকে এগিয়ে দিতেই সেটাকে মাটিতে আছড়ে ফেললো সে। একটা পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে বাক্সটা খোলার চেষ্টা করছে।

মাটির সাথে মিশে শুয়ে আছে ড্যান। ইণ্ডিয়ানরা বেশ কিছুটা কাছে এগিয়ে এসেছে। বারুদ আর ধুলোর গন্ধ ওর নাকে আসছে। বাক্স ভাঙার আওয়াজ এলো ওর পিছন থেকে। ভাঙা বাক্স থেকে বারোটা রাইফেল বের হলো, অন্য আরেকটা বাক্স থেকে গুলি বের করলো সে।

'এসো, গুলি ভরতে সাহায্য করো,' ড্যানকে আবার ডাকলো লোকটা। ওর কাছে সরে গেলো সে। রডও সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুলি ভরেই রাইফেলগুলো ডিলান, জ্যাক আর মাইনারকে এগিয়ে দিচ্ছে ওরা।

একটা রাইফেল নিজের কাছে রাখলো ড্যান। রডও একটা তার জন্যে রেখেছে। ইণ্ডিয়ানদের পরবর্তী আক্রমণের অপেক্ষায় ছেলে দুটো উত্তেজনায়

টান টান হয়ে আছে।

'ম্যাডাম,' রডের মায়ের উদ্দেশে বললো ব্যবসায়ী, 'আমাদের জন্যে এই রাইফেলগুলো লোড করে দিলে ওই লাল-চামড়ার লোকগুলোকে ভালো একটা শিক্ষা দিতে পারি।'

হঠাৎ জ্যাক গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। ওর রাইফেলের পাশে আরও দুটো গুলি ভরা রাইফেল রাখা আছে। ক্ষমতা দেখানোই আসলে ওর প্রধান উদ্দেশ্য। অ্যাপাচিদের বুঝিয়ে দেয়া, ভুল জায়গায় হাত দিয়েছে ওরা।

একজন ইণ্ডিয়ানকে দেখতে পেলো জ্যাক। খুব তাড়াতাড়ি লিভার টেনে পরপর ছয়টা গুলি করলো। তারপর বাকি গুলিগুলো শেষ করে আর একটা রাইফেল তুলে নিলো। দ্বিতীয় রাইফেল দিয়েও একই কাজ করলো।

হঠাৎ তিনজন ইণ্ডিয়ানকে একসাথে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। অত্যন্ত সহজ অনায়াস ভঙ্গিতে গুলি করে ব্যবসায়ী লোকটা ওদের দুজনকে ফেলে দিলো। তৃতীয়জনের গায়ে গুলির ঘষা লাগলো।

তারপর ইচ্ছা করেই একটা পাথর তুলে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে গুলি করে সেটাকে ছিন্নভিন্ন করলো। একটা টুকরো মাটি ছোঁয়ার আগেই আবার গুলি করে ভাঙলো।

শব্দ করে হেসে উঠলো ডিলান। একটা খালি বোতল আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে প্রথম গুলিতে ওটাকে ভেঙে দ্বিতীয় গুলিতে বোতলের গলা উড়িয়ে দিলো সে। মোটা লোকটা বোতলের একটা টুকরোয় গুলি লাগালো।

ওদিক থেকে হোমার চিৎকার করে উঠলো, 'কি করছো তোমরা! খেলা দেখাচ্ছো নাকি?'

হয়তো কোনো ইণ্ডিয়ান বুঝতে পারবে, এই আশায় ডিলান চেঁচিয়ে বললো, 'আমাদের কাছে চল্লিশটা রাইফেল আর দুহাজার রাউণ্ড গুলি আছে, চিন্তা নেই, তাই একটু মজা করছি!' এরপর স্প্যানিশেও সে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো।

একজন ইণ্ডিয়ান ওদের দৃষ্টির মধ্যেই মাটিতে পড়ে ছিলো, হঠাৎ লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পাথরের আড়ালে চলে যাবার জন্যে ঝাঁপ দিলো।

গুলি করলো ড্যান। সে বুঝতে পারলো না গুলিটা লেগেছে কিনা, কারণ একই সাথে চারটা রাইফেল গর্জে উঠেছিলো। আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে দিয়ে ইণ্ডিয়ানটা ঢালের ওপর পড়লো। দুই পাক গড়িয়ে হাত-পা ছড়িয়ে

চিৎ হয়ে পড়ে থাকলো সে।

ডিলানের দিকে ঘুরলো ড্যান। 'পানি খাবো,' বললো সে।

ওর দিকে চেয়ে কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলো ডিলান, কিন্তু তার আগেই জ্যাক বলে উঠলো, 'পানির কথা ভুলে যাও, খোকা, ওই একটা জিনিসই আমাদের কাছে নেই!'

চার

সূর্যটা মাথার ওপর উঠেছে। আকাশে যা দু'এক টুকরো মেঘ ছিলো তাও সরে গেছে। ক্যানিয়নের ভিতর গরম অসহ্য হয়ে উঠেছে। পাথরের ফাঁকে আর কোনো অ্যাপাচিকে দেখা যাচ্ছে না। পাঁচটা ঘোড়া মাথা নিচু করে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গুলিতে একটা মারা পড়েছে। চেন দিয়ে গাড়ির সাথে বাঁধা আছে বলে ওরা নড়তেও পারছে না।

ওই ঘোড়াগুলো অ্যাপাচিদের দরকার। এ জন্যেই ঘোড়াগুলোকে মারার কোনো চেষ্টা করেনি। স্টেজের লোকগুলোর গুলি ছোঁড়ার নমুনা দেখে আর আক্রমণ করারও চেষ্টা করেনি।

কিন্তু অ্যাপাচিরা জানে ওদের পানির অভাব হবে। প্রথম কয়েকটা গুলি-তেই ওরা স্টেজের পিছন দিকে ঝুলানো পানির থলে ফুটো করে দিয়েছে। এখন ওদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেই কাজ হবে—অ্যাপাচিদের শকুনের মতোই অসীম ধৈর্য।

এলমো মারা গেছে। জানা গেলো মাইনার লোকটার নাম টেরি—দুটো গুলি খেয়েছে সে।

রাইফেলে গুলি ভরে সেটা ড্যান ওর পাশে রাখলো। 'চমৎকার ছেলে,' বললো টেরি। তারপর ডিলানের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ইণ্ডিয়ান-দের মতো নিঃশব্দে লুকিয়ে চলাফেরা করতে পারো, ন্যাশ?'

'কেন?'

'ওদিকে পানি আছে,' উত্তর দিকে দেখালো টেরি। 'ওখানে ঝর্ণা, কিন্তু পাথরের ভিতর একটা ছোট্ট পুকুরও আছে।'

'ওসব চেষ্টা করতে যেও না,' জোরের সাথে নিষেধ করলো জ্যাক। 'পারবে না। অন্ধকার হলেই ওরা জাল আরও গুটিয়ে আনবে। তুমি

কোনো সুযোগই পাবে না।'

খুব ধীরে একে একে দুটো ঘণ্টা পেরিয়ে গেলো। একটাই গুলির শব্দ হলো, সেটাও অ্যাপাচিদের পক্ষ থেকে।

হোমারের দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। ওদের ওখান থেকে হোমারকে দেখা যাচ্ছে না। বেঁচে আছে না মরে গেছে জানার কোনো উপায় নেই।

দিনটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। পাথরের ছায়াগুলো দেয়াল ছেড়ে আরও লম্বা হচ্ছে। মাটিতে শুয়ে ড্যান নিজের বুকের ভিতর হাতুড়ি পেটার শব্দ শুনছে। তারা কি অ্যাপাচিদের হাত থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে? যত গল্প শুনেছে সেগুলো মনে করতে চেষ্টা করলো সে। অ্যাপাচিদের হাত থেকে খুব কম লোকই বেঁচেছে—মুষ্টিমেয় কিছু লোক কেবল রক্ষা পেয়েছে।

মুখের ভিতরটা শুকিয়ে খটখট করছে। ফলে ঢোক গিলতে পারছে না ড্যান। মাটি থেকে তুলে একটা মসৃণ নুড়ি ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো ডিলান।
'এটা মুখের ভিতর রাখো, পিপাসা কম লাগবে।'

নুড়িটাকে মুখের ভিতর ঠাণ্ডা বলেই মনে হলো। লালা বেরুতে শুরু করলো মুখে। সত্যিই অনেক ভালো বোধ হচ্ছে এখন।

একটা তারা উঠলো আকাশে। রাতের বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে।
'ম্যাডাম, কোনো খাবার এনেছিলে সাথে?' মহিলাকে প্রশ্ন করলো ডিলান।

'হ্যাঁ, কিছু রুটি, কফি আর শুকনো মাংস।'

'গাড়ির পিছনে আমার মালপত্রের সাথেও কিছু খাবার আছে,' বলে উঠলো মাইনার টেরি। 'সহজেই বের করা যাবে, কিন্তু পানি ছাড়া খাবারে কি উপকার হবে?'

স্টেজ-স্টেশনের ঠাণ্ডা পানির কথা ড্যানের মনে পড়লো। তাড়াতাড়ি ওই কথা ভুলে অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করলো সে। মায়ের কথা মনে করার চেষ্টা করে সেই শেষ রাতে তার কর্কশ কণ্ঠ ছাড়া আর কিছুই মনে আসলো না।

আরও তারা উঠেছে আকাশে। তারাগুলোকে খোলা মাঠে বহুদূরের ক্যাম্প ফায়ারের মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অগণিত সৈন্য আকাশে তাঁবু গেড়েছে।

হাঁটু মুড়ে বসেছে ডিলান। 'চিন্তা করো না, ড্যান, এরচেয়েও কঠিন পরি-

ওয়েস্টার্ন

স্থিতিতে আমি পড়েছি। যাক, রাতের বেলায় আর আমাদের আক্রমণ করবে না ওরা।

হঠাৎ ড্যান বলে উঠলো, 'আমি হয়তো ক্রল করে পানির কাছে যেতে পারবো।'

ওর দিকে চাইলো ডিলান। 'কেউ উৎসাহ দিলে সে চেষ্টাও তুমি করবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'করো না। কাজটা খুবই বিপদজনক। একজন ইণ্ডিয়ানের পক্ষেও সেটা কঠিন কাজ হবে।'

'আমি ছোটখাটো মানুষ, কেউ খেয়াল করবে না আমাকে। ফিঙ্গালদের বাসায় থাকার সময় কাউবয় আর ইণ্ডিয়ান খেলতাম আমরা। ক্রল আর লুকানোয় কেউ আমার সাথে পারতো না।'

'চুপচাপ বসে থাকো।'

'কিন্তু আমাদের পানি দরকার, স্যার। জানি ওখানে ইণ্ডিয়ানরা আছে, একটা ছোট ছেলেকে আশা করবে না ওরা।'

'না,' কঠিন স্বরে বললো ডিলান।

এরপর ঘুমালো ড্যান। ওর যখন ঘুম ভাঙলো তখন খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। জ্যাকেটের কলার উঠিয়ে বালুর ভিতর আরও সেঁধিয়ে যেতে চেষ্টা করলো সে। অনেকক্ষণ জেগে শুয়ে শুয়ে সে ভাবার চেষ্টা করলো টেরি কোথায় পানি আছে বলেছিলো। এই এলাকাটা খুবই ভাঙাচোরা আর এবড়ো-খেবড়ো। একজন বড় মানুষের পক্ষে সম্ভব না হলেও একটা ছোট ছেলে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারবে।

এই রাতটা কোনোদিনও ভুলবে না সে। তারাগুলো অনেক উজ্জ্বল আর কাছে দেখাচ্ছে। একটা টানা-হেঁচড়া আর নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে। কান পাতলো ড্যান।

কাছেই কেউ একজন হাঁপাচ্ছে। জ্যাকের গলা শুনতে পেলো সে। 'পাশে লেগেছে···মারাত্মক কিছু না।'

'ওকে শেষ করেছো?'

'হ্যাঁ। শক্ত লোক ছিলো ব্যাটা। ছুরি মেরে দিলো। হাত মুচড়ে ছুরিটা ফেলে দিয়ে গলা টিপে ধরেছিলাম—তারপর পাথরের সাথে মাথা ঠুকে মগজ

বের করে দিয়েছি।'

'ঘোড়াগুলোর কি খবর?'

'এখন পর্যন্ত ভালোই আছে, তবে ওদেরও পানি দরকার।'

শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিলো ড্যান। একটা গুলির শব্দে ঘুম ভাঙলো ওর। দেখলো নতুন রাইফেল হাতে ডিলান একটা পাথরের আড়ালে বসে আছে। ব্যবসায়ী জুড্ আরেকটা রাইফেল লোড করছে। 'ভেবেছিলাম আমাদের গুলির বহর দেখে ওরা হয়ত ভয় পাবে,' বললো সে।

'অ্যাপাচিদের মনে ভয়ডর বলে কিছু নেই। ভাবের ওপর চলে। ওদের চিফকে দেখা যায় কিনা লক্ষ্য রেখো।' চুরুটের নিভে যাওয়া অংশে আবার আগুন ধরালো ডিলান।

'চিফ?'

'হ্যাঁ, ওদের চিফকে যদি মেরে ফেলা যায় তবে আরেকজন চিফ বেছে না নেয়া পর্যন্ত ওরা আর কিছু করবে না। হয়ত চলেও যেতে পারে।'

কোনো আক্রমণ হলো না। ইণ্ডিয়ানদেরও কারো দেখা পাওয়া গেলো না। অস্থির হয়ে উঠছে ড্যান। ওর মনে হচ্ছে অ্যাপাচিরা হয়তো চলে গেছে। মুখ শুকিয়ে গেছে, গায়ের চামড়া গরম হয়ে উঠেছে, তবু সব মুখ বুজে সহ্য করছে। অন্যদেরও নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে, ওরা যখন নালিশ জানাচ্ছে না তখন সে কিছুতেই অসন্তোষ প্রকাশ করে নিজেকে ছোট করবে না।

অপেক্ষা করছে ওরা। পালা করে ঘুমাচ্ছে। দুপুরের দিকে ঠেলা দিয়ে জ্যাককে জাগিয়ে দিলো ডিলান। 'আসছে।'

'কই?'

'অনেকক্ষণ থেকেই পাথরের ফাঁকে ফাঁকে নিচে নেমে অনেক কাছে চলে এসেছে। মনে হয় হঠাৎ সবাই একসাথে ছুটে এসে আক্রমণ করতে চাচ্ছে।'

কষ্ট করে উঠে বসলো টেরি। ওর মুখটা রক্তশূন্য দেখাচ্ছে। অনেক রক্ত হারিয়েছে বেচারা। পানি না থাকায় ওর অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।

ড্যানের দিকে ফিরলো ডিলান। 'তুমি আর রড্ এবার খুব সাবধান থাকো। সবাইকে একবারেই শেষ করার মতলবে আছে ওরা।'

মাত্র তিরিশ গজ দূরে হঠাৎ পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ইণ্ডিয়ানদের দল। মনে হলো যেন পাথরের ভিতর থেকেই গজিয়ে উঠলো। একসাথে গুলি ছুঁড়ে ছুটে এগিয়ে এলো ওরা।

এদিকের সবগুলো রাইফেলে গুলি ভরাই ছিলো। অ্যাপাচিদের ওপর এক পশলা গুলি বৃষ্টি হলো। যত তাড়াতাড়ি লিভার টানা সম্ভব গুলি করে চলেছে সবাই। ড্যান বুঝতে পারছে অ্যাপাচিদের ঠেকাতে না পারলে ওদের মৃত্যু অবধারিত। গুলি ছুঁড়ে রাইফেলটা খালি করে ফেললো সে।

তিনজন ইণ্ডিয়ান ভিতরে ঢুকে পড়েছে। লাফিয়ে পাথর টপকে বলিষ্ঠ একজন অ্যাপাচি পিছন থেকে ডিলানের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ওর হাতে খোলা ছুরি।

ড্যান, আতঙ্কিত অবস্থায় কি করবে ভেবে না পেয়ে খালি রাইফেলটাই ইণ্ডিয়ানটার পা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো। হোঁচট খেয়ে লোকটা হাঁটুর ওপর পড়লো। ছুটো ছেলেই একসাথে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। রড্ একটা পাথর দিয়ে আঘাত করলো ওকে।

ওদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো লোকটা। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর পা ধরে ফেললো ছেলেরা। ছুরিটা ড্যানের পিঠে গেঁথে দেয়ার জন্য ঝুঁকলো অ্যাপাচি। পিছনে ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে ঘুরেই রাইফেলের ট্রিগার টিপে দিলো ডিলান।

রাইফেলের ভারি গুলিটা সরাসরি লোকটার বুকে লাগলো। উল্টে পড়ে গেলো সে। আবার ওকে গুলি করলো ডিলান। তারপর লাফিয়ে আগে বেড়ে রাইফেল দিয়ে বাড়ি কষালো। ইণ্ডিয়ান অ্যাপাচিটাকে একহাতেই ঠেকাতে চেষ্টা করছিলো আহত মাইনার। ডিলানের রাইফেলের বাঁট ইণ্ডি-য়ান লোকটার খুলি গুঁড়িয়ে দিলো। প্রাণ হারিয়ে ওখানেই নেতিয়ে পড়লো সে।

ইণ্ডিয়ান ছুজনের দেহ পাথরের ওপাশে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হলো। তৃতীয় ইণ্ডিয়ানটা দাঁড়িয়ে আছে পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে—জ্যাকের রাইফেলের নল ওর পেটে চেপে বসে আছে।

'ধরে রাখো, জ্যাক,' ডিলান বললো, 'ছাড়া পেলেই অন্য সবাইকে সাব-ধান করে দেবে। আমাদের লোকজন এখনও গিরিপথের ওপাশে পৌছানোর সময় পায়নি। আমাদের এত রাইফেল আর গোলা বারুদের খবর পেলে ওরা বুঝে ফেলবে এটা একটা ফাঁদ।'

চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিলো জুড। 'এখনই আক্রমণের সঙ্কেত পাঠানো দরকার। আর ওর ব্যাপারে'—অ্যাপাচি লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে ছুরি

বের করলো সে—'এখনই শেষ করে ফেলছি।'

হঠাৎ লাফ দিলো লোকটা। পাথরের মাথায় চড়েই ঝাঁপিয়ে ওপাশে নেমে পড়লো। আকাশের দিকে রাইফেল তুলে একটা গুলি করলো ডিলান।

'চালাকিটা কাজে লাগলে হয়,' বললো জুড।

একটু পরেই অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেলো। প্রাণ নিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটে পালাচ্ছে অ্যাপাচিরা। কৌশলটা কাজে দিয়েছে।

'এসো,' উঠে দাঁড়ালো ডিলান। 'সময় থাকতে ভালোয় ভালোয় সরে পড়া যাক।'

'আর একটু মজা করা যাক,' প্রস্তাব দিলো টেরি। 'আগুন জ্বেলে কিছু ধোঁয়া তৈরি করলে আমরা সঙ্কেত পাঠাচ্ছি মনে করে আরও দ্রুত ছুটে পালাবে ওরা।'

পাথরের ভিতর থেকে হোমার নেমে এলো। গুলিতে পাঁজরের হাড়ে ঘষা লেগেছে ওর—এছাড়া আর কোনো চোট লাগেনি। তাড়াতাড়ি ঘোড়াগুলো তৈরি করে ফেললো সে। তিনটে ঘোড়ায় দুজন করে উঠতে হলো। রওনা হয়ে গেলো ওরা।

ওই যাত্রার কথা ভুলবে না ড্যান। র‍্যাল্সটন পুরো পঞ্চাশ মাইল। পথে কয়েকবার ঘোড়াকে বিশ্রাম দিতে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছিলো ওর।

এরপর ওখান থেকে সিলভার সিটি। ওখানে এক মহিলার বাসায় ঘর ভাড়া নিলো ওরা। রডও ওদের সাথে একই বাসায় উঠেছে তার মায়ের সাথে। বাড়িওয়ালীর ছেলে ভিকের সাথে প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে শহরের বাইরে পাহাড়ের ভিতর ওরা বেড়াতে যায়।

'তোমরা কি এই শহরেই থাকবে?' প্রশ্ন করলো ভিক।

'না,' জবাব দিলো রড। 'মা ল্যাস ভেগাসে তার বোনের কাছে যাচ্ছে। খালা ওখানেই থাকে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে কেবল চলার ওপরই আছি।'

'খোদার কাছে দোয়া চাও যেন তোমার মা আবার বিয়ে না করে,' বললো ভিক। 'আমার মা করেছে, লোকটা একটা মাতাল। আমাকে ধরতে পার-লেই পেটায়—তবে আজকাল আর সহজে ধরতে পারে না।'

'আমরা এল পেসো যাচ্ছি,' বললো ড্যান। 'সম্ভবত সেখান থেকে নিউ অরলিন্স যাবো।'

চক্কর দিয়ে শহরের অন্য মাথা দিয়ে ভিতরে ঢুকলো ওরা। ইণ্ডিয়ানদের কথা আলাপ হচ্ছে। 'সত্যিকারের বুনো ইণ্ডিয়ান আমি কখনও দেখিনি,' বললো ভিক। 'ক্যানসাসে কিছু আছে, শুনেছি কিছুদিন আগেও ওরা বুনোই ছিলো, কিন্তু কলোরাডোর ওরা একেবারে শান্ত হয়ে গেছে।'

বোর্ডিংহাউসে পৌঁছে ড্যান জানলো আগামীকালই ওরা আবার রওনা হচ্ছে।

এক সপ্তাহ এল পেসোতে, তিনদিন স্যান অ্যান্টোনিও তারপর স্টীমারে চড়ে ইণ্ডিয়ানোলা, টেক্সাস হয়ে নিউ অরলিন্স। ডিলানের তাসের ভাগ্য ভালোই যাচ্ছে। এর মধ্যেই তিনহাজার ডলার জিতেছে সে।

ওখান থেকে মোবাইল, সাভানা, চার্লসটন, ফিলাডেলফিয়া আর নিউ ইয়র্ক…

এরপর এক বৎসর ওরা ইউরোপে কাটালো। লম্বা আর শক্তিশালী হয়ে বেড়ে উঠছে ড্যান। ফ্রেঞ্চ শিখলো সে। কিছু কিছু জার্মান আর ইটালিয়ানও বলতে শিখলো। তাদের ঘুরে বেড়ানোর সময়ে প্রত্যেক শহরেই ডিলান রোজগার করেছে জুয়া খেলে। তবু অনেক সময় দেখা গেছে একটানা অনেক-দিন সে হয়ত তাস ছুঁয়েও দেখেনি বা কোনো জুয়ার আসরের কাছেও যায়নি।

অবসর সময়ে সে নিজের শরীর ঠিক রাখার জন্যে বক্সিং, কুস্তি, ফেন্সিং, ঘোড়ায় চড়া, এইসবে বা শুটিং গ্যালারিতে গিয়ে পিস্তল-রাইফেল ছুঁড়ে সময় কাটায়।

কিন্তু ইদানীং যেন একটা পরিবর্তন এসেছে ডিলানের ভিতর। ইন্সব্রাক শহরে আছে ওরা। এক রাতে মাঝরাতের পর জুয়া খেলে ঘরে ফিরলো সে। পকেট থেকে এক গাদা টাকা বের করে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে রাখলো। এটা ওর মন মেজাজ খারাপ থাকার চিহ্ন।

ড্যানের দিকে চাইলো সে। 'তোমার ঘুমিয়ে পড়া উচিত ছিলো। এখনও ছোট তুমি, এতরাত পর্যন্ত জেগে থাকা ঠিক না।'

'ঘুম পায়নি।'

বইটার দিকে আড়চোখে চাইলো ডিলান। 'ফাউস্ট? ওটা কোথা থেকে জোগাড় করলে?'

'আজ দুপুরে যে মহিলার সাথে আলাপ করছিলে, সে-ই পড়তে দিয়েছে।'

'তার সাথে কথা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, স্যার। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলো। আমি তোমার ছেলে কিনা জানতে চেয়েছিলো।'

একমুহূর্ত চুপ করে থাকলো ডিলান, তারপর আপন মনেই বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো, 'হুঁ, তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করেনি। করবেই বা কেন ? আমি যে একজন জুয়াড়ী।' ওর গলার স্বরে হতাশা আর নিজের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ পেলো। অবাক চোখে ডিলানকে লক্ষ্য করছে ড্যান। ওকে এমন অবস্থায় আগে কোনোদিন দেখেনি সে।

বইটার দিকে ইঙ্গিত করলো ডিলান। 'ওটা শেষ করে বায়রনের 'ম্যানফ্রেড' পড়ো। একমাত্র ওর মধ্যেই সত্যিকার পৌরুষ আছে। অন্যেরা সব দুর্বল চরিত্র, নিজের সাহায্যে আসবে এমন কিছুই শেখেনি।'

ওর কথার মানে কিছুই বুঝলো না ড্যান। 'তোমার সাহায্যে আসবে এমন কি শিখেছো ?' প্রশ্ন করলো ছেলেটা।

কঠিন চোখে ওর দিকে একবার চেয়ে শব্দ করে হেসে উঠলো ডিলান। 'হ্যাঁ, অত্যন্ত চমৎকার প্রশ্ন। অনেক কিছুই শিখেছি, কিন্তু কিছু কিছু এমন পরিস্থিতি আসে যখন একটা মানুষের সারা জীবনের শিক্ষা তার কোনো কাজেই আসে না। বোকার মতো অজানা এলাকায় পা বাড়িয়েছি, ড্যান। অক্ষত অবস্থায় ফেরাই খুব কঠিন হবে।'

'তাহলে এখন কি করবে ?'

'এর শেষ দেখতেই হবে। খেলার জন্যে তৈরি হয়েছি···এখন পিছিয়ে যাওয়া চলবে না।'

'যদি হেরে যাও তখন কি হবে ?'

ডিলানের মুখটা চোখ ধাঁধানো বিখ্যাত আইরিশ হাসির আলোয় ভরে উঠলো। 'তাই যদি হয় তবে ভাগ্যদেবীর অনুগ্রহ আর দুটো দ্রুতগামী ঘোড়া দরকার হবে।'

ড্যানের বয়স এখনও দশ হয়নি। কিন্তু ভয়ানক কঠিন এক শিক্ষকের কাছে শিক্ষা হয়েছে ওর। পরদিন সকালে ডিলানকে আস্তাবল থেকে ঘোড়া ভাড়া করে বনের দিকে যেতে দেখে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেলো ড্যান। মালিক ইটালিয়ান। অনেক ভালো ঘোড়া আছে ওখানে। কিন্তু তারমধ্যে ছাই রঙের ঘোড়া দুটোই ড্যানের সবচেয়ে বেশি পছন্দ।

'আঙ্কেলকে যদি রাজি করাতে পারি এই ঘোড়া দুটো আমার কাছে বেচবে?' মালিককে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলো ড্যান।

'ওগুলো বিক্রির জন্যেই রেখেছি,' আলাপী সুরে জবাব দিলো সে। 'ঠিক দাম পেলে যে-কোনো ঘোড়াই বিক্রি করতে পারি।' তারপর একটু চুপ থেকে আবার বললো, 'তোমার চাচার একটু সতর্ক থাকা দরকার। একজন ভয়ঙ্কর লোক তার শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'তুমি কি আমাদের বন্ধু?'

কাঁধ ঝাঁকালো লোকটা। 'তোমার আঙ্কেলকে ভালো লাগে। সে একজন সত্যিকার পুরুষ।'

'ঠিক আছে, তাহলে ঘোড়া দুটো আমি কিনলাম। কিন্তু কথাটা আর কাউকে জানিও না।'

অবাক হয়ে ড্যানের দিকে চাইলো মালিক। 'তুমি তো ছেলেমানুষ, কাউকে না জানিয়ে ঘোড়া কিনবে কিভাবে?'

'ডিলানের সাথে বহু জায়গা ঘুরেছি। আমাকে নিজে থেকে অনেক কিছুই করতে দেয় সে। এতে অমত হবে না তার।'

'হ্যাঁ, তোমাকে অনেকখানি স্বাধীনতা সে দেয়, লক্ষ্য করেছি।' হাত দিয়ে নিজের চোয়াল ঘষলো সে। 'টাকা আছে? বেশ অনেক টাকার ব্যাপার কিন্তু।'

'হ্যাঁ, টাকা ঠিকই দিতে পারবো।'

দরদস্তুর করে দাম ঠিক করলো ড্যান। বুঝতে পারছে তার একটু বেশি দাম দিয়েই কিনতে হচ্ছে ওগুলো, কিন্তু ডিলান তাকে শিখিয়েছে জিনিসের দাম নির্ভর করে ক্রেতার চাহিদার ওপর।

'ঘোড়া নিয়ে কোথায় রাখবে?' প্রশ্ন করলো মালিক।

'আগামীকাল একসময় ঘোড়া দুটোয় জিন চড়িয়ে চুপিচুপি সেই খালি খামার বাড়িতে নিয়ে যেও তুমি।'

আবার একদফা দর কষাকষি চললো। কিন্তু ড্যান এতদিন বড়দের সাথে চলাফেরা করে এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত। অল্প কথাতেই সব মিটিয়ে ফেললো।

খালি খামার বাড়িটায় কেউ থাকে না। ড্যান জানে ওখানেই ওই ইটা-লিয়ান আস্তাবল মালিক তার প্রেমিকার সাথে দেখা করে। কয়েকবার ওর সাথেই এখানে এসেছে সে। দুজনে মিলে উপত্যকার সুন্দর দৃশ্য দেখতে

দেখতে গল্প করেছে। ওর প্রেয়সী এসে পৌঁছলে ড্যান নিজেই উঠে গিয়ে ওদের একা থাকার সুযোগ করে দিয়েছে।

ওই খামার বাড়ির ছায়ায় বসে গল্প করতে করতে ড্যান একদিন বলছিলো তার ধারণা ওই উঁচু পাহাড়ের সারি অতিক্রম করে কারো পক্ষে ইটালি বা সুইজারল্যাণ্ডে পৌঁছানো অসম্ভব। কিন্তু সাথে সাথেই তাকে শুধরে দিলো তার নতুন বন্ধু।

'চোরাচালানীরা ওই পথেই ব্যবসা চালায়,' জানালো সে। 'ওই পাহাড়গুলোর ভিতর দিয়ে ওদিকে যাবার গুপ্ত পথ ওদের জানা আছে।' সে আরও বললো, 'কিন্তু চোরাচালানীকে আমি চিনি। আমিও ওই পথ দু'একবার ব্যবহার করেছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ড্যান প্রশ্ন করলো, 'আঙ্কেলের বিপদ হতে পারে কেন বলছিলে?'

কাঁধ ঝাঁকালো লুইজি। 'সহজ সরল ব্যাপার। তোমার চাচা যে মেয়েকে ভালোবেসেছে, আমার ধারণা সেও তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। স্বাভাবিক—ডিলান শক্ত-সমর্থ সুপুরুষ। কিন্তু মেয়েটা রাশিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। স্থানীয় সবাই জানে তার সাথে এখানকার পুরোনো বনেদী পরিবারের একজন বিশিষ্ট লোকের বিয়ে হবে। মেয়েটার খালাতো ভাই প্রিন্স রেশেভ্স্কি সব ব্যবস্থা করেছে। সব ঠিক—তোমার আঙ্কেল এসেই বাধ সাধলো।

'ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোয় ভেরনিকা। নিরিবিলিতে দুজনের দেখা। এখানকার সুন্দর দৃশ্য দেখে মন্তব্য করে ডিলান। মেয়েটা উত্তর দেয়:...এইভাবেই শুরু।

'আমি জানি, কারণ ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর সময় ভেরনিকার সাথে ছিলাম। তার নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিলো আমার ওপর। এগিয়ে গেলাম আমরা—মহিলা ডিলান সম্পর্কে প্রশ্ন করে অনেক কথাই জেনে নিলো। আবার দেখা হলো ওদের। দৈবাৎ? মনে হয় না। এবার ওরা পাহাড় নিয়ে আলাপ করলো। ইউরাল, রকি, আল্পস। সুন্দর কথা বলতে পারে ডিলান।

'এরপর ওদের ঘনঘন দেখা হতে থাকলো। নিন্দুকদের কাছ থেকে প্রিন্সের কাছে পৌঁছলো এই খবর। রেগে টং হয়ে গেলো সে। ওর ইচ্ছা তার বোন

তার নির্বাচিত মানুষকেই বিয়ে করবে। মেয়েটাকে এই ব্যাপারে সাবধানও করা হয়েছে। কি বলেছে শুনিনি···কিন্তু পরে চেহারা দেখে আন্দাজ করতে পেরেছি।

'কিন্তু আবারও ওদের দেখা হয়েছে। এরপর তোমার চাচাকে সাবধান করা হয়েছে।'

ডিলানকে হুমকি দিয়েছে? ড্যানের মতো ভালো করে ওরা চেনেনি তাকে। ওর শান্ত ঠাণ্ডা চেহারার আড়ালে যে একটা সচেতন আত্মমর্যাদা-শীল ভয়ঙ্কর সত্তা বিরাজ করছে তা টের পায়নি ওরা।

জানে না তিনজন বিখ্যাত বন্দুকবাজ ওর সাথে লাগতে এসে প্রাণ হারিয়েছে। অন্ধকার ঘরেও ছুরি যুদ্ধে ওর কাছে কাবু হয়েছে তার প্রতিপক্ষ। সিউ আর অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে কিরকম দুর্দান্তভাবে লড়েছে ডিলান।

ড্যানের কেমন যেন ভয়ভয় করে উঠলো। ডিলানের জন্যে তার ভয় হচ্ছে। ভয় হচ্ছে ওকে যারা চেনে না তাদের জন্যেও।

পাঁচ

সকাল হতেই পায়ে হেঁটে ঘোড়াগুলো ঠিক আছে কিনা দেখতে গিয়েছিলো ড্যান। ফিরে এসে ক্যাফের দিকে এগোলো। ডিলানের সাথে তার আজ সকালে ওখানে দেখা করার কথা।

বারো শতকে প্রতিষ্ঠিত এই পুরোনো শহরটাকে ড্যানের বেশ ভালো লাগে। ইন্ নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে নদীর দ্রুত ধেয়ে চলা পানি দেখতে অপূর্ব লাগে। শহরের ধারেই আকাশচুম্বী পাহাড়গুলোকেও ভালো লাগে ওর। পুরোনো দিনের বাড়িগুলো দেখতে ছবির মতো। ওর মনে হয় সারাটা জীবন এখানে কাটিয়ে দিতে পারলেই যেন ভালো হতো। কিন্তু সে জানে কোথাও বেশিদিন থাকা ওদের ভাগ্যে লেখা নেই।

ইন্সব্রাক শহরে ডিলান বিশেষ জুয়া খেলেনি, কেবল ভেরনিকার চিন্তাতেই মগ্ন ছিলো। মেয়েটাকে ড্যানেরও ভালো লেগেছে। ভেরনিকার সাথে তার দুবার দেখা হয়েছে, দুবারই অনেকক্ষণ ধরে কথা হয়েছে। প্রথমবার দেখা হয়েছিলো মান্‌ডিং-এ। ড্যানকে পেসট্রি খাইয়েছিলো সে। ডিলানের সাথে তখন মাত্র পরিচয় হয়েছে তার। মেয়েটা ডিলান সম্পর্কে ড্যানকে

অনেক প্রশ্ন করেছিলো। তবে ওর কাছে সেটা নতুন কিছু নয়। সব মেয়েই ডিলান সম্পর্কে খুব কৌতূহলী।

ডিলান যে জুয়াড়ী একথা বলেনি ড্যান। বলেছিলো মাইনিং-এর কাজ করে সে। অবশ্য কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। নেভাডায় মাইন করবে বলে একটা জায়গা কিনেছিলো সে। তাছাড়া কয়েকটা মাইনে তার কিছু শেয়ার আছে। মারিয়া থিরেসিয়েন স্ট্রাস (স্ট্রাস—রাস্তা) দিয়ে এগিয়ে সরু হেরজগ ফ্রেডরিক স্ট্রাসে ঢুকলো ড্যান। আর একটু এগিয়ে গেলেই পড়বে সেই ছোট্ট ক্যাফে। ডিলান তাকে বলেছে বিখ্যাত গ্যেটে নাকি এখানেই মাঝে মাঝে সুরা পান করতে আসতেন। ভিতরে ঢুকে ড্যান রাস্তার ওপর নজর রাখা যায় এমন একটা টেবিল বেছে নিলো।

একটা লোক দ্রুতপায়ে হেঁটে ক্যাফের কাছে পৌঁছে হঠাৎ অলস ভাবে হাঁটতে শুরু করলো।

কৌতূহলী হলো ড্যান। গত পাঁচ বছর সে ডিলানের কাছে বারবার শিখেছে, অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই সেটা খেয়াল করতে হবে, বুঝতে হবে। লোকটা পাছে দেরি হয়ে যায় এমন ভাবে হাঁটছিলো, কিন্তু ক্যাফের কাছে পৌঁছেই তার সব তাড়া যেন শেষ হয়ে গেলো। ক্যাফেটা মাত্র খুলেছে, এত সকালে রাস্তায় এখনও লোকজন বেরোয়নি।

বাইরের লোকটার দিকে কোনো নজর না দিয়ে একটা লোক ক্যাফেতে ঢুকে ড্যানের দিকে মুখ করে আর একটা টেবিলে বসলো। দু'মিনিট আরও দুজন লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসে ক্যাফের সামনে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে শুরু করলো।

পরপর কয়েকদিন ড্যানরা এই রেস্তোরাঁতেই নাস্তা খেয়েছে। কিন্তু এইসব লোককে আগে কোনোদিন এখানে দেখেনি। হঠাৎ ভয় পেলো ও। লুইজি ওকে যা বলেছিলো কথাগুলো মনে পড়লো তার।

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো সে। কিন্তু তার মুখোমুখি বসা লোকটা হাত তুলে নিষেধ করলো। 'যেখানে আছো ওখানেই বসে থাকো, খোকা— তোমাকে আঘাত করা হবে না।'

'যাচ্ছি, কারণ তোমরা চোট পাও এ আমি চাই না,' উত্তর দিলো ড্যান।

লোকটা ওর কথায় মজা পাচ্ছে। 'আমরা? চোট পাবো?' হাসলো সে। তারপরে আবার বললো, 'তোমার চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটবে বলে খারাপ

লাগছে। কিন্তু তোমার চাচাকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার হয়ে পড়েছে। অবশ্য তোমার এতে ক্ষতি হবে না—হয়তো তুমিও এ থেকে কিছু শিখতে পারবে।'

'অনেক রকম শিক্ষাই আঙ্কেলের আছে। তোমাদের কাছে তার শেখার কিছু নেই।'

'কিছু মূল শিক্ষাটাই হয়নি। ওই যে, এসে গেছে।'

রাস্তা দিয়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে ডিলান। তার সহজাত স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গিতেই হাঁটছে। ক্যাফেতে ঢোকার আগে চিৎকার করে সাবধান করতে যাচ্ছিলো ড্যান, কিন্তু একটা কঠিন রুক্ষ-হাত ওর মুখ চেপে ধরলো।

ডিলান ভিতরে ঢোকার সাথে সাথেই ক্যাফের সামনে আলাপরত লোক দুটো এগিয়ে এসে পিছন থেকে ওর হাত চেপে ধরলো।

কোনোরকম ধস্তাধস্তি করলো না ডিলান। টেবিলে বসা লোকটার দিকে চেয়ে বললো, 'প্রিন্স কোথায়? আমি জানি এই আনন্দ সে কিছুতেই মিস করবে না।'

ডিলানের এমন শান্ত প্রতিক্রিয়া দেখে ওরা হতবাক হয়ে গেছে। তবে ড্যান মোটেও অবাক হয়নি। ঠিক এই রকম না হলেও ডিলানকে এ ধরনের বহু পরিস্থিতি সামলাতে দেখেছে সে।

এতক্ষণ ক্যাফেতে নতুন কোনো লোক ঢোকেনি। বাইরের রাস্তাটাও ফাঁকা। হঠাৎ দরজার সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি হাজির হলো। চালক সেই প্রথম লোকটা। গাড়ির ভিতরে চারজন লোক বসা। একজনের হাতে রয়েছে একটা পিস্তল। ওদের দুজনকে গাড়ির ভিতরে তুলে দিয়ে টেবিলে বসা লোকটা ছাদে চালকের পাশে উঠে বসলো। অন্য দুজন উঠলো গাড়ির পিছনে।

ডিলানের পাশে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে ড্যান। ভয় প্রকাশ না করার যথা-সাধ্য চেষ্টা করছে। ঠিকই ভয় করছে তার, কিন্তু কেন যেন এই লোকগুলোকে ভয় পাচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে ওরা ভাড়াটে লোক। এই কাজে এতই কাঁচা, ডিলানকে তল্লাশ করে দেখতেও ভুলে গেছে। টের পায়নি কার সাথে সংঘর্ষে এসেছে ওরা।

আর জানবেই বা কি করে? দেখতে ডিলানকে মনে হয় সুদর্শন পরিপাটি করে সাজা একজন শান্ত গোবেচারা। জানালা দিয়ে বাইরে চাইলো ড্যান।

পরিত্যক্ত খামার বাড়িটা এখান থেকে মাত্র আধ মাইল। ওদের জন্য দুটো ঘোড়া তৈরি আছে ওখানে।

একটা বাগানের সামনে হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো গাড়ি। দুটো জিন চাপানো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে বাগানে।

চট করে ড্যানের দিকে একবার চাইলো ডিলান। এর অর্থ বুঝে নিলো ড্যান। ওই ঘোড়া দুটোর একটা ভেরনিকার। সে কি আছে এখানে?

গাছের ভিতর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেলো ওরা। প্রায় এক একর জমির ওপর বাগান। একটু ফাঁকা জায়গার ওপাশে একজন লম্বা-গড়ন যুবকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ভেরনিকা। ঘোড়া চড়ার পোশাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু ওর চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত—ভীত।

যুবকের পরনে সুন্দর একটা পশমী কলারওয়ালা কোট। কোটটা খুলে পাথরের ওপর রাখলো সে।

কথা বলে উঠলো ভেরনিকা। 'রেশেভ্স্কি…না!'

'বাধা দিও না বোন, এই আমেরিকান লোকটাকে আমি কিছু শিক্ষা দিতে চাই। এতে তোমারও উপকার হবে।'

'রেশেভ্স্কি—'

'ওর কোটটা খুলে ফেলো,' ডিলানের রক্ষী দুজনকে আদেশ দিলো প্রিন্স। ওরা ডিলানের কোটটা খুলে নিলো। কোনো রকম আপত্তি করলো না সে। ওর পাতলা শার্টটা বাতাসে উড়ছে। মিটিমিটি হাসছে ডিলান।

সবার অগোচরে একটু একটু করে ডিলানের কাছে সরে এসেছে ড্যান।

'শোন্ চাষা! তোকে এখন চাবুকপেটা করা হবে। এই ধরনের মার তোর মতো লোকের জন্যেই আমরা তুলে রাখি।'

'ব্যাপারটা খুবই অবিশ্বাস্য আর হাস্যকর,' বললো ডিলান। 'এখনও দোষ স্বীকার করে এসব পাগলামি থামালে সেটা আমি মেনে নেবো।'

'আমার দোষ!' রাগে প্রিন্সের মুখটা বিকৃত হলো।

'তোমার কথা সবই শুনেছি, প্রিন্স রেশেভ্স্কি। জুয়ার দেনায় ডুবে আছো তুমি, তাই বোনকে এক ধনী লোকের সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছো যেন সে তোমার দেনা শোধ করে।'

'সবাই সরে দাঁড়াও,' সাঙ্গপাঙ্গদের আদেশ করলো প্রিন্স। 'আর চাবুকটা দাও।'

চাবুকটা দেখতে বেশ লম্বা। অনেকটা আমেরিকান ষাঁড়ের চাবুকের মতো।

'কাজটা আমাকেই করতে দিন, স্যার।' গুণ্ডার মতো চেহারার একটা লোক এগিয়ে এলো। আড়চোখে চেয়ে লোকটাকে ভবিষ্যতের জন্য চিনে রাখলো ডিলান। 'এই ধরনের কাজে আমার বেশ ভালো হাত আছে।'

'কথনোই না,' প্রস্তাবটা এক কথায় নাকচ করে দিলো প্রিন্স। 'আমি নিজে উপভোগ করতে চাই এটা।' চাবুকটা পেঁচিয়ে নিলো সে। শেষ মাথা-টা একটু বেশি যত্ন করে আঙুল বুলিয়ে আদর করে পেঁচালো।

প্রথম জীবনে সান্তা ফে ট্রেইলে ডিলান একসময়ে ড্রাইভারের কাজ করে-ছে। ঠিক ওই রকমই একটা চাবুক তাকে ব্যবহার করতে হয়েছে। চামড়া না ছুঁয়ে ষাঁড়ের পিঠে বসা একটা মাছিকে আঘাত করতে পারে এমন দক্ষ লোকের বিরুদ্ধে ভয়ানক কয়েকটা চাবুকের মারপিটে লড়েছে।

সবরকম কায়দাই সে ভালো করে জানে। রেশেভস্কি চাবুক চালাতেই এক পা এগিয়ে এসে হাত তুলে চাবুক ঠেকালো সে। চাবুকের মাথাটা ওর হাতে পেঁচিয়ে গেলো। সাথে সাথে হাত নামিয়ে চাবুক ধরে একটা হেঁচকা টান দিলো ডিলান।

টাল সামলাতে না পেরে হাঁটু মুড়ে ঘাসের ওপর পড়লো প্রিন্স। চাবুকটা ওর হাত থেকে উড়ে চলে গেলো।

একটা লোক লাফিয়ে ডিলানের দিকে এগোচ্ছে দেখে ওকে ল্যাঙ মারলো ড্যান। চাবুকটা ঘুরিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড ভাবে রেশেভস্কির ওপর চালালো ডিলান। আগাটা পিস্তলের গুলির মতো আওয়াজ তুলে পড়লো রাশিয়ান যুবকের কাঁধে। শার্ট ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে এলো।

চিৎকার করে উঠলো রেশেভস্কি। নর্তকের মতো হালকা দ্রুত পায়ে নেচে বেড়াচ্ছে ডিলান। দ্বিতীয় বাড়িটা পড়লো যে লোকটা ওকে চাবুক মারতে চেয়েছিলো তার ওপর। পরপর কয়েকটা আঘাতে লোকটার পিঠ, পেট আর গাল কেটে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এলো।

ঘটনা এতই দ্রুত ঘটে গেলো যে অন্যরা সব ভুলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আসল লড়িয়ে লোক ওরা নয়। গায়ে শক্তি আছে বলেই ভাড়া করা হয়ে-ছিলো। দুরন্ত পায়ে নেচে চলেছে ডিলান। হাতের চাবুকটা অবিরাম সাপের মতো এঁকেবেঁকে ছোবল মেরে চলেছে। যেখানেই আঘাত পড়ছে

সেখান থেকেই চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে। প্রিন্সের গালের ওপর পড়লো চাবুক। গাল থেকে কিছুটা মাংস ছিঁড়ে চলে এলো। এবার যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে দুহাতে মুখ ঢাকলো প্রিন্স।

ক্যাফেতে যে লোকটা ড্যানের মুখ চেপে ধরেছিলো, হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে সে একটা পিস্তল বের করলো।

পিছিয়ে ড্যানের কাছে চলে এলো ডিলান। 'দাও।' বললো সে। কোটের তলা থেকে ডিলানের জন্যে রাখা পিস্তলটা বের করে ছুঁড়ে দিলো ড্যান। চলতে চলতেই বাম হাতে কৌশলে ওটা ধরে ফেললো সে।

পিস্তল উঁচু করে গুলি করার জন্য তাক করেছে লোকটা। ছেলেখেলার মতো বামহাতে অনায়াসে পিস্তল তুলে ট্রিগার টিপে দিলো ডিলান। পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে উঁচু হলো লোকটা—ওর পিস্তল থেকে গুলিটা মাটিতে গাঁথলো। সামনে এগিয়ে মুখ থুবড়ে ঘাসের ওপর পড়লো সে।

পিস্তলের আওয়াজের প্রতিধ্বনি শোনা গেলো পাহাড়ের গায়ে, তারপরই একটা নীরবতা নেমে এলো। টাকার বিনিময়ে একটা লোককে ধরে এনে চাবুক পেটা করার মধ্যে আর ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ থাকলো না। মৃত্যু নেমে এসেছে।

প্রিন্স রেশেভস্কি হাঁটু গেড়ে বসে আছে। দরদর করে ওর গাল আর ঘাড় বেয়ে তাজা রক্ত ঝরছে। সম্পূর্ণ ভিজে গেছে ওর শার্ট। আতঙ্কিত চোখে ডিলানের দিকে চেয়ে আছে সে। 'না…মেরো না!'

অন্যান্য সবাই পিছিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। একটা দৌড় দেয়ার সুযোগের অপেক্ষায় আছে ওরা। 'এর মাশুল তোমাকে দিতে হবে!' ওদের একজন চেঁচিয়ে বললো। 'এই দেশ ছেড়ে আর জীবন্ত যেতে হবে না!'

চাবুকটা মাটিতে ফেলে দিয়ে নিজের কোটের কাছে এগিয়ে গেল ডিলান। পিস্তল হাত বদল করে কোটটা পরে নিলো সে।

এবার চোখ তুলে ভেরনিকার দিকে চাইলো ডিলান। বিস্ময়ের ধাক্কায় একেবারে সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ। নিজের চোখকেই সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'ঘটনাটা তোমার চোখের সামনেই ঘটলো বলে দুঃখিত, ভেরনিকা,' বললো সে। 'তবে মুখ বুজে চাবুক-পেটা সহ্য করবো তেমন লোক নই আমি।'

'লোকটাকে মেরে ফেলেছো।'

'না মারলে সে-ই আমাকে মারতো। হাতে অস্ত্র ছিলো, গুলি করার মতলবে ছিলো সে। আমার উপায় ছিলো না।'

প্রিন্সের দিকে চাইলো ডিলান। 'ও যদি আমাকে চ্যালেঞ্জ করতো তাহলে ওর সাথে লড়তাম। কিংবা সামনাসামনি এ ব্যাপারে কথা বলতাম। কিন্তু তার বদলে এই পথটাই বেছে নিলো সে।'

'আমি কেবল ভদ্রলোকের সাথেই লড়ি!' নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে প্রিন্স। এখনও ওর হতচকিত ভাবটা কাটেনি। তবে কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করেছে।

'যাদের সাথে তুমি চলাফেরা করো,' ঠাণ্ডা গলায় বললো সে, 'তাতে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।'

ভেরনিকার দিকে ফিরলো ডিলান। 'আমার সাথে আসবে? আমি দেশে ফিরবো।'

ডিলানের দিকে চেয়ে ইতস্তত করছে মেয়েটা।

'না!' চিৎকার করে উঠলো প্রিন্স। 'যেতে পারবে না!' ভেরনিকার হাত শক্ত করে ধরলো সে। 'ও একটা খুনী। ওকে খুঁজে বের করে জেলে ভরা হবে, ফাঁসি হবে। আমাদের সবাইকে ধ্বংস করবে তুমি!'

নীরবে ওর উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে ডিলান। ড্যান তার দেহের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে নিলো—তাড়াতাড়ি যাবার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে সে। অন্য লোকগুলো এরই মধ্যে বাগান পেরিয়ে গেছে। আধঘণ্টা একটু দ্রুত হাঁটলেই এখান থেকে শহরের সীমানায় পৌছানো যায়—আর ওরা তো নিশ্চয়ই দৌড়াচ্ছে।

'ভেরনিকা?'

'না…আমি পারবো না।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে থাকলো ডিলান। 'চলি।' ড্যান বুঝলো হাতের তাস ফেলে দিয়েছে ডিলান। খেলা এখানেই শেষ।

'এসো, ড্যান।' ঘুরে পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিলো সে। এগোতে গিয়ে একবার হোঁচট খেলো ডিলান। ড্যান দেখলো ওর মুখটা বিষণ্ণ আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

ডিলানের হাত ধরলো ড্যান। 'আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে, আঙ্কেল

ডি। লোকগুলো এতক্ষণ শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। শহরের লোক হয়তো গুলির শব্দও শুনেছে।'

ড্যানই আগে আগে পথ দেখিয়ে ছুটছে। পথ ছেড়ে এক সারি গাছের ফাঁক দিয়ে মাঠে নামলো ওরা।

'এক মিনিট।' থেমে দাঁড়ালো ডিলান। 'আমাদের দুটো ঘোড়া—'

'ওই সামনের খামার বাড়িতে অপেক্ষা করছে ঘোড়া। লুইজির কাছ থেকে নোঙরের টাকা দিয়ে ওগুলো কিনেছি।'

'নোঙরের টাকা' কথাটা ওদের মধ্যে নিজস্ব একটা ঠাট্টা। কিছু টাকা তাড়াহুড়া করে শহর ছাড়তে হলে দরকার হবে বলে সবসময়েই আলাদা করে তুলে রাখে ডিলান। একদিন ঠাট্টা করে ওই টাকাকে নোঙর-তোলার-টাকা বলে উল্লেখ করেছিলো ও। সেই থেকে কয়েক বছরে কথাটা কেটে-ছেঁটে নোঙরের টাকায় দাঁড়িয়েছে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললো ওরা। ডিলান বোকা নয়। এই এলাকায় নিছক একজন সাধারণ পর্যটক সে। আর প্রিন্স রেশেভ্স্কি অত্যন্ত প্রভাবশালী পরিবারের লোক, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তার প্রতাপশালী বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। একবার গ্রেপ্তার হলে ছাড়া পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না।

'কপালে খারাবী আছে, ড্যান,' বললো সে। 'ইদানীং জুয়া খেলিনি, বেশ কিছু খরচও করেছি। হোটেলে ফিরে ওই নোঙরের টাকাটা নিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো।'

'দরকার নেই,' জবাব দিলো ড্যান। 'আমি নিয়ে এসেছি।'

একটা ছোট্ট ঝর্ণা পার হয়ে, একটা পাথরের দেয়াল টপকে খামার বাড়ির উঠনে পৌঁছলো ওরা। ওদের দেখে লুইজি উঠে দাঁড়ালো। 'ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে রেখেছি, কিন্তু তোমাদের জলদি করতে হবে।'

তিনটে ঘোড়া রয়েছে ওখানে। লুইজি বললো, 'আমার সাহায্য ছাড়া কিছুতেই পাহাড় পার হতে পারবে না তোমরা। পার করে দিলে তোমরা হয়ত একদিন আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে।'

'অবশ্যই,' বলতে বলতে জিনের ওপর উঠে বসলো ডিলান।

এম্‌সামস্ গ্রামের পথ ধরলো ওরা। সেখান থেকে আড়াআড়ি ভাবে সেল-রেইনার।

পরিষ্কার ঠাণ্ডা একটা দিন। আল্পস থেকে তাজা হাওয়া বইছে। ঘোড়াগুলো তেজী—বেগে ছুটেছে ওরা। পাহাড়ের ঢালগুলো পাইন গাছে ভরা।

ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ওরা কোন্ পথে চলেছে সেটা জানতে রেশেভ্স্কির লোকদের কত সময় লাগবে? পিছু ধাওয়া করার ব্যবস্থা করতে কতক্ষণ লাগবে ওদের? একজন লোক মারা পড়েছে, আর একজন প্রতাপশালী লোককে চাবুক-পেটা করা হয়েছে। পিছু ওরা নেবেই, ড্যানের মনে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

লুইজির নির্দেশিত পথে আগে আগে চলেছে ডিলান। লুইজি একটু পিছিয়ে ড্যানের পাশে চলে এলো। 'বলোতো কি ঘটেছিলো?'

সব শুনে সে কেবল বললো, 'আগেই বুঝেছিলাম, লোকটা আসলেই সিংহের মতো পুরুষ।'

'আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছো?'

আল্পসে পর্বতশ্রেণীর বিরাট দেয়ালটার দিকে দেখালো সে। 'ওটার ওপরে। ওপাশে ইটালি। ইচ্ছে করলে পশ্চিমে যেতে পারো—ওদিকে সুইজারল্যাণ্ড।'

'কিন্তু ওরা যে আমাদের পিছু নেবে।'

কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'অন্যান্য পথে খুঁজবে প্রথম। তাতে কিছুটা সময় পাবো আমরা। এই ট্রেইলটার কথা বেশি লোকের জানা নেই। আমাদের সাথে ঘোড়া আছে, এটাই জানে না ওরা। তাই প্রথমে জানা রাস্তাগুলো আটক করার চেষ্টা করবে। যখন আমরা আসলে কি করেছি টের পাবে কপাল ভালো থাকলে ততক্ষণে আল্পস-এর ভিতর হারিয়ে যাবো আমরা।'

সেলরেইন :রর পর একটা মোটামুটি ভালো ঘোড়ারগাড়ি চলার রাস্তা পেলো ওরা। ঝর্ণার পাশ দিয়ে পথটা গ্রাইজ গ্রাম পর্যন্ত গেছে। ওখান থেকে একটা পায়ে চলা পথ মেলাখ উপত্যকার ভিতর দিয়ে উঠে গেছে ওপরে। জায়গাটা জনশূন্য, বুনো অথচ সুন্দর। সম্রাট নবম ম্যাক্সিমিলিয়ান এখানে শিকার করতে আসতো। কিন্তু ওদের এখন ওইসব কথা ভাবার সময় নেই। সামনে লুইজির পরিচিত একটা খামারে ওরা ঘোড়াগুলোকে রেখে পায়ে হাঁটা শুরু করবে।

'যা যা দরকার সবই আমার বন্ধুর ওখান থেকে নিতে পারবো। গরম জামা, বুট, খাবার সবই পাওয়া যাবে,' জানালো লুইজি।

'একটা ভালো রাইফেল দরকার হবে,' ডিলান বললো।

'মনে হয় সেটা সম্ভব হবে না। তাছাড়া এমনিতেই যথেষ্ট জিনিস বইতে হবে।'

ক্রমাগত ওপরে উঠছে ওরা। ওদের আশেপাশের উঁচু মাঠগুলো সবই সবুজ। অসংখ্য প্রজাপতি উড়ছে সেখানে। ওগুলো বেশির ভাগই ছোট আর নীল। পাখিও রয়েছে অনেক। দুবার যে পাখিটা দেখা দিলো লুইজি জানালো ওটা সোনালী ঈগল। একবার একটা ভয়াবহ ল্যামারগিয়ার, অর্থাৎ দাড়িওয়ালা শকুন দেখলো ওরা।

লুইজির বন্ধুর ফার্মটা বেশ সুন্দর। গরু আর ভেড়ার আলাদা খোঁয়াড়। ওপাশে সাধারণ খামার বাড়ির তুলনায় বেশ বড় একটা বাড়ি। বাড়ির দেয়ালগুলো সাদা রঙের, ছাদটা দেয়াল ছাড়িয়ে অনেকদূর বেরিয়ে এসেছে। উঠানে এসে ঘোড়া দাঁড় করালো ওরা। বাড়ির দরজায় একজন বলিষ্ঠ ভারি লোক দেখা দিলো। সতর্ক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বাইরে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলো সে।

'এরা আমার বন্ধু,' পরিচয় দিলো লুইজি। 'পাহাড় পার হবে।'

ডিলান আর ড্যানের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে সে বললো, 'এসো, ভিতরে এসো।' ওদের দিকে পিছন ফিরে ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো সে। সবাই ওকে অনুসরণ করলো।

ভিতরে গোলগাল চেহারার এক মহিলার পাশে টেবিলে বসে একজন যুবক রাইফেল পরিষ্কার করছে। আরও দুটো মেয়ে রয়েছে ঘরে, ওরাও মহিলার মতই নাদুসনুদুস। ঘরে একটা আগুন জ্বলছে। এত উঁচুতে এখানে সন্ধ্যায় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। 'রাতটা তোমাদের এখানেই কাটাতে হবে,' বললো লোকটা। ড্যানের দিকে আড়চোখে চাইলো সে। 'ছেলেটা খুব ছোট। পাহাড়ী পথ বেয়ে ওঠা খুব কঠিন হবে।'

'শক্ত ছেলে,' জবাব দিলো ডিলান। 'পাহাড়ে চড়ে অভ্যস্ত।'

মুখ থেকে পাইপটা নামালো সে। 'দরকার মনে করেছি বলেই বললাম,' সহজ ভাবেই বললো লোকটা। তারপর বৌয়ের দিকে ফিরে ইটালিয়ান ভাষায় তাকে কি যেন বললো।

'ওর নাম জেরোনিমো,' ব্যাখ্যা দিলো লুইজি। 'বৌ ইটালিয়ান-মিরানোর মেয়ে। ওদের অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, ইটালি আর সুইজারল্যাণ্ড দুখানেই। সবাইকেই চেনে জেরোনিমো।'

জেরোনিমোর সাথে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো লুইজি। কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলো সে। 'অনেক বেশি চাইছে ও,' জানালো লুইজি। 'তবে ঘোড়া দুটো নিতে রাজি হয়েছে।'

'হ্যাঁ, এটাই নিয়ম, কেউ বিপদে পড়েছে দেখলে অনেকেই দুপয়সা কামিয়ে নিতে চায়।'

'লোকটা বোকা নয়। ঠিকই বুঝেছে কোনো বিশেষ কারণ না থাকলে এই সময় পাহাড়ের ভেতর কেউ যেতে চায় না।'

'কি ঘটেছে জানিয়েছো ওকে?'

'সেসব জানতে চায় না। তোমরা এসেছো, ওর কাছে জিনিস কিনতে চেয়েছো, সে বিক্রি করেছে···কিছুই সন্দেহ করেনি। বুঝতে পারছো না? পুলিশ জিজ্ঞেস করলে সে তাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাবে না। এ ব্যাপারে লোকটা ওস্তাদ।'

এরপর আর কোনো কথা হলো না। কফির কাপে চুমুক দিয়ে আগুনের দিকে চেয়ে বসে রইলো ডিলান। হয়তো ভেরনিকার কথাই ভাবছে। কাওয়ালী শোনা মুরগির মতো ঝিমাচ্ছে ড্যান।

অনেকক্ষণ পর লুইজি আবার কথা বললো। 'জানো তো তোমাদের সামনে কি আছে? ট্রেইলগুলো খুব সরু আর বিপদজনক। কিছুটা ভালো, আবার কিছুটা খুব খারাপ। এছাড়াও হঠাৎ ঝড় আসতে পারে—আল্পসের ঝড় যে কি সাংঘাতিক হতে পারে তা যে না দেখেছে সে কোনোদিন জানবে না।'

কাঁধ ঝাঁকালো ডিলান। 'বিকল্প কোনো উপায় আছে?'

'না।'

'তবে···?'

ছয়

ড্যানের যখন ঘুম ভাঙলো তখনও বাইরে আঁধার—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ডিলান তার বিছানার কিনারে বসে কাপড় পরছে। 'তৈরি হয়ে নাও, ড্যান। রওনা হতে হবে।'

'লুইজি কোথায়?'

'জানি না। ওর বিছানা খালি।'

বিছানা থেকে পা নামিয়ে নীরবে কাপড় পরতে শুরু করলো ড্যান। ওর ব্যাপারে সব সময়েই অপ্রত্যাশিতটাই স্বাভাবিক।

কাপড় পরে রান্নাঘরে গেলো ড্যান। কফি তৈরি করছে ডিলান। 'একটা গরম ড্রিঙ্কে শরীর চাঙা হবে তোমার। সব গুছিয়ে নাও—ওই ভারি বুটগুলো থাকায় যে কতটা ভালো হয়েছে তা আজকের দিন কাটার আগেই টের পাবে।'

'তুষারের ওপর দিয়ে যেতে হবে আমাদের?'

'ওই পর্যন্ত পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।'

'লুইজির কি হলো?'

'দেখছি না। হয়তো আশপাশেই আছে কোথাও। আমাদের একাই এগিয়ে যেতে হবে। লজ্জা লাগছে আমার, ক্লান্ত ছিলাম, সুন্দর পাহাড়ী হাওয়ায় গভীর ঘুম হয়েছে—টের পাইনি কিছু।'

হঠাৎ অন্যদিকের দরজাটা খুলে গেলো। প্যান্টের ভেতর শার্ট গুঁজতে গুঁজতে জেরোনিমো ঢুকলো। 'বেশ নিজে নিজেই সব কিছু করছো?'

'তোমাদের বিরক্ত করতে চাইনি,' হাসি মুখে জবাব দিলো ডিলান। 'আমাদের যেতে হবে বলেই সবাইকে জাগানোর কোনো মানে হয় না। ভাবলাম একটু সকাল সকাল রওনা হওয়াই ভালো।'

লোকটার চেহারা খাট্টা দেখাচ্ছে। তবে সেটা এই মাঝরাতে জাগার জন্যে নাকি ওর প্ল্যান ভেস্তে যাচ্ছে বলে, ঠিক বুঝলো না ড্যান।

মালপত্রগুলো দরজার সামনে রেখে টেবিলের ধারে ফিরে গেলো ড্যান। ওর জন্যে চকোলেট ড্রিঙ্ক তৈরি করে দিলো ডিলান। রুটি, জ্যাম আর কিছু শুকনো মাংস রাখা রয়েছে টেবিলে।

'এখনতো কিছুই দেখতে পাবে না। এই সাত-সকালে পাহাড়ী পথে রওনা হওয়া ঠিক হবে না।'

'কোনোরকমে চালিয়ে নেবো।' ড্যান খেয়াল করলো বসছে না ডিলান, দাঁড়িয়েই কথা বলছে। ভাব বুঝে সেও নিজেকে তৈরি রাখলো। অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই সতর্ক থাকে ডিলান। ওদের জানামতে লুইজির এখানে না থাকার কোনো কারণ নেই।

হঠাৎ কাপটা নামিয়ে রেখে ডিলান বললো, 'তোমার হ্যাভারস্যাক পিঠে চাপিয়ে নাও, ড্যান।'

'লুইজিকে ছাড়াই যাবে নাকি?' আপত্তি তুললো জেরোনিমো।

কাঁধ ঝাঁকালো ডিলান। 'হয়তো আমাদের জন্যেই কোথাও অপেক্ষা করছে সে। আর তা না হলে রাস্তায় ধরে নেবে।'

মুহূর্তের জন্যেও লোকটার দিকে পিছন না ফিরে ড্যানের পিঠে হ্যাভারস্যাক তুলতে সাহায্য করলো ডিলান। তারপর ড্যানের জন্যে দরজাটা খুলে ধরলো। ড্যান বেরিয়ে গেলে দরজায় দাঁড়িয়ে জেরোনিমোর দিকে ফিরে বললো, 'তোমার সহযোগিতার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। অনেক ধন্যবাদ।' দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলো ডিলান।

বেশ পা চালিয়ে হাঁটছে ওরা। ডিলানের সাথে তাল রেখে চলাই ড্যানের পক্ষে বেশ কঠিন হচ্ছে। ঘোড়ার গাড়ির পথটা শেষ হয়ে পায়ে চলার পথ শুরু হলো। হঠাৎ করেই পথটা দ্রুত উপরে উঠেছে। ওদের দুজনের হাতেই একটা করে লাঠি থাকায় চলায় বেশ সুবিধা হচ্ছে।

নিচে গ্রামে কয়েকটা বাতি দেখা যাচ্ছে। একটা বাঁক ঘুরে চলার গতি কমালো ডিলান। গ্রাম থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে চলে এসেছে ওরা।

'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করলো ড্যান।

এক মুহূর্ত থেমে ড্যানকে দম ফিরে পাওয়ার সুযোগ দিলো ডিলান। 'শোনো, বেশিরভাগ মানুষের মনই অত্যন্ত দুর্বল হয়। কথাটা মনে রেখো। অনেকেই হয়তো সৎ হতে চায়, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ আর বাড়তি টাকার প্রয়োজনই তাদের ভুল পথে নিয়ে যায়। হতে পারে লুইজির চলে যাওয়ার সহজ সরল কোনো ব্যাখ্যা আছে। হতে পারে আমরা অনুমতি ছাড়াই রান্নাঘর ব্যবহার করেছি বলেই জেরোনিমো বিরক্ত হয়েছে।

'কিন্তু অন্যদিকে এমনও হতে পারে যে ওদের মাথায় কুবুদ্ধি ঢুকেছে। আমি কোথায় আছি এটা জানার জন্যে সম্ভবত অনেক টাকা খরচ করতে রাজি থাকবে প্রিন্স রেশেভ্স্কি। তাছাড়া পুলিশও খুঁজবে। ওরা হয়তো আমাকে ধরিয়ে দেয়ার মতলব এঁটে থাকতে পারে।'

'মনে হয় না লুইজি এমন কাজ করবে।'

'হয়তো করবে না। ওর সম্পর্কে খারাপ ভাবতে আমারও যে খুব ভালো লাগছে তা না—তবু সাবধান থাকা ভালো। চলো এগোনো যাক।'

প্রায় একমাইল পথ নীরবে চলার পর ওরা অল্পক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে থামলো।

আকাশের তারাগুলো নিভে গেছে। পাহাড়ের মাথার কাছে আকাশটা ফিকে হয়ে এসেছে। গাছগুলো পৃথকভাবে চেনা যাচ্ছে। কোথায় পা পড়ছে তাও দেখতে পাচ্ছে ওরা। সবুজ অজ উপত্যকাটা নিচে ফেলে এসেছে। বেশ হাঁটতে পারে ড্যান—কোনো এক সময়ে প্রচুর হেঁটেছে সে। পাহাড় ভালোবাসে। কলোরাডোতে এর চেয়ে অনেক বেশি উঁচু পাহাড়ের কয়েকটা গিরিপথ পার হয়েছে ও।

এখানকার আশপাশে যারা বাস করে তারা সবাই পাহাড়ী লোক। উঁচু ঢালে শিকার করে অভ্যস্ত। অনুসরণ করলে ড্যানদের চেয়ে ওরা অনেক তাড়াতাড়ি এগোতে পারবে। 'তবে,' যুক্তি দেখালো ডিলান, 'আমরা বেশ কিছুটা এগিয়ে আছি। তাছাড়া ওরা জানে আমি সশস্ত্র। এখানকার প্রায় সবাই সংসারী মানুষ। প্রিন্স রেশেভ্স্কির মতো লোকের জন্যে জীবন খোয়াতে চাইবে না।'

স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলেছে ওরা। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে অল্পক্ষণ থামছে। দুপুরের দিকে একবার বেশিক্ষণের জন্যে থেমে কিছু রুটি আর পনির খেয়ে পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে ঠাণ্ডা পানি খেলো।

বিকেলের দিকে ড্যানের বেশ কষ্ট হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে গেছে। এখন ঢালটাও যেন আরও বেশি খাড়া বলে মনে হচ্ছে ওর কাছে।

'ভালোই হয়েছে, ড্যান, তোমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হলো। এমন না ঘটলে কোনোদিনই এই পাহাড় পায়ে হেঁটে পার হবার কথা আমরা কেউ ভাবতাম না।'

'একটা কথা আমি অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছি, ব্রেনার গিরিপথ দিয়ে ওরা মিরানোতে সহজেই খবর পাঠাতে পারে। হয়তো ইটালিতে ঢোকার সাথে সাথেই আমাদের ধরার জন্যে অপেক্ষা করবে পুলিশ।'

হাসলো ডিলান। 'ঠিকই বলেছো! সেই কারণেই ইটালিতে যাচ্ছি না। দুটো পথ আছে, সবচেয়ে ছোট আর ভালো পথটা ইটালির ভিতর দিয়েই গেছে, কিন্তু মাত্র কয়েক মাইল।'

পাহাড়ী হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে ড্যান। বিশ্রামের চিন্তা ছাড়া আর কোনো কিছুই এখন ওর মাথায় আসছে না। কি যেন খুঁজছে ডিলান। হঠাৎ যা খুঁজছিলো পেয়ে গেলো সে। একটা সরু খাদ খুব খাড়াভাবে একশো গজ নেমে গিয়ে আর একটা পাহাড়ের গায়ে শেষ

হয়েছে। ঘুরে নিচে নামতে শুরু করলো সে।

'খুব সাবধানে নেমো, একবার পা ফস্কালেই কিন্তু শেষ।'

নিচে নেমে আর একটা ফাটল দেখতে পেলো ওরা। ফাটলটা আড়াআড়ি-ভাবে পাহাড় থেকে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের নিচে ঢুকে গেছে। আর একটু এগিয়ে পাথরের তৈরি একটা ছোট্ট ঘর চোখে পড়লো। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো ডিলান। ড্যান ওর পিছু নিলো। ভিতরে একটা ফায়ারপ্লেস রয়েছে। পাশেই জমানো রয়েছে কয়েকদিন চলার মতো প্রচুর শুকনো কাঠ।

'এই জায়গার কথা কি করে জানলে?' প্রশ্ন করলো ড্যান।

সুন্দর আইরিশ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ডিলানের মুখ। 'আমি কান সজাগ রেখে শুনি, তোমাকেও একই জিনিস শিখিয়েছি। মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের লোকের সাথে চলতে হয়—সব সময়েই আমি চোখ কান খোলা রাখি।

'এইসব পাহাড়ে চোরাচালানীদের অসংখ্য গুপ্ত ঘাঁটি রয়েছে। আমরা এখন যেখানে রয়েছি সেখানে তিনটে বিভিন্ন দেশের সীমান্ত এসে মিলছে। অস্ট্রিয়া, ইটালি আর সুইজারল্যাণ্ড—এখানে চোরাকারবার খুব লাভজনক।'

আগুন জ্বালালো সে। তার কৌশলী হাতে ম্যাচের প্রথম কাঠিতেই সুন্দর দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন।

'সাথে কিছু চা এনেছি। প্রথমে কিছু চা খেয়ে নিই। তারপর ভালো করে পা ধুয়ে মোজাগুলোকেও ধুয়ে আগুনে শুকিয়ে নিতে হবে। দূরপাল্লার হাঁটায় পায়ের যত্নের দিকে নজর রাখা হচ্ছে প্রথম কাজ। মোজা বদলালেও বেশ সাহায্য হয়।'

ভোর হবার আগেই আবার ওরা বেরিয়ে পড়লো। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাতাসের বিরুদ্ধে কষ্ট করে এগিয়ে চলেছে ওরা। অল্পক্ষণ পরেই তুষার পড়তে আরম্ভ করলো। এক ঘণ্টা পর অবস্থার আরও অবনতি হলো। পাঁচ-ছয় গজের বেশি নজর চলে না ঘন তুষারে। তবে এতে করে ওদের চলার সব চিহ্ন ঢেকে গেলো।

পরবর্তী বছরগুলোতে অস্ট্রিয়া থেকে ওরা কিভাবে পালালো সেইসব ঘটনা বহুবার মনে করার চেষ্টা করেছে ড্যান। ভেন্টারের মাথায় ওরা পাহাড়ের

পশ্চিমে গিয়ে ইটালিতে ঢুকেছিলো। অনেক ছোট ছোট নাম না জানা গ্রামের ভিতর দিয়ে গেছে ওরা। চোদ্দ শতকের একটা দুর্গও ওদের পথে পড়েছিলো। এরপর একটা খুব খাড়া গিরিপথ পেরিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে পৌছে।

তারপর জুরিখ···প্যারিস···লণ্ডন···নিউইয়র্ক···

ডিলান আর কোনোদিনই সেই আগের মতো হতে পারেনি। ভেরনিকাকে ঠিক ভুলতে পারেনি সে।

আরও কঠিন আর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ও—আগের চেয়েও কম হাসে। ড্যানকে সাথেই রেখেছে। ওরা এখনও বই নিয়ে আলাপ আলোচনা করে। একসাথে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যায়, গুলি ছোঁড়া অভ্যাস করে। এখনও জুয়াই তার আয়ের উৎস। গত কয়েক বছরে অন্তত ডজনখানেক মেয়ের সাথে আলাপ পরিচয় হয়েছে, ওদের সাথে মেলামেশাও করেছে, কিন্তু কাউকেই সে তেমন গুরুত্ব দেয়নি।

ড্যানের বয়স যখন চোদ্দ প্রথমবারের মতো ওদের ছাড়াছাড়ি হলো। টেক্সাসে একটা গরু-মোষের খামারে কাজ নিলো ড্যান। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে হাড়ভাঙা খাটুনি—কিন্তু তবু কাজটা ওর পছন্দ। কচিৎ ঘোড়ায় চড়ে শহরে বেড়াতে যায় সে। ডিলান নিউ অরলিন্স-এ একটা জুয়ার আড্ডা চালাচ্ছে। কিন্তু ছমাস পরে সব বেচে দিয়ে পশ্চিমে টেক্সাসে চলে এলো সে।

ড্যান বেশ বড় হয়েছে। চওড়া কাঁধ আর বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ওর হাত দুটো। ক্ষিপ্র গতিতে পিস্তল ছুড়তে পারে, তবে এখনও কারো সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেনি। তাসে ওস্তাদ, কিন্তু জুয়া খেলে না।

'বেশ অনেকদিন পর আবার দেখা,' খুঁটিয়ে বিচার করে ওর দিকে চেয়ে বললো ডিলান। 'অনেক বড় হয়ে গেছো।'

ডিলানকে কাছে পেয়ে কাজে ইস্তফা দিলো ড্যান। পশ্চিমে স্যান অ্যান্টোনিওর পথে দুজনে রওনা হয়ে গেলো। চলার পথে বার বার পিছন দিকে নজর রাখছে ডিলান। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বললো, 'আমাকে মারার জন্যে পিছনে লোক লাগিয়েছে, ড্যান।'

'কে?'

'মুশকিল হচ্ছে সেটাই ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সেই রাতে হোটেলে ড্যানকে আরও তথ্য জানালো ডিলান। 'নিউ অরলিন্স-এ একজন আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিলো। লাগাতে পারেনি।

দুদিন পরে আবার চেষ্টা করেছিলো। সেবারও মিস করলো—কিন্তু আমি করিনি।'

'শেষ করেছো?'

'যাকে মারলাম তাকে আগে কোনোদিন দেখিনি। তুমি তো জানোই চেহারা ভুলি না আমি। জুয়া খেলা তো দূরের কথা, জীবনে কখনও দেখাই হয়নি আমাদের।'

'তোমাকে আর কেউ বলে ভুল করেছিলো।'

'না···আমাকেই মারতে চেয়েছিলো। মরার আগে বলে গেছে পিস্তলে আমার হাত ভালো একথা তাকে জানায়নি ওরা।'

'ওরা?'

'তাই তো বললো সে?'

'তাহলে ব্যাপারটা চুকে গেছে?'

'না। দুসপ্তাহ পর আবার চেষ্টা করেছিলো। জুয়ার টেবিলে তাস খেলছিলাম। গুলিতে আমার চামড়া সামান্য ছিলেছে কিন্তু ওদের কাউকে ধরতে পারিনি।'

'ওদের?'

'হ্যাঁ, দুজন ছিলো।' হাত দিয়ে মুখ ঘষলো ডিলান। 'সব বেচে দিয়ে তাই পশ্চিমে চলে এলাম। একটা মানুষ কি করে নিশ্চিন্তে জুয়া খেলবে? কে যে পিছনে লেগেছে সেটাই তো জানি না। শত্রুকে চিনলে সেটা ভিন্ন কথা হতো—কিন্তু যখন চিনি না, সে যে কেউ হতে পারে। সবাই তো আর মিস করবে না?'

ডিলানকে কোনোদিন উদ্বিগ্ন হতে দেখেনি ড্যান। কিন্তু জুয়া খেলতে বসে টেবিলের যে কেউ তাকে গুলি করতে পারে বলে তটস্থ থাকতে হলে সে তাসে মনোযোগ দেবে কিভাবে?

স্যান অ্যান্টোনিও থেকে ফ্রেডেরিক্স্‌বার্গের দিকে এগোলো ওরা। তিন রাত পেডারনেইলস-এ কাটিয়ে যখন বুঝলো কেউ ওদের পিছু নেয়নি, ঘোড়ার পিঠে ফোর্ট গ্রিফিনে পৌছলো। ওখানে জুয়া খেলে বাট ডলার জিতলো ডিলান। ড্যান পাঞ্জা লড়ে বিশ ডলার জিতলো। এখনও ছেলেমানুষ হলেও পরিণত পুরুষের মতোই বেড়ে উঠেছে ওর শরীর।

পশ্চিমে আরও কিছুদিন ঘুরে, দুটো ওয়্যাগন আর চারজন ছাল ছাড়ানোর

লোক ভাড়া করে, ক্যানাডায় মোষ শিকারে গেলো ওরা। দুজনেরই গুলি ছোঁড়ার হাত খুব ভালো। শিকারও ভালোই মিললো। আরও কয়েকজন শিকারীর সঙ্গে মিলে একটা মোষের দলকে অনুসরণ করলো ওরা। ইণ্ডিয়ানদের হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যেই একত্রে থাকলো। ওদের মধ্যে একজন লম্বা যুবক রয়েছে নাম আলমেরিক। রাইফেলে ওর হাতও খুব ভালো।

হাতিয়ার ব্যবহার করায় ড্যানের একটা স্বাভাবিক দক্ষতা রয়েছে। অবশ্য সে প্রচুর গুলি ছুঁড়ে অভ্যাসও করেছে। প্রথমবারে নয়টা আর দ্বিতীয়বারে এগারোটা মোষ মারলো সে। তারপর গুলি ছোঁড়া কিছুক্ষণ বন্ধ রেখে দলটাকে অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার সুযোগ দিলো।

মোষ চরার মাঠের কাছেই পাহাড়ের ওপর নিজের জায়গা বেছে নিয়েছে ড্যান। নিচে ঘেসো জমিতে ইতস্তত চরে বেড়াচ্ছে মহিষ। অপেক্ষা করতে করতে ঠাণ্ডা রাতের পর রোদের তাপটা উপভোগ করছে আর প্রকাণ্ড পশুগুলোর ঘাস খাওয়া দেখছে।

আধমাইল দূরে রয়েছে ডিলান। ওদের ওয়্যাগন, ডিলান আর ড্যান মিলে একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে। হঠাৎ একটা চমৎকার কালো ঘোড়ায় চড়ে একজন আরোহী হাজির হলো। ছিপছিপে লম্বা গড়ন, চুল পিছন দিকে কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে।

'কেমন আছো?' ওখান থেকে পুরো এলাকাটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সে। 'শিকারের জন্যে চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছো। গুলি করছো না কেন?'

'ওদের একটু স্থির হবার সময় দিচ্ছি। ছত্রভঙ্গ হয়ে দৌড় দেয়ার মতলবে ছিলো।'

চিন্তিতভাবে চেয়ে ওকে জরীপ করার চেষ্টা করছে লোকটা। 'রাইফেলটা খুব সুন্দর। একটু দেখতে পারি?'

'না, স্যার। আমার বন্দুক কাউকে দেখাই না।'

হাসলো লোকটা। 'তুমি কি ডিলান ন্যাশের ছেলে? শুনলাম সে এদিকেই এসেছে।'

ধীর ভাবে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ড্যান। ওর পিস্তল ঝুলানোর কায়দাটা লক্ষ্য করলো লম্বা লোকটা। তৈরি হয়ে দাঁড়ানোর বিশেষ ভঙ্গিটাও খেয়াল করলো সে।

'হয়তো এদিকেই আছে। কে খোঁজ করছে?'

'বিল হিকক।'

ড্যান খুঁটিয়ে দেখলো লোকটাকে। হিকক ডিলানের বন্ধু সে জানে। একবার বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে ডিলান তাকে একটা ঘোড়া ধার দিয়েছিলো।

'মিস্টার হিকক,' বললো ড্যান, 'ডিলানের কাছে শুনেছি তুমি তার বন্ধু, আমিও সেটাই সত্যি বলে ধরে নিচ্ছি। কিন্তু ওকে যারা মারতে চায় তুমি তাদের কেউ হয়ে থাকলে দুজনকে মোকাবিলা করতে হবে তোমার।'

এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে থেকে মাথা ঝাঁকালো হিকক। 'আসলে ওই ব্যাপারেই ডিলানকে সাবধান করতে এসেছি। দরকারের সময় সে বিরাট একটা সাহায্য করেছিলো। প্রতিদানের কিছুটা সুযোগ পেয়েই এসেছি। আরকানসাসে তিনজন লোক ডিলানের রক্ত চায়।'

'চলো, তোমাকে ডিলানের কাছে নিয়ে যাচ্ছি—ওখানেই কথা হবে।'

ঘোড়ায় চড়ে ওদের আসতে দেখে নিজের শিকারের জায়গা ছেড়ে উঠে এলো ডিলান। হিককের কাছে পুরো খবরটা শুনলো সে। 'ওদের একজন হচ্ছে গিলি,' হিকক বললো, 'ও বলে তোমাকে দেখলে নাকি চিনবে সে।'

'আর দুজন?'

'কিট আর লুকাস। তবে গিলিকে ফেলনা ভেবো না। ও নেভাডা খনি এলাকায় বেশ নাম করেছে। রুবি ক্রীক স্টেজ স্টেশন আর পিয়োচিতে দুজনকে সে খতম করেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডিলান বললো, 'বিল, আমার একটা কাজ করে দিতে পারলে খুব উপকার হয়। নিজের কোনো বিপদ না হয় এভাবে যদি বের করতে পারো এইসবের হোতা কে, আমার খুব সুবিধা হবে। আমি নিশ্চিত এরা সবাই টাকার বিনিময়ে কাজ করছে। আমি জানতে চাই টাকাটা কে দিচ্ছে।'

'জানো না?'

'না। সেটাই ব্যাপারটাকে আরও ঘোরালো করে তুলছে।'

ঘোড়ায় চড়ে ক্যাম্পে ফিরে গেলো ওরা। কফি আর কিছু খাবার আগুনে চাপিয়ে দিলো—চামড়া ছেলা লোকগুলো এখনও কাজে ব্যস্ত—ফেরেনি।

খাওয়া শেষ করে বুনো বিল্ (ওয়াইল্ড বিল হিকক পশ্চিমের বিখ্যাত পিস্তলবাজদের মধ্যে একজন) আর ডিলান চুরুট মুখে নিলো। নিজের চুরুট

ধরাবার সময় জ্বলন্ত কাঠির উপর দিয়ে ডিলানের দিকে চাইলো সে। 'ভি-ভিয়ান রিচার্ড বলে কাউকে চেনো?'

'চেনা উচিত?'

'লোকটা উইচিটাতে কয়েকদিন ছিলো। তারপর হেস-এ যায়। লোকটা তোমার হত্যাকারীকে দশ হাজার ডলার দেবে বলে ঘোষণা করেছে। যে-ভাবেই হোক হত্যা করতে পারলেই হলো।'

না বোঝার দৃষ্টিতে হিককের দিকে চেয়ে রইলো ডিলান। ড্যান আগুনের জন্যে আরও কাঠ আনতে উঠে গেলো। ফিরে এসে আগুনে কাঠ চাপিয়ে সে বললো, 'লোকটাকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করা দরকার—কেন।'

'হ্যাঁ, যদি অঘটনে মরতেই হয়, কেন মরলাম তার কারণটা জেনে মরাই ভালো।'

'ওর সাথে কথা বলতে চাও?'

হাসলো ডিলান। হাসিটা ঠিক রসের হাসি নয়। 'স্বীকার করছি ব্যাপার-টা আমাকে বিব্রত করছে, কিন্তু এখনও নিজের ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা আমার আছে।'

'অবশ্যই।' কনুই-এ ভর দিয়ে লম্বা হলো হিকক। 'কিন্তু ভিভিয়ান রিচা-র্ডের খোঁজ করতে গিয়ে গিলিকে ভুললে চলবে না। লোকটা আসলেই খারাপ আর বিপদজনক। ওকে দেখা মাত্রই তোমার গুলি করা উচিত।'

রাতটা ওদের সাথেই কাটিয়ে সকালে ওয়াইল্ড বিল হিকক বিদায় নিলো। সকালেই ডিলান আর ড্যানও রওনা হলো। তবে এবার ওরা পুবে গিয়ে তারপর উত্তরে গেলো।

কনকনে ঠাণ্ডা সকালে হেস-এর হোটেলে গিয়ে খোঁজ নিলো ওরা। কিন্তু ভিভিয়ান হোটেল ছেড়ে চলে গেছে। এমপায়ার, কলোরাডোর পেক হাউ-সের ঠিকানা রেখে গেছে সে।

'ঠিক আছে,' ড্যানকে বললো ডিলান। 'পেক হাউসে গিয়েই ওকে জিজ্ঞেস ররবো ঘটনাটা কি।'

জানালার ধারে এগিয়ে গেলো ড্যান। ভীষণ রাগ হচ্ছে তার—ভিভিয়ান কেন ডিলানকে খুন করতে চাচ্ছে?

সে কি ড্যানকেও মারতে চায়?

সাত

ম্যাথিউ রবসন প্রচুর টাকা পয়সা নিয়ে এমপায়ারে এসেছিলো। যতই দিন গেছে তার বাড়ির উন্নতি করেছে সে। বড় করেছে, পুব থেকে আসবাব এনে ঘর সাজিয়েছে। মাইনিং শহরে খুব কম লোকই এত খরচ করে এমন আরাম আয়েশ করে বাস করে। গত আট-নয় বছর ধরে ম্যাথিউ খুব কম পয়সার বিনিময়ে চেনা বা মাঝে মধ্যে অচেনা লোকজনকে তার বাসায় থাকতে হয়।

এখন তার বাড়িটা একটা চমৎকার হোটেলে পরিণত হয়েছে। এ অঞ্চলে ওই বাড়িটাকেই সবকিছুর কেন্দ্র বলে ধরা হয়। সন্ধ্যার দিকে ওই হোটেলে গিয়ে হাজির হলো ডিলান আর ড্যান।

বেশ ঠাণ্ডা রাত। ঘরে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। ঠাণ্ডায় স্টেজ কোচে লম্বা রাস্তা পাড়ি দেয়ার পর গরম কামরায় বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখলো ড্যান। একজন তরুণী রয়েছে, সম্ভবত ওর চেয়ে বয়সে একটু ছোটই হবে। একজন লোকও রয়েছে; বোঝাই যায় পুব-দেশীয়। একটা বড় চামড়ার চেয়ারে বসে চুরুট মুখে কাগজ পড়ছে সে।

মেয়েটা দেখতে খুব সুন্দর। বড়বড় চোখ। ওর দিকে এগিয়ে গেলো ড্যান। 'এই শহরেই থাকো তুমি?' প্রশ্ন করলো সে।

'না, তুমি?'

'আমরা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই। এক বছর ইউরোপেও কাটিয়ে এসেছি।'

'ওখানে কোনোদিন যাইনি, তবে যাবার ইচ্ছা আছে।'

'আমি ড্যান বার্কলে। তোমার নাম?'

'লিনডা জোন্স্।' গর্বে থুতনি উঁচু করলো মেয়েটা। 'আমি একজন অভিনেত্রী।'

'অভিনেত্রী?'

'হ্যাঁ, আমার মা-ও তাই।'

ওদের দিকে এগিয়ে এলো ডিলান। 'হ্যালো,' হাত মেলাবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। 'আমি ড্যানের চাচা। তোমার বাবার নাম জোনস?'

'হ্যাঁ।'

'অণ্টারিও ভার্জিনিয়া শহরের এক জোনসকে আমি চিনতাম।'

'তারই মেয়ে আমি।'

ঘরের চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে আবার মেয়েটার দিকে চোখ ফেরালো ডিলান। 'এখানে ক'জন লোক আছে এখন?'

'মাত্র চারজন। মা, আমি, ডেনভারের একজন মাইনার আর একজন পুবের লোক।'

'আরও থাকবে আশা করেছিলাম···আচ্ছা ওই পুবের লোকটা—কি রকম চেহারা?'

'বেশ লম্বা মোটাসোটা মানুষ। সোনালী চুল। খুব হাসে, কিন্তু ওকে ভালো লাগে না আমার,' জবাব দিলো মেয়েটা।

গম্ভীর মুখে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেলো ডিলান। দুই ঘণ্টা পর খাবার ঘরে ভিভিয়ান রিচার্ডকে প্রথম দেখলো ওরা।

ডিলান আর ড্যান আগেই টেবিলে বসেছে। ভিভিয়ান ঘরে ঢুকলো। জোনসরাও রয়েছে। ওদের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে একটা টেবিলে গিয়ে বসলো রিচার্ড। একটা সিগার ধরিয়ে খবরের কাগজ খুললো সে।

ডিলান উঠে দাঁড়ালো। 'এক মিনিট, ড্যান। এখনই আসছি।'

ভিভিয়ানের টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলো সে। 'তোমার নামই তাহলে ভিভিয়ান রিচার্ড?' একটা চেয়ার টেনে বসলো ও।

মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে ডিলানের দিকে চাইলো সে। 'তোমাকে তো চিনতে পারলাম না?'

'চেনার কথা না, পরিচয় হয়নি।'

'তাহলে?'

'হ্যাঁ, সেটা আমারও প্রশ্ন। পরিচয় নেই অথচ আমাকে মারার জন্যে দশ হাজার ডলার পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করেছো শুনলাম। আমিই ডিলান ন্যাশ।'

চুরুটটা ওর মুখ থেকে প্রায় পড়ে যেতে নিয়েছিলো, তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে ওটা ধরে ফেললো সে। মুখটা একেবারে রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেছে। 'তু···তুমি কিসের কথা বলছো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'খুব ভালো করেই জানো কিসের কথা বলছি, মিস্টার রিচার্ড। সাথে পিস্তল থাকলে আমাকে মিথ্যাবাদী ডেকে দেখতে পারো।'

'তা বলিনি। মিথ্যাবাদী বলছি না,' তাড়াতাড়ি বললো সে।

'তাহলে যা বললাম সেটা সত্যি? আমাকে খুন করার জন্যে দশ হাজার ডলার ঘোষণা করেছো?'

ভয় পেয়েছে ভিভিয়ান রিচার্ড, কিন্তু তবু একটু ইতস্তত করছে সে। কামরায় অন্তত সাতজন সাক্ষী রয়েছে। সবাই ওদের কথা শুনছে।

'আমি, মানে...'

'আমি যদি মিথ্যা না বলে থাকি, তবে তুমি নিজে আমার মৃত্যুর জন্য দশ হাজার ডলার দিতে চেয়েছো। কি, মিথ্যা বলছি, মিস্টার রিচার্ড?'

'না। না, না।'

'তাহলে টাকা দিতে চেয়েছো তুমি?'

'হ্যাঁ।'

এমন একটা পরিস্থিতিতে তাকে পড়তে হবে কস্মিনকালেও ভাবেনি ভিভিয়ান রিচার্ড। ডিলানের সম্পর্কে যা সে শুনেছে তাতে সে ভালো করেই জানে লোকটা অনেক মানুষ হত্যা করেছে, তাকেও এই মুহূর্তে মেরে ফেলা ওর পক্ষে অসম্ভব কিছুই না। অপেক্ষা করছে সে। গলার ভিতর শুকিয়ে গেছে, কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম ফুটে উঠছে।

'মিস্টার রিচার্ড, এই মুহূর্তে তোমার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিতে হবে। ফিরিয়ে নেয়ার বিবৃতি ডেনভার, এল পেসো, টাকসন, এসব শহরে খবরের কাগজে ছাপা হবে। কিসের প্রস্তাব ফিরিয়ে নিচ্ছো সেটা লেখার দরকার নেই। কেবল টাকা দেয়ার অঙ্গীকার নাকচ করে লিখলেই চলবে। আমার সামনে বসে ওই চিঠিগুলো লিখে পোস্ট করার পর তোমাকে এই শহর ছাড়ার অনুমতি দেবো। কিন্তু মনে রেখো, যে-কোনো কারণেই হোক, পশ্চিমে যদি আবার তোমাকে কোথাও দেখি, তবে দেখা মাত্রই গুলি করবো।'

নিজের চেয়ারটা একটু পিছনে ঠেললো ভিভিয়ান। 'দিচ্ছি। এখনই লিখে দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, তাই করো। কিন্তু চেয়ার ছেড়ে ওঠার দরকার নেই। কাগজ-কলম এখানে আনার ব্যবস্থা করছি। আমার সামনে এই টেবিলে বসেই চিঠিগুলো লিখবে তুমি।'

জিভ দিয়ে নিজের শুকনো ঠোঁট চাটলো রিচার্ড। আপত্তি করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সাহস পেলো না সে।

'নিশ্চয়ই জানো ইচ্ছা করলে এখনই তোমাকে গুলি করে মারতে পারতাম। পশ্চিমের কোনো জুরিই এজন্যে দোষ ধরতো না, কারণ তুমি টাকা দিয়ে আমার জীবননাশ করতে চেয়েছিলে।' সুন্দর করে হাসলো ডিলান।

ম্যাথিউ রবসন কাগজ আর কলম দিয়ে গেলো। ডিলানের বলা কথাগুলোই কাগজে লিখে সব কয়টা চিঠি শেষ করলো ভিভিয়ান। শেষ চিঠিটা লেখা হলে ডিলান বললো, 'আর একটা কথা, তুমি তো আমাকে চিনতে না, সুতরাং আমার মৃত্যু কামনা করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ তোমার নেই। তার মানে তুমি আর একজনের হয়ে কাজ করছো—ঠিক?'

মাথা ঝাঁকালো রিচার্ড।

'তার নামটা কি?'

কিছুটা সাহস ফিরে আসছে রিচার্ডের। চিঠিগুলো লিখতে লিখতে ওর রাগ ধীরে ধীরে বাড়ছিলো। এবার হঠাৎ ফেটে পড়লো সে। 'কক্ষনও না!'

ডিলানের উল্টো হাতের একটা চড় পড়লো ওর মুখের ওপর। কামরার মধ্যে কেবল ড্যান আর রিচার্ডই জানলো ওই মারের ভিতর কতটা জোর ছিলো। ড্যান জানে, আগেও ডিলানকে ওই চড় ব্যবহার করতে দেখেছে সে। ধীর গতিতে একফোটা রক্ত ওর মুখ বেয়ে নিচে নামছে।

'নামটা চাই, মিস্টার রিচার্ড।'

বিভ্রান্তের মতো কামরার সবার দিকে চাইলো ভিভিয়ান। কিন্তু কারো কাছ থেকেই কোনো সমর্থন বা সহানুভূতি সে পেলো না। সবাই ঘৃণার চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে। যারা টাকা দিয়ে খুন করায়, কলোরাডোতে তাদের কোনো সম্মান নেই।

'প্রিন্স রেশেভ্স্কি।'

এবার সত্যিই অবাক হলো ডিলান। 'সে? এতদিন পরে?'

'তুমি ওকে চাবুকপেটা করেছিলে, সেই দাগ এখনও রয়েছে ওর মুখে। যেখানেই যায় ওর সাথে সেই গল্পও যায়, এই রকমই শুনেছি আমি।'

'আর কি শুনেছো?'

'প্রিন্সেস ভেরনিকার এখন আর তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।'

'বিয়ে করেছে সে?'

'না, তেমন কিছু শুনিনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো ডিলান, তারপরে বললো, 'আগামীকাল ভোরেই

রওনা হবে তুমি। যেখান থেকে এসেছো সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত থেমো না।'

উঠে ধীর পায়ে নিজের টেবিলে ফিরে এলো ডিলান। একটু পরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো ভিভিয়ান রিচার্ড। ড্যান ওর যাওয়া দেখলো। লোক-টা কি ভাবছে জানতে ইচ্ছা করছে ওর।

খাবারে ডিলানের কোনো আগ্রহ দেখা গেলো না। সিগার কেস থেকে একটা চুরুট বের করে দাঁত দিয়ে চুরুটের মাথাটা কাটলো সে। তারপর চুরুটটা না জ্বালিয়ে আঙুলের ফাঁকে ধরে কয়েক মিনিট শূন্যের দিকে চেয়ে থাকলো।

'বিয়ে করেনি মেয়েটা,' বললো ড্যান।

'জানি না···তবে খোঁজ নিলে জানা যাবে। অনেকেই চিনবে তাকে।'

'তুমি কি প্রিন্সের ওপর শোধ তুলতে যাবে?'

মাছি মারার ভঙ্গি করলো ডিলান। 'ওর কথা ভাবছি না।' সিগারটা দাঁতে চেপে ধরে জ্বালালো সে। 'ভাবছি মেয়েটার কথা।' ড্যানের দিকে চাইলো ডিলান। 'আমি একজন জুয়াড়ী, ড্যান। জুয়াড়ীরা শুধু সাধারণই নয়, তারচেয়েও খারাপ।'

'মেয়েটা যাদের চেনে তাদেরও অনেকে জুয়া খেলে।'

'অবশ্যই। কিন্তু একজন সাধারণ জুয়াড়ী আর পেশাদার জুয়াড়ীর মধ্যে অনেক তফাৎ। আমি নিজে কখনও খুঁজে পাইনি বটে কিন্তু অন্যেরা সব-সময়েই পায়।'

'মেয়েটা তোমাকে ভালোবাসতো।'

চোখ তুলে চাইলো ডিলান। 'সত্যিই কি? কে জানে?'

'জুয়া খেলতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। টাকা ব্যবসায় খাটাতে পারো।' গলার স্বর নিচু করলো ড্যান—'তোমার টাকা আছে, মাইনের শেয়ার আছে। তুমি···'

হঠাৎ নিজের চেয়ারটাকে প্রায় উল্টে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ডিলান। 'আমরা যাবো, ড্যান। সকালেই আমরা রওনা হবো। আমাদের জন্যে আস্তাবলের লোকজনকে দুটো ঘোড়া তৈরি রাখার কথা বলে দিচ্ছি।'

পরিকল্পনায় ভরপুর হয়ে দরজা খুলে বাইরে পা দিলো ডিলান।

ওরা নিশ্চয়ই ডিলানকে ভয় করতো। বন্দুক ব্যবহার করেছিলো ওরা।

অন্তত ওদের দুজনের হাতে শটগান ছিলো। ওর মধ্যে একটা আবার '৫৬ স্পেন্সার। ওর ছররাগুলো প্রস্থে মানুষের বুড়ো আঙুলের সমান।

কোনোরকম বিপদ সংকেতই সে আগে থেকে পায়নি। তবু ওইটুকু সময়ের মধ্যে খাপ থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছিলো।

বন্দুকের গুলির আওয়াজে ঘরটা কেঁপে উঠলো। ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো ড্যান।

তিনজন লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। একজন যাবার আগে পিছন ফিরে চাইলো। গিলি।

আট

এইরকম পরিস্থিতিতে কি করতে হবে তা বহুবার ড্যানকে অনুশীলন করিয়েছে ডিলান। তাই চিন্তা না করেই অভ্যাস মতো কাজ করে গেলো সে। ডিলানের দিকে একবার চেয়ে দেখলো; আগেও অনেক মানুষ মরতে দেখেছে সে। বুঝতে পারছে ডিলান জানতেও পারেনি আঘাতটা কোন্‌দিক দিয়ে এলো।

সোজা উপর তলায় নিজেদের ঘরে চলে এলো ড্যান। চিন্তা করছে না সে। কেবল বুকের ভিতর একটা প্রচণ্ড কষ্ট অনুভব করছে। যন্ত্রচালিতের মতো ডিলান যা শিখিয়েছে তাই করে যাচ্ছে। ট্রাঙ্ক থেকে টাকা বের করলো। অনেক টাকা।

শার্টের বোতাম খুলে সোনার মুদ্রাগুলো কোমরে বাঁধা টাকার বেল্টের ভিতর ঠেসে ঢোকালো। তারপর ইনসব্রাকে ডিলানকে লেখা প্রিন্স ভেরনিকার চিঠি তিনটা বের করে পকেটে পুরে নিচে এলো সে। ওর সারা দেহ কাঁপছে এখন। হঠাৎ ভয় করছে। ক্ষতির পরিমাণটা ধীরেধীরে টের পেতে শুরু করেছে। ডিলান ন্যাশকে ঘিরেই ছিলো ড্যানের গোটা পৃথিবী। সে আর নেই। সে-ই ছিলো তার বাবা, আঙ্কেল, ভাই, বন্ধু—সব। সবকিছুতেই তার সঙ্গী ছিলো ডিলান। এখন সে একা। সম্পূর্ণ একা।

ড্যানের বয়স এখন প্রায় পনেরো। সারাটা জীবন ঘুরে ঘুরেই কেটেছে। শুধু তাই না, প্রায়ই তাকে দুজনের জন্যেই সব ব্যবস্থা করতে হতো। হয়তো ডিলান খেলায় জিতছে—কিন্তু ওখানে জিত হলে বিপদ আছে।

ড্যানকে সংকেতে জানানো হতো সে কথা। সব ব্যবস্থা সে-ই করতো। আজও তাই করলো।

লোকজন এখনও হোটেলের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আস্তাবলে গিয়ে ওদের ঘোড়া দুটোয় জিন চড়িয়ে হোটেলের পিছনে একটু আড়ালে বেঁধে রাখলো ড্যান। তারপর হোটেলে ফিরে গেলো সে।

'মিস্টার রবসন,' হোটেল মালিককে দেখতে পেয়ে বললো ড্যান। 'আমি চাই আঙ্কেলকে সুন্দরভাবে কবর দেয়া হোক।' দুটো স্বর্ণমুদ্রা বের করলো সে। 'তোমার কথা সবাই শুনবে—তুমি এর ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই তোমার এখন ওসব কিছু চিন্তা করার দরকার নেই। যতক্ষণ না সব ব্যবস্থা হচ্ছে তুমি এখানেই থাকো—যা যা করার দরকার সব আমি করবো। তবে ওর আত্মীয়স্বজনের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।'

'ডিলান ছিলো এতিম। আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই।'

'সেটা ভালো করে বুঝে দেখতে হবে। কিন্তু ও নিয়ে চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ওরা ডিলানকে একটা টিনশেডে নিয়ে গেলো। কফিনের সব জিনিসপত্রই আছে ওখানে। কবর না দেয়া পর্যন্ত মৃতদেহ এখানেই রাখা হয়। আগামীকাল সকালে ওকে কবর দেয়া হবে।

শেডে গিয়ে দরজার সামনে লোকটার সাথে কথা বললো ড্যান। মাঝবয়সী লোক। দুই ছেলের বাপ। 'ওকে শেষবারের মতো একটু দেখতে চাই,' বললো ড্যান।

'ভিতরে এসো। জানি তোমার খুব কাছের মানুষ ছিলো সে।'

'আমাদের আর কেউ ছিলো না।'

'কি হয়েছিলো, জুয়ার ঝগড়া?'

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েই সংক্ষেপে পরিষ্কারভাবে ডিলান আর ভেরনিকার প্রেম আর প্রিন্সকে চাবুক পেটা করার কথা ওকে শোনালো ড্যান।

'উচিত শিক্ষাই হয়েছে লোকটার। সারাজীবন মুখের দাগটা থাকবে। যাও, ভিতরে যাও। আমি আছি এখানে, কেউ বিরক্ত করবে না তোমাকে।'

ভিতরে ঢুকলো ড্যান।

টেবিলের ওপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। আলোটা ডিলানের ওপর পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন শুয়ে ঘুমাচ্ছে সে।

ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ড্যান। কি করতে হবে সে জানে। কিন্তু ভীষণ খারাপ লাগছে ওর। ছ'বছর বয়স থেকেই কথাগুলো বারবার বলে ওর ভিতরে গেঁথে দিয়েছে ডিলান।

'মনে রেখো, মর্গের গার্ডরা সাধারণত ভালোমানুষই হয়···কিন্তু ওদের মধ্যে অনেকে আবার অসৎও থাকে। আমার টাকা-পয়সা কোথায় থাকে তুমি জানো। যা-ই ঘটুক না কেন ওই টাকা বের করে নিও। হোটেলে লুকানো টাকাও নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।

'আমার সাথে অনেক ঘুরেছো তুমি—পারলে সবসময় ভালো হোটেলে থাকবে। বিশ্বাসযোগ্য যে কোনোকিছু—তোমার আঙ্কেলের সাথে দেখা করার কথা আছে বলতে পারো। কাউকে কখনও জানিও না যে কয়েক ডলারের বেশি টাকা তোমার কাছে আছে। টাকা মানুষের ভালো বন্ধু আর রক্ষক হতে পারে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে গেঞ্জির ভিতর গুপ্ত পকেট থেকে ছোট প্যাকেটটা বের করে নিলো সে। আর একটা কি যেন রয়েছে···একটা লকেট আর একটা চারকোণা কাগজ। তাড়াতাড়ি ওগুলো পকেটে ভরে ডিলানের বোতামগুলো লাগিয়ে দিলো।

'ধন্যবাদ, ডিলান,' অস্ফুট মৃদু স্বরে বললো সে, 'বিদায়।' গলার কাছে কি যেন উঁচু হয়ে ঠেকে রয়েছে। চোখ ফেটে কান্না আসছে ওর, নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছে আপ্রাণ। 'সবকিছুর জন্যেই ধন্যবাদ। আমি··· আমার মনে হয় তুমি জানতে আমার কতখানি ছিলে তুমি। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমার আর কেউ ছিলো না···কোনোদিন থাকবেও না।

'তোমার উপদেশ মতোই বেরিয়ে পড়বো। তবে তার আগে তোমাকে উপযুক্ত মর্যাদার সাথে কবর দিয়ে যাবো। চিহ্নিত থাকবে কবর। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারো। আবার ফিরে আসবো। শুধু তাই না, একদিন না একদিন ওদের খুঁজে বের করবো, গিলি আর ওর সাথের দুজনকে। যখন নাগাল পাই তোমার কথা ওদের স্মরণ করিয়ে ছাড়বো, ডিলান।'

বাইরে বেরিয়ে এলো ড্যান। দরজার সামনের লোকটা ওর কাঁধে হাত রাখলো। 'ভালো ছেলে তুমি। আমি জানি তোমার কেমন লাগছে।'

'ও-ই ছিলো আমার সব। আমাদের দুজনেরই দুনিয়ায় আর কেউ নেই।'

'বুঝতে পারছি,' ফ্যাঁসফ্যাসে শোনালো লোকটার গলা। 'ইচ্ছে করলে আমার ওখানে এসে থাকতে পারো। বেশি কিছু নেই আমার, তবু তোমাকে সাদরেই গ্রহণ করবো।'

'ধন্যবাদ। এইরকম কিছু ঘটলে কি করতে হবে তা আমাকে বলে গেছে ডিলান ন্যাশ।'

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হোটেলে ফিরে এলো ড্যান। বসার ঘরে দাঁড়িয়ে লোকজন এখনও কি ঘটেছে সেই আলাপ করছে। ওকে দেখে সবাই চুপ হয়ে গেলো।

'মিস্টার রবসন, তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই,' বিনীত ভাবে বললো ড্যান।

ওরা অন্য ঘরে যেতেই পকেট থেকে টাকার প্যাকেটটা বের করলো ড্যান। 'আঙ্কেল ডিলান সব সময়েই বলতো তুমি খুব সৎলোক। এই টাকাটা আমার। এখন কি ঘটবে কিছুই জানি না—এটা তোমার কাছে গচ্ছিত রাখতে চাই। যেভাবে ভালো মনে করো সেইভাবেই টাকাটা খাটিও।'

ইতস্তত করছে ম্যাথিউ, ছেলেটাকে বোঝার চেষ্টা করছে সে। 'এত টাকা কোথায় পেলে, বাবা?'

'এটা আমার। ডিলান চেয়েছিলো আমি যেন তার সবকিছু পাই, কিন্তু এই টাকাটা সব সময় আমার কাছেই রাখতো—পাছে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়, তাই। তুমি তো জানো, ও জিতলে অনেক সময় লোকজন সেটাকে ভালো চোখে দেখতো না।'

'কথাটা ঠিকই বলেছো।' টাকাটা নিলো ম্যাথিউ। 'ঠিক আছে, এর দেখা-শোনা করবো! নিজের ছেলের টাকা মনে করেই এর যত্ন নেবো।'

'ডিলান তার কবরের জন্যে একটা গোল পাথর চেয়েছিলো, গড়িয়ে চলা পাথরের মতো,' বললো ড্যান। 'সে চেয়েছিলো ওই পাথরের ওপর শুধু তারিখ আর এই কথাগুলো লেখা থাকবে: 'এখানেই ডিলান ন্যাশ শেষ থেমেছে।'

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো ড্যান। ডিলানের জামা-কাপড়গুলোর ওপর চোখ পড়লো···সব সুন্দর আর দামী পোশাক।

তাড়াতাড়ি নিজের জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিলো। ডিলান তাকে যে ছয় ঘোড়ার পিস্তলটা কিনে দিয়েছিলো সেটাও নিলো। ডিলানের উইন-

চেস্টারটা নামিয়ে গুলি ভরা আছে কিনা চেক করে বিছানার ওপর রাখলো। তারপর খামারে কাজ করার পোশাক পরে নিয়ে জানালার ধারে এগিয়ে গেলো।

বাইরেটা ভালো করে দেখে নিয়ে জানালা গলে ঢালু ছাদ বেয়ে কিনারে এসে জিনিসপত্রের পুঁটলিটা নিচে ফেললো। নিজেও ছাদের কিনার ধরে ঝুলে লাফিয়ে মাটিতে নামলো।

অন্ধকার ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে আস্তাবলের পিছনে চলে এলো ড্যান। ওদের ঘোড়া দুটো রয়েছে ওখানে। অন্ধকারে দাঁড়িয়েই পিস্তলটা কোমরে ঝুলিয়ে নিলো সে।

বেশি দূরে নয়, কাছাকাছিই কোথাও আছে গিলি। কথাটা মনেমনে ভেবে দেখলো ড্যান। পিস্তলের হাত তার চমৎকার। ডিলানই হাতে ধরে সব শিখিয়েছে। গত দশ বছর সে ডিলানের পাশাপাশি গুলি ছুঁড়েছে। কিন্তু গিলিকে মোকাবিলা করার মতো দক্ষতা এখনও সে অর্জন করেনি। অন্য দুজনের জন্যেও না…কিন্তু অনেক সময় আছে। ডিলান সব সময়েই ধৈর্য ধরার উপদেশ দিতো।

নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়ে ডিলানের ঘোড়াটাকে পিছনে বেঁধে নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো ড্যান। প্রথমে কিছুক্ষণ মাঝারি গতিতে ঘোড়া চালিয়ে পরে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো সে। সকালের একটু আগে ঘোড়া দুটোকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে ডিলানের ঘোড়ায় চড়ে আবার এগিয়ে চললো।

মেঠো পথ ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমে যাচ্ছে ড্যান। লোকজন এড়িয়ে যাবার জন্যে মাঝেমাঝে ট্রেইল ছেড়ে অন্যদিকে গিয়ে মানুষ পার হয়ে যাওয়ার পর আবার ট্রেইল ধরছে। কোথায় যাবে মনেমনে ঠিক করে রেখেছে সে।

ডুরানগোর উত্তরে উঁচু পাহাড়ের ওপর একটা ছোট্ট কাঠের কেবিনে যাচ্ছে। চলার পথে দুবার ডিলানের সাথে ওখানে রাত কাটিয়েছে সে। আর একবার পুরো এক সপ্তাহ ছিলো। সেবার ওরা দুজনে খেটেখুটে কেবিনটার অনেক উন্নতি করেছিলো। কেবিনের চারপাশের এলাকাটাও ঘুরে ঘুরে দেখেছিলো।

একটা অ্যাসপেন বাগানের প্রান্তে কেবিন। কাছেই একটা ছোট ঝর্ণা আছে। কয়েক একর মাঠে চমৎকার সবুজ ঘাস জন্মেছে। ঝর্ণাটায় মাছ আর

প্রচুর শিকার পাওয়া যায়।

বুনো বিজন এলাকায় মানুষ চিন্তা করার অনেক সময় পায়। চিন্তা করা-কে সবসময়েই উৎসাহ দিতো ডিলান। 'তোমাকে বাস্তব চিন্তা করতে হবে, ড্যান,' বলেছিলো সে। 'প্রত্যেকটা সমস্যাকে আলাদা করে আর আবেগ বাদ দিয়ে ভাবতে হবে। নিজের প্রতি কঠিন হতে হবে। নিজেকে ফাঁকি দিয়ে মিথ্যা আত্মতৃপ্তিতে নিজেরই ক্ষতি।'

ডিলান আর এখন নেই যে ওকে পরামর্শ দিয়ে চালিয়ে নেবে। কিন্তু শিক্ষাটা রয়েছে, ড্যানের ভিতরে সত্যিকার শক্তি জোগাচ্ছে ওটা। ডিলান খুব কমই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতো—তবে, নিজে নিজেই উত্তর খুঁজে পাওয়ার উপায় আভাসে-ইঙ্গিতে বলে দিতো।

পরিস্থিতিটা ভালো করে বিচার করে দেখতে বসলো ড্যান। গিলিকে বিনা শাস্তিতে পার পেতে দেয়া চলে না। একজন জুয়াড়ীর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য আইনের লোকদের মাথা ব্যথা নেই। তাছাড়া পশ্চি-মের বেশির ভাগ জায়গাতেই আইন একটা স্থানীয় ব্যাপার। এক এলাকার অপরাধের জন্য অন্য এলাকায় শাস্তি হয় না। সুতরাং গিলির সাজা দিতে হলে ড্যানকেই সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

ওরা তিনজন ছিলো। ড্যান ভালো করেই জানে এখন ওদের প্রথম কাজই হবে ভিভিয়ান রিচার্ডকে খুঁজে বের করে টাকা আদায় করা। ডিলানের মৃত্যুর সাথে সাথেই ভিভিয়ানের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু টাকা দেয়ার জন্যে নিশ্চয়ই ওরা একটা জায়গা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলো।

অবশ্য এখন যতটা সম্ভব দ্রুত পুবে পালিয়ে গিয়ে পুরো টাকাটাই সে মেরে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে। অনেক মানুষের ভিতরেই চুরির একটা প্রবণতা থাকে। ভিভিয়ান যে এর উর্ধ্বে একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে লোকটা ধূর্ত আর সতর্ক—গিলির মতো বিপদজনক লোককে না চটিয়ে যেখানে দেখা করার কথা সেদিকেই রওনা হবে সে।

বিল হিকক ওকে উইচিটায় দেখেছিলো, কিন্তু সেখান থেকে হেস-এ গিয়েছিলো ভিভিয়ান। সম্ভবত ওখানেই ওরা মিলিত হবে বলে ঠিক করেছে। ভিত্তি করে চলার মতো এ ছাড়া ড্যানের আর কিছুই জানা নেই।

সেই রাতে ক্যাম্প করার পর অনেকক্ষণ ধরে দ্রুত পিস্তল বের করা অভ্যাস করলো সে। তারপর কিছু খেয়ে নিয়ে আবার প্র্যাকটিসে মন

দিলো। বিগত বছরগুলোতে তাস, বন্দুক আর কয়েকটা বল শূন্যে ছুঁড়ে খেলার মাধ্যমে ওর হাত আর চোখের গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে। ডিলানের কথামতো রোজই অনুশীলন চালিয়ে গেছে ও।

প্রত্যেক রাতেই খাপ থেকে পিস্তল তোলা অভ্যাস করে, কিন্তু গুলি করে না। নিজের প্রতি কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না সে। আশপাশের এলাকায় কে আছে কিছুই বলা যায় না।

ডুরানগো পৌঁছে খবরের কাগজ কিনে রিচার্ডকে দিয়ে ডিলান যা লিখেছিলো, সেই খবরটা দেখতে পেলো ড্যান। ডিলান খুন হওয়ার পরদিন সকালে সে নিজেই চিঠিগুলো পোস্ট করেছিলো। ওই খবরটা পড়ার পর রিচার্ডের নাগাল পেলে গিলি কি ঘটাবে ভেবে মনে মনে হাসলো ড্যান।

কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর তার প্লেটের পাশে রাখলো সে। টাকা বের করার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখলো ওখানে টাকা নেই। টাকার বেল্ট দুটোতে অবশ্য সোনার টাকা রয়েছে—বেশ কয়েক হাজার ডলার রয়েছে ওর সাথে।

একটু ইতস্তত করে আবার খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে মেলে ধরলো ড্যান। কাগজটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে শার্টের ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তিনটে স্বর্ণমুদ্রা বের করলো। ওগুলো পকেটে ভরার সময়ে একটা ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে মেঝেতে গড়িয়ে গেলো।

কয়েকজন একসাথে ওর দিকে ফিরে তাকালো। অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে টাকাটা তুলতে গেলো ড্যান। লাল মাটি-ভরা একটা ভারি বুটের সামনে গিয়ে থেমেছে ওটা। হাত বাড়াতেই ভারি বুটটা সশব্দে মুদ্রাটার ওপর চেপে বসলো।

পিছিয়ে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ড্যান। ওর বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। ডিলানকে বহুবার এই ধরনের পরিস্থিতি সামলাতে দেখেছে সে, কিন্তু নিজে কখনও এর সম্মুখীন হয়নি।

তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বারে। শেষের লোকটার পা রয়েছে ওর টাকার ওপর।

'আমার টাকার ওপর তোমার পা রয়েছে,' ভদ্রভাবে বললো ড্যান। 'দয়া করে পা'টা একটু সরাও।'

একটুও নড়লো না লোকটা, আর সবার দিকে চেয়ে শব্দ করে হেসে উঠ-

লো।'শোনো, ওর কথা শোনো। রীতিমতো ভদ্দরলোক, তাই না? দেখো, ছেলে, ওই টাকাটা আমার পকেট থেকে পড়েছে—ওটা তোমার নয়, আমার।'

দশ-বারোজন লোক সবাই চেয়ে রয়েছে ড্যানের দিকে। কম বয়স ছেলে-টার, কিন্তু ওর কোমরে পিস্তল ঝুলছে। আর যে-কোনো মানুষের পিস্তল ঝুলানোর মানেই হচ্ছে তাকে ওটা ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

'মেঝেতে একটা বিশ ডলারের স্বর্ণমুদ্রা পড়েছে, ওটা আমার।' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো ড্যান। 'পা সরিয়ে নাও।'

'এটা তোমার না,' জবাব দিলো লোকটা, 'তবে তুমি ওটা তুলে নিতে পারলে আপত্তি নেই, নিয়ে যাও।'

পা টা সরিয়ে নিলো সে। ড্যান ওটা তুলতে এগিয়ে গেলো। মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পারলো সে। ঝুঁকতেই দেখলো বুটটা ওর মুখের দিকে সবেগে এগিয়ে আসছে।

সাথে সাথেই ড্যানের প্রতিক্রিয়া হলো—অনেক প্র্যাকটিসের ফল। বাড়ি দিয়ে বুটটাকে পাশে সরিয়ে দিলো সে। ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে পড়তে শেষ মুহূর্তে ডান হাত দিয়ে বারের কোণা ধরে নিজেকে সামলে নিলো লোকটা।

চট করে পিছিয়ে গেলো ড্যান। নিমেষে পিস্তলটা ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে। 'ওটা তুলে নিয়ে টেবিলে রাখো,' মিস্টার,' শান্ত গলায় আদেশ করলো সে।

ধীর গতিতে নিজেকে টেনে তুলে সোজা হলো লোকটা। পাশের লোক দুজন ওর থেকে একটু দূরে সরে গেছে। 'পিস্তলটা সরাও, খোকা। আমরা তামাশা করছিলাম।'

'টাকাটা তুলে আমার টেবিলে রাখো।' একটুও কাঁপলো না ওর গলা। লোকটাকে মারতে চায় না সে। তবে মনে হয় না তার দরকার পড়বে। এই লোকগুলো পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে থাকলেই কেবল ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। 'আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না,' বললো ড্যান।

বিরাট লোকটা মুদ্রাটা তোলার জন্যে ঝুঁকেই হঠাৎ ড্যানের উদ্দেশে ঝাঁপ দিলো। বক্সারের মতো দক্ষ পদক্ষেপে একপাশে সরে গিয়ে পিস্তলের নল দিয়ে সজোরে ওর কানের পিছনে আঘাত করলো ড্যান। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ে স্থির হয়ে রইলো সে।

অন্যদের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই মাটি থেকে টাকাটা তুলে পিছিয়ে গেলো সে। তারপর বারে গিয়ে খাবার দাম মিটিয়ে দিয়ে ফিরতি পয়সা পকেটে ঢুকালো।

'পার পাবে না তুমি,' ওদের একজন বলে উঠলো। 'তোমাকে শেষ করবে ও।'

কোন্ ক্ষেত্রে ধমকে কাজ হয় এটা ডিলানের কাছে ভালো করেই শিখেছে ড্যান। পিস্তল খাপে ভরে ওদের দিকে ফিরে দাঁড়ালো সে। 'তোমার খবর কি? ইচ্ছা করলে তুমি এখনই চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

খুব সাবধানে হাত দুটো নিজের পিস্তল থেকে দূরে সরিয়ে বারের ওপর রাখলো লোকটা। 'এটা আমার লড়াই না,' হেঁড়ে গলায় বললো সে। 'একসাথে ছিলাম, এই যা।'

পিছিয়ে দরজার কাছে চলে এলো ড্যান। ওর টেবিলের কাছেই আর একটা টেবিলে বসে চুপচাপ একজন লোক লক্ষ্য করছে ওকে। লোকটাকে কি সে আগে কোথাও দেখেছে? কে?

বেরিয়ে এসে দরজা ছেড়ে দিলো ড্যান। ঝুল খেয়ে বন্ধ হলো দরজা। রাস্তার শেষ মাথায় তার ঘোড়া। তাড়াতাড়ি ওদিকে এগোলো সে।

একবার পিছন ফিরে দেখলো লোকটা সেলুনের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে —একটা চুরুট ধরাচ্ছে সে। ঘোড়ার পিঠে উঠে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো ড্যান।

সন্ধ্যার দিকে পাহাড়ের ওপর কেবিনটার কাছে পৌছলো। অ্যাসপেন গাছের ছায়ায় অন্ধকারে ঘোড়া দুটোকে লুকিয়ে রেখে কিছুক্ষণ কেবিনের ওপর নজর রাখলো সে। চিমনি দিয়ে কোনো ধোঁয়া উঠছে না, প্রাণের কোনো সাড়াই দেখা যাচ্ছে না ওখানে। আরও আধঘণ্টা পর, প্রায় অন্ধকার হয়ে এলে ঘোড়া দুটোকে নিয়ে আগে বাড়লো সে।

আস্তাবলে কোনো ঘোড়া নেই। মাটিতে টাটকা কোনো ঘোড়ার লাদিও ওর চোখে পড়লো না। ঘোড়া দুটোকে বেঁধে রেখে কেবিনের দিকে এগোলো। পিস্তলের ওপরকার ফিতেটা খুলেছে আগেই। প্রায় দরজার কাছে এসে খেয়াল করলো দরজাটা সামান্য খোলা, কাঠের সিঁড়ির ওপর ফোঁটা ফোঁটা কালচে দাগ। একটা ছুঁয়ে দেখলো—ভেজাভেজা ঠেকছে।

ভিতরে যেই থাকুক সে নিশ্চয়ই আস্তাবলে তার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। নিচু শান্ত গলায় সাড়া দিলো ড্যান, 'বন্ধু ভাব নিয়ে এসেছি আমি—

আলোটা একটু জ্বালাবে?'

ভিতর থেকে কোনো সাড়া এলো না।

কেবিনের ভিতরটা একেবারে অন্ধকার। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো ড্যান। তারপর আরও কাছে এগিয়ে গেলো। দরজার কাছে গিয়ে শ্বাস টানার শব্দ কানে এলো। সমান তালে শ্বাস পড়ছে না, আহত মানুষের শ্বাস--সে নিশ্চিত।

বাম হাত দিয়ে দরজা ঠেলে খুললো, কিন্তু কিছুই ঘটলো না।

ভিতরে ঢুকে ইচ্ছা করেই ডান দিকে সরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো সে, তাও কিছু ঘটলো না।

'কে ওখানে?' প্রশ্ন করলো সে। 'বলো, আমি একজন বন্ধু।'

তবু কোনো সাড়া নেই। ঝুঁকি নিয়ে ম্যাচ জ্বালালো ড্যান।

ঘরের মাঝখানে টেবিলটার ওপাশে একটা লোক মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার হাতের কাছেই অল্প দূরে পড়ে আছে ওর পিস্তল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাঙ্কটা।

কাঠিটা পুড়ে ছোট হয়ে এসেছে। আর একটা কাঠি জ্বালিয়ে টেবিলের ওপর রাখা তেলের লণ্ঠনটা ধরালো ড্যান। টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে লোক-টার দিকে এগিয়ে গেলো। ওর বাকস্কিন জ্যাকেটের পিছনদিকটা ছেঁড়া আর রক্তাক্ত। বুলেটের আঘাত। সাবধানে লোকটাকে চিৎ করলো সে—ডাফ।

ওর মাথায় একটা ক্ষতচিহ্ন, মনে হচ্ছে ওটা কয়েকদিনের পুরোনো। বুলেটের আঘাত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে।

সোজা হলো ড্যান। চারপাশটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলো। ডাফকে সে গিলির সাথেই শেষ দেখেছে। যদিও ড্যান শুনেছে গিলির সাথে কিট-আর লুকাস ছিলো, ডাফও ওদেরই একজন হতে পারে।

অনেক আহত লোকের সেবায় ডিলানকে সাহায্য করেছে সে, কিন্তু ডিলানই সবসময়ে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই হাল ধরেছে আর ড্যান তার আদেশ পালন করেছে। একা এমন অবস্থায় পড়ে কি করতে হবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে।

প্রথমে ডাফের যত্ন দিতে হবে। বিছানাটা ঠিক করে নিয়ে এক হাত ডাফের কোমরের নিচে আর অন্য হাত কাঁধের তলায় দিয়ে ওকে তুললো ড্যান।

শক্তিশালী ছেলে হলেও ডাফের শিথিল অচেতন দেহটা ওর কাছে অত্যন্ত

ভারি বলে মনে হলো। হয়ত নড়ানোই ঠিক হলো না, তবু ওকে বিছানায় শুইয়ে রক্তাক্ত শার্টের বোতাম খুলে ফেললো সে। ক্ষতটার দিকে চেয়েই পেটটা কেমন গুলিয়ে উঠলো।

উঠে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বেলে পানি গরম চড়ালো।

তারপর বাইরে গিয়ে ঘোড়া ছুটোর জিন নামিয়ে ওদের গা ডলে দিলো। কিছু খড় রয়েছে ওখানে, ওতে ঘোড়া ছুটোর ছুদিনও চলবে না। ওদের কিছু খড় খেতে দিয়ে জিনিসপত্র কেবিনে নিয়ে মেঝেতে রাখলো।

পানি ফুটেছে। একটা পাত্রে কিছুটা পানি ঢেলে টেবিলের উপর রাখলো। একটা পরিষ্কার রুমাল ভিজিয়ে ক্ষতটা ধুয়ে যথাসম্ভব পরিষ্কার করলো ড্যান আর একটা রুমাল বের করে ক্ষতটা বেঁধে দিলো। পিঠে যেখান দিয়ে গুলি-টা বেরিয়েছে ওটাও একই ভাবে বেঁধে দিলো ধুয়ে। এরপর মাথার ক্ষতটাও ধুয়ে দিলো।

শুকনো মাংস খুব ছোটছোট করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে একটু গরম করে পাতলা সুপ বানালো। জানে না ঠিক কাজ করেছে কিনা, কিন্তু বেচারা ডাফ নিশ্চয়ই অন্তত ছুদিন না খেয়ে আছে। ওকে কিছুটা সুপ খাওয়াবার চেষ্টা করলো ড্যান। আহত লোকটার গলা দিয়ে প্রথমে সামান্য একটু তরল খাবার নিচে নামলো—তারপর আরও একটু খেলো সে।

মাঝরাতে নিজের বিছানা পেতে শুয়ে পড়লো ড্যান।

নয়

হঠাৎ গভীর ঘুম থেকে চমকে জেগে উঠলো ড্যান। কেবিনের ছাদের দিকে চাইলো, কোথায় আছে সে? পাহাড়ের সেই কেবিন…ডাফ…

উঠে বসলো সে। জেগে আছে ডাফ, ওর দিকেই চেয়ে আছে। 'তোমাকে ঠিক চিনি না বন্ধু, তবে ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলে। খুব খারাপ চোট পেয়েছি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'বাঁচবো?'

'আমি ডাক্তার না, তবে ডিলান বলতো যাদের সাহস আর মনের জোর আছে তারা খুব খারাপ জখম নিয়েও শেষ পর্যন্ত বেঁচে ওঠে। সে বলতো

মরা-বাঁচা শতকরা সত্তর ভাগই মনের জোরের ওপর নির্ভর করে।'

'ডিলান ? ওহ, এবার তোমাকে চিনেছি তুমিই সে-ই ছেলে···সেই দশ বছর আগের কথা। শুনেছি এখনও তার সাথেই আছো তুমি।'

'ডিলান মারা গেছে। ওদের হাতে খুন হয়েছে।'

ছাদের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকলো ডাফ। 'আমি জীবন বাজি রাখতে রাজি ছিলাম ওরা তিনজনেও তা পারবে না'

'দরজা দিয়ে বের হচ্ছিলো সে, কোনো সুযোগই দেয়নি ওকে। দোনালা বন্দুক ব্যবহার করেছিলো।'

জামা পরে আগুন জ্বালালো ড্যান। আরও সুপ বানিয়ে খাওয়ানো ছাড়া আর কিছুই মাথায় আসছে না। অবশ্য কিছু লতাপাতাও আছে, ডিলানের কাছে সেসব কিছুকিছু চিনেছে—কিন্তু এই অঞ্চলে ওইসব গাছ-গাছড়া পাওয়া যাবে না। ওর সাথে যা আছে তাই দিয়েই ডাফের শক্তি কিছুটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

'কি হয়েছিলো ?' প্রশ্ন করলো ড্যান।

'ওদের কাজ, গিলি আর তার দুই সঙ্গী। আমাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলো। যাইনি বলে এই অবস্থা। যাইনি, কারণ ডিলান আমার চেয়ে অনেক দ্রুত আর ভালো গুলি ছোঁড়ে। আর তাছাড়া লোকটার চলাফেরা আমার ভালো লাগতো—ওর মতো হতে পারলে সুখী হতাম···কিন্তু সারাটা জীবন বুনো আর বেআইনী পথে চলেই কাটলো আমার···'

ওর গলার স্বরটা মিলিয়ে গেলো। এক মিনিট পরে ড্যান দেখলো ডাফ ঘুমিয়ে পড়েছে। পানি গরম চড়িয়ে সে বাইরে গিয়ে ঘোড়া দুটোকে ঘাস খাবার জন্যে ভালো একটা জায়গা বেছে বেঁধে রেখে এলো। ডাফের ঘোড়াটাও নিশ্চয়ই ওর সাথে করেই নিয়ে গেছে। কোনো ঘোড়া বা জিন দেখতে পেলো না সে। সম্ভবত তার অস্ত্রও নিয়ে গেছে।

কাঠ জোগাড় করতে করতে পরিস্থিতিটা ভেবে দেখলো ড্যান। ওর যদি ভিভিয়ান বা গিলিকে ধরতে হয় তবে এখনই রওনা হওয়া উচিত। এমনিতেও ডাফের বাঁচার সম্ভাবনা মাত্র শতকরা দশ ভাগ। তবে ড্যানের সাহায্য ছাড়া ওর বাঁচার কোনো পথ থাকবে না।

যতই বেলা বাড়ছে ডাফের জ্বরও বাড়ছে। ঘোরের মধ্যে বিড়বিড় করে বকছে সে। 'আমাকে বাঁচাও,' আবার বলে উঠলো ডাফ। 'আল্লার দোহাই

গিলিকে খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখো!'

'ওর থেকে সাবধান? সাপের বিষের চেয়েও বিষাক্ত সে। ডিলানের মতো তোমাকেও ঘৃণা করবে। সামনাসামনি মোকাবিলা করার সাহস হয়নি গিলির। ভীষণ ভয় পেয়েছিলো বলেই অন্ধকারে শটগান ব্যবহার করেছে। ডিলান সাহসী ছিলো বলেই ওকে সহ্য করতে পারতো না সে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো ডাফ, তারপরে খুব শান্তস্বরে বললো, 'আমাকে টেবিলের তলা দিয়ে গুলি করেছে। চুপিচুপি পিস্তল বের করে গুলি করেছে। কোনো সুযোগই দেয়নি। পেটে গুলি করে মারার জন্যে এখানে ফেলে রেখে গেছে। বলে গেছে আমার ঘোড়া আর জিনিসপত্র সব নিয়ে যাচ্ছে।'

'ভালো হয়ে ওঠো, তোমাকে ডিলানের ঘোড়াটা দেবো। ওটা সাথে করে নিয়ে এসেছি আমি।'

প্রায় একঘণ্টা ঘুমালো ডাফ। তারপর জেগে উঠে পানি খেতে চাইলো।

'ড্যান,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় ডাফ বললো, 'পেটে গুলি খাওয়া মানুষ এর আগেও অনেক দেখেছি। তারা সাধারণত আধঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। কিন্তু আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি এতক্ষণ বাঁচলে তাদের একটা সম্ভাবনা থাকে। ওই বুলেটটা হয়তো পরিষ্কার এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে, ভিতরের কোনো ক্ষতি করেনি। এ-ও ঘটতে দেখেছি আমি। কিন্তু মনে হয় আজকের রাতটা খুব খারাপ কাটবে আমার।

'এদিকে নিচের ঢালে একরকম গাছ জন্মে। দু'একবার ওই গাছ ঝর্ণার পুব পাড়েও দেখেছি। ফুলগুলোর লাল আর বেগুনী মিশানো রঙ—নাম সিঙ্কফয়েল। তুমি খুঁজে ওই গাছের কিছু পাতা এনে চা বানিয়ে দিও। জ্বরের জন্যে ওটা খুব ভালো। অনেক আরাম হবে।'

উঠে দাঁড়ালো ড্যান। 'তাহলে এখনই খুঁজতে বেরোনো দরকার, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বেশিক্ষণ আর আলো থাকবে না।'

'ঝর্ণার পুব দিকে শ্যাওলা পড়া প্রকাণ্ড কালো পাথরটার কাছে ওই গাছ দেখেছিলাম। ওর আর একটু আগেই দেখবে একটা গাছের ওপর বাজ পড়েছে—ওরই আশেপাশে।'

রাইফেলটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো ড্যান। ডাফ যে জায়গার কথা বলেছিলো সেখানেই ওই গাছগুলো পাওয়া গেলো। হ্যাট ভর্তি

পাতা নিয়ে ফিরলো সে।

শুয়ে অস্থির ভাবে ছটফট করছে ডাফ। ওর কপালটা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। মাথাটা বারবার এপাশওপাশ করছে আর বিড়বিড় করে প্রলাপ বকছে লোকটা।

আহত লোকটার মাথা একটু উঁচু করে ধরে ওকে বসিয়ে দিলো ড্যান। তারপর পাতাগুলো গরম চায়ে ভিজিয়ে সেটা ওকে খাইয়ে দিলো। বার-বার একইভাবে ওই কাজ করে চললো। তার ভয় হচ্ছে সে হয়তো ভুল করছে। ভিতরে কোনো জখম হয়ে থাকলে এতে ক্ষতি হবে ওর—কিন্তু তাহলে তো এমনিতেই মারা যাবে ডাফ—এখানে সবচেয়ে কাছে যে ডাক্তার সে-ও ষাট মাইল দূরে থাকে। তাছাড়া ডুরানগোতে হয়তো ডাফের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

শেষ পর্যন্ত ঘুমালো ড্যান। সকালে উঠে দেখলো শান্তভাবে ঘুমাচ্ছে ডাফ। ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে বাইরের অন্যান্য কাজ সারলো সে—তবু ঘুমাচ্ছে লোকটা।

রাইফেল আর পিস্তলগুলো বসে বসে পরিষ্কার করলো সে। তারপর কিছু কাঠ কেটে আগুনের পাশে তৈরি করে রাখলো ভবিষ্যতের জন্যে। আবার বাইরে বেরিয়ে পিস্তল নিয়ে বিভিন্ন প্র্যাকটিস করতে লাগলো।

অত্যন্ত ক্ষীপ্র সে···হয়তো ডিলানের সমানই দক্ষতা এসে গেছে ওর। ডিলান বলতো এটা ওর জন্মগত যোগ্যতা। জায়গামতো গুলি লাগাতেও পারে। কাউকে গুলি করার ইচ্ছা ওর মনে না জাগলেও সে গিলিকে খুঁজে পেলে তাকে গুলি করবেই। কারণ ডিলানকে হত্যার দায়ে ওকে শাস্তি দেয়া যাবে এমন কোনো প্রমাণ নেই। উপায় নেই, কিট আর লুকাসকে পেলেও ওদের সে শেষ করবে।

কেবিনে ফিরে গেলো ড্যান। জেগে আছে ডাফ। খোলা দরজা দিয়ে এতক্ষণ ওকে খেয়াল করেছে। 'ছেলের পিস্তলের হাত তো বড় চমৎকার! ভালো হাতই তোমার দরকার।'

'আমি আর পশ্চিমে থাকতে চাই না। গিলির সাথে একটা মোকাবিলা হওয়ার পর পুবে চলে যাবো ভাবছি। হয়তো ওখানেই থেকে যাবো।'

'হয়তো, তবে এই দেশটার একটা আলাদা মায়া আছে। মানুষকে টানে। পাহাড়ের দিকে চাও, কিংবা বিশাল খোলামেলা খালি প্রান্তরের দিকে···

মারা পড়ে যাবে তোমার।

'আর কোথাও বাস করার সুযোগ কখনও পাইনি। যখন ছোট ছিলাম খুব চাইতাম বড় হয়ে পাহাড়ী মানুষ বনে পাহাড়ে বাস করবো। কয়েক বছর পর র‍্যাঞ্চে কাজ নিলাম। কাজ ভালোই পারতাম…ঘোড়া চালানোয় আশ-পাশে আমার জুড়ি ছিলো না। একদিন কয়েকজনের পকেটে টাকা ছিলো না, উৎসব করতে চেয়েছিলাম আমরা। কিছু গরু তাড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করে দিলাম…আইনের লোকেরা টের পেয়ে পিছু নিলো।'

কিছুটা শক্তি ফিরে পেয়েছে ডাফ। কথা বলতে ভালো লাগছে তার। ড্যান শুনছে।

'নিজে শেষ পর্যন্ত ডাকাত হবো কখনও ভাবিনি। ছেলেবেলা থেকেই অনেক ডাকাতকে চিনতাম…সারা জীবন পালিয়ে বেড়ানো আর জেল বা ফাঁসির দড়ি ছাড়া ওদের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এক সন্ধ্যার একটা ভুলে আমিও তাই হয়ে দাঁড়ালাম…সেই থেকে আইনকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

তবে পেশাদার বন্দুকবাজির কাজ করিনি। আর তাই একটা লোককে হত্যা করতে হয়েছিলো আমার—ওটাই ছিলো জীবনের প্রথম খুন। লোক-টা মানুষ খুন বা লোকজনের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে তাদের উৎখাত করার কাজে টাকার বিনিময়ে ভাড়া খাটতো। আমাকে তার কাজে সাহায্য করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিলো সে। আমি তার মুখের ওপর না করায় সে পিস্তল বের করে। পিস্তলে আমার দক্ষতা আছে কিনা এ নিয়ে তখনও মাথা ঘামাই-নি। সবাই কামরে পিস্তল ঝোলায়, আমিও পারতাম। খামারে কাজ করতে অনেক সময় এর দরকার পড়ে।'

'তোমার হাতে মারা পড়েছিলো লোকটা?'

'খাপ থেকে পিস্তল বের করার আগেই ওর গায়ে দুটো গুলি লাগিয়েছি-লাম আমি। সেই থেকেই আমি ফেরারী।'

হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লো ডাফ। চুপচাপ চিৎ হয়ে শুয়ে রইলো সে। একটা সিগারেট তৈরি করে ওর ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে ধরিয়ে দিলো ড্যান। সিগারেটে দুটো টান দিয়ে সে আবার বললো, 'ওটাই তোমার জন্যে ভালো হবে—এই দেশ ছেড়ে পুবেই চলে যেও।'

পরবর্তী দিনগুলোতে অস্থির হয়ে উঠলো ড্যান। ভিভিয়ান আর গিলি

দেখা করে যে যার পথে চলে যাবে। এরপর ওদের খুঁজে বের করা মুশকিল হবে। কিন্তু তবু সে রয়ে গেলো। দিনেদিনে সুস্থ হয়ে উঠছে ডাফ।

ড্যানের মনে পড়লো এক আর্মি ডাক্তারের সাথে আলাপ করেছিলো ডিলান। পশ্চিমের লোকদের সম্পর্কে ডাক্তার মন্তব্য করেছিলো, 'শক্ত চামড়া আর লোহা দিয়ে তৈরি এরা। সহজে পট করে মরে না। এটা হচ্ছে এদেশের মাংস, বীন আর কঠিন পরিশ্রমের ফল।'

বিছানা ছেড়ে ডাফ যেদিন উঠলো সেদিনই ড্যান তাকে জানালো এবার তাকে বিদায় নিতে হবে। 'ঠিক আছে, ড্যান,' বললো ডাফ, 'তুমি তোমার কাজে যাও, আমি বেশ চালিয়ে নিতে পারবো।'

'কথামতো তোমার জন্যে ডিলানের ঘোড়া, জিন, তার পিস্তল আর আমার রাইফেলটা রেখে যাচ্ছি,' বললো ড্যান। 'ডিলানের রাইফেলটা আমি নিজেই রাখতে চাই।'

চট করে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলো ডাফ। 'তুমি উন্নতি করতে পারবে। যদি কোনোদিন সুযোগ পাই এই উপকারের প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবো।'

ড্যান আর একটা কথা বলার আগে একটু ইতস্তত করলো। অতীতের সেই দরজাটা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।

'ডাফ, আমার মাকে চিনতে না তুমি?'

ওর দিকে ফিরে তাকালো ডাফ। 'তোমার জন্যে ওই পর্ব শেষ হয়ে গেছে, ড্যান। ওর কথা ভুলে যাও।'

'কেমন ছিলো সে?'

'ভুলে গেছো?' ডাফের স্বরটা রুক্ষ। 'মোটেও ভালো ছিলো না। তোমাকে ঠাণ্ডায় জমে মরার জন্যে বের করে দিয়েছিলো। নীচ আর হৃদয়হীনা ছিলো সীলিয়া।'

'এখন কোথায় সে?'

ধপ্ করে বসে পড়ে একটা সিগারেট তৈরি করলো ডাফ। 'কেউ ওর ব্যাপারে কিছু জানে না। ওর ভাবনা ছেড়ে নিজের জন্যে একটা সুন্দর সুষ্ঠু জীবন গড়ে নাও। রাস্তার উল্টো ধারে জন্মে ডিলান শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক বলে পরিচিত হয়েছিলো, আর সীলিয়া সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেও বিপথে চলে গেছে। হ্যাঁ, কেউকেউ সন্দেহ করে দু'একটা খুনও সে করেছে।

'বাবাকে চিনতে তুমি?'

'ডিলানের চেয়ে ভালো করে চিনতাম। একসময় ওর খনিতে কাজ করেছি। তখনই তোমার জন্ম।

'পুরো ব্যাপারটাই ছিলো একটা ফাঁদ। তোমার অজুহাতে তোমার বাবার সব সম্পত্তি নিজের নামে লিখেয়ে নিতে চেয়েছিলো সীলিয়া। কিছু একটা সন্দেহ হওয়ায় বার্কলে সম্পত্তি লিখে দিতে অস্বীকার করে। এর দুসপ্তাহ পর থেকেই তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। অনেকে সন্দেহ করে সম্পত্তির লোভে সীলিয়াই কাজটা করিয়েছে। বড় ভালো লোক ছিলো বার্কলে।'

'সীলিয়া এখন কোথায়?'

উত্তরটা এড়িয়ে যাবার জন্যে কাঁধ ঝাঁকালো ডাফ। 'ওর কাছ থেকে তোমার দূরে থাকাই ভালো। ভুলে যাও ওকে, তুমি বেঁচে আছো জানলে তোমার সর্বনাশ করবে সে।'

'আর ক্রুস?'

'সে সীলিয়ার সাথেই আছে এখনও। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে লাথি দিয়ে বের করে দেবে কিংবা বিষ খাইয়ে মারবে।'

পরদিন সকালে পাহাড়ী পথে হেস-এর দিকে রওনা হয়ে গেলো ড্যান। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে ট্রেইল হারিয়ে দক্ষিণে টেক্সাসে ঢুকলো।

ওর কোমরে ঝুলছে দু'দুটো স্বর্ণ মুদ্রা ভরা বেল্ট। কিন্তু খুব কমই খরচ করছে সে। এক রাতে বেশ কিছু মেসকাইট গাছের ধারে একটা পাহাড়ের তলায় ক্যাম্প করে আগুনে কাঠ চাপাচ্ছে সে। বড্ড একাকী মনে হচ্ছে নিজেকে। ডিলানের কথা আজ বড় বেশি করে মনে পড়ছে তার। বুঝতে পারছে সব ছেড়ে তার নতুন কোথাও চলে যাওয়া উচিত…পূবে যেতে চায় সে।

কিছুক্ষণ থেকেই দূরে একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো ড্যান। এবার আরও কাছে শিকল আর ভারি ওয়্যাগনের আওয়াজ হলো। কেউ একজন ডেকে উঠলো, 'আগুনের কাছে কে?'

পিছন দিকে ছায়ার ভিতর সরে গেলো ড্যান। 'বন্ধু হলে সোজা এগিয়ে এসো। আর না হলে গুলি খাবার জন্যে তৈরি হয়ে এসো!'

অন্ধকার থেকে একজনের হাসির শব্দ ভেসে এলো। 'সুন্দর সাদর আম-

স্রণ! এসো, মিরিয়ন, মনে হচ্ছে আজ রাতের জন্যে একটা আশ্রয় পাওয়া গেলো।'

দশ

ওয়্যাগনটা আগুনের দিকে এগিয়ে এলো। একজন লম্বা গড়নের লোক নামলো। আগুনের দিকে মিটমিট করে চেয়ে সে বললো, 'কোনো ভয় নেই, বন্ধু, আমরা তোমার ক্ষতি চাই না। হারিয়ে গেছি আমি আর মিরিয়ন। রাতের জন্যে আশ্রয় খুঁজছি।'

লোকটা আগুনের সামনে এগিয়ে এলো। ডান হাতে একটা রাইফেল ধরা। রাইফেলের মাথা মাটির দিকে নামানো।

ওকে খুঁটিয়ে দেখলো ড্যান। লোকটা নতুন জীবনের সন্ধানে যারা বেরোয় তাদের মতোই। ওয়্যাগনের দিকে চাইলো ড্যান। মিরিয়ন যে-ই হোক না কেন তাকে দেখতে পেলো না সে। কেবল ওয়্যাগন থেকে চারটে রাইফেলের নল বেরিয়ে রয়েছে।

অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসেনি সে. ওয়্যাগনের কেউ দেখতে পাচ্ছে না ওকে। কিন্তু এই অবস্থায় গুলি করা বিপদজনক। কোথায় আছে জেনে ফেলবে ওরা, মুহূর্তে রাইফেলের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে সে।

'বন্ধুই যদি হবে, রাইফেল কেন?' সুর নরম রাখলো ড্যান। 'তবে ওতে কোনো লাভ হবে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো ওরা আমাকে মারবে কিন্তু তার আগে তোমার পেটও ফুটো হবে।'

'চালমাৎ অবস্থা, কি বলো, বাপ?' বুড়ো আগুনের ধারে এগিয়ে এলো। পরনে সস্তা জামাকাপড়—তবে পরিষ্কার। 'তুমি কি একা?'

'না। একটা পিস্তল আর একটা রাইফেলও আছে,' জবাব দিলো ড্যান। 'অন্য সাথীর আর কি দরকার?'

হেসে উঠলো বুড়ো। 'দেখলে? বলেছিলাম না ও আমাদেরই লোক! নেমে পড়ো, মিরিয়ন।'

ওয়্যাগনের পর্দাটা ফাঁক হলো। একটা মেয়ে হাল্কা পায়ে লাফিয়ে নিচে নেমে আগুনের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। খয়েরি চুল, কালো চোখ। পরিষ্কার মসৃণ চামড়া—সুন্দর দেখতে।

'আমি মিরিয়ন,' কেবল এইটুকুই বললো সে।

'সবাইকে নামতে বলছো না কেন?' রসিক বুড়োকে বললো ড্যান। 'সবাই নেমে দাঁড়ালে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করবো আমি।'

দুজন তরুণ যুবক ওয়্যাগন থেকে নেমে দাঁড়ালো। বয়সে ড্যানের চেয়ে বেশি বড় হবে না ওরা। ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলো ড্যান। 'ড্যানিয়েল বার্কলে। বসবাস করার মতো একটা ভালো জায়গার খোঁজে আছি।'

'আমরাও,' দুজনের মধ্যে লম্বা ছেলেটা বললো। 'আমি সিড হপকিন্স্। এ হচ্ছে আমার ভাই স্ট্যান, বাবার সাথে তো আগেই আলাপ হয়েছে তোমার।' মেয়েটার দিকে ফিরলো সে। 'আর এ হচ্ছে একটা নোবু বাক-লিন, আমাদের বোন।'

'কফি আছে,' বললো ড্যান, 'কিন্তু আমার কাছে যা খাবার আছে তাতে সবার হবে না।'

'কোনো চিন্তা করো না,' স্ট্যান বলে উঠলো। 'আমি ওয়্যাগন থেকে খাবার নামাচ্ছি।'

মিস্টার জো হপকিনস ওয়্যাগনের দিকে চেয়ে হাঁক ছাড়লো, 'ঠিক আছে, টোনি, এবার তুমি বেরোতে পারো।'

আর একটা লম্বা ছেলে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে ওয়্যাগন থেকে নেমে ওদের দিকে এগিয়ে এলো।

নিজের ওপরই ড্যানের রাগ হচ্ছে। এতটা ঝুঁকি নেয়া বোকামি হয়েছে তার। ওরাই বরং বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। ওর সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত টোনিকে হাতের পাঁচ হিসেবে লুকিয়ে রেখেছিলো। 'তোমাদের সবাই কি এখানে, নাকি আরও কাউকে রাইফেল হাতে কোথাও লুকিয়ে রেখে-ছো?'

হাসলো জো। কৌতুক চকচক করছে ওর চোখে। 'ঠিকই ধরেছো। তবে সে রাইফেল নিয়ে বসে নেই। তোমার ট্র্যাক অনুসরণ করে কেমিলিয়া দেখতে গেছে তুমি সত্যিই একা কিনা।'

এই সময়ে বড়বড় লোমওয়ালা বিশাল কুকুরটা ড্যানের চোখে পড়লো। এয়ারডেল আর মাসটিফ অথবা গ্রেট ডেনের মিলনের ফল। কুকুরটা ড্যানের দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করছে বন্ধু বা শত্রু কোন্‌ভাবে ওকে নেবে।

ওর পিছন পিছন কেমিলিয়া এগিয়ে এলো আগুনের ধারে। মিরিয়নের চেয়ে ছোট। দেখতে আরও সুন্দর।

'সাবধান যুবক!' রসিকতা করে বললো বুড়ো। 'দুই বোনই কিন্তু তোমার পিছনে লাগবে!' ড্যানকে বুড়োর বেশ পছন্দ হয়েছে।

'বাবা!' আপত্তি জানালো মিরিয়ন। 'আমাদের সম্বন্ধে ও কি ভাববে?'

'কি আর ভাববে? যা সত্যি তাই বললাম।'

'যাকে চায় তাকে পাওয়ার জন্যে মেয়েরা করবে না এমন কিছুই নেই,' শুকনো ভাবে বললো স্ট্যান। 'তবে ভুল বুঝো না, দুজনেই ভালো মেয়ে।'

রাইফেল হাতে আঁধারে মিলিয়ে গেলো টোনি। মেয়েরা রান্নার জোগাড়ে ব্যস্ত হলো। 'নিশ্চিন্ত থাকো, বাপ। ওই মেয়েরা চমৎকার রান্না করে। যতোই খাও, আরও না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না।'

কোনো অত্যুক্তি করেনি জো হপকিন্স্। রান্নাটা সত্যিই চমৎকার।

খেতে খেতে জো বললো, 'আমরাও আর সবার মতোই। পশ্চিমে নতুন করে জীবন শুরু করার আশায় এসেছি। সাথে সামান্য কিছু খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই। আর আছে কয়েকটা ভালো ঘোড়া, একটা গরু আর কাজে আগ্রহী কিছু মানুষ। আশা রাখি কঠিন পরিশ্রম করলে নিশ্চয়ই দাঁড়াতে পারবো।'

অনেকদিন পর ড্যান আজ বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছে। এই লোকগুলো সবাই ভালো। সারাটা জীবন কেবল কঠিন মানুষের সাথেই ড্যানকে চলতে হয়েছে। পারিবারিক জীবনের স্বাদ সে কোনোদিনই পায়নি। অদ্ভুত একটা আনন্দ আর মাদকতা আছে এর। আগে কোনোদিন এটা উপলব্ধি করার সুযোগ সে পায়নি। ওরা ভার্জিনিয়ার পাহাড় থেকে পশ্চিমে এসেছে। উদ্দেশ্য এদিকে একটা র‍্যাঞ্চ করা। জো ঘোড়ার ব্যবসা করতো। মাঝে-মাঝে সেগুলো পুবের কোনো শহরে নিয়ে বিক্রি করতো। টোনি আর স্ট্যান আগেও পশ্চিমে এসেছে। ওরা দুবার একখান থেকে আরেকখানে গরু নিয়ে যাওয়ার কাজ করেছে। ফাঁকে ফাঁকে কিছু মোষ শিকারও করেছে।

'শুনেছি কলোরাডোতে অনেক ভালো জমি আছে,' জো বললো। 'আমি আর ছেলেরা একমত হয়ে ভাবলাম সময় থাকতে নিজেদের জন্যেও কিছু নিতে পারলে ভালোই হবে।'

'জমি পাওয়া সোজা, কিন্তু রাখা কঠিন,' মন্তব্য করলো ড্যান।

ওর দিকে চেয়ে হাসলো সিড। 'চিন্তা করো না,' বললো সে, 'জমি পেলে ঠিকই রাখতে পারবো। আমরা ভেবেছি কিছু বুনো ঘোড়া ধরে শুরু করবো। স্ট্যানের মতে এটা সম্ভব।'

'আসল কথা হচ্ছে স্ট্যান আর টোনি মোষ শিকার করতে এসে একটা ভালো জায়গা দেখে গেছে। সুন্দর একটা ঝর্ণাও আছে ওখানে—পানির অভাব হবে না। জায়গাটা কিনেছি আমরা—ওই পথেই রওনা হয়েছি।'

'তোমাদের সাথে যেতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো ড্যান। ইণ্ডিয়ান আক্রমণ হলে সাহায্য করতে পারবো।'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিলো জো। 'সানন্দে।' এইভাবেই শুরু।

তিনটে দিন ধীর গতিতে পার হয়ে গেলো। ড্যানের জন্য তিনটে সুন্দর দিন। হপকিন্‌স্‌রা সবাই রসিক আর পরিশ্রমী। ড্যান নিজেও কম করেনি—বরং একটু বেশিই করেছে। এর মধ্যে প্রচুর চিন্তাও করেছে সে।

'ওই ঝর্ণাটা,' প্রশ্ন করলো ড্যান। 'কারও দাবি নেই ওর ওপর?'

'এটা কোম্যাঞ্চি এলাকা,' জবাব দিলো টোনি। 'কেউ ঝগড়া বাধাবার সম্ভাবনা কম। তবে একটা ছাপরা তৈরি করেছি আমরা—আঙ্কেল জ্যাক ওটার দেখাশোনা করছে।'

মেঘাচ্ছন্ন দিনে বিকেলের দিকে ঝর্ণার ধারে পৌঁছলো ওরা। ছোট ছোট বাতাসের ঘূর্ণি ঝরা পাতা নিয়ে খেলছে। ঝর্ণার ধারেই রয়েছে একটা ঘন উইলো আর কটনউডের বাগান।

স্ট্যান আর টোনি পরিস্থিতি বুঝতে এগিয়ে গেলো। ড্যান ওদের সাথে যোগ দিলো।

'আঙ্কেল জ্যাক নিশ্চয়ই আমাদের আশায় বসে আছে,' বললো টোনি।

কোনো ধোঁয়া নেই—কুঠারের শব্দও হচ্ছে না। একটু ছড়িয়ে পড়ে রাইফেল তৈরি রেখে ওরা এগোলো। পাহাড়ের ঢালের ওপর একটা দেহ পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি স্ট্যান তার ঘোড়া ঘুরিয়ে এগিয়ে গেলো। প্রায় সাথে-সাথেই ফিরে এলো সে। ওর মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। 'ওটা আঙ্কেল জ্যাক,' বললো সে। 'গুলি করে টেনে এনে ফেলে রাখা হয়েছে এখানে।'

তাড়াতাড়ি ওরা এগিয়ে গেলো ছাপরাটার দিকে। ছোট্ট, কিন্তু শক্ত করে বানানো একটা আশ্রয়। আস্তাবল নেই, তবে ঘোড়া বেঁধে রাখার জন্যে খুঁটির ওপর আড়াআড়িভাবে লম্বা তক্তার ব্যবস্থা রয়েছে। দরজার সামনে

এসে দেখলো একটা নির্দেশ লেখা রয়েছে।

'ডায়মণ্ড বারের জায়গা এটা, দূরে থাকো।'

টোনি বললো, 'ওরা যদি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতো সেটা হতো অন্য কথা—হয়তো মানতাম। কিন্তু ওরা প্রথম গুলি ছুঁড়েছে।'

'কি করে বলো, তোমার আঙ্কেলই হয়তো প্রথম গুলি করেছিলো?'

'আঙ্কেল জ্যাক? অসম্ভব! চোখেই দেখে না কিছু। একেবারে কাছে না এলে কাউকে চিনতেই পারে না। তাছাড়া গোলাগুলি করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ।'

'ওর রাইফেলটা নেই,' বললো স্ট্যান।

'রাইফেলটা আমরা চিনবো,' বললো টোনি। 'সেটা যেদিনই হোক'

ছাপরাটা শূন্য। কিন্তু ঘরটাকে তছনছ করা হয়েছে। খাবার সব মাটিতে লুটাচ্ছে।

'তুমি বাবাকে খবর দাও, টোনি। ড্যান আর আমি এখানে রইলাম।'

টোনি চলে গেলে স্ট্যান বললো, 'বাবা খুব আঘাত পাবে। আঙ্কেল জ্যাক ছিলো আমার মায়ের একমাত্র ভাই। বাবার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো তার। প্রতিশোধ নিতে আমাদের শিকারে বেরোতে হবে।'

'ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি হতে পারে।'

স্থির চোখে ড্যানের দিকে চাইলো স্ট্যান। 'হপকিনসরা কাউকে ভয় করে চলে না।'

ওয়্যাগন এসে হাজির হলো। মেয়েরা ঘর গুছাতে শুরু করেছে। রাতে মেয়েরা ঘরে আর ছেলেরা বাইরে ঘুমালো।

পরদিন ঘর বাড়ানোর কাজে লেগে গেলো ওরা। আশেপাশে রাইফেল-ধারী লোকের জন্যে কয়েকটা গর্ত খোঁড়া হলো। একজন পাহারায় থাকলো। রাতে কুকুরটা পাহারা দিলো। খুব শক্তিশালী জানোয়ার—কিন্তু পরিবারের সবার কাছে একদম ভিজে বিড়াল। বাইরের কেউ আসলেই ভারি গলায় হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে ওঠে।

'কিছু বুনো ঘোড়া ধরা দরকার,' প্রথম দিন বললো হপকিনস। 'শিকার করে কিছু মাংসও আনা দরকার।'

তোমাদের গরু পালা উচিত,' বললো ড্যান। 'আমি ছাড়া আর কারো কাছে বেশি ঘোড়া বিক্রি করা যাবে না। তাছাড়া ইণ্ডিয়ানরাও ঘোড়া চুরি

করবে।'

'যার যেমন সঙ্গতি তেমনভাবেই চলতে হয় তাকে,' বিষণ্নমুখে বললো জো। 'আমাদের ওই দুধের গরুটা ছাড়া আর কিছু নেই।'

ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে পেটিটা বেঁধে নিলো ড্যান। দূরের পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ভালো লোক এরা। গরীব, কিন্তু সৎ। কাজ করতে বা খাটতে ভয় পায় না। ডিল্যান বলতো চরিত্রই হচ্ছে ঘোড়া, কুকুর আর মানুষ চেনার সবচেয়ে ভালো উপায়।

'মিস্টার হপকিন্‌স্‌,' বললো সে, 'আমি একটা ব্যবসার প্রস্তাব দিতে চাই।'

কথার সুরের পরিরবর্তনে অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলো জো। স্ট্যানও ঘুরে চেয়ে রয়েছে।

'সব ছেলেরা এখানেই আছে,' ড্যান বললো, 'এসো সবাই এক সাথে বসা যাক।'

ঢুকলো সবাই। জো, স্ট্যান, সিড, টোনি আর মেয়ে দুজন।

'আমি তোমাদের যতটা চিনি তোমরাও আমাকে তারচেয়ে বেশি চেনো না,' বললো ড্যান। 'তবে তোমরা যেভাবে একসাথে মিলেমিশে কাজ করো এটা আমার খুব পছন্দ। মন বলছে তোমরা সৎ লোক, আর র‍্যাঞ্চ করে সত্যিই উন্নতি করতে পারবে।' একটু ইতস্তত করলো সে, তারপর সরাসরি কথাটা বলে ফেললো। 'টাকা দিয়ে তোমাদের পার্টনার হতে চাই। বেশির-ভাগ সময়েই এখানে থাকতে পারবো না—পুবে যেতে হবে। একটু খোঁজা-খুঁজি করতে হবে আমার। তিনটে মানুষ খুঁজে বের করতে হবে। এই কারণেই থাকতে পারছি না।'

'কত টাকার কথা ভাবছো তুমি?'

'তোমাদের গরু দরকার। মাথা পিছু দশ ডলার দাম ধরে ছয়শো গরু কেনার টাকা দেবো।'

'টেক্সাসে চার-পাঁচ ডলার দিয়েই গরু পাওয়া যাবে,' টোনি বলে উঠলো। 'এত টাকা তোমার আছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো ডান। 'আঙ্কেলের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। দরকার পড়লে আরও টাকা দিতে পারবো।'

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। ড্যান বুঝতে পারছে ওর কথা ঠিক

বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না ওরা।

শার্টের বোতাম খুলে একটা টাকার বেল্ট বের করলো ড্যান। বেল্টের বিভিন্ন পকেট থেকে সোনার আর কাগজের টাকা মিলিয়ে দুহাজার ডলার বের হলো। 'এগুলো রইলো, সময় বুঝে তোমরা দক্ষিণ বা পুবে গিয়ে গরু কিনে আনতে পারবে।'

লম্বা করে একটা শ্বাস ফেললো স্ট্যান। 'আমার মতে ওর সাথে পার্টনার-শিপে যাওয়াই উচিত হবে, বাবা। তুমি কি বলো?'

চোয়াল ঘষলো জো। 'লাভের অর্ধেক চাও তুমি?'

'একতৃতীয়াংশ…কাজ তোমরা করবে, গরু কিনতে টাকা যা লাগে আমি দেবো। আপাতত ওই টাকায় যা কেনা যায় কেনো। পরে আরও টাকা নিয়ে আসবো।'

'এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব আশা করা যায় না, বাপ। আমরা তোমার সাথে আছি,' বললো জো।

এরপরে আরও কয়টা দিন কেটে গেলো। এরমধ্যে ঘোড়ার পিঠে করে পুরো এলাকাটা ঘুরে ঘুরে দেখেছে ওরা। নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে দুজন করে এক সাথে ঘুরেছে। বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে একজন বাসায় থেকেছে। এখানকার ঘাস খুব ভালো। ডায়মণ্ড বারের দাবি সত্ত্বেও ওই ছাপওয়ালা কোনো গরু ওদের চোখে পড়লো না।

মহিষের একটা ছোট দল দেখলো ওরা। প্রায় ষাটটা হবে। একটা একটু দূরে আলাদাভাবে ঘাস খাচ্ছিলো, ওটাকে মারা হলো মাংসের জন্যে। বেশ কয়েকটা হরিণও রয়েছে, বহুদূর একটা নেকড়েও একবার চোখে পড়লো।

এই এলাকায় পানির বড়ো অভাব। ওরা যেখানে আস্তানা গেড়েছে সেই ঝর্ণায় অবশ্য বেশ ভালো ধারায় পানি বইছে। কিন্তু ওটা ছাড়া আশপাশে বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে আর কোথাও পানি নেই। ঝর্ণাটার গুরুত্ব পরিষ্কার। ওটা যার দখলে থাকবে প্রায় চল্লিশ বর্গমাইল এলাকা সে নিয়ন্ত্রণ করবে। লঙহর্ন গরুকে পানির জন্যে তিন দিনও হাঁটতে দেখা গেছে। প্রচুর পানি না পেলে গরু মোটা-তাজা হবে না।

বাড়ি থেকে একশো গজ দূরে বড় গর্ত করে তার তিন ধার পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে ঝর্ণা থেকে খাল কেটে একটা পুকুর তৈরি করছে ওরা।

'বাবা,' স্ট্যান বললো, 'আঙ্কেল জ্যাকের ব্যাপারটা আমি ঠিক মেনে

নিতে পারছি না। অত্যন্ত ভালো লোক ছিলো সে।'

'আমাদেরই আগে বেড়ে ওদের একটা শিক্ষা দেয়া উচিত,' বললো টোনি।

'না,' জবাব দিলো জো। 'অপেক্ষা করবো। এখানে বাস করতে শুরু করছি, কেউ এখান থেকে ওঠাতে পারবে না আমাদের। কিন্তু গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে যাবো না। ওরাই এটা শুরু করেছে, আজ হোক কাল হোক আবার লাগতে আসবে ওরা। এখন আমাদের প্রধান চিন্তা হলো গরু।'

ড্যানের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, 'গরু সম্পর্কে কিছু জানা আছে তোমার?'

'কিছুটা। একটা র‍্যাঞ্চে কিছুদিন কাজ করেছি। মালিক গরুর ব্যাপারে খুব অভিজ্ঞ লোক ছিলো। কোন্ গরুর কি দোষ আর কি গুণ এসব অনেক কথাই সে বলতো। তাছাড়া হোটেল লবিতেও অনেক গরু ব্যবসায়ীকে গরুর গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছি। হ্যাঁ, মোটামুটি ভালোই জানি।'

'আমরা কেউই বিশেষ কিছু জানি না, তোমাকে সাথে নিয়েই আমি আর স্ট্যান শহরে যাবো,' বললো জো।

'আর আমরা?' কেমিলিয়া আপত্তি তুললো। 'আমরা বুঝি শহরের বাতি দেখতে যাবো না? মিরিয়ন আর আমিও শহরে যেতে চাই।'

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই শহরে বেশি বাতি নেই,' বললো স্ট্যান। 'অমন শহর অনেক দেখেছো। একটাই মোটে রাস্তা, দুপাশে ছোটছোট রঙচটা বাড়ি, তার বেশির ভাগই সেলুন।'

'তোমরা এখানেই থাকবে,' বললো জো, 'ওখানে গোলমাল বাধতে পারে। অবশ্য গোলমাল এখানেও বাধতে পারে, তবে তোমরা দুজন যে-কোনো পুরুষের মতোই রাইফেল ছুঁড়তে জানো।'

পরদিন ভোর না হতেই শহরের পথে বেরিয়ে পড়লো ওরা। ক্রস টিম্বার শহরে পৌঁছে প্রথমেই ওদের চোখে পড়লো ডায়মণ্ড বারের একটা ওয়্যাগন। আর দুটো ডায়মণ্ড বারের টাট্টু ঘোড়াও ক্যাপ-রক সেলুনের সামনে বেঁধে রাখা আছে।

রাস্তার ধারে আটটা ঘর আর একটা আস্তাবল রয়েছে। চারটে সেলুন, দুটো রকমারি জিনিসের দোকান, একটা কামারশালা আর একটা রেস্টুরেন্ট।

ঘোড়া বেঁধে রেখে সেলুনে ঢুকলো ওরা। জো আর স্ট্যান বারের দিকে

এগিয়ে গেলো। ডিলান সব সময়ে যা করতো তাই করলো ড্যান। ভিতরে ঢুকে সবচেয়ে অন্ধকার কোণটার দিকে চেয়ে থেকে চোখ দুটোকে সইয়ে নিলো। মদ সে খায় না, সুতরাং দরজার কাছেই একটা খালি টেবিলে বসলো।

র‍্যাঞ্চ কর্মচারী চারজন লোক আর একজন গাড়োয়ান রয়েছে সেলুনে মোটা কাপড়ের স্যুট পরা দুজন লোককেও দেখা যাচ্ছে বারে। ওদের সাথের লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে সে-ই এখানকার কামার।

একটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে লোকগুলোর দিকে চেয়ে জো বললো, 'গরু কিনতে শহরে এসেছি।'

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। সবাই ঘুরে তাকালো জো'র দিকে। তারপর র‍্যাঞ্চারদের একজন বলে উঠলো, 'ভুল জায়গায় র‍্যাঞ্চ খোলার কথা ভাবছো, বন্ধু। এর পুরোটাই ডায়মণ্ড বার এলাকা।'

'মাত্র একটা র‍্যাঞ্চের জন্যে এই এলাকা অনেক বড়,' নরম সুরেই বললো জো। 'যাই হোক, এখান থেকে পশ্চিমে সুন্দর পানির ব্যবস্থা আছে, ওখানেই আস্তানা করেছি আমরা। জায়গাটা বেশ পছন্দ হয়েছে আমার।'

'ওই পানি ডায়মণ্ড বারের। সেটা লেখাও আছে ওখানে।'

'দেখেছি,' জবাব দিলো স্ট্যান। 'ওই সাইনটা বসাবার জন্যে ওরা একজন প্রায় অন্ধ লোককে খুন করেছে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে লোকটা আবার বললো, 'বুড়োর হাতে অস্ত্র ছিলো।'

'অস্ত্র ছিলো না তার কাছে,' সাদামাঠা গলায় বললো স্ট্যান। 'সে ছিলো আমার মামা। সেলুনের অন্যধারে কি আছে তাও ভালোমতো দেখতে পেতো না।'

লোকটার মুখ কঠিন হলো। 'আমাকে মিথ্যাবাদী বলছো?'

'তুমিই যদি তাকে মেরে থাকো তবে বলবো শুধু মিথ্যাবাদীই নও, খুনীও!' ঠাণ্ডা গলায় বললো স্ট্যান। 'আর যদি কারো কাছ থেকে ঘটনাটা শুনে থাকো তবে যে তোমাকে বলেছে সে একজন মিথ্যাবাদী আর খুনী।'

আর একজন কাউবয় এবার মুখ খুললো। 'সাবধানে কথা বলো, বাছা, যে আমাদের বলেছে সে হচ্ছে লুকাস নোয়েল।'

'লুকাস নোয়েল!' বাধা দিলো ড্যান। 'স্ট্যান, লুকাস নোয়েলকে শায়ে-

স্তা করার ভার আমার,' বললো সে।

সবাই ওর দিকে মুখ তুলে চাইলো। গাড়োয়ানটা নাক দিয়ে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করলো।

'মুখ সামলে কথা বলো, খোকা। লুকাস নোয়েল খুব সাংঘাতিক লোক, আর সে হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে ফাস্টগান।'

'আমার হয়ে তুমি ওকে জানাতে পারো সে একটা সস্তা বাজে লোক। নিরস্ত্র বুড়োকে খুন করেছে, আরও একজনকে সে তার দুই সঙ্গী নিয়ে শট-গান দিয়ে হত্যা করেছে। কোনো সুযোগই তাকে দেয়নি। অন্ধকারে দরজা দিয়ে বেরোবার সাথেসাথেই গুলি করেছিলো।' ওই টেবিলে বসা ডায়মণ্ড বারের লোকগুলোর দিকে মুখ করে বসেছে ড্যান। এবার গাড়োয়ানের দিকে কঠিন চোখে চাইলো সে। 'আর তুমিও শুনে রাখো, আবার আমাকে মুখ সামলে কথা বলতে বলার আগে নিজে ভালো করে বুঝে দেখো।'

'আমার সাথে ওই সুরে কথা বলো না।' রাগে থরথর করে কাঁপছে লোকটা। 'এখনও তুমি কচি খোকা।'

'আমার পিস্তলটা কচি খোকা নয়,' বললো ড্যান। 'পরিষ্কার ভাষায় কথা বলে ওটা। তোমারটা ছুঁয়ে দেখো একবার, তোমার পেটের ওপর নামের প্রথম অক্ষর লিখে দেবো।'

গাড়োয়ানের প্রচণ্ড রাগ হঠাৎ যেন উবে গেলো ড্যানের হুমকিতে। ছেলেটার বয়স কম বটে, কিন্তু ওর পিস্তলটা সমান বিপদজনক। ওদের মাঝে দূরত্ব পনেরো ফুটেরও কম। এটা তার ঝগড়া নয়, বোকার মতো এর মধ্যে নাক গলানোর কোনো দরকার নেই তার। লুকাস সামলাক। এর জন্যে সে-ই টাকা পাচ্ছে।

'লুকাসের সাথে বোঝাপড়া করো গিয়ে,' বললো লোকটা। 'তোমার কথা-গুলো ঠিকই বলবো তাকে,' বেশ আত্মপ্রসাদের সাথে কথাটা বললো সে। 'সূর্য ডোবার আগেই তোমার নাগাল পাবে ও।'

ওর দিকে চেয়ে ড্যান বললো, 'তুমি এখনই উঠে পড়ো, মিস্টার। সোজা লুকাসকে গিয়ে খবর দাও। আমি এখানেই তার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

খুব সাবধানে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালো গাড়োয়ান।

'তোমরাও ওর সাথে যাও,' কাউবয়দের দিকে চেয়ে বললো ড্যান। 'ওর কথা তারা বিশ্বাস নাও করতে পারে। আর তোমাদের ডায়মণ্ড বারের

মালিককে জানিও, তার যদি এদেশে থাকার ইচ্ছা থাকে সে যেন লাগতে না আসে। আমরা গোলমাল চাই না, ওর সাথে গায়ে পড়ে লাগতে যাবো না।'

'তবে যারা জ্যাককে মেরেছে তাদের কথা আলাদা,' বলে উঠলো জো। তোমাদের বস্‌কে বলো আজ রাতের আগেই যেন সে তাদের ফাঁসির ব্যবস্থা করে। নয়তো আমরা তিরিশ দিনের মধ্যে তাকেই ফাঁসিতে ঝোলাবো।'

'পাগল!' চিৎকার করে উঠলো গাড়োয়ান। 'নির্ঘাৎ তোমাদের মাথা খারাপ!'

'যা বললাম তাই বলে দিও তাকে,' বললো জো। তারপর ওদের দিকে চেয়ে সে বললো, 'চলো, কিছু খেয়ে নেয়া যাক। ওর এখানে পৌছতে অন্তত ঘণ্টাখানেক লাগবে।'

এগারো

চুপচাপ খেয়ে চলেছে ওরা। কারোই কোনো কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। ড্যান একেবারে চুপ। যা বলার ছিলো বলে দিয়েছে সে। এখন সেটাকে কার্যকরী করতে হবে তাকে। আজ পর্যন্ত পিস্তলের লড়াইয়ে কোনোদিন নামেনি। আজ লুকাস নোয়েলের মতো নামকরা খুনীর বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছে। কিন্তু ডিলানকে যারা মেরেছে তাদেরই একজন হচ্ছে এই লুকাস।

জো আর স্ট্যানও চুপচাপ রয়েছে। শেষের দিকে স্ট্যান বলে উঠলো, 'বারা, ওরা হয়তো দলবল নিয়ে আসবে।'

'তাহলে দলবলের মোকাবিলাই আমাদের করতে হবে,' সংক্ষেপে জবাব দিলো জো। 'ওরা কজন আর কেমন লোক আনে না দেখা পর্যন্ত আমাদের ভিতরে থাকাই ভালো।'

'আমি বাইরে যাবো।' ড্যান বললো, 'এটা আমার একাই করতে হবে।'

কয়েক মিনিট সবাই চুপচাপ থাকার পরে নিচু স্বরে স্ট্যান বললো, 'ড্যান, তুমি আমাদের একজন ভালো বন্ধু, নইলে কথাটা বলতাম না। কিন্তু তুমি এখনও ছেলেমানুষ, আমি…'

'আমি কি করবো তা বড় গলায় ওদের জানিয়েছি। এখন কথামতো কাজ

করতেই হবে।'

'এর আগে কখনও লড়েছো?'

'হুঁ' একবার যুদ্ধে লড়েছি, তবে ডুয়েল লড়িনি কখনো।'

'তাহলে শোনো, তোমার প্রথম গুলিটাকে ঠিকমতো লাগাবে। তাড়াহুড়া করতে যেও না, দেখেশুনে জায়গামতো লাগিও যেন আর গুলি ছুঁড়তে না হয়। ও যদি প্রথম গুলি করে ওটা হজম করতে হবে তোমাকে—কিন্তু তাড়াহুড়া করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া চলবে না।'

'ধন্যবাদ।'

সেলুনটা এমন বিরাট কিছু নয়। একধারে পনেরো ফুট লম্বা একটা বার রয়েছে। মাঝে চারটে চারকোণা টেবিল। প্রত্যেক টেবিলে চারটে করে চেয়ার পাতা রয়েছে।

মদের স্টকও খুব বেশি নেই, তবে যেসব লোক ড্রিঙ্ক পছন্দ করে আর মদের বিশিষ্ট গন্ধের বা কতদিনের পুরোনো এসব বিচার করে না, তাদের ওতেই বেশ চলে যায়। টেবিলের ওপর কয়েক প্যাকেট তাস রাখা রয়েছে। একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে অলসভাবে নাড়াচড়া করতে গিয়ে ড্যান খেয়াল করলো নখ দিয়ে তাসগুলোর পিছন দিকে দাগ দিয়ে চিহ্ন রাখার চেষ্টা করেছে কেউ।

পশ্চিমা পোশাক পরা একটা লোক ড্রিঙ্ক হাতে বার থেকে ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো। 'বসতে পারি?' প্রশ্ন করলো সে।

'কথা দিচ্ছি, গোলাগুলি শুরু হবার আগেই সরে পড়বো।'

লোকটাকে চেনা-চেনা লাগছে। ড্যানের মনে পড়লো সেই বিশ ডলারের মুদ্রা নিয়ে গোলমাল হওয়ার সময়ে এই লোকটাই ওকে নীরবে লক্ষ্য করছিলো।

'অনেক ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস তোমার,' মন্তব্য করলো ড্যান। লোকটা ওর দিকে চেয়ে হাসলো। 'বসো।'

'গরু কেনার কথা বলছিলে, র‍্যাঞ্চ খুলবে নাকি?'

'র‍্যাঞ্চ আছে, গরু দরকার।'

'তোমরা যদি এই গোলমাল থেকে উদ্ধার পাও, আমি তোমাদের র‍্যাঞ্চে কিছু টাকা খাটাতে আগ্রহী হতে পারি।'

'ধন্যবাদ, আমাদের যথেষ্ট আছে।'

ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, লোকটা আমার বন্ধু, গরু ব্যবসায়ী। কেনেই বেশি তবে মাঝেমাঝে বিক্রিও করে। আমরা ভালো লোক পেলে টাকা খাটিয়ে সাহায্য করি।'

কোনো মন্তব্য করলো না ড্যান। ডিলান তাকে শিখিয়েছে চেহারা দেখে মানুষকে কোনো সময়ে বিচার করতে নেই—তা করেও না সে। অনেক ধরনের মানুষই এই পৃথিবীতে আছে, তারা বিভিন্ন খোল নিয়ে দেখা দেয়।

'আমি লুইস হার্ডক্যাস্‌ল্‌,' বলে চললো সে। 'ওর নাম লান্স হারভি।'

জো আর স্ট্যানের পরিচয় দিয়ে অপেক্ষা করে রইলো ড্যান। কিছু একটা মতলব আছে লোকটার। ব্যাপারটা যে কি জানার আগ্রহ হচ্ছে তার। 'তোমার বন্ধুর কি হয়েছে?' প্রশ্ন করলো সে। 'নাকি সে মেলামেশা পছন্দ করে না?'

ঘুরলো লুইস। 'লান্স, এদিকে এসো, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে ওদের টেবিলে বসলো লান্স। 'দুঃখিত, মন-মেজাজ বিশেষ ভালো নেই আমার। পোকার খেলার আশা নিয়ে শহরে এসেছিলাম, লুইস বলেছিলো ভালো খেলা হবে। আমাকে একটু অস্থির দেখালে নিজ গুণে ক্ষমা করে দিও।'

'কিসের বিনিময়ে খেলো?'

ড্যানের দিকে তাকালো ওরা। 'মানে, তোমরা কি ম্যাচের কাঠি দিয়ে খেলো, নাকি টাকা দিয়ে?'

জীনসের পকেটে হাত দিয়ে মোটা এক বাণ্ডিল টাকা বের করলো লান্স। 'এর বিনিময়ে খেলি,' বললো সে। 'শুধু এগুলোই না, আরও আছে।'

ড্যানের কাছে ওটা ক্যানসাস সিটি টাকার বাণ্ডিলের মতোই দেখালো। অর্থাৎ ব্রাউন কাগজের ওপর দুদিকে দুটো দশ ডলারের নোট।

ওই লুইস হার্ডক্যাসল লোকটা তাকে আগে মেঝেতে স্বর্ণমুদ্রা ফেলতে দেখেছে, আজ শুনেছে ওরা গরু কিনতে চায়—টাকারও দরকার নেই জেনেছে। ড্যান বুঝতে পারছে ওকে টাকাওয়ালা মানুষ বলে চিনেছে লোকটা।

'তোমাদের তো হাতে কিছু সময় রয়েছে, খেলবে?' প্রশ্ন করলো লান্স।

এই একই নক্সা সে আগেও দেখেছে। ডিলান সৎ জুয়াড়ী ছিলো, সে এসব করতো না, কিন্তু কেউ করলে সেদিকে ড্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

'আমাদের কাজ রয়েছে,' বলে উঠলো জো। 'তোমাদের যদি বিক্রি করার

গরু থাকে তবে এসো কথা বলি। তাস খেলার মতো সময় এখন নেই।'

'আমার হয়ত একটু সময় হতে পারে,' বললো ড্যান। 'জুয়া খেলার সামর্থ্য আমার আছে। কিন্তু এই তাসগুলো পুরোনো—'

'বারটেণ্ডারের কাছে চাইলে নতুন তাস পাওয়া যেতে পারে,' বললো লান্স। 'ডাকবো ওকে?'

হাসলো ড্যান। 'এখানেই একটা বাজি হয়ে যেতে পারে। আমি তিন ডলারে তোমার এক ডলার বাজি ধরতে পারি, ওর কাছে তাস পাওয়া যাবে। রাজি?'

লুইসের চোখ দুটো এবার একটু সতর্ক হলো। চিন্তিত মুখে ড্যানের দিকে চাইলো সে। কিন্তু লান্স কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'এতে বাজি ধরার কি আছে, বারে সাধারণত বারটেণ্ডাররা বিক্রির জন্যে তাস রাখে, এটাই তো স্বাভাবিক।'

বারটেণ্ডার এক প্যাকেট তাস নিয়ে এলো। সীল খুলে তাস ফেঁটলো লান্স। 'ডিলের জন্যে তাস কাটি?' বলেই তাড়াতাড়ি তাস কাটলো সে। ড্যান দেখলো ওর একটা আঙুল তাস কাটার আগে হাল্কাভাবে তাসের ওপর বাড়ি দিলো। জানে ওর টেক্কা উঠেছে, বেশি পিছলে সরে যাবার জন্যে পাতগালা লাগানো রয়েছে টেক্কার গায়ে।

হার্টের টেক্কা উল্টালো লান্স। 'টেক্কাকে হারাতে পারবে না তুমি। ডিল করি?'

'হারাতে না পারলেও হয়তো আমারও টেক্কা উঠতে পারে? তাসগুলো একবার ফেঁটে নিলে আপত্তি নেই তো তোমার?'

শাফল করে সেও কেটে একটা টেক্কা তুললো।

লান্স-এর মুখটা একটু কঠিন হলো। একটা সিগার দাঁতে কেটে ধরালো লুইস।

'টেক্কাগুলো সরিয়ে ফেলা যাক,' বললো ড্যান। 'হয়ত এবার আমাকে হারাতে পারবে তুমি।'

'বেশ গরম পড়েছে আজ,' বলে উঠে দাঁড়ালো লুইস। 'তোমরা খেলো। গরমে অস্থির লাগছে আমার।' বারের কাছে সরে গিয়ে একটা ড্রিংকের অর্ডার দিলো সে।

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলো লান্স, কিন্তু স্ট্যান বাধা দিয়ে বলে

উঠলো, 'খেলার সময় হবে না, ঘোড়ার খুরের শব্দ পাচ্ছি।'

'একটা হাত লান্স, শুধু তুমি আর আমি। যা বাঁটা হবে তার ওপরই খেলা হবে—তাস বদলানো নেই।'

একটু ইতস্তত করলো লান্স। টেক্কা আর ছবিওয়ালা তাসগুলো সবই চিহ্ন দেয়া আছে, আর তার কোটের হাতার ভিতর রয়েছে দুটো টেক্কা। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই তার।

পাঁচটা পাঁচটা তাস বাঁটলো ড্যান। লান্স খেয়াল করলো ড্যানের তাসের ভিতর একটাও ছবিওয়ালা তাস পড়েনি। নিজের তাস তুললো সে। দুটো বিবি একটা টেক্কা আর দুটো ছোট তাস।

নিজের তাস দেখছে ড্যান। জো উঠে গিয়ে বারের সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপর নজর রাখলো। স্ট্যান চেয়ে আছে দরজার দিকে। ছোট তাস দুটো সরিয়ে সহজেই টেক্কা দিয়ে ওগুলো বদলে নিলো লান্স।

টেবিলের মাঝখানে পাঁচটা একশো ডলারের নোট রাখলো লান্স।

'তুমি একজন পাইকার, লান্স,' বললো ড্যান। 'আর আমি হচ্ছি একজন সবুজ কিশোর, তবু পাঁচশো ডলার বাজি রাখছি।' টাকা বের করে টেবিলে রাখলো সে।

'বাজি ধরো না, লান্স,' লুইসের গলার স্বর একটু উত্তেজিত। 'হাত ফেলে দিয়ে এদিকে চলে এসো, তোমাকে ড্রিঙ্ক কিনে দিচ্ছি।'

নিজের হাতটা বিচার করে দেখলো লান্স। এখন ওর হাতে রয়েছে তিনটে টেক্কা আর দুটো বিবি—অর্থাৎ ফুল হাউস। ছেলেটার হাতে ওর চেয়ে বড় তাস ওঠার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। নিজের তাসের দিকে আর একবার চেয়ে টেবিলে রাখা পাঁচশো ডলারের দিকে চাইলো সে। আগামী কয়েক মিনিটেই হয়ত গুলি খেয়ে ছেলেটা মারা পড়বে—টাকাগুলো আর কেউ চুরি করে নিয়ে যাবে ওর পকেট থেকে···

'ঠিক আছে, তাস দেখাও,' বললো সে। কতগুলো ঘোড়া সেলুনের বাইরে এসে থামলো। পাঁচশো ডলার টেবিলে রেখে নিজের তাসগুলো চিৎ করে টেবিলে ছড়িয়ে দিলো লান্স। তিনটে টেক্কা আর দুটো বিবি। হাত বাড়িয়ে টাকা নিতে গেলো সে। কিন্তু এবার ড্যান তার তাসগুলো মেলে ধরলো। চারটে দশের সাথে একটা ছোট তাস।

লান্সের কাছে হঠাৎ সব শূন্য বলে মনে হচ্ছে। বামহাতে টাকাগুলো

টেনে নিলো ড্যান।

'লান্স,' উত্তেজনায় লুইসের গলা একটু চড়া শোনালো। 'তোমার জন্যে ড্রিঙ্ক নিচ্ছি। এদিকে এসো।'

ধীর গতিতে টেবিল ছেড়ে উঠলো লান্স। রাগে ওর সারা শরীর রিরি করছে। লুইস হঠাৎ না খেলে উঠে গেলো, তাকেও বাজি ধরতে মানা করে-ছিলো—নিশ্চয়ই সে কিছু একটা আঁচ করেই উঠে গেছে। শেষ পর্যন্ত সে-ই কিনা বোকা বনলো! তাও একটা বাচ্চা ছেলের কাছে!

মাথায় খুনের নেশা চেপে গেছে ওর। পিস্তল বের করার জন্যে হাতের আঙুলগুলো খুললো সে। ঠিক এই সময়ে তার পিছনে দরজাটা দড়াম করে খুলে গেলো।

'আমি লুকাস নোয়েল।' কঠিন স্বরে ঘোষণা করলো সে। 'সেই ছোকরা-টা কোথায়?'

উঠে দাঁড়ালো ড্যান বার্কলে। ওর মুখের ভিতরটা শুকনো ঠেকছে—বুকের ভিতরটায় যেন হাতুড়ি পিটছে। 'ডিলান ন্যাশ আমার আঙ্কেল ছিলো,' শান্ত গলায় নিচু স্বরে কথা বলছে সে, যেন ভয়ে গলা চড়া না শোনায়। 'তুমি তাকে খুন করেছো—কোনো সুযোগই দাওনি তাকে।'

'বাচ্চা ছেলের সাথে লড়ি না আমি,' নাক সিটকে বলে উঠলো সে।

'কিন্তু একজন অন্ধ বুড়োকে খুন করেছো তুমি,' বললো ড্যান। 'মিথ্যা অজুহাত দিয়ে এড়িয়ে যেতে চেও না। ডিলানকে সামনাসামনি মোকাবিলা করতে সাহস পাওনি, তাকে ভয় পেতে। সে প্রায়ই বলতো আমি নাকি তার চেয়েও ফাস্ট।'

হেসে উঠলো লুকাস, কিন্তু মাঝপথেই ওর হাসি থেমে গেলো। ডিলান ন্যাশের চেয়েও ফাস্ট। বলে কি ছেলে? হতেই পারে না। কখন যে তার হাত সক্রিয় হয়ে উঠেছে তা নিজেই জানে না সে। সচেতন ভাবে পিস্তল বের করার কথা ভাবেনি। হাতটা নিজে থেকেই যেন বাঁটের ওপর পড়লো, উঠে আসছে পিস্তল···

গুলির শব্দটা সে শুনতে পায়নি। যদিও এই ঘরের মধ্যে জোরালো শব্দই হবার কথা। অনুভব করলো এক পা পিছিয়ে গেলো সে। তারপর মেঝেতে বসে পরক্ষণেই গড়িয়ে পড়লো। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে হঠাৎ সব কিছু হারিয়ে গেলো।

বড়বড় চোখে মেঝেতে পড়া পিস্তলবাজ লোকটার দিকে চেয়ে রয়েছে লান্স। একটা বরফের মতো ঠাণ্ডা স্রোত ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নামলো। কি ভুলটাই না সে করতে যাচ্ছিলো—এই ছেলের বিরুদ্ধে পিস্তল বের করতে গেছিলো!

দরজার কাছে এগিয়ে গেলো জো। গাড়োয়ান আর দুজন কাউবয় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। 'ভিতরে এসে তোমাদের লোককে তুলে নিয়ে যাও। ওকে তোমাদের মালিকের কাছে নিয়ে গিয়ে জানিও আমরা হপকিন্‌স্ পরিবার আর মিস্টার ড্যান বার্কলে ওই ঝর্ণার ধারেই থাকছি।'

লান্স নিচু স্বরে লুইসকে বললো, 'ওই ড্রিঙ্কটা কেনার মুড্ যদি তোমার এখনও থাকে তবে কিনতে পারো। গলাটা শুকিয়ে এসেছে।'

অর্ডার দিয়ে ড্যানের সাথে কথা বললো লুইস। 'তুমি বললে ডিলান ন্যাশ তোমার আঙ্কেল ছিলো। তাসের ব্যাপারে তালিমও কি সে-ই দিয়েছে?'

হাতের তালুটা পিস্তলের পাশে ধরে উচ্চতা দেখালো ড্যান। 'আমি যখন এতটুকু তখন থেকে,' বলে সোজা বাইরে বেরিয়ে এলো।

লুকাস নোয়েলের দিকে চাইলো না ড্যান। একটু আগে কি ঘটে গেলো এ নিয়েও ভাবতে চাইছে না সে। বাইরে মুক্ত বাতাসে লোকজনের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাইছে ও। এখন আর কিট বা গিলিকে মারার ইচ্ছা ওর মনে জাগছে না।

জুয়াড়ী বা বন্দুকবাজ হতে চায় না সে। লুকাস বা ডিলান যেভাবে মরেছে সেভাবে মরতে চায় না। ডাফও কেবল অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। অনেকদিন থেকেই পুবে যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো…এখনই সময়।

পাঁচশো ডলার নিজের কাছে রেখে বাকি টাকা হপকিনসদের দিয়ে যাবে, গরু কেনা আর র‍্যাঞ্চ চালাবার জন্যে।

যদি কখনও তার ফিরে আসার দরকার হয়, ওই র‍্যাঞ্চেই ফিরবে…।

বারো

কিন্তু সাথেসাথেই গেলো না সে। ওদের সাথে ঘোড়ায় চড়ে নুসেসের পশ্চিমে সমতল এলাকা থেকে গরু কিনে সেগুলোকে হাঁটিয়ে র‍্যাঞ্চে নিয়ে আসতে গেলো। বেশিরভাগই বাছুর, তবে দলটাকে একটু স্থির রাখার জন্যে

কিছু বড় গরুও কেনা হলো। ভালো ষাঁড় দরকার, কারণ ওরা কেবল আগামী বছরের কথা ভাবছে না—ভবিষ্যতের কথাও ভাবছে।

প্রথম দুদিনের পরেই দেখা গেলো গরু-বাছুর বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। দুই সপ্তাহ ধরে অনেক পরিশ্রম করে প্রথমে শুকনো মাটি আর তারপর হঠাৎ বৃষ্টির ফলে কাদামাটির ওপর দিয়ে দলটাকে আগে বাড়লো ওরা।

শেষ পর্যন্ত জো হপকিনসকে একপাশে ডেকে নিয়ে ড্যান বললো, 'এবার সবকিছু তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি। মাঝেমাঝে আমার খবর পাবে। তারপর একদিন ফিরে আসবো। এরমধ্যে তোমরা র‍্যাঞ্চের কাজ চালিয়ে যাও।'

ওর সাথে হাত মিলিয়ে জো বললো, 'মেয়েরা তোমার অভাবটা খুব বেশি অনুভব করবে। ওরা দুজনেই তোমাকে খুব পছন্দ করে।'

'আবার ফিরবো।'

গরুগুলোকে জড়ো করার কাজ শেষ করে স্ট্যান ঘোড়ার পিঠে ড্যানের দিকে এগিয়ে গেলো। 'যদি কখনও কোন সাহায্যের দরকার হয় কেবল একটা ডাক দিও, আমরা ছুটে যাবো। তোমাকে একান্ত আপন লোক বলেই মনে করি।'

'সংসার জীবনের স্বাদ কোনোদিনই পাইনি। আত্মীয় বলতে ছিলো একমাত্র আঙ্কেল ডিলান—তাও রক্তের সম্পর্কে নয়।'

'দুঃখ করার কিছু নেই, আমরাই তোমার পরিবার বলে মনে করে নাও।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তরে ক্যানসাসের দিকে রওনা হলো ড্যান। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে। বজ্রপাতের ভয়ে নিচু জমির ওপর দিয়ে চলেছে সে। যখন রাত এলো, ওর চারপাশে একটা ভেজা ভাব, মেঘ আর অন্ধকার ছাড়া কিছুই রইলো না। কয়েকবার ক্যাম্প করার পর ডজ সিটির বাতি ওর চোখে পড়লো। ময়লা জামাকাপড় আর গাল ভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি নিয়ে শহরে ঢুকলো সে।

একটা সেলুনের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো ড্যান। সেলুনের দরজার সামনে একটা লোক ওকে দেখে দ্বিতীয়বার আবার ভালো করে চেয়ে দেখলো। তারপর মুখ বাড়িয়ে সেলুনের ভিতর কার সাথে যেন কথা বললো। ড্যান দেখতে পায়নি ওকে।

একটা রেস্টুরেন্টের বাইরে ঘোড়া থামিয়ে সামনে ঝুঁকে বৃষ্টিতে ভেজা

জানালা দিয়ে ভিতরের চেহারাটা আঁচ করার চেষ্টা করলো। নেমে রেইলের সাথে ঘোড়া বাঁধতে যাবে এমন সময়ে বুট আর স্পার পরা দুজন লোক ওর দিকে এগিয়ে এলো।

'বৃষ্টির মধ্যে এখানে ঘোড়া রেখো না,' একজন বললো। 'ওই গলির ভিতর ঘোড়া রাখার শেড আছে।'

'ধন্যবাদ,' বলে লোকটাকে অনুসরণ করলো ড্যান। অন্ধকার গলিতে ঢোকার প্রায় সাথে সাথেই পিছনের লোকটার তাড়াতাড়ি পা ফেলার শব্দ শুনলো সে। পুরো ঘোরারও সময় পেলো না। কানের পাশে পিস্তলের বাড়ি পড়লো। পড়ে গেলো ড্যান।

একজনের গলা শোনা গেলো। 'ওর কোমরে টাকার বেল্টে কম করে হলেও তিন হাজার ডলার আছে।'

কেউ তার শার্টের পকেটে হাত ঢোকালো, কিন্তু কথা বলতে বা নড়তে পারছে না সে। বিড়বিড় করে কেউ বললো, 'দূর! কোথায় অত টাকা? এতো দেখছি অনেক কম!'

রুক্ষ হাতে ওকে ধরেছে কেউ—জ্ঞান হারালো ড্যান। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দিন। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে!

হুইসেলের শব্দ শুনে বুঝলো ট্রেনে আছে। একটা খালি মালগাড়ির মেঝেতে শুয়ে আছে। দপদপ করছে মাথাটা।

অনেক কষ্টে উঠে বসলো সে। গাড়ির দরজাটা খোলা। দেখলো এখনও বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। কোমরে হাত দিয়ে দেখলো টাকার বেল্টটা নেই।

পিস্তলটাও গেছে। তাড়াতাড়ি পকেট খুঁজে দেখলো সে। কিছুই নেই—একটা আধলাও না।

গাড়ির বগিটা খালি। সে ছাড়া ভিতরে আর কেউ নেই। কতক্ষণ এখানে শুয়ে আছে তার কোনো ধারণাই ওর নেই। সারাটা রাত আর দিনেরও অনেকখানি কেটে গেছে সন্দেহ নেই। আলো দেখে বোঝা যাচ্ছে বিকেল হয়ে আসছে। কয়েকবার শহরের বাতি ওর চোখে পড়লো, অর্থাৎ ক্যানসাসের পুবে অথবা মিসৌরিতে আছে। আবার চিৎ হয়ে শুয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো ড্যান।

পাঁজরে বুটের লাথি খেয়ে জেগে উঠলো সে। একটা কণ্ঠস্বর শুনলো। 'এসো! উঠে দাঁড়াও!'

একটা গ্রামের কিছুটা দূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন। আবার গলাটা শোনা গেলো। 'এক্ষুনি বেরোও এখান থেকে। আর যেন কখনও আমাদের ট্রেনে না দেখি!'

মাথা সরিয়ে একটা ঘুসি কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালো ড্যান। লাফিয়ে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেলো সে। পা দুটো খুব দুর্বল। ধীরে নিজেকে আবার টেনে তুললো। ট্রেনটা ঝাঁকি দিয়ে শব্দ করে চলতে শুরু করলো।

ওখানে দাঁড়িয়ে ট্রেনটাকে শহরের দিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলো সে। মাথার ভিতরটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। আঙুল বুলিয়ে দেখলো মাথাটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে রয়েছে। সেই গলার স্বরটা ওর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। মনে হচ্ছে গলাটা সে আগেও শুনেছে। বোঝাই যাচ্ছে লোকটা আগে থেকেই জানতো ওর সাথে বেল্টে টাকা রয়েছে—ঠিক কোথায় খুঁজতে হবে আর কত আছে সবই ওর জানা ছিল।

ভিজে কাপড়ে শীতে কাঁপছে ড্যান। বৃষ্টির মধ্যে কুঁজো হয়ে চারপাশটা ভালো করে একবার দেখে নিলো। একটা ঢালের ধারে রয়েছে সে। সামনে একটা ছোট উপত্যকা। ট্রেনটা ওর ওপর দিয়ে একটা কাঠের ব্রিজ পার হয়ে চলে গেছে। একটা ছোট ঝর্ণা ব্রিজের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে। ঝর্ণার ধারে উইলো আর কটনউড গাছ জন্মেছে।

সরু ধোঁয়ার রেখা উঠছে ঝর্ণার পাশে একটা জায়গা থেকে। গর্তের ওপাশে সাদা রঙ করা একটা বাড়ি দেখতে পেলো ড্যান। একটা লাল গোলাঘর আর উইণ্ডমিলও দেখা যাচ্ছে। একটা পাথরের ওপর বসে বুট থেকে স্পার দুটো খুলে পকেটে ভরে ওই বাড়িটার দিকে রওনা হলো সে।

একটা পথ এগিয়ে গেছে উইলো গাছের ফাঁক দিয়ে। ওখানে একটা ফাঁকা জায়গায় তিনজন লোক বসে আছে আগুনের পাশে। দুজন বয়স্ক, আর অন্যজনের বয়স বিশের কাছাকাছি হবে আন্দাজ করলো ড্যান।

মুখ তুলে ওর দিকে চাইলো সবাই। 'বেশ ঝড় বয়ে গেছে দেখছি!' বললো যুবক। 'ওরা কি তোমাকে ওই গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' ড্যান তার মাথা ছুঁলো। 'তবে ওরা এই অবস্থা করেনি, ডজ সিটিতে গুণ্ডারা কাবু করে ফেলেছিলো।'

ওর জামাকাপড় দেখে ওরা বললো, 'তুমি এর আগে র‍্যাঞ্চের কাজ করতে?'

ওর পক্ষে সেটা স্বীকার করাই সুবিধা। অনেক প্রশ্নের অবসান ঘটবে। তাই করলো। ধপ্ করে একটা গুঁড়ির ওপর বসে সে বললো, 'আমাকে ওদের কেউ মালগাড়িতে তুলে দিয়েছিলো। আমি এখন কোথায় আছি?'

'মিসৌরি।' একটু ঝুঁকে একটা টিনের কাপ এগিয়ে দিলো যুবক। 'একটু কফি খাও, চাঙা বোধ করবে।'

বয়স্ক দুজন এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। ওদের দুজনই যথেষ্ট শক্ত সমর্থ।

'তোমরা কোন্দিকে যাচ্ছো?' প্রশ্ন করলো ড্যান।

'পুবে। ওখানে আমার এক আঙ্কেল আছে পেনসালভেনিয়ায়। সেখানেই যাচ্ছি।'

গায়ে বৃষ্টির ছাঁট লাগছে বলে বয়স্কদের একজন একটু সরে বসলো, তারপর বললো, 'আমি নিউ অরলিনস যাবো। জানি দক্ষিণে ভালো করতে পারবো।'

'খুব একটা সুবিধা হবে না, ফ্রেড,' অন্যজন বললো। 'ওখানে বেতন খুব কম।'

'আমি ঠিকই সুবিধা করে নেবো। সবসময়েই তাই করেছি।'

কফিটা কড়া আর গরম। এটাই ড্যানের দরকার ছিলো। গরমটা তার শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। 'আমার একটা কাজ দরকার। যা ছিলো সবই ব্যাটারা লুট করেছে।'

'তোমার কাছে বেচার মতো কিছু আছে?'

স্পারগুলোর কথা ভাবলো ড্যান। ক্যালিফোর্নিয়ার তৈরি বিশেষ ধরনের স্পার। এদিকে এগুলো পাওয়া যাবে না। 'দুটো স্পার আছে,' বললো সে। পকেট থেকে বের করে ওদের দেখালো ড্যান। 'এছাড়া আর কিছুই নেই।'

'হয়ত এক ডলারে বেচতে পারবে—কপাল ভালো থাকলে দুই ডলারও পেতে পারো। ওই ফার্মে একটা ছেলে থাকে, তোমারই বয়সী,' আঙুল দিয়ে সাদা বাড়িটা দেখালো সে। 'হয়তো ও পছন্দ করতে পারে। দড়ি ছুঁড়ে একটা পোস্টে ফাঁস লাগাবার চেষ্টা করতে দেখেছি ওকে। মনে হয় ওর কাউবয় হবার খুব সখ।'

'সাবধান থাকতে হবে তোমার,' পরামর্শ দিলো ফ্রেড। 'যদি খাবার কিংবা টাকা চাও কারো কাছে, ছয় মাস জেল হয়ে যাবে। বিনা পয়সায় খাটাবে।'

'আসলে এদিকে কাজই নেই,' অন্যজন বললো। 'আমি কাঠের কাজ খুব ভালো জানি— কিন্তু কাজই না থাকলে তাতে কি লাভ?'

কফির মতো আগুনটাও ড্যানের কাছে ভালো লাগছে। ঘুম আসছে তার। অন্যরাও ঝিমাচ্ছে। কিন্তু হুইসেল শুনে ওকে ফেলে তিনজনেই ট্রেন ধরতে ছুটলো।

আগুনের ছাইয়ের দিকে চেয়ে বসে রইলো ড্যান। বৃষ্টি থেমেছে। এবার উঠতে হয়—খিদেয় পেট জ্বলছে—মাথাব্যথাটা এখনও ছাড়েনি। পা দিয়ে কাদামাটি ফেলে আগুন নিভিয়ে খামার বাড়িটার দিকে এগোলো ড্যান।

পথটা কাদাকাদা হয়ে রয়েছে—ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছে সে। তারের বেড়ার ওপাশ থেকে ওর দিকে মুখ তুলে চাইলো একটা গরু। র‍্যাঞ্চের কুকুরটা ওকে দেখে ঘেউ ঘেউ করছে। যতই এগোচ্ছে ওর চলার গতি কমে আসছে। ঢুকতে মন চাইছে না তার। আজ পর্যন্ত নিজের জিনিস কিছু বিক্রি করেনি। ছয় মাস জেলের কথা শোনার পরে খাবার চাওয়ারও সাহস হচ্ছে না।

একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত ভিতরে ঢুকলো ড্যান। হলুদ রঙের কুকুরটার চিৎকার আরও জোরালো হয়ে উঠলো। ওকে শান্ত করার জন্যে নিচু স্বরে কথা বলে ওর দিকে হাত বাড়ালো ড্যান। কিন্তু কুকুরটা গরগর করতে করতে পিছিয়ে গেলো।

নীল এপ্রোন পরা একটা মেয়ে বেরিয়ে এলো। ড্যানের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কি চাই?'

'ভাবলাম তোমাদের কোনো কাজ যদি থাকে,—মাটি কাটা, কাঠ চেরা, যে-কোনো কাজই করতে পারি।'

'না,' চড়া স্বরে জবাব দিলো মেয়েটা। 'আজ সকাল থেকে এই নিয়ে চারজন হলো—কোনো কাজের লোক দরকার নেই।'

একটা লম্বা ছেলে দরজার পাশে মেয়েটার পিছনে এসে দাঁড়ালো। ড্যানের পায়ে কাউবয় বুট দেখে ওর চোখ-মুখের ভাব পালটে গেলো। বুটজোড়া খুব ভালো কারিগরের হাতে বানানো—অনেক নক্সা করা সেলাই রয়েছে ওতে।

'তুমি কি কাউবয়?' প্রশ্ন করলো সে।

'হ্যাঁ, তাই ছিলাম,' জবাব দিলো ড্যান। 'ডজ সিটিতে আমার ওপর

ওয়েস্টার্ন

ডাকাতি হয়। কে যেন ট্রেনে তুলে দিয়েছিলো, তাই এখন আমি এখানে।'

'জন, বাড়ির বাইরে যেও না কিন্তু!' সাবধান করলো মেয়েটা। 'অচেনা লোক।'

'তাতে কি? ও তো আমার সমানই হবে। দেখছো না মাত্র দাড়ি গজিয়েছে ওর?'

ওর মন্তব্যে একটু বিরক্ত বোধ করলো ড্যান। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলো না। 'তুমি কি গরুর মার্কা লাগাও?' কেন না জেনেও প্রশ্ন করলো সে।

'ঠিক তা না।' বাইরে বেরিয়ে এলো ছেলেটা। ওর বয়স ড্যানের সমানই হবে, কিন্তু দেখতে অনেক ছোট দেখায়। 'কাউবয় হবার খুব ইচ্ছা আমার, তবে বাবা-মা তা চায় না।'

বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গল্প করলো ওরা। খিদেয় ড্যানের পেট কামড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে বললো, 'এবার যেতে হয়। আমার স্পার দুটো কেনার মতো একজন লোক খুঁজে বের করতে হবে।'

'স্পার? কোথায়, দেখি?'

পকেট থেকে স্পার দুটো বের করলো ড্যান। ক্যালিফোর্নিয়ার লোকজন স্পারের ব্যাপারে খুব সৌখিন—অনেক নক্সা করে বানানো হয়েছে ওগুলো। প্রত্যেক স্পারের সাথে আবার দুটো করে ছোট্ট ঘণ্টাও রয়েছে। ছেলেটার চোখ চকচক করতে দেখেই ড্যান বুঝলো জিনিসটা ওর মনে ধরেছে।

'দেখতেই পাচ্ছো এগুলো কোনো সাধারণ স্পার নয়। ওয়াইল্ড বিল হিকক নিজে আমাকে এগুলো উপহার দিয়েছিলো।'

'তুমি চেনো তাকে?'

'আমার আঙ্কেলের বন্ধু ছিলো সে। তাকে খুন করার জন্যে লোক লাগানো হয়েছে জেনে সাবধান করতে এসেছিলো।'

স্পারগুলো হাতে নিয়ে দেখছে ছেলেটা। 'এগুলো কিনতে চাই,' বললো সে। 'কিন্তু আমার কাছে মাত্র দু ডলারই আছে।'

'ভালো কথা, তুমি যদি আমার জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারো—কিছু রুটি আর মাংস, বা অন্য কিছু, তাহলে দুই ডলারেই ওগুলো বেচতে রাজি আছি।'

'এখানে একটু দাঁড়াও, এখনই আসছি।'

ছুটে বাড়ির ভিতর চলে গেলো জন। কয়েক মিনিট পর একটা কাগজের ঠোঙা আর ছুটো ডলার নিয়ে ফিরে এলো সে। টাকা আর ঠোঙাটা ড্যানের হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'তুমি এবার যাও, বাবা ফিরে আসার সময় হয়েছে—তিনি আবার ভবঘুরে লোকজন দেখতে পারেন না।'

'ঠিক আছে…ধন্যবাদ।'

গেটের দিকে বাড়িয়ে একটু ইতস্তত করে সে আবার বললো, 'শোনো, যদি কখনও পশ্চিম টেক্সাসে যাও হপকিন্স্ র‍্যাঞ্চের খোঁজ করো। ফোর্ট গ্রিফিনে জিজ্ঞেস করলেই পাবে। ওদের বলো ড্যান বার্কলে তোমাকে পাঠিয়েছে।'

গেট পার হয়ে রাস্তা দিয়ে বেশ অনেকটা দুর এগোনোর পর একটা গাছের তলায় বসলো সে। বড় একচাকা মাংস আর পনির রয়েছে ঠোঙায়। বাড়িতে বেক করা কয়েক টুকরো রুটি আর একটা আপেলও রয়েছে। এক টুকরো রুটি আর প্রায় সবটা মাংস খেয়ে ফেললো ড্যান। সব শেষে আপেল-টা খেয়ে আবার হাঁটা ধরলো।

ছুইদিন পর সেইন্ট লুই পৌঁছলো। পথের শেষটুকু এক কৃষকের তরকারি আর ফলের ওয়্যাগনে লিফট পেলো। 'এদিকে কাজ পাওয়া খুব কঠিন, সেইন্ট লুইতেও বিশেষ সুবিধা হবে না,' জানালো লোকটা।

অনেক লোককেই বিনা কাজে অলস ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো শহরের রাস্তায়। মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে ড্যান। ওর কাছে বিক্রি করার মতো আর কিছুই নেই। ডিলানের কোনো বন্ধুর কাছে সাহায্য চাইতে যাবারও মুখ নেই। জামাকাপড় আর চেহারার যা অবস্থা তাতে ওদের কারো কাছে যাওয়া চলে না। ডিলান সবসময়েই বলতো পকেটে একটা কানাকড়িও যদি না থাকে তবু নিজেকে ফিটফাট রাখতে হবে।

রাস্তার কোণায় দাঁড়িয়ে সে ভাবছে কি করা যায়। কি কি বিদ্যা তার জানা আছে খতিয়ে দেখছে। ভালো তাস খেলা জানলেও জুয়া খেলতে চায় না ও। বন্দুক-পিস্তলে দক্ষতা আছে, কিন্তু লুকাসকে হত্যা করার পর পিস্তল ধরতে আর মন চাইছে না। ডিলানের কাছ থেকে অনেকরকম শিক্ষাই সে পেয়েছে, কিন্তু সেগুলো কাজে লাগাতে হলে টাকার দরকার।

সারাটা দিন রাস্তায় ঘুরেঘুরে কাটালো ড্যান। যেখানেই লোকজনকে কাজ করতে দেখেছে, কাজ খুঁজেছে, কিন্তু সবখানেই সেই একই ব্যাপার

ঘটেছে। কোথাও কাজ মেলেনি।

সন্ধ্যার দিকে নদীর ধারে ফিরে গিয়ে ডকে বসলো। এই প্রথম সে টের পেলো ডিলান তাকে অনেক কিছুই দেখিয়েছে, শিখিয়েছে—কিন্তু সেইসাথে বহুকিছু থেকে আগলেও রেখেছে। কষ্ট পেতে দেয়নি। ডিলানের একটা আলাদা সম্মান ছিলো সবার কাছে। ওর সাথে থাকায় তাকেও সবাই সম্মান করেছে। কিন্তু এখন সেসব হারিয়ে গেছে—অপরিচিত, সম্পূর্ণ একা সে।

সেইন্ট লুই-এর সাদার্ন হোটেলে ডিলানের সাথে থেকেছে ড্যান। ওখানে হয়ত ডিলানের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের দেখা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই চেহারা নিয়ে হোটেল লবিতে কি করে দাঁড়াবে? ব্যাঙ্কে চিঠি লিখে টাকা পাঠাতে বলা যায়, কিন্তু ডাক বিভাগের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া ব্যাঙ্ক থেকে কেউ ফোর্ট গ্রিফিনে গেলে তবেই চিঠিটা পাবে। কতদিনে যাবে তারও কোনো ঠিক নেই।

আগে, আলাদা থাকার সময় সে জানতো ডিলান কাছে পিঠেই কোথাও আছে। অন্তত একজন আছে, যে তার ভালো চায়—কিন্তু আজ ওর আর কেউ নেই।

রাতে একটা গুদামের কার্নিসের তলায় রাখা তুলোর বস্তার ওপর ঘুমালো। ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে একটা খবরের কাগজ কোটের ভিতর রাখলো। কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে সারারাত শীতে কাঁপলো—মাঝেমাঝে ঘুম ভেঙেছে, পাশ ফিরে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করেছে সে। ওর কাপড় ভেদ করে ঠাণ্ডা ঢুকছে।

শেষ পর্যন্ত উঠে আবার নদীর ধারে গেলো। একটা লঞ্চ বাঁধা রয়েছে আর একটু আগে। বৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাতি দেখা যাচ্ছে—কিন্তু ঝাপসা।

এখনও অন্ধকার রয়েছে; খিদে পেয়েছে ওর। ক্লান্তিতে চোখ ভারি হয়ে আছে। একটু পরে আবার তুলোর বস্তার কাছে ফিরে খবরের কাগজটা ঠিক মতো বসিয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঠাণ্ডা-ধূসর ভোরে ঘুম ভাঙলো ওর। বৃষ্টি থেমেছে, মেঘ কাটেনি। নদী-টা বয়ে চলেছে আপন মনে। ওদিকে চেয়ে এখন কি করা যায় ভাবছে ড্যান।

একটা বুড়ো লোক পাইপ টানতে টানতে ডক দিয়ে এগিয়ে আসছে। তার হাতে একটা লাঞ্চের বাক্স। পণ্ডিত মশাইর ভঙ্গিতে স্টীল ফ্রেমের চশমার

উপর দিয়ে ড্যানের দিকে চাইলো। 'গুড মর্নিং, বয়,' বললো সে, 'খুব ভোরে উঠেছো ?'

বুড়োর দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসলো সে। ঠাণ্ডা, আড়ষ্টতা আর প্রচণ্ড খিদের মাঝেও রসবোধ কমেনি ওর। 'মিস্টার,' গভীর হবার চেষ্টা করে বললো ড্যান। 'তুমি না জিজ্ঞেস করেই আমার শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছো। বিরক্ত করো না।'

খিকখিক করে হেসে উঠলো বুড়ো। 'তা, বিরক্ত যখন করেই ফেলেছি তখন উঠে এসে আমার সাথে না হয় এককাপ কফি খাও ?' বস্তার ওপর থেকে নেমে পড়লো ড্যান। 'চমৎকার প্রস্তাব। এরচেয়ে সুন্দর আমন্ত্রণ সারাদিন পাইনি। আসলে সারাদিনে কেন, গত কয়েকদিনে এটাই প্রথম।'

দুজনে ডকের গায়ে ভিড়ানো একটা পুরোনো স্টীম-বোটের দিকে এগিয়ে গেলো। বৃদ্ধ আগে আগে ড্যানকে পথ দেখিয়ে কাঠের তক্তাটার ওপর দিয়ে বোটে উঠলো। তারপর কেবিনের তালা খুলে ভিতরে নিয়ে গেলো।

'বসো, কফির ব্যবস্থা করছি।' লাঞ্চের বাক্সটা টেবিলের ওপর রাখলো সে। 'তোমাকে এদিকে আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না, দেখেছি ?'

'না, স্যার। কাজ খুঁজছি।'

'পেশা কি ?'

'ঠিক পেশা বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু নেই। কাজের মধ্যে র‍্যাঞ্চে গরুর মার্কা লাগিয়েছি, আর মোষ শিকার করেছি। তবে গায়ে শক্তি আছে —যে কোনো কাজই করতে পারবো।'

'কথাটা, কিছুই পারো না বলারই সামিল হলো। যারা কাজ দেবে তারা তুমি ছুতোর, কামার না কুমার এসব জানতে চাইবে। একটা নির্দিষ্ট পেশা তোমার থাকতে হবে—কি ভালো পারো ?'

'যা পারি সেগুলো করতে চাই না।'

'তার মানে ?'

'ইচ্ছামতো তাস বাঁটতে আর গুলি ছুড়তে পারি।'

চশমার ফাঁক দিয়ে ড্যানের দিকে চাইলো সে। 'হুম্‌ম্‌। তাহলে পেশাদার জুয়াড়ী ?'

'না, স্যার। আমার আঙ্কেল তাই ছিলো—সে-ই আমাকে শিখিয়েছে।

তার মতে এটাও বক্সিং-এর মতো নিজস্ব নিরাপত্তার জন্যে দরকার। কিন্তু আমি জুয়াড়ী হই এটা চায়নি সে।'

'সমঝদার মানুষ। তাহলে কি করবে বলে ভাবছো? আমি বলছি মানুষের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা দরকার। তুমি এখনও ছেলেমানুষ, বাবা, কিন্তু এখন থেকেই চিন্তা করা ভালো আমার বয়সে তুমি কি করবে। ছোটবেলায় আমিও গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। স্থির হয়ে একটা কিছু করবো, সবসময়েই ভেবেছি। কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। আগামী বছরের জন্যে অপেক্ষা করে করেই এই অবস্থায় পৌছেছি।'

মাংস ভাজছে সে, কফির পানি ফুটছে। 'বেশির ভাগ সময়েই লাঞ্চ বাইরে থেকে কিনে আনি আমি। নিজের রান্না নিজের কাছেই সহ্য হয় না, তাই অন্যের রান্না করা খাবার কিনে খাই।'

'বিয়ে করোনি?'

'করেছিলাম···চমৎকার মহিলা। একটা ছেলেও ছিলো।'

'কোথায় সে?'

'পশ্চিমে গেছে···এরপরে ওর কোনো খবরই পাইনি। ছেলেটা বেশ ভালো ছিলো।' একটু চুপ করে থেকে বুড়ো আবার বললো, 'ওকে দোষ দিই না। আমিও ওই বয়সে তাই করেছিলাম। পশ্চিমে গিয়ে বীভার শিকার করে সময় কাটিয়েছি।'

ড্যানের দিকে আড়চোখে চাইলো সে। 'টেটন্‌স্ দেখেছো? কিংবা বিগ-হর্ন? বা উইণ্ড রিভার পাহাড়? দেশ বটে! সত্যিকার চমৎকার জায়গা!'

'হ্যাঁ।'

প্লেটে ভাজা মাংস বেড়ে কফি ঢাললো বুড়ো। একটা রুটির টিন থেকে রুটি বের করলো, 'বিশেষ কিছুই নেই। নাও শুরু করো।'

কোট খুলে টেবিলে বসলো ড্যান। 'ডেকে কাজ করার মানুষ লাগবে না তোমার? খুব সস্তায় কাজ করবো।'

শুষ্ক হাসি হাসলো বুড়ো। 'বাপ, নিজের খাবার জোটানোই মুশকিল হয়ে পড়েছে। গত পাঁচমাসে একবারও কেউ আমার স্টিমবোট ভাড়া খাটায়নি। কোনো কাজই পাইনি। একটা ছোটখাটো জাহাজ উদ্ধারের কাজ করবো ভেবেছিলাম, কিন্তু শুনলাম ময়দা ছাড়া অন্য মাল প্রায় কিছুই ছিলো না ওতে। ভিজে ময়দা দিয়ে কার কি উপকার হবে?'

কফির কাপ নামিয়ে রাখলো ড্যান। 'কোথায় ডুবেছিলো ওটা?'

'নদীর বাঁকে—এখান থেকে ভাটির দিকে মাইল তিরিশেক দূরে। ধাক্কা খেয়ে তলা ফেঁসে গিয়ে ডুবেছে। পানি বেশি গভীর না--ডুব দিলে ওখানে পৌছানো যায়।'

'ওটা উদ্ধারের চেষ্টা করতে চাও? আমি সাহায্য করতে পারি। ভালো সাঁতার জানি—ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ থাকতেও পারি।'

'কোনো লাভ নেই। ওই ময়দা নষ্ট হয়ে গেছে।'

'নষ্ট হবেই তার কোনো মানে নেই। পশ্চিমে কিছু পানিতে ভেজা ছালার বস্তা আমি দেখেছি—কেবল বাইরের দিকের কিছুটা ময়দা নষ্ট হয়েছে, ভিতরে ঠিকই ছিলো। পানি চুষে বাইরেটা প্লাস্টারের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিলো।'

'এই ময়দা ছিলো পিপের ভিতর।'

'সেটা তো আরও ভালো। চেষ্টা করতে চাও?'

বছরের এই সময়টাতে নদীর পানি বরফের মতো ঠাণ্ডা। ইতস্তত করছে বুড়ো, কিন্তু ড্যান বুঝতে পারছে প্রস্তাবটা নিজের মনেই নাড়াচাড়া করে ভেবে দেখছে সে।

'কথাটা গোপন রাখাই ভালো,' শেষ পর্যন্ত বললো বোটের মালিক। 'অনেক টাকার মাল রয়েছে ওখানে, অন্য লোকে জোর করে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে।'

'তোমার কাছে অস্ত্র আছে?'

'একটি পুরোনো দোনালা বন্দুক—ব্যাস।'

অনেকক্ষণ কথাবার্তা চললো ওদের, তারপর বুড়োর সাথে স্টীমবোটে কি কি যন্ত্রপাতি আছে দেখতে ডেকে গেলো ড্যান। পুরোনো হলেও সবকিছু বেশ ভালোই আছে: বাষ্পচালিত কপিকলটাও ব্যবহারযোগ্য। ওই স্টীমবোটটা মিসৌরি আর তার শাখা নদীগুলোতে কাজ করেছে। বড় বড় ফ্ল্যাটবোট, গাছের কাণ্ড দিয়ে তৈরি ভেলা বা নষ্ট স্টীমার টেনে নেয়ার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। নদীর ওপর খুব কাছের জিনিস ওটা।

'ওখানে ঘোলা কাদাপানি, বুড়ো বললো। পাটাতনের একটা ঢাকনা খুঁজে বের করতে হবে, খোলা না থাকলে সেটা খুলতেও হবে তোমাকে।'

'পারবো।'

এই ধরনের কাজ আগে কখনও করেনি ড্যান। কিন্তু সে যে ভালো সাঁতার কাটতে পারে আর দমও অনেক—এগুলো সত্যি। অবশ্য হোটেল লবিতে অনেক উদ্ধার কাজের গল্প সে শুনেছে। কিছু গল্প বইয়েও পড়েছে। সে ভাবলো, অন্তত কয়েক বেলা ভালো খাওয়া পাওয়া যাবে।

ড্যানকে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেছে বুড়ো। 'তুমি বেশ শিক্ষিত ছেলে,' মন্তব্য করলো সে।

'না, স্কুলে পড়া বিদ্যা নেই। কোনোদিন স্কুলেই যাইনি। তবে নিজে নিজে অনেক পড়াশোনা করেছি, আর যা পড়লাম তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি।'

কাঁধ ঝাঁকালো বুড়ো। 'হয়তো ওটাই শেখার সবচেয়ে ভালো উপায়। তুমি তো বেশ দ্রুত চিন্তা করতে পারো, মাথাটাও ভালো, আইন পড়ো না কেন?'

'এ নিয়ে ভাবিনি কখনও।'

'আগে না ভাবলেও এখন ভাবো। ওকালতি না করলেও অনেকভাবে এই জ্ঞান ব্যবহার করতে পারবে। আইন জানাটাই অনেক সময়ে খুব কাজে দেয়।'

দিনের অনেকটা সময় কথা বলেই কাটালো ওরা। ঘুরে ফিরে বারবার ওদের নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করলো। স্টীম-বোটের সরঞ্জামগুলোও আর একবার চেক করে দেখলো।

একটা ব্যাপার ড্যানকে চিন্তিত করে তুলছে, 'আমাদের দুজনেরই সশস্ত্র থাকা প্রয়োজন,' বললো সে। 'শহরে ভবঘুরে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। ওদের বেশিরভাগই হয়তো ভালো লোক, এখন বেকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু কিছু খারাপ লোকও আছে ওদের ভিতর। এই লোকগুলো টাকার গন্ধ পায়। আমরা যদি ময়দা ওঠাই···কত ব্যারেল আছে ওখানে?'

'মোট পাঁচশো ব্যারেল। কিছু নষ্ট হয়েছে—হয়তো সবটাই।'

'ওগুলো সব বের করতে অনেক সময় লাগবে, এর মধ্যেই কেউ না কেউ কৌতূহলী হবেই। আমাদের তৈরি থাকা দরকার।'

'আমার কাছে টাকা নেই,' বললো সে। 'ওই শটগানটাই সম্বল। ওটার বেশি গুলিও নেই।'

হঠাৎ ড্যানের একটা কথা মনে পড়লো। সাদার্ন হোটেলে ডিলানের সাথে

উঠেছিলো সে। হয়তো ওই হোটেলের ম্যানেজার তাকে কিছু টাকা দিতে রাজি হতে পারে। ডিলানকে খুবই খাতির করতো ওরা।

বুড়ো প্যাট্রিকের ক্ষুরটা চেয়ে নিয়ে দাড়ি কামালো ড্যান। গত এক বৎসর যাবত সপ্তাহে দুদিন শেভ করে সে। প্যাট্রিকের একটা কালো কোট ওর গায়ে মোটামুটি ফিট হলো।

অন্ধকার হয়েছে। হোটেলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো ড্যান। অস্বস্তি লাগছে ওর। সে জানে তাকে ঠিক পরিপাটি দেখাচ্ছে না—তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

ভাগ্যচক্র-২

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৮৪

এক

পুবে যাবে বলে হপকিনসদের থেকে বিদায় নিয়ে টেক্সাস ছেড়ে রওনা হয়েছিলো ড্যান। ডজ সিটিতে গুণ্ডারা ওর সাথে যা ছিলো সব কেড়ে নিয়ে ওকে অজ্ঞান অবস্থায় ট্রেনের মালগাড়িতে তুলে দিয়েছে। শূন্য পকেটে সেইন্ট লুই পৌঁছেছে—অনেক ঘুরেও কোনো কাজ জোগাড় করতে পারেনি। নদীর ডকে তার পরিচয় হলো ক্যাপ্টেন প্যাট্রিকের সাথে। কিন্তু তারও আর্থিক অবস্থা ভালো নয়।

তিরিশ মাইল দূরে নদীতে একটা স্টীমার ডুবেছে। ওই স্টীমারে বেশ কিছু ময়দা ছিলো—প্যাট্রিককে রাজি করিয়েছে ড্যান—ময়দা উদ্ধার করে কিছু টাকা রোজগার করার প্ল্যান। কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে তাতে টাকা রোজগার করলেও রক্ষা করা মুশকিল। একটা পিস্তল থাকলেও অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করতো ড্যান। গুণ্ডারা ওর পিস্তলটাও রেখে দিয়েছে।

প্যাট্রিকের জ্যাকেটটা ড্যানের গায়ে ঠিক ফিট করেনি। তবু ওটা অন্তত পরিষ্কার আছে। তারটা একেবারে নোংরা। ওটা পরে কোনো পশ হোটেলে যাওয়া চলে না।

সাদার্ন হোটেলের দিকে এগিয়ে চলেছে ড্যান। কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করছে। ডিলানের এতদিনের শিক্ষা আজ সে অমান্য করবে। কিন্তু তার উপায়ই বা কি? বাঁচতে তো হবে? সেইন্ট লুইতে একমাত্র সাদার্ন হোটেলেই সে ডিলানের সাথে দুবার উঠেছে। দেখেছে ম্যানেজার ডিলানকে দুবারই অত্যন্ত সমাদর করেছে। হয়তো সেই সুবাদে ম্যানেজারের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার পাওয়া যেতে পারে।

হোটেলের লবিটা বেশ বড়। সবাই ব্যস্ত।

হোটেলের রিসেপশনিস্ট ড্যানের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে ওকে উপেক্ষা করলো। কিন্তু ড্যান তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'ম্যানেজারের সাথে একটু দেখা করবো।'

অবজ্ঞার চোখে ওকে আপাদমস্তক মেপে রিসেপশনিস্ট প্রশ্ন করলো, 'ম্যানেজার? কি দরকার?'

'বললেই হবে আমি ডিলান ন্যাশের ভাতিজা।'

কাউন্টারের লোকটার ভাবে পরিবর্তন দেখা দিলো। 'তাই? আচ্ছা, এক মিনিট।'

একটু পরেই বেরিয়ে এসে ড্যানকে ম্যানেজারের ঘরে নিয়ে গেলো সে। পালিশ করা একটা ডেস্কের পিছনে বসে আছে ম্যানেজার।

'আমি ড্যান বার্কলে। ডিলান ন্যাশ আমার চাচা।'

'হ্যাঁ, তোমাকে মনে আছে, মিস্টার ন্যাশ কেমন আছেন?'

'মারা গেছেন। খুন করা হয়েছে।'

'তাই নাকি?' ধরা যায় না, এমন একটু সূক্ষ্ম পরিবর্তন এলো ম্যানেজারের মধ্যে। 'তা, কি জন্যে এসেছো?'

'কয়েকদিন আগে পৌঁছেছি আমি, হাতে টাকা-পয়সা কিছু নেই। একটা কাজ পেয়েছি কিন্তু তাতে কিছু নগদ টাকার দরকার। ভাবলাম তুমি—'

উঠে দাঁড়ালো ম্যানেজার। দুঃখিত, বার্কলে। টাকা ধার দেয়া আমাদের নীতিবিরুদ্ধ। মিস্টার ন্যাশ আমাদের সম্মানিত খদ্দের ছিলেন, কিন্তু তিনি আর এখন আমাদের মাঝে নেই। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে আমার—।'

এক মিনিট পর রাস্তায় বেরিয়ে এলো ড্যান। নাহ্! ধার আশা করাটাই বোকামি হয়েছে তার। ডিলান যখন বেঁচে ছিলো, কত ভিন্ন ব্যবহারই না সে পেয়েছে!

ঘুরে রওনা হওয়ার সময় একটা ডাক তার কানে এলো। 'ড্যান?'

ফিরে চাইলো সে। বিল হিকক দাঁড়িয়ে। 'মোষ শিকারের মাঠ থেকে অনেক দুর, স্যার।'

'তা বটে।' এগিয়ে এলো বিল। 'ঠিক তুমিই কিনা প্রথমে বুঝতে পারিনি। ডিলানের ঘটনা শুনেছি, খুব খারাপ কথা।'

'আমার জন্যে তাই।'

'এখানেই উঠেছো?' হোটেলের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

'না, পকেট গড়ের মাঠ।' সব ঘটনা খুলে বললো সে। ডজ সিটিতে মাথার আঘাত থেকে শুরু করে নদীর স্টীমবোটের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে শেষে বললো, 'সেইজন্যেই আমার একটা পিস্তল দরকার।'

'সাহায্য করতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু মিথ্যা ভণিতা করে লাভ নেই—দিনকাল আমারও বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। আবার পশ্চিমে ফিরে যাচ্ছি ছুটো শিকার পার্টির গাইড হয়ে।'

পকেটে হাত ঢুকালো সে। 'ড্যান, বেশি টাকা নেই। এই বিশ ডলারের স্বর্ণ মুদ্রাটা রাখো। আমার সাথে কামরায় গেলে বাড়তি পিস্তলটা দিতে পারি।'

হোটেলে ঢুকলো ওরা। ড্যানকে দেখে ম্যানেজার এগিয়ে এলো। 'এই হোটেলে তোমার কোনো ঘর নেই। তুমি—'

'আমার আছে,' ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো বিল। 'এই ছেলেটা আমার বন্ধু—খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওর সাথে বেয়াড়া ব্যবহার করলে তোমার নাক ভেঙে দেবো।'

'দুঃখিত, স্যার। আমি ভাবলাম—'

'কিছু ভাবোনি তুমি।' ওকে ধমক দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো বিল। সঙ্গে ড্যান।

কামরায় ঢুকে সুটকেস খুলে একটা নতুন স্মিথ এণ্ড ওয়েসন পিস্তল বের করলো সে। 'এটা একজন উপহার দিয়েছিলো। এরচেয়ে ভালো পিস্তল আর হয় না। কিন্তু আমারটার ওজনে আমি অভ্যস্ত, তাই এটা ব্যবহার করি না।' একমুঠো কার্তুজ বের করে ড্যানের হাতে দিলো সে। 'এগুলো রাখো। তবে গোলমাল বাধলে আরও কিছু গুলি কিনে নিতে হবে।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধ সমান চুল আঁচড়াচ্ছে বিল। 'গিলি, কিট আর লুকাস—তিনজনেই কাজটা করেছে, তাই না?'

'দরজা দিয়ে বেরোবার মুখে শটগান দিয়ে গুলি করেছিলো। কোনো সুযোগই পায়নি ডিলান।'

'আর কোনোভাবেই ওদের পক্ষে ডিলান ন্যাশকে মারা সম্ভব ছিলো না। পিস্তলে খুব ভালো হাত ছিলো ওর। যাক, ওদের শাস্তি একদিন হবেই।'

'লুকাস নোয়েল মারা গেছে।'

'লুকাস? শুনিনি তো?'

'ফোর্ট গ্রিফিনের পশ্চিমে টেক্সাসের ঘটনা। ওখানকার একটা র‍্যাঞ্চে ভাড়াটে বন্দুকবাজের কাজ নিয়েছিলো সে।'

আয়নার ভিতর দিয়ে ড্যানের চোখে চোখ রাখলো বিল হিকক। 'তুমি না বলছিলে ওদিকেই কোথায় তোমার র‍্যাঞ্চ?'

'আমিই মেরেছি।'

'ভালো করেছো। বেইমানি করে ডিলানকে মারার উপযুক্ত শাস্তি হয়ে-

ছে। টাই সিধে করলো বিল। 'ডিলান বলেছিলো তুমি সেরা পিস্তলবাজদের একজন। তার চেয়েও চালু হাত।'

'আমাকে সে ভালোবাসতো, মনে হয় একটু বাড়িয়ে বলেছে।'

'আমার কাছে নয়। এসব ব্যাপারে ও কখনো বাড়িয়ে বলতো না।' তোয়ালেটা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে নিজের চোখের ওপর চেপে ধরলো বিল। 'বেশ আরাম লাগে,' মন্তব্য করলো সে। 'রাত জেগে তাস খেলার ফল।'

উঠলো ড্যান।'আমাকে এবার যেতে হয়।' একটু থামলো সে।'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। সুযোগ পেলে এই ঋণ একদিন শোধ করবো।'

'ঠিক আছে। শুভেচ্ছা রইলো। গুডলাক। যদি শাইয়্যান বা ব্ল্যাক হিল-সের দিকে কখনো আসো দেখা করো।'

রাস্তায় বেরিয়ে এলো ড্যান। কোমরে গোঁজা পিস্তলটা থাকায় বেশ স্বস্তি বোধ করছে। নদীর ধারটা ঠাণ্ডা আর কুয়াশাচ্ছন্ন। স্টীমবোটের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

আগামীকালই রওনা হবে ওরা। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বেশ কিছু টাকা আসবে ওর হাতে। পুবে যেতে পারবে সে।

দুই

কুয়াশা ঢাকা রাত। রাস্তাঘাট ভিজে। নদীর পানি কালো দেখাচ্ছে। দু'-একটা জায়গায় আলো পড়ে চিকচিক করছে।

শেষ মুহূর্তে ওরা আর একজন লোক নিয়েছে। লোকটার নাক ভাঙা—আইরিশ। বুড়ো প্যাট্রিক আর ড্যান দুজনেই ওর সাথে দিনের অনেকটা সময় কথা বলে কাটিয়েছে। ওদের মতো সে-ও নিঃস্ব। লাভের আশায় খাটতে রাজি আছে—ওকে ডেকে সাহায্য করার জন্যে নেয়া হয়েছে।

হারভি রেল লাইন পাতার কাজ করেছে, কাঠের কাজ মোটামুটি জানে, আর মাইনেও কাজ করেছে। এক সময়ে ভালো বক্সার ছিলো। বক্সিং করেই নাক ভেঙেছে ওর।

'তোমার ওপর নির্ভর করছে,' ড্যান বলেছিলো। 'আমরা যা রোজগার করবো তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ পাবে। প্যাট্রিক দু'ভাগ পাবে কারণ

এটা ওর স্টীমবোট। আর আমি দুই ভাগ পাবো কারণ ময়দা পানিতে ভিজ-লে পুরোটা নষ্ট হয় না, এই বুদ্ধিটা আমার। আর তাছাড়া কেউ বাগড়া দিতে আসলে ঝামেলা সামলানোর ভারও আমার।'

'তোমার তো বয়স বেশি হয়নি,' অবিশ্বাস ভরে ওর দিকে চেয়ে মন্তব্য করলো হারভি। 'মারপিট করে করে আমার ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে, ঝামেলা সামলানোর ভারটা আমার ওপর ছেড়ে দিলে ভালো হবে।'

'তোমারও দরকার পড়বে বলে আমার বিশ্বাস,' বললো প্যাট্রিক। 'তবে ড্যানের ওপর আমার আস্থা আছে।'

'হাতাহাতি করেছো কখনো?' প্রশ্ন করলো হারভি।

'বলার মতো তেমন কিছু না। তবে ডিলান ন্যাশ কিছু কিছু কায়দা শিখিয়েছে। দুজনে কিছু বক্সিং করেছি।'

নোঙর তুললো ওরা। ধীর গতিতে স্রোতের সাথে এগিয়ে চলেছে ছোট স্টীমারটা। ময়দা তোলা সম্ভব হলে সব মাল আনতে কয়েকবার যাওয়া-আসা করতে হবে ওদের। নোঙর করা লঞ্চ-স্টীমারের পাশ দিয়ে এগিয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হলো ওরা।

'নদীর ইঁদুরগুলোই হবে প্রধান শত্রু। সবখানেই ওদের নাক গলানো চাই। হাতের কাছে যা পাওয়া যাবে সবই ওদের চাই,' বললো ক্যাপ্টেন। 'নিশ্চিন্ত হয়ে বলা যায় ওখানেও ঢুকেছে। একেবারে গলাকাটা।'

'ঠিক,' স্বীকার করলো হারভি। 'শালাদের কোনো বিশ্বাস নেই।'

বাঁক নিয়েই অল্প পানিতে ডুবে থাকা জাহাজটাকে দেখতে পেলো ওরা। পাড়ে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ঘন জঙ্গল একেবারে নদীর পাড় পর্যন্ত এসে থেমেছে। কটনউড, বক্স এলডার, এল্‌ম্‌ আর উইলো গাছের বন।

ডুবন্ত জাহাজটার সাথেই স্টীমবোট বাঁধা হলো। জামা-কাপড় খুলে ডুব দেয়ার জন্যে তৈরি হলো ড্যান। স্টীমবোটের আড়ালে সে কি করছে পাড় থেকে তা দেখা যাবে না।

পাইলট হাউসটা পানির ওপরেই জেগে আছে। চট করে একটু পরীক্ষা করেই ড্যান বুঝলো দামী জিনিসপত্র সবই লুট হয়ে গেছে। এমনকি জাহাজ ঘুরাবার চাকাটা পর্যন্ত খুলে নেয়া হয়েছে পিতল আর বাতিগুলোর সাথে।

এরপর জাহাজের মেটদের কামরা পরীক্ষা করে সেখানেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করলো সে।

পাইপ ধরিয়ে একটা ছিপ নিয়ে বসলো প্যাট্রিক। ভাবটা এমন যেন মাছ ধরছে। 'ওরা ভাবুক আমি মাছ ধরছি,' বললো সে। 'কতক্ষণ বোকা বানানো যাবে সেটা বলা কঠিন।'

বড় বড় পকেটওয়ালা একটা ক্যানভাসের বেল্ট পড়েছে ড্যান। সহজে নিচে যাওয়ার জন্যে পাথর ভরে পকেটগুলো ভারি করেছে। পাশ দিয়ে নেমে হারিকেন ডেকে গেলো ও. সেখান থেকে সেলুন ডেকে। এগুলো ফার্স্টক্লাস কেবিন।

পানিটা ঘোলা, তবু বেশ আলো আছে, দেখতে পাচ্ছে ড্যান। চতুর্থ ডুব দিয়ে একটা কাঠের লম্বা বাক্স পেলো সে। দড়িতে বেঁধে, টেনে তোলার সঙ্কেত দিলো।

পরে ডেকে ফিরে বাক্সটা পরীক্ষা করে দেখলো। ওর ওপর নাম লেখা রয়েছে কীথ পিয়ারসন। নামটা আগেও দেখেছে ও।

'ভেঙে ফেলা যাক ওটা,' প্রস্তাব দিলো হারভি।

'না,' বাধা দিলো ড্যান। 'এই বাক্সের মালিক সাদার্ন হোটেলে আছে। ম্যানেজারের সাথে দেখা করার জন্যে যখন অপেক্ষা করছিলাম, ওই নামটা রেজিস্টারে চোখে পড়েছিলো। এটা ফেরত পেলে লোকটা হয়তো আমাদের কিছু টাকা দিতে পারে। মনে হয় এর ভিতর কি আছে আমি জানি।'

ড্যান নিশ্চিত ওটা একটা বন্দুকের বাক্স। এই ধরনের বাক্স সে আগেও দেখেছে। শিকারীরা সাধারণত এমন যত্ন করে বন্দুক রাখে।

পরের দিন আরও গভীরে ডুব দিলো সে। প্রথমেই প্রধান ডেকে পৌঁছলো। ট্রাঙ্ক আর বাক্সে ওই জায়গাটা ঠাসা। ডেকের সামনের দিকে কিছু মোটা দড়ি পেলো সে। জাহাজ বাঁধার কাছি। ডকে যে কোনো লোকের কাছে বিক্রি করা যাবে। কিংবা ক্যাপ্টেন প্যাট্রিক নিজেও ব্যবহার করতে পারবে।

হারভিও দুবার ডুব দিলো, কিন্তু ড্যানের মতো থাকতে পারে না। প্রধান ডেকে নেমে হ্যাচটা খুলতে সক্ষম হলো সে। সকাল দশটার দিকে কফি খেতে ফিরে আসার আগেই হ্যাচ খুলে ব্যারেলগুলো দেখে এলো ওরা। স্টীমপ্রেসার বাড়িয়ে ব্যারেল টেনে তোলার জন্যে উইঞ্চ তৈরি রেখেছে প্যাট্রিক।

'ব্যারেলগুলো গড়িয়ে উইঞ্চ পর্যন্ত আশা খুব সহজ হবে,' বললো হারভি।

'পানির তলায় ওগুলোর ওজন খুব কম। অনেক মাল রয়েছে ওখানে।'

কম্বল জড়িয়ে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছে ড্যান। আগে কখনো এতক্ষণ পানিতে কাটায়নি সে। পানির তলায় এতো নিচেও মাত্র দু'একবারই গিয়েছে। এই খোঁজাখুঁজির মধ্যে একটা আলাদা উত্তেজনা রয়েছে। এখন-ও কয়েকটা কেবিনে কি আছে দেখা বাকি রয়ে গেছে।

বেশ পরিশ্রমের কাজ। তবুও সন্ধ্যার আগেই তারা পঞ্চাশ ব্যারেল ময়দা স্টীমবোটে তুললো। তেরপল দিয়ে ব্যারেলগুলো ঢেকে রাখলো। এখনও কেউ এদিকে আসেনি।

একটা ব্যারেল খুলে ওরা দেখেছে, কেবল বাইরের দিকের ময়দা পানিতে ভিজে তিন ইঞ্চি মতো একটা কঠিন আবরণ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ভিতরের-গুলো শুকনো আর ভালোই আছে। ওরা নিজেদের ব্যবহারের জন্যে ওটা রাখলো।

ডেকে আর জায়গা না থাকায় সেইন্ট লুই-এ ফিরে এলো ওরা।

বন্দুকের বাক্সটা বগলে নিয়ে সাদার্ন হোটেলের দিকে রওনা হলো ড্যান। ওখানে কীথ পিয়ারসনের সাথে দেখা করবে।

এবার আর কেউ বাধা দিলো না ওকে। কেরানির কাছ থেকে কামরার নম্বরটা জেনে নিয়ে দোতালায় উঠলো ড্যান।

বেঁটে মোটা মতো একটা লোক দরজা খুলে দিলো। চুল আর দাড়িতে পাক ধরেছে তার। প্রথমে ড্যান তারপর বাক্সটার দিকে চেয়ে দরজা ছেড়ে সরে গিয়ে ওকে ভিতরে ঢুকতে বললো।

'ওটা আর কোনোদিন ফিরে পাবো বলে আশা করিনি,' কীথ বললো।

'সেদিন হোটেল রেজিস্টারে তোমার নাম দেখেছিলাম। তারপর এটা পেয়ে ভাবলাম এগুলো হয়তো তোমার প্রিয় অস্ত্র হতে পারে।'

'সত্যিই তাই,' বললো সে। 'বাবার কাছ থেকে পাওয়া শেষ উপহার। কত দিতে হবে তোমাকে?'

'কিছুই দিতে হবে না, স্যার। তোমার জিনিস তোমার কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছি মাত্র।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ড্যানের দিকে চেয়ে ওর মতলব বোঝার চেষ্টা করলো কীথ। 'কথাটা বলার জন্যে কিছু মনে করো না, কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে টাকার খুব প্রয়োজন আছে তোমার।'

'তা অবশ্য আছে,' সোজাসুজি স্বীকার করলো ড্যান। 'তবে জিনিস ফেরত দেয়ার জন্যে কোনো টাকা নিতে পারবো না।'

'এটা পেলে কি করে? আমার তো ধারণা ছিলো ওই জাহাজের সবই পানিতে গেছে।'

ব্যাখ্যা দিলো ড্যান। ময়দা সম্পর্কে ওরা কি করছে সবই খুলে বললো। ক্যাপ্টেন প্যাট্রিক যে ইনশিওরেন্স কোম্পানির সাথে ময়দা উদ্ধারের জন্যে একটা চুক্তি করতে গেছে তাও বললো।

মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনতে শুনতে একটা চুরুট ধরালো কীথ। 'ভেবে দেখেছো ইনশিওরেন্সের লোকেরা নিজেরাই উদ্ধারের কাজ হাতে নিয়ে তোমাদের কিছু নাও দিতে পারে?'

'ভেবেছি, কিন্তু ওরা এতোটা নির্দয় হবে না এটাই আশা করছি।'

উঠে ওয়ারড্রোব থেকে নিজের কোটটা তুলে নিলো কীথ। 'চলো, ক্যাপ্টেন প্যাট্রিক কতদুর এগোতে পারলো দেখা যাক। ওর হয়তো কিছু সাহায্যের দরকার হতে পারে।'

ইনশিওরেন্স কোম্পানির দরজায় টুপি হাতে ক্যাপ্টেনকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। রাগে মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। 'শুনেছো? ওরা আমাদের গ্রেপ্তার করাবার হুমকি দিচ্ছে। বলছে—'

ক্যাপ্টেনকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে ওপাশের দরজাটা খুলে ফেললো কীথ। 'জাইলস, মনে হয় উদ্ধারের ব্যাপারটা আমাদের আলাপ আলোচনা করে দেখাই ভালো,' বললো সে। 'ভিতরে এসো, বার্কলে। তুমিও এসো, প্যাট্রিক।'

'অবুঝ হয়ো না, কীথ। এতে তোমার কি স্বার্থ?'

'এই দুজন ভদ্রলোক আমার বন্ধু, দরকার হলে আমার এটর্নি ওদের হয়ে লড়বে।'

বসে একটা সিগারেট ধরালো জাইলস। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, কীথ? এই প্যাট্রিক লোকটাকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। সুযোগসন্ধানী লোক।'

'হ্যাঁ, আর এবার চমৎকার একটা সুযোগ ওর এসেও গেছে,' জবাব দিলো কীথ। 'গুণে গুণে তোমার টাকা দিতে হবে। প্রাথমিক সার্ভের পর তোমরা ওটাকে সম্পূর্ণ লোকসান বলেই রিপোর্ট দিয়েছো। আমিও ওই

জাহাজের যাত্রী ছিলাম। আমার অনেক মূল্যবান জিনিস-পত্র রয়ে গেছে ওতে।

'তুমি প্যাট্রিক আর বার্কলের কাছ থেকে ওদের উদ্ধার করা মাল-পত্র-গুলো কিনে নিতে পারো। খুব কম টাকায় জাহাজের মালিক পক্ষের সাথে একটা রফায় এসেছো তুমি।'

'ওটা তোমার দেখার কোনো দরকার নেই।'

'দরকার বলে মনে করছি,' উঠে দাঁড়ালো কীথ। 'যাক, তোমাকে জানিয়ে দেয়া হলো। আমার এটর্নিদের এই মুহূর্তেই কাজে নামার নির্দেশ দেবো-আমি।'

বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। কীথ ওদের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো, 'দর-কার হলে মারপিট করতে পারবে তোমরা?'

'পারবো, স্যার,' জবাব দিলো ড্যান।

'তাহলে ওখানেই ফিরে গিয়ে পাহারায় থাকো। ওরা তোমাদের জোর করে তাড়াবার চেষ্টা করতে পারে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি সাহায্যের ব্যবস্থা করছি। আমার লোকদের কাছে নীল পতাকা থাকবে।'

কঠিন স্কুলে ট্রেনিং পেয়েছে ড্যান। সে জানে চললে দ্রুত চলতে হবে, আর নইলে কোনো কাজ হবে না। ভেবে-চিন্তে কাজ করার মতো সময় নেই।

'ক্যাপ্টেন,' বললো ড্যান।'তুমি মালগুলো নামাবার ব্যবস্থা করো। আমি নৌকা নিয়ে ঘটনাস্থলে যাচ্ছি।'

সময় নষ্ট করলো না সে। স্টীমবোটে একটা হাল্কা নৌকা ছিলো। সেটা নিয়েই রওনা হয়ে গেলো ড্যান। সাথে কিছু খাবার আর পানি নিলো আর স্মিথ এণ্ড ওয়েসন পিস্তলটা। নদীতে বেশ স্রোত। শক্ত হাতে বৈঠা ধরলো ড্যান।

কয়েক মাইল যাওয়ার পরেই পিছন থেকে স্টীম এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেলো সে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো ওদের স্টীমবোটের মতোই একটা বোট এগিয়ে আসছে ওর দিকে। সাথেসাথেই সে বুঝে নিলো এটা জাইলসেরই বোট। জাহাজের ধ্বংসাবশেষের ওপর দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যে ওটা পাঠানো হয়েছে।

প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলো ড্যান, কিন্তু প্রায় সাথেসাথেই একটা বুদ্ধি

খেলে গেলো ওর মাথায়। নৌকার পিছনে রাখা দড়িটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ফাঁস তৈরি করলো। একসময় সে ল্যাসো ছোঁড়া শিখেছিলো। দড়ি ছুঁড়ে ক্যাপস্টানটা আটকানো হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হবে। স্টীমারের চাকাগুলো পাশে—অর্ধেক গতিতে চলছে। কিন্তু সে মাত্র একবারই দড়ি ছুঁড়বার সুযোগ পাবে।

দড়িটা পেঁচিয়ে নিলো ড্যান। দড়ির অন্য মাথা শক্ত করে নৌকার সাথে বেঁধে ফাঁসটা ছুঁড়ে মারলো। ঠিক জায়গা মতো গিয়ে লাগলো ওটা। কয়েক-বার দ্রুত দাঁড় টেনে ঝাঁকি কমাবার চেষ্টা করলো ড্যান।

তবু ঝাঁকিটা বেশ জোরেই লাগলো, কিন্তু দড়িটা আটকে থাকলো। তর-তর করে নৌকা এগিয়ে চললো স্টীমারের সাথে। আরাম করে হেলান দিয়ে বসলো সে। অন্ধকার হয়ে এসেছে, স্টীমারের ডেকে কেউ নেই। বাঁকের কাছে গতি নিশ্চয়ই কমাতে হবে ওদের নইলে ডুবে থাকা জাহাজটার সাথে ধাক্কা খাবার ঝুঁকি থাকবে। সেটাই হবে ওর সুযোগ।

গতি কমার সাথেসাথেই দড়ি কেটে বৈঠা হাতে নিলো ড্যান। অল্পদূর যাওয়ার পরেই স্টীমারের ডেক থেকে একটা চিৎকার শোনা গেলো। না থেমে দাঁড় বেয়েই চললো সে।

হঠাৎ আর একটা চিৎকার শোনা গেলো—কেউ তাকে থামার আদেশ দিলো। ডানদিকের দাঁড়টা বেশি জোরে টেনে আরও খানিকটা দূরে সরে গেলো সে।

একটা গুলির শব্দ হলো। ওর ডান পাশে পানিতে পড়লো গুলি। তাড়াতাড়ি আরও দু'বার দাঁড় বেয়ে হাত দিয়ে ডুবে থাকা জাহাজটাকে ধরে ফেললো সে। তারপর হাতেহাতে নিজেকে আড়ালে নিয়ে নৌকাটা বেঁধে ফেললো। পাইলট ঘরের দুই ধারেই সিঁড়ি রয়েছে। খাবার আর পানি নিয়ে নৌকা থেকে জাহাজে উঠলো সে।

ওরা যাবার পর আর কেউ এখানে আসেনি। হারিকেন ডেকটা পানির তলায় ডুবে আছে। কিন্তু দরকার হলে ওখানে নেমে আরও নিরাপদ আশ্রয় নিতে পারবে ড্যান।

শক্ত লোক ওরা। একটা কাজে পাঠানো হয়েছে ওদের। ড্যানকে ভয় দেখাতে ওরা গুলি ছুঁড়বে। কিন্তু ভয় না পেলে ওকে মারার জন্যেই গুলি ছুঁড়বে। জেনে শুনেই ওদের কাজে লাগানো হয়েছে।

যে হ্যাচ কাভারগুলো খুলে ভিতরে ঢুকছে ওরা, সেগুলোর দু'একটা পাইলট হাউসের কাছে এসে ভাসছে। এক একটা ছয় ফুট লম্বা আর চওড়ায় তিন ফুট। ওরই দু'টো একত্র করে নিজেকে আড়াল করে নিরাপত্তা বাড়ালো ড্যান। এখন আর সহজে ওর গায়ে গুলি লাগবে না।

পাইলট হাউসের স্টোভে কফি তৈরি করে কিছু পনির আর বিস্কুটের সাথে কফি খেলো সে। তারপর অপেক্ষায় বসলো। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না জানে।

অন্তত বারোজন লোক রয়েছে ওই স্টীমবোটে। ওদের রেলিঙের ধারে জড়ো হতে দেখতে পাচ্ছে ড্যান। একটা নৌকা নিচে নামানো হচ্ছে।

তিরিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে স্টীমবোটটা। একটা শক্ত গড়নের লোক রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়ালো। তার গলা পরিষ্কার শোনা গেলো। 'এই যে, ওখানে যে আছো শোনো। আমরা মালিক পক্ষের লোক। আমাদের হাতে নিয়ন্ত্রণ ভার নেয়ার জন্যে এখানে আসছি। সময় থাকতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারো নতুবা আমরা এসে মেরে ভাগাবো।'

'কথায় কোনো লাভ হবে না,' চিৎকার করে জানালো ড্যান। 'আমি আছি, থাকবো বলেই এসেছি। আমার কাছে অস্ত্র রয়েছে, দরকার হলে গুলি করবো।'

কিছুক্ষণ একটু ইতস্তত করলো ওরা। তারপর আবার সর্দারের গলা শোনা গেলো। 'ঠিক আছে, তোমার ব্যবস্থা আমরা করছি।'

নৌকা নামিয়ে দড়িতে ঝুলে কিছু লোক নৌকায় উঠলো। স্মিথ এণ্ড ওয়েসন শক্তিশালী অস্ত্র। নৌকার দিকে লক্ষ্য করে পরপর দুবার গুলি করলো ড্যান।

দড়ি বেয়ে একজন নিচে নামছিলো, চট করে জাহাজে ফিরে গেলো সে। নৌকা থেকে একজন চিৎকার করে উঠলো, 'এই! শালা। আমাদের নৌকা ফুটো করে দিয়েছে!'

'তাড়াতাড়ি দাঁড় টানো,' সর্দারের আদেশ শোনা গেলো। 'নৌকা ডোবার আগেই ওখানে পৌঁছে যেতে পারবে।'

পিস্তলে খালি গুলি দুটো ভরে নিলো ড্যান। সন্দেহ নেই নৌকার ফুটো পা দিয়ে বন্ধ করে ওর কাছে পৌঁছতে পারবে ওরা। বাহাদুরি দেখাতে চায় না সে, কিন্তু তাতে মাঝেমাঝে বেশ কাজ হয়। ওর ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে

বুঝিয়ে দিতে পারলে কাজ হতে পারে।

পাইলট হাউসের জানালার ধারে একটা বোতল রাখা ছিলো। ড্যান চিৎকার করে বললো, 'তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছি,' বোতলটা শূন্যে ছুঁড়ে মেরে গুলি করে ফাটালো সে। তারপর সবচেয়ে বড় টুকরাটা আবার ফাটালো। তারপর আবার।

তিনটে গুলির শব্দ বজ্রপাতের মতোই শোনালো।

শব্দ থেমে যেতেই সে আবার চিৎকার করে বললো, 'তোমাদের কারো ওপর গুলি করে আমি হাত গন্ধ করতে চাই না।'

সর্দারের আদেশ অমান্য করেই ওরা আবার জাহাজে ফিরে গেলো। জোরালো তর্ক বিতর্কের শব্দ শুনতে পেলো সে।

নিজেদের স্টীমবোটের অপেক্ষায় রয়েছে ড্যান। কিন্তু ভয় হচ্ছে হয়তো স্টীমবোটটা দখল করে বন্ধুদের জীবনের বিনিময়ে ওকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতে পারে ওরা।

স্টীমারটা স্রোতে আরও কাছে এসে পড়েছে। 'ঠিক আছে, বুঝলাম তুমি ভালো গুলি ছুঁড়তে পারো। রাত বাড়ুক, তখন চোখে ঠিক ঠাহর পাবে না। তখনই আসবো।'

মনে মনে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও জোর গলায় ড্যান ঘোষণা করলো, 'ঠিক আছে, ইউনাইটেড স্টেটের মার্শালরা পৌছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তোমাদের পেয়ে ওরা খুব খুশি হবে। বুঝতে পারছি তোমাদের অনেককেই ওরা বেশ ভালোভাবেই চিনবে। আমার কোনো অসুবিধা নেই, এক হাজার রাউণ্ড গুলি আর দুই সপ্তাহ চলার মতো খাবার আছে।'

যা বললো তার কিছুই নেই ওর, ইউ এস মার্শাল আসবে কিনা তাও জানা নেই। কিন্তু ডিলান প্রায়ই বলতো, 'ওদের ভাবার সুযোগ দাও। দশবারের মধ্যে নয়বারই দেখা যাবে ওরা ধরে নিয়েছে তোমার হাতে বড় তাস আছে। দেখবে অপেক্ষায় অনেক ফল পাওয়া যায়।'

রাত গড়িয়ে চলেছে। ক্লান্ত হয়নি ড্যান। নদীর পাড়ে গাছের ভিতর থেকে মাঝেমাঝে পাখি ডেকে উঠছে। পিস্তলে আবার গুলি ভরে নিয়েছে ড্যান।

একটা পাখি ওকে সাবধান করলো। একটা হাঁস ওদের জাহাজের পিছনে সাঁতার কাটছিলো। গুলির শব্দে একটু উড়ে আবার স্থির হয়েছিলো ওটা,

এখন হঠাৎ চমকে ডেকে উঠে আকাশে উড়লো।

উঠে বসলো ড্যান। বুঝতে পারছে কি ঘটেছে। ওরা আসছে। পানির তলায় ডুব সাঁতার কেটে আসছে। দুই একজনও হতে পারে, আবার ডজন খানেকও হতে পারে, কিছুই বলা যায় না। কিন্তু ওরা আসছে—তাকে একাই যুঝতে হবে ওদের সাথে।

তিন

আকাশটা ফিকে হয়ে আসছে। আবছা দেখা যাচ্ছে এখন। ওদিকে স্টীম-বোটের ডেকে চারজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে, প্রত্যেকের হাতেই রয়েছে রাইফেল।

সাঁতার কেটে যারা আক্রমণ করতে আসছে তারা সম্ভবত সামনে আর পিছনে দুদিক থেকেই হামলা চালাবে। ওদের কাউকে মারতে চায় না ড্যান। কারণ তাতে সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। তাছাড়া মানুষ মারলে শেষ পর্যন্ত বিচারে তার ফাঁসি হতে পারে। এখানে তার পক্ষ নিয়ে কেউ কথা বলতে আসবে না। কোনো সাক্ষী নেই তার।

'ওদের ফিরিয়ে নাও,' ডেকে দাঁড়ানো সর্দারের উদ্দেশে চিৎকার করে বললো ড্যান। 'ওদের ফিরিয়ে নাও, নইলে গুলি করতে বাধ্য হবো।'

'গুলি করেই দেখো, তোমাকে ঝাঁঝরা করে দেবো,' ওদিক থেকে জবাব এলো।

সব কিছুরই একটা সময় থাকে। হত্যা না করার প্রস্তাব দিয়েছে সে, কিন্তু তবু এগিয়ে আসছে ওরা—সম্পূর্ণ একা সে। ওরা ভাড়া করা গুণ্ডা, ওই সর্দারটাই ওদের চালাচ্ছে।

'ফিরিয়ে নাও,' আবার চিৎকার করলো সে। ওরা প্রায় পৌঁছে গেছে বুঝতে পারছে। খেয়াল করলো হাঁসটা আবার ফিরে এসেছে। নিশ্চিন্ত মনে সাঁতার কাটছে ও। সবাই চলে যাবার পরেও থাকবে।

ওদিক থেকে কোনো জবাব এলো না। পিস্তল তুলে সর্দারের কাঁধে গুলি করলো ড্যান।

গুলির ধাক্কায় পিছিয়ে গেলো লোকটা। ওর কাতর চিৎকার ড্যানের কানে এলো। আবার চিৎকার করলো ড্যান। 'এখনও বলছি ফিরিয়ে নাও নইলে

তোমাকেই শেষ করবো।'

লোকটা পাইলট হাউসের ভিতর অদৃশ্য হলো। কিন্তু ড্যানের মতো সেও যদি বাড়তি আড়ালের ব্যবস্থা না করে থাকে তবে পাইলট হাউসও ওর জন্যে নিরাপদ হবে না। সর্দার অদৃশ্য হতেই ডেকের থেকে চারটা রাইফেল এক-সাথে গর্জে উঠলো। কাঠের ভিতর বুলেট ঢোকার বিকট শব্দ শুনতে পাচ্ছে ড্যান। শুয়ে পড়ে আবার গুলি করলো সে। একজন রাইফেল ছেড়ে দিয়ে ঘুরে পড়ে গেলো।

আবার গুলি করলো ড্যান। আর একজন কেঁপে উঠলো। ছুটে পালাচ্ছে ওরা। তাড়াতাড়ি পিস্তলে দুটো গুলি ভরে নিলো সে। নিচ থেকে পানির ঝাপটায় আওয়াজ হলো। একজন জাহাজে উঠে পড়েছে, আর একজন এখনও পানিতে রয়েছে।

নৌকা বাঁধার সময় বৈঠা দুটো সাথে এনেছিলো ড্যান। পিস্তল কোমরে গুঁজে একটা বৈঠা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো সে। লোকটা পানি থেকে মাত্র উঠেছে। বৈঠা দিয়ে ওর বুকের ওপর বাড়ি দিলো। উল্টে আবার পানিতে পড়লো লোকটা।

অন্যধার থেকে বুটের শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়ালো ড্যান। কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বের করে ফেলেছে সে।

লোকটার হাতে রয়েছে একটা আরক্যানসাস টুথপিক ছুরি। আঘাত হানার জন্যে নিচু করে ধরছে ওটা।

ওর দিকে পিস্তল তাক করলো ড্যান। 'ওটা ফেলে দিয়ে পালাও,' বল-লো সে। 'নইলে গুলি খাবে। তোমাদের বড়কর্তাকে আগেই ঘায়েল করেছি।'

'ওকে? অসম্ভব! ও হচ্ছে—'

'করেছি। ভালো করে ভেবে দেখো, এখন কে তোমাদের টাকা দেবে?'

স্টীমবোট থেকে এখন আর কেউ গুলি ছুঁড়ছে না কারণ ওদের লোক এখন পৌছে গেছে। ফলাফল জানার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। লোকটার মুখে দ্বিধার ভাব দেখে ড্যান আবার বললো, 'দেখেছো? আর গুলি ছুঁড়ছে না। ওরা জানে খেলা শেষ হয়েছে।'

ইতস্তত করছে লোকটা। ড্যান বুঝতে পারছে পারলে লোকটা তার কাজ শেষ করেই যাবে। কিন্তু পিস্তলটা ওর বুক সোজা ধরা রয়েছে দেখেই আর

আগে বাড়তে সাহস পাচ্ছে না।

একটা জোর হুইসেলের আওয়াজ হলো। বাঁক ঘুরে প্যাট্রিকের স্টীমবোটটা এগিয়ে আসছে। একটা শটগান হাতে হারভি দাঁড়িয়ে আছে ডেকে। পরমুহূর্তেই আর একটা বোটকে বাঁক নিতে দেখা গেলো। চারজন অস্ত্রধারী লোক তৈরি রয়েছে ওতে।

'দেখতেই পাচ্ছো,' বললো ড্যান। 'এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো সাঁতার কেটে তোমার জাহাজে ফিরে যাও—কিংবা পাড়ের দিকেও যেতে পারো, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'মনে করো না এখানেই এর শেষ,' হুমকি দিলো লোকটা। 'সেইন্ট লুইতে তোমাকে খুঁজে বের করবো।'

নীল পতাকা উড়িয়ে দ্বিতীয় বোটটা ভাঙা জাহাজের গায়ে এসে ভিড়লো। ড্যানের দিকে চেয়ে ওদের একজন জিজ্ঞেস করলো, 'ঠিক আছো তো?'

'হ্যাঁ, এদিককার খবর ভালোই। আর তোমরাও ঠিক সময় মতোই হাজির হয়েছো।'

আরও সাতদিন পর ওদের উদ্ধার কাজ সম্পূর্ণ শেষ হলো। যতোটা সম্ভব উদ্ধার করা জিনিস তাদের মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়া হলো।

ময়দা বিক্রি করে বেশ ভালো টাকা পেলো ওরা। অবশ্য কয়েকটা ব্যারে-লের ময়দা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তবু ড্যান একাই তার ভাগে চার হাজার ডলার পেলো।

চারজন লোক পাঠাবার খরচ দেয়ার জন্যে কীথের কামরায় গেলো ড্যান। ঘরেই ছিলো সে। বোট আর লোক ভাড়া করার টাকা নিলেও এটনিদের জন্যে কোনো টাকা নিতে রাজি হলো না ও। 'জাইলস ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছিলো। তোমাদের ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টায় ছিলো। আগেও এমন অনেক ঘটেছে।'

ড্যানকে খুঁটিয়ে দেখলো সে। 'দেখতে ছেলেমানুষ হলেও তোমার সাহস আছে বটে। অবশ্য পশ্চিমের লোকেরা একটু শক্তই হয়।' দাঁত দিয়ে চুরুটের কোণা কাটলো কীথ। 'আমি রেল লাইন পাতার ব্যবসায় আছি। তোমার মতো লোকই আমার দরকার। তোমাকে একটা সুযোগ দিতে পারি —পরিশ্রমের কাজ, বিজন এলাকা। তোমার লেখাপড়ার ব্যবস্থাও আমি করবো।'

মাথা নাড়লো ড্যান। 'না, স্যার। আমার ইচ্ছা কিছুদিন পুবে কাটাবো। তারপর আইন পড়ার ইচ্ছা আছে।'

'খুব ভালো কথা। তাই করো। যখন কাজ করতে চাইবে, লিখে জানিও।' একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিলো কীথ। 'কাজের ছেলে তুমি—তোমার জন্যে আমার দরজা সব সময়েই খোলা থাকবে।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো কীথ। 'গুড লাক। আমি জানি আবার আমাদের দেখা হবে।'

বাইরে আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু এখন ড্যানের উপযুক্ত জামা-কাপড় রয়েছে। একটা বর্ষাতিও রয়েছে ওর গায়ে। ক্যাপ্টেন আর হারভির কাছ থেকে আগেই বিদায় নিয়েছে সে। রেল স্টেশনের দিকে এগোলো ড্যান। তার মালপত্র ওখানেই রেখে এসেছে। পুবে নিউইয়র্ক যাচ্ছে সে।

পরবর্তী কয়েকটা বছর কেমন করে দ্রুত কেটে গেলো ভালো করে টেরই পেলো না সে। কঠিন পরিশ্রম, পড়াশোনা আর জ্ঞান অর্জনের মধ্যে দিয়েই কেটেছে তার সময়। এক বছর সে একজন এটর্নির অফিসে আইন পড়ে কাটিয়েছে।

আরও লম্বা আর পেটা শরীর হয়েছে তার। কয়েকজন বক্সারের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে—ওদের সাথে বেশ কিছুটা সময় সে জিমনেশিয়ামে ব্যায়াম করে কাটায়।

নিউইয়র্কের পর এক বছর মিনেসোটায় কাটিয়ে পরে মনটানায় গেলো ও। কীথের সহকারী হিসেবে রেল লাইন পাতার কাজও করলো কিছুদিন।

মাঝেমাঝে জো হপাকিনসের কাছ থেকে চিঠি আসে। আসলে মেয়ে দু-জনই লেখে। চারটা পুকুর করেছে ওরা, গরুর পালও অনেক বড় হয়েছে। তিন হাজার গরু হয়েছে ওদের। এবার প্রথম বিক্রি করার কথা ভাবছে।

বিশ বছর বয়সে একদিন নিউইয়র্কের জিমনেশিয়াম থেকে বেরিয়ে রাস্তার কোণায় এসে দাঁড়িয়েছে ড্যান। তার কোটের হাতা ছুঁয়ে একজন বললো, 'স্যার, যদি সম্ভব হয়: সারাদিন কিছু খাইনি।'

এক মুহূর্ত দেরি হলো ওর। ঘুরলো ড্যান। গলাটা চেনাচেনা মনে হলো—খুব পরিচিত গলা। ঘুরে দেখলো লোকটা বিফল হয়ে আর একদিকে রওনা হয়েছে। 'এক মিনিট,' ওকে থামালো ড্যান।

ঘুরে চাইলো লোকটা। যা ভেবেছিলো—ক্রস। পনেরো বছর আগে এই লোকটাই ওকে ডিলান ন্যাশের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো।

চুলে কিছুটা পাক ধরেছে, একটু রোগা হয়েছে আর গাল দুটো একটু বসেছে—এছাড়া বিশেষ কিছুই বদলায়নি।

'ডাকছো?'

'আমার সাথে ডিনার খেলে খুব সুখী হবো, স্যার।'

অবাক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে কথাটা বোঝার চেষ্টা করলো ক্রস। 'সত্যি বলছো? ঠাট্টা করছো না? আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।'

ড্যানের বুকের ভিতর কেমন যেন একটা অদ্ভুত আলোড়ন হচ্ছে। ওই দুর্বল আর একা লোকটাকে তার বেশ ভালো লাগতো। ওর কোলে বসে অনেক গল্প শুনেছে সে। এই লোকটা তাকে অনেক দয়া দেখিয়েছে—আদর করেছে।

'চলো একটু এগিয়ে যাই। সামনেই একটা ভালো রেস্টুরেন্ট আছে।'

নীরবেই এগিয়ে গেলো ওরা দুজন। রেস্টুরেন্টের সামনে পৌঁছানোর আগে কেউ কোনো কথা বললো না। ভালো খাবার বানায় বলে অনেক নাম-ডাক আছে ওদের—তবে দামও সেরকমই নেয়।

'এইখানে ঢুকবো—? কিন্তু আমার যে ভদ্রস্থ জামাকাপড় নেই।'

'কিছু হবে না। চলে এসো।'

টেবিলে বসার পর ড্যানের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলো ক্রস। একটু বিকৃত হলো ওর চেহারা। 'তোমাকে চেনাচেনা লাগছে কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না। তোমাকে কি চিনি আমি?'

প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে আগে খাবার অর্ডার দিলো ড্যান। তার-পরে বললো, 'তোমার কথা কিছু বলো। দেখে তো ভদ্রলোক বলেই মনে হয়।'

কাঁধ ঝাঁকালো ক্রস। 'এক সময়ে জোর দিয়ে ওকথা বলতে পারতাম—তবে এখন পারি না। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই আমার।'

'সীলিয়ার কি খবর?'

আড়ষ্ট হলো ক্রস। ড্যানের দিকে ভালো করে চেয়ে ওকে চেনার চেষ্টা করলো সে। 'সীলিয়াকে কি করে চেনো? তাহলে আমাকেও চেনো... কিন্তু কোথায়?'

'সীলিয়ার খবর কি? সে কোথায় আছে?' আবার প্রশ্ন করলো ড্যান।

'আমার যা করা উচিত ছিলো তা করলে এতদিনে নরকে পুড়তো সে। বহুবার তাকে খুন করতে মন চেয়েছে আমার।'

'কিন্তু খুন করা ঠিক তোমার ধাতে সয় না, ক্রুস।'

'কে তুমি?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি। সীলিয়া কোথায়?'

'এই শহরেই আছে। সে এখন অনেক টাকার মালিক। অত্যন্ত ধনী আর ভয়ঙ্কর। তার সাথে কোনো লেনদেন করতে যেও না—তোমাকে কাঁচাই চিবিয়ে খাবে।'

'তাহলে সে পেশা বদল করেছে?'

'এখন কি করছে জানি না, তবে একটা সত্যিকারের ভীষণ মহিলা সে। বেশ্যাবৃত্তি করে ওপরে উঠেছে—এখন আর দেহ বিক্রি করার দরকার পড়ে না, তবে সামান্য সুবিধার জন্যে আবার তাই করবে। অনেক ওপরে উঠেছে, কিন্তু একটুও বদলায়নি।' ড্যানের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ক্রুস। 'সীলি-য়ার ব্যাপারে এতো আগ্রহ কেন?'

খাবার নিয়ে এলো ওয়েটার। সে চলে গেলে ড্যান বললো, 'সে ছিলো আমার মা।'

ক্রুসের হাত থেকে কাঁটা খসে পড়লো। মুখটা রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হলো ওর চেহারা। টাইটাকে টেনে একটু ঢিলা করলো সে। 'তুমি ড্যান? ড্যানিয়েল বার্কলে?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য!' বিস্ময়ে কথা বেরুচ্ছে না ওর।

'অবাক হবার কিছু নেই—তুমিই তো আমাকে বাঁচিয়েছিলে। একটা মানুষকে তার জীবন ফিরিয়ে দেয়ার চেয়ে বড় উপকার আর কি হতে পারে?'

'তার মানে?'

'আমাকে ডিলান ন্যাশের কাছে হোটেলে রেখে এসেছিলে। সে-ই আমা-কে পেলে বড় করেছে, ক্রুস। আমার শিক্ষা-দীক্ষা যোগ্যতা সবকিছুর জন্যেই তার কাছে আমি ঋণী। তোমাকেও ধন্যবাদ।'

'তাহলে এই কারণেই ডিলানকে আর কোনোদিন দেখিনি। আমি সব

সময় ভয়ে ভয়ে থাকতাম—কখন ওর সামনাসামনি পড়ে যাবো। আমাকে কি করবে তার জন্যে নয়, আমার দিকে কেমন চোখে তাকাবে, তাই। লোকটাকে খুব পছন্দ করতাম—শ্রদ্ধাও করতাম। আর তার কাঁধেই কিনা একটা বাচ্চা চাপালাম।'

'তোমার কি মনে হয় ইচ্ছা করেই সীলিয়া আর তোমাকে এড়িয়ে গেছে ও?'

'তাই হবে। সবাই ডিলান ন্যাশকে চিনতো। অন্তত পঞ্চাশবার তার সাথে আমার এখানে-সেখানে দেখা হয়েছে। কিন্তু তোমাকে ওর কাছে রাখার পর আর একবারও দেখা হয়নি।'

খেতে খেতে অনেক কথা হলো। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলো ওরা।

'তোমার খবর কি?' প্রশ্ন করলো ক্রস। 'কি করছো—কোথায় যাচ্ছো?'

'পশ্চিমে যাচ্ছি। কিন্তু বেশিদিন ওখানে থাকবো না। একটা র‍্যাঞ্চে কিছু লোকজনের সাথে দেখা করতে যাবো। অনেকদিন আগে ওই র‍্যাঞ্চে কিছু টাকা লাগিয়েছি—কতটা উন্নতি হলো দেখতে যাবো।

'এদিকে ব্যারিস্টারি পাশ করেছি আমি, ইচ্ছা করলে আইন প্র্যাকটিস করতে পারি। ওই লাইনে কিছুটা অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তোমাকে তো বলেছি কীথ পিয়ারসনের সাথে বেশ কিছুদিন ছিলাম।'

'তোমার সাথে যে সীলিয়ার দেখা হয়ে যায়নি সেইটাই আশ্চর্য লাগছে আমার। পিয়ারসনের সাথে অনেক ব্যবসা করেছে সে। ওদের মধ্যে ভালো জানাশোনা আছে।'

'না, পিয়ারসনের সাথে ব্যবসা থাকলে আমি নিশ্চয়ই জানতাম।'

রহস্যময় হাসি হাসলো ক্রস। 'তুমি কি ভাবো এখনও আগের নামই রেখেছে সে? অনেক আগেই ওই নাম ছেড়েছে—সে এখন মিসেস এভারেট ফসেট।'

অবাক হয়ে ক্রসের দিকে চাইলো ড্যান। সীলিয়া···তার মা···মিসেস এভারেট ফসেট?

'নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছো।'

'না, ঠাট্টা নয়। সত্যি কথাই বলছি। নাম আর টাকার জন্যে বুড়ো ফসেটকে সে ফাঁদে ফেলে বিয়ে করে। তারপর নিজস্ব পদ্ধতিতে খুন করে। জানি আইনের চোখে একে খুন বলে প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু আসলে

ওটা খুনই।'

'মিসেস ফসেট তো কোটিপতি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার একটা ডলারও সৎপথে রোজগার হয়নি। যতো লোক-কে সে চেনে তাদের সবাইকেই ঠকিয়েছে। শেষ কাঁঠালটা ভেঙেছে ফসেটের মাথায়।'

'ইদানীং তার সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'দুই সপ্তাহ আগে এই নিউইয়র্ক শহরেই দেখেছি। আমাকে দেখতে পায়নি। তার জীবনের এই একটা পাতাই সে উল্টাতে ভুলে গেছে। ঠিক ভুলে গেছে বলা যায় না—সুযোগ পায়নি, মারার আগেই আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়েছি।' একটু চুপ করে কি যেন ভাবলো, তারপর আবার বললো, 'খুবই সুন্দরী মেয়ে সে, ড্যান—এখনও সুন্দর। মনটা পাপে ভরা হলেও দেখতে ভারি সুন্দর।'

'তার সাথে আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি মিসেস ফসেটই সীলিয়া।'

'এখন তো জানলে। ওর কাছেও ভিড়ো না—তোমাকে মেরে ফেলবে। অমন করে আমার দিকে চেয়ো না—কেন, 'তুমি যখন অসহায় শিশু ছিলে তখনই তো মারতে চেয়েছিলো—চায়নি? তুমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে যেসব কথা সে গোপন রাখতে চায়, সেগুলো ফাঁস হয়ে যাবে। সমাজে গুরুত্ব আর প্রতিষ্ঠা সে পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য রকম নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর ওই মহিলা। একবার কিছু করবে বলে সঙ্কল্প করলে এই দুনিয়ায় কারো সাধ্য নেই ওকে ঠেকায়।'

'তবু ভাবছি।'

'মিছে ভাবতে যেয়ো না—ওসব কথা চিন্তাই করো না।'

চেয়ার পেছনে ঠেলে ওঠার জন্যে তৈরি হলো ড্যান। 'ক্রস, তোমার জন্যে কি করতে পারি?'

'একটা দশ ডলারের নোট দিতে পারো—বেশি দিলে সেটা অপচয়ই হবে।'

'বাড়িতে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ফিরে গেলেই তো পারো? তোমার চেনা পৃথিবীতে ফিরে যাও না কেন?'

'মাথা খারাপ?' চোয়ালে হাত ঘষলো সে। 'যেতে ইচ্ছে করে অস্বীকার

করছি না। ওরা জানে আমি বেঁচেই আছি। কিন্তু কোন্ মুখে ফিরে যাবো? না আছে টাকা-পয়সা, না আছে রোজগার করে বেঁচে থাকার মতো একটা উপায়।'

'যদি পাঁচশো ডলার আর কাপড়-চোপড় দিই, চালাতে পারবে না? আমি তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতে চাই, ক্রুস।'

'অসম্ভব, ড্যান। পারবো না—কিছুতেই পারবো না। আর তাছাড়া ওদের কি বলবো? বাপ-মা বেঁচে আছে—দুটো বোনও আছে। আমি···'

'কিছুই বলার দরকার নেই—কেবল ফিরে যাও। দেখবে ওরাই তোমার সব সমস্যার সুন্দর সমাধান করে দেবে। বলবে পশ্চিম দেখতে বেরিয়েছিলে ···এবার স্থির হয়ে বসবাস করার জন্যে বাড়ি ফিরেছো। আমার রোজগার ভালোই হয়েছে, টাকাটা দিতে গায়ে লাগবে না।'

'ঠিক আছে,' শেষ পর্যন্ত রাজি হলো সে। 'টাকাটা নিতে পারি আমি, কিন্তু কথা দিতে হবে এটা আবার ফেরত নেবে তুমি।'

'যখন সম্ভব হয় দিও···কিন্তু বাড়িতে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে যাও।'

চার

গাঢ় রঙের স্যুট পরা সম্মানীয় চেহারার মোটাসোটা লোকটার সামনে এসে দাঁড়ালো বাটলার। 'মিসেস ফসেট এখন আপনার সাথে দেখা করবেন, মিস্টার চার্লসটন।'

সোফা ছেড়ে উঠে পুরু দামী কার্পেটের ওপর দিয়ে বাটলারের পিছু পিছু লাইব্রেরিতে এসে ঢুকলো সে। এই কামরায় হাতেগোণা যে কয়বারই ঢুকেছে বিস্মিত হয়েছে লোকটা। পৃথিবীর মধ্যে না হলেও অন্তত আমেরিকার সবচেয়ে বড় আর সফল ডিটেকটিভ এজেন্সীর প্রধান সে। আজ পর্যন্ত অনেক ধরনের পুরুষ আর স্ত্রীলোকের সাথেই তার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু এই মহিলার সামনে এলেই তার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়—ঠিক সহজ হতে পারে না—একটু ভয়ও করে।

তার মনে হয় মহিলা যেন সব সময়েই তার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। সে যে কি বলবে তা যেন আগে থেকেই জানে মেয়েটা।

একটা লম্বা ডেস্কের পিছনে বসে আছে সে। কিছু কাগজপত্র আর বিভিন্ন শহরের কয়েকটা খবরের কাগজ রাখা রয়েছে টেবিলের ওপর।

'শুনলাম আমার জন্যে কিছু খবর এনেছো?'

'হ্যাঁ,' একটু থামলো সে। 'ওকে খুঁজে পেয়েছি।'

'ভালো···কিছুটা কাজ অন্তত করেছো। কোথায় পেলে? শুঁড়িখানায়?'

'না, ম্যাডাম। বাড়িতে নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে গেছে।'

একটা ঠাণ্ডা রাগের স্রোত বয়ে গেলো তার দেহে। ক্রুসই একবার বলে-ছিলো যে ওর হাতের মুঠো থেকে কেউ বেরিয়ে যাক এটা সে সহ্য করতে পারে না।

'একটা ভুল করেছো তুমি। খুব অহঙ্কারী মানুষ সে। টাকা ছাড়া কিছু-তেই দেশে ফিরে যাবে না।'

'টাকা আছে ওর কাছে। অন্তত কিছু টাকা হাতে এসেছে। সব দেনা শোধ করেছে···সুন্দর আর দামী কিছু জামা-কাপড়ও কিনেছে। বেশ ঠাটের সাথেই বাড়ি ফিরেছে সে।'

'নিশ্চয়ই কোনো ভুল হচ্ছে। কোথায় টাকা পাবে? কেউ ওকে আর টাকা ধার দেয় না এখন। তাছাড়া জুয়াও ভালো খেলতে পারে না।'

'সেটা ঠিক বলতে পারছি না, তবে···'

'তবে কি?'

'ওকে একটা যুবকের সাথে রেস্টুরেন্টে একসাথে খেতে দেখা গেছে। কয়েক ঘণ্টা গল্প করেছে ওরা। এর পরেই কাপড়জামা কিনে বাড়ি ফিরেছে সে।'

সব সম্ভাবনাগুলো মনে মনে ভালো করে বিচার করে দেখছে সীলিয়া। তার সম্পর্কে অনেক বেশি জানে ক্রুস। একজন ভবঘুরে মাতালের কথা হয়-তো কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু যে লোক মাতলামী ছেড়ে ভালো হয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে গেছে তার কথার দাম লোকে দেবে। এছাড়াও তার হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গেছে লোকটা—ওকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না সে।

'কেমন ধরনের যুবক?'

'ভদ্রলোক, ম্যাডাম। সুদর্শন, সুবেশধারী, ব্যায়াম করা পেটা শরীর··· বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। জিমনেশিয়ামে নিয়মিত বক্সিং আর কুস্তি করে—শুন-

লাম ছুটোতেই নাকি বেশ ওস্তাদ।'

'পেশাদার লোক?'

'না, আমার তা মনে হয় না। ভদ্রলোক।'

ওকে একটা হিম শীতল চাহনি দিলো সীলিয়া ফসেট। 'একদিন যখন সময় থাকবে ওই শব্দটার সংজ্ঞা তোমার কাছে শুনবো। ভদ্রলোক কাকে বলে আমি জানি না। আমার মনে হয় না আজ পর্যন্ত কোনো ভদ্রলোক দেখেছি।'

ধরে নিচ্ছি আমাকে বাদ দিয়েই কথাটা বলেছেন?'

'না,' ছোট্ট জবাব দিলো সীলিয়া। 'তোমার ব্যবসায়ে যারা আছে তারা কোনোদিন ভদ্রলোক হতে পারে না, মিস্টার চার্লসটন আর যাই হোক, উন্নত নৈতিক চরিত্রের জন্যে তোমাকে টাকা দিয়ে রাখা হয়নি, বরং তার অভাবের জন্যে রাখা হয়েছে।'

ইতস্তত করছে চার্লসটন, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারছে এই মহিলাকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, তার সবকিছুই জঘন্য—কিন্তু তাকে অনেক টাকা দিয়ে রেখেছে মহিলা, নিয়মিত একটার পর একটা কাজ পেয়ে আসছে। রাগ চেপে বসে রইলো সে।

'এই যুবকের কি কোনো নাম নেই? জিমনেশিয়ামে নিশ্চয়ই তাকে কোনো নামে ডাকা হয়?'

'ওর প্রথম নামটাই কেবল জানি। আমার লোক তাকে ড্যান বলে ডাকতে শুনেছে।

ড্যান...

পাথরের মতো স্থির হয়ে গেলো সীলিয়া। চার্লসটনের মনে হলো যেন ওই নামটা তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে।

এক মুহূর্ত পর সে বললো, 'মিস্টার চার্লসটন, ক্রস তার পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে থাকলে ভবিষ্যতে সে কি করে সেটা জানতে আর আমি আগ্রহী নই। এই মুহূর্তেই তোমার লোকজনকে ফিরিয়ে আনতে পারো।

'তবে, এই যুবকের ব্যাপারে জানতে চাই। সে কি করে, কার সাথে মেশে, সব তথ্যসহ একটা পুরো রিপোর্ট চাই।'

'কিন্তু কাজটা অত্যন্ত কঠিন—'

'যদি ভেবে থাকো আরও টাকা দাবি করবে, ওসব মতলব ভুলে যাও।

কাজটা তোমার ক্ষমতার বাইরে বলে মনে হলে, যে পারবে এমন লোক আমি খুঁজে নিতে পারবো। যে যুবক এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করছে না তার সম্পর্কে জানা এমন কিছু কঠিন হতে পারে না।'

'কিন্তু সে কে বা কোথায় থাকে কিছুই জানি না।'

'সে তো জিমনেশিয়ামে নিয়মিত যায়—অনুসরণ করার ব্যবস্থা করো। যাদের সাথে চলাফেরা করে তাদের জিজ্ঞেস করো···তোমার কাজ তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না নিশ্চয়ই?'

'একটু ধারণা পেলে—'

'ওর সম্পর্কে জানতে চাই কেন?' হাসলো সীলিয়া ফসেট। 'মিস্টার চার্লসটন, বেশ কিছুদিন থেকেই বুঝতে পারছি আমার অনুসন্ধানগুলোর কারণ জানার জন্য ভিতরে ভিতরে ছটফট করে মরছো তুমি। নিজেকে এই-ভাবে বোঝাও যে ব্যবসার জন্যে মানুষকে ভালো করে জানা অত্যন্ত জরুরী। যাদের সাথে ব্যবসা করবো তারা কেমন লোক তা আগে থেকেই জানতে চাই আমি। মুখ বুজে কাজ করে যাও, অনেক কাজ আমার কাছ থেকে পাবে। কিন্তু আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করলে তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বো···আশা করি কথা পরিষ্কার হয়েছে?'

উঠে দাঁড়ালো চার্লসটন। ওর মুখটা কঠিন দেখাচ্ছে। 'বুঝেছি, এক সপ্তাহের মধ্যেই রিপোর্ট পেশ করবো।'

সে চলে যাবার পরেও শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে বসে রইলো সীলিয়া। ওকে সত্যি কথাই বলেছে সে, কিন্তু তারমধ্যে একটু মিথ্যাও মেশানো ছিলো। যে সব খবর সে নিয়েছে তা আংশিক ব্যবসার কারণে হলেও তাদের ব্যক্তিগত গোপন জীবনের খোঁজ নিয়ে একটা বিকৃত আনন্দ পায় সে। জ্ঞানই শক্তির উৎস, কিন্তু তার জন্যে এটা অস্ত্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর। ওগুলো রটিয়ে সে তার কাজ উদ্ধার করে বা প্রতিশোধ নেয়।

ক্রুসের ব্যাপারে জানতে চাওয়ার কারণটা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ বছর সে সীলিয়ার জীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিলো। এই বিশ বছরে সে তার সম্পর্কে সবকিছুই জেনেছে অথবা আন্দাজ করেছে। ক্রুস যখন হঠাৎ করে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পালিয়ে গেলো, ভীষণ খেপেছিলো সীলিয়া। আগে থেকে বুঝতে না পারায় নিজের ওপরও খেপেছিলো। কিন্তু ক্রুস বহুবার চলে যাবার হুমকি দেয়ায় তার কথায় আর বিশ্বাস হয়নি। ওকে

নিজের খুশিমতো যেতে দেয়ার কোনো ইচ্ছাই সীলিয়ার ছিলো না। এখন এমন একটা সময় এসে গেছে যখন ক্রুসকে দিয়ে তার লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

সে কি তার মতলব টের পেয়ে গিয়েছিলো। না বুঝলেও হয়তো সন্দেহ করেছিলো। পথের কাঁটা সীলিয়া কিভাবে সরিয়েছে তা তো বহুবার দেখেছে সে। একবার প্রচুর মদ খেয়ে ক্রুস তাকে বলেছিলো, 'তুমি একটা মানসিক বিকারগ্রস্ত মেয়ে, সীলিয়া। অনেকে শারীরিক খুঁত নিয়ে জন্মায়। নৈতিক খুঁত নিয়ে জন্মেছো তুমি—ভালো আর মন্দের কোনো ধারণাই তোমার নেই। যেটাতে তোমার ভালো হবে সেটাই কেবল তোমার কাছে ভালো।'

ড্যান? এটা অসম্ভব কথা। ড্যান মরে গেছে। ক্রুস ওকে ঠাণ্ডার মধ্যে ফেলে এসেছিলো, সেই রাতেই মারা গেছে ও।

সে বিশ্বাসই করতে পারেনি ক্রুসের ওই কাজ করার মতো মনের জোর আছে। ওকে একা ফিরতে দেখে তাই খুব অবাক হয়েছিলো সীলিয়া। কিন্তু সে যখন বললো তাড়াতাড়ি শহর ছেড়ে পালাতে হবে ওদের, তখন ভাবলো কাজটা তাহলে সত্যিই করেছে ও। এরপর কোনোদিন আর সে ড্যানের কথা মুখেও আনেনি। নিশ্চয়ই ওকে মরার জন্যে রেখে এসেছিলো সে।

কিন্তু যদি না করে থাকে? ছেলেটাকে আর কোথায় নিতে পারে সে? কেবল এইটুকুই সে জানে, বিশ বছর পর ক্রুস পঁচিশ বছরের এক যুবকের সাথে দেখা করেছে, ওর নাম ড্যান। লোকটা যেই হোক সে হয়তো ক্রুসকে কিছু টাকা দিয়েছে, আর বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

তাই যদি হয় তবে এতে তার কি আসে যায়? হয়তো কিছুই না, আবার সবকিছু এর ওপর নির্ভর করতে পারে। ক্রুস তার মুঠোর মধ্যে থাকলে অন্য কথা ছিলো। কিন্তু মুক্ত স্বাধীন ক্রুস তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে…সে কি অতীতকে ভুলে যাবে? নাকি তার বিবেক তাকে পীড়া দেবে?

ধন-দৌলত আর ক্ষমতার যে শিখরে সে উঠতে চেয়েছিলো তার এতো কাছাকাছি পৌঁছে কিছুতেই সব হারাতে পারবে না সীলিয়া। সবদিক বিচার করে সিদ্ধান্ত নিলো—তবে এই সিদ্ধান্ত তার অনেক আগে থেকেই নেয়া ছিলো।

এক্ষেত্রে বিষ দিয়ে কাজ হবে না। একটা দুর্ঘটনা ঘটাতে হবে।

ড্যান···তার ছেলে কি সত্যিই বেঁচে থাকতে পারে?

ওই ছেলেটার প্রতি ক্রুসের একটা দুর্বলতা ছিলো। কথা একটু বেশি বলে···মনে হয় না ড্যানকে সে বলবে। কিন্তু বলে থাকলে ড্যান হয়তো এসে তার কাছে টাকা চাইতে পারে।

পুরো একটা সপ্তাহও কাটেনি, চার্লসটনের রিপোর্ট সীলিয়ার ডেস্কে হাজির হয়ে গেলো।

যুবকের নাম ড্যানিয়েল বার্কলে।···তাহলে ওটা তারই ছেলে···ব্রাইস আর কেলির ফার্ম থেকে ল পাশ করেছে···নাম করা ফার্ম। কীথ পিয়ার-সনের সাথে কাজ করেছে···তাহলে ওই সুদর্শন ছেলেটাই ড্যান···দরজার সামনে একবার ওকে দেখেছে সে। ছেলেটার নাকি সন্দেহজনক কিছু লোকের সাথে সম্পর্ক রয়েছে···হয়তো মায়ের মতোই হয়েছে···শুটিং গ্যালারিতে অনেক সময় কাটায়···জুয়া খেলা পছন্দ করে না···বেশ উচ্চ-শিক্ষিত কিন্তু কোথায় শিক্ষা পেয়েছে জানা যায়নি।

তথ্য সামান্যই—অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া গেলো না। মাঝের এত-দিন সে কোথায় ছিলো? কে বড় করেছে ওকে? ক্রুসের সাথে কি তার যোগাযোগ ছিলো?

আবার রিপোর্টটা পড়লো সীলিয়া। শেষ লাইনে লেখা রয়েছে শহর ছেড়ে চলে গেছে সে। সেইন্ট লুই-এর টিকিট কেটেছে।

যথেষ্ট হয়েছে। এবার ক্রুসের ব্যাপারে কি করা যায় ভালো করে ভেবে দেখতে হবে।

সত্যিই বাড়ি ফিরে গেছে ক্রুস। নিজেকে একটু ধোপ-দুরস্ত করে নেবার জন্যে কিছুটা সময় নিয়েছে সে। মদ ছেড়ে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করে শরীরটাও ভালো হয়েছে। ড্যানের কথাই ঠিক, পরিবারের সবাই ওকে ফিরে পেয়ে সানন্দেই গ্রহণ করেছে। বেয়াড়া প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করেনি। বাইরের কেউ জিজ্ঞেস করলে কি বলবে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে সে।··· মাঝে মাঝে সীলিয়ার কথা মনে পড়ে। অস্বস্তিভরে সে ভাবার চেষ্টা করে মেয়েটা কি করবে এখন।

কল্পনায় সে পরিষ্কার দেখতে পায় ওর রুদ্রমূর্তি, ভীষণ আর নিষ্ঠুর স্বভাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রুস নিজেকে বোঝালো হয়তো সে দূর হয়েছে বলে মেয়েটা

খুশিই হয়েছে।

ধীরে ওর স্বভাব একেবারে বদলে গেলো। অনেক আত্মপ্রত্যয় জন্মেছে তার। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবের সাথে আবার মেলামেশা শুরু করেছে। টের পাওয়া গেলো এতদিন বাইরে বাইরে ঘুরে মাইনিং আর রেলরাস্তার স্টক সম্পর্কে অনেক তথ্যই তার জানা হয়ে গেছে। একটা পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা থেকে তাকে সেধে উপদেষ্টার কাজে বহাল করা হলো তিন সপ্তাহের মধ্যেই।

ছমাসের মধ্যেই লাভ দেখিয়ে নিজের মূল্য প্রমাণ করলো সে। লোক-জনের সাথে সহজেই মিশতে পারতো ক্রুস। তাছাড়া সীলিয়ার কাছ থেকেও রেলরাস্তা সম্পর্কে অনেক জেনেছে—সেগুলো এখন তার কাজে লাগছে।

আরও এক মাসের মধ্যেই ক্রুস ফার্মের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটা নতুন অ্যাকাউন্ট জোগাড় করলো। ওর মৃত্যুর খবর শুনে সবাই খুব দুঃখ পেলো।

রবিবার সকালে পার্কের ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় করে যাচ্ছিলো, মনে হচ্ছে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েই মৃত্যু হয়েছে তার। মাথাটা একেবারে থেঁতলে গেছে। ওকে পাওয়ার অন্তত একঘণ্টা আগেই ওর মৃত্যু হয়েছে।

নিউ মেক্সিকোতে নাইটস র‍্যাঞ্চে বসে একটা খবরের কাগজে ক্রুসের মারা যাওয়ার ছোট্ট খবরটা ড্যানের চোখে পড়লো। কয়েক সপ্তাহের পুরোনো শিকাগোর কাগজ ওটা, কেউ ফেলে গেছে।

কাগজটা নামিয়ে রাখলো ড্যান। ভিতরে একটা অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব করছে সে। আজ পর্যন্ত যতজনের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছে তারমধ্যে ডিলান ন্যাশের পরেই ক্রুসকে ভালোবাসতো ও।

দুর্বল লোক, কিন্তু ড্যানের প্রতি সদয় ছিলো। কেউ ওর দিকে খেয়াল না করলেও ক্রুস ঠিকই ওর সাথে অনেক গল্প করতো। তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকেও সে-ই বাঁচিয়েছিলো।

এখন সে মৃত। দুর্ঘটনা বলেই লিখেছে ওরা।

কিন্তু ওই ব্যাপারে ড্যান নিশ্চিত নয়। চমৎকার ঘোড়সওয়ার ছিলো ক্রুস। যে লোক পশ্চিমে অনেক বুনো ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের বশ মানি-য়েছে সে পুবের একটা পোষ মানা ভাড়া করা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মারা যাবে, এটা খুবই অবিশ্বাস্য।

পাঁচ

খোলা এলাকা ড্যানের বিশেষ পছন্দ নয়। ওর সামনেই পড়ে রয়েছে বিশাল এক প্রান্তর। তার ওপাশে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে বারো মাউন্টেনস। লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে সামনের এলাকাটা আবার খুঁটিয়ে দেখলো সে।

কয়েক মিনিট আগেই তার মনে হচ্ছিলো যেন একটু হালকা ধুলো উড়তে দেখেছে। কিন্তু এখন পুরো এলাকাটাই সে দেখতে পাচ্ছে, ধুলোর চিহ্নমাত্র নেই।

তার উইনচেস্টারটা একটু টেনে নিশ্চিত হলো ওটা খাপের মধ্যে আটকে নেই। তারপর গোড়ালি দিয়ে বাকস্কিনটাকে গুঁতো দিলো।

সামনের এলাকাটা নিরিবিলি আর নিষ্কলুষ দেখাচ্ছে। কিন্তু সে জানে নিষ্পাপ চেহারা দেখে ভুললে বিপদ হতে পারে।

স্টেজে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা ছোট গ্রাম থেকে ইউমা তারপর সেখান থেকে টাকসন পৌঁছেছে ড্যান।

পশ্চিমের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পুবে গিয়েছিলো সে। কিন্তু এখন নতুন করে উপলব্ধি করলো পশ্চিমই তার দেশ—একে ভালোবাসে ও। যতদূরেই সে চলে যাক না কেন আবার তাকে ফিরে আসতে হবে এখানে। সিলভার সিটিতে যাচ্ছে ও, সেখান থেকে টাসকোসা, তারপরে হপকিন্স র‍্যাঞ্চ।

হঠাৎ পিছন থেকে ঘোড়ার খুরের মৃদু আওয়াজ শুনতে পেলো।

ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে অপেক্ষায় রইলো। টাকসন থেকে এ পর্যন্ত পৌঁছ-তেই পশ্চিম দেশের সাথে তার চোখ আর কান আবার অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। অপেক্ষা করছে···

ধূসর ঘোড়ার পিঠে ছিপছিপে গড়নের একজন যুবক। ওর মাথায় একটা দুমড়ানো কালো টুপি। চুল, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা।

'পুবে রওনা হয়ে থাকলে তোমার সঙ্গ পেলে খুশিই হবো,' বললো ড্যান।

যুবকের চেহারাটা খুব সুন্দর, কেবল দুটো দাঁত একটু উঁচু। খারাপ দেখায় না, তবে চোখে পড়ে। ওজন একশো চল্লিশ পাউণ্ড হবে, পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। সোনালী চুল, ধূসর চোখ।

'আমিও পুবেই যাচ্ছি,' বললো সে। 'একা?'

'হ্যাঁ।'

আবার ওর দিকে চাইলো ড্যান। 'আরে, এবার চিনেছি—তুমি ভিক না?'

একটা সিগারেট তৈরি করতে করতে ড্যানের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলো যুবক। 'বহুদিন ওই নামে কেউ ডাকেনি আমাকে। কিন্তু এখন যেন তোমার চেহারাটাও পরিচিত মনে হচ্ছে।'

'সিলভার সিটিতে তোমার মা একটা বোর্ডিং হাউস চালাতো। আমি ডিলান ন্যাশের সাথে এসেছিলাম। মনে পড়েছে? রড হিগিন, তুমি আর আমি ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে বেড়াতে যেতাম।'

'নিশ্চয়ই। কোথায় ছিলে এতদিন?'

'এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি,' বললো ড্যান। 'ডিলান মারা গেছে। কলোরাডোতে খুন হয়েছে।'

'শুনেছি, কিন্তু শুনলাম অন্ধকার থেকে গুলি করা হয়েছিলো তাকে। কোনো সুযোগই পায়নি।'

'ঠিকই শুনেছো। গিলি, কিট আর লুকাস নোয়েলের কাজ।'

'তাও শুনেছি। গিলিকে বছর দুই আগে ফোর্ট সামনারে দেখেছি। আর নোয়েল মারা গেছে।'

'জানি।'

চট করে ওর দিকে ফিরে তাকালো ভিক। 'তাই তো। তোমার হাতেই মারা পড়েছিলো সে। র‍্যাঞ্চ নিয়ে টেক্সাসে কি একটা গোলমাল ছিলো।'

'ওর মুখটাই বড় ছিলো।'

কয়েক মাইল এগিয়ে গেলো ওরা। দুজনেই এলাকাটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। হঠাৎ ড্যান বলে উঠলো, 'বলছিলে ভিক নামে এখন আর কেউ তোমাকে ডাকে না। সামনেই নাইটস র‍্যাঞ্চ। তোমাকে কি নামে ডাকতে হবে জানা দরকার আমার।'

ওর দিকে চাইলো ভিক। 'বনি,' বললো সে, 'সবাই "বনি দ্যা কিড" নামেই চেনে।'

'ওই নাম পশ্চিমে সবার ঠোঁটে। পুবের কাগজগুলো পর্যন্ত ওর নাম আর লিঙ্কন কাউন্টি যুদ্ধ সম্পর্কে জানে।

'নাইটস র‍্যাঞ্চের সাথে তোমার কেমন সম্পর্ক ? দরকার হলে আমি এগিয়ে তোমার যা দরকার কিনে আনতে পারি।'

'ওরা ভালো লোক। আমাকে বেআইনি লোক বলেই চেনে। আমি ওদের কোনো ঝামেলা করি না ওরাও আমাকে বিরক্ত করে না।' সে আবার বললো, 'যতদুর জানি, কেবল প্যাট গ্যারেট তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অন্যেরা মিছে গোলমালের মধ্যে যেতে চায় না।'

বারো মাউন্টেনের ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে। র‍্যাঞ্চটা বারো ক্যানিয়নের মুখে। রিচার্ড এস নাইট তৈরি করেছিলো, পরে জন পার্কস-এর কাছে বিক্রি করে দেয়।

পার্কস তার সতেরো সন্তানের দুজনকে নিয়ে ওদের সাথে মিলতে বেরিয়ে এলো। আড়চোখে ড্যানের দিকে চাইলো সে।

'ড্যানিয়েল বার্কলে, স্যার। আমার বিশ্বাস বনিকে আগে থেকেই চেনো।'

'হ্যাঁ, কেমন আছো, বনি ?'

'মোটামুটি, মিস্টার পার্কস, মোটামুটি। তবে তোমার চমৎকার খাবার পেটে পড়লে আরো অনেক ভালো বোধ করবো।'

'নিজের রান্না খেয়ে অরুচি ধরে গেছে ?'

হাসলো বনি। রান্নায় হাত আমার বেশি ভালো না, তবে গত তিনদিন খাবারের কাছেও যাবার সুযোগ পাইনি।'

'ভিতরে যাও, আমার গিন্নী তোমার জন্যে কিছু চড়িয়ে দেবে।'

ঘোড়া থেকে নামলো ড্যান। 'এগিয়ে যাও, বনি। তোমার ঘোড়ার ব্যবস্থা আমি করছি।'

ঘোড়া দুটোকে টবের কাছে নিয়ে পানি খাওয়ালো ড্যান। তারপর আস্তাবলে নিয়ে জিন নামালো। পার্কস তার নিজের ঘোড়াগুলোকে খড় দিচ্ছিলো। সে প্রশ্ন করলো, 'বনিকে ভালো করেই চেনো মনে হচ্ছে ?'

'অনেককাল আগে দেখা হয়েছিলো। সিলভার সিটিতে ওর মা একটা বোর্ডিংহাউস চালাতো। ছেলেবেলায় একসাথে কিছুদিন খেলেছি আমরা।'

'তারপর অনেক কিছু ঘটে গেছে।'

'কিছু কিছু আমার কানেও এসেছে।' ওর বাকস্কিনটার পিঠে হাত রাখলো ড্যান। 'আমার ভালো লাগে ওকে। যা শুনেছি তাতে এমন কিছু সে করেনি যা তার শত্রুরাও করেনি। কিন্তু তফাতটা হচ্ছে ওকে আউট-ল

ঘোষণা করা হয়েছে, অন্যদের বেলায় তা হয়নি।'

'এখানে সে কয়েকবার এসেছে। সব সময়ই ওকে মার্জিত ব্যবহারই করতে দেখেছি। চলো ভিতরে যাই।'

রাতের খাবার খেয়ে বাইরে সিঁড়ির ওপর গিয়ে বসলো ড্যান। ভিতরে একটা অস্বস্তিকর বিরক্তি ওকে উত্তেজিত করে তুলছে। আইন প্র্যাকটিস করার অধিকার অর্জন করেছে বটে, কিন্তু ওই লাইনে কাজ খুব কমই করেছে। যাও করেছে সেটা আর একজনের বেতনভুক্ত চাকরি। একটা র‍্যাঞ্চে কিছু টাকা খাটছে তার, শীঘ্রি ওদের সাথে দেখা করতেও যাবে, কিন্তু র‍্যাঞ্চিং ওর রুচিমাফিক কাজ নয়। রেলরাস্তা আর পুঁজি খাটানোর কিছু অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু যে ধরনের কাজ সে চায় তেমন কাজ করার মতো যোগ্যতা তার নেই। ব্যবসাতেও মন নেই।

এখানে, পশ্চিমে, সে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে বলে তার মনে হয়। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি লাভ হবে? এখানে প্রত্যেক ট্রেইলের শেষে রয়েছে আরো অসংখ্য ট্রেইল। কারো পক্ষেই সব পথে ঘোরা সম্ভব নয়। কিছু মেয়ের সাথে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু কোনোদিন প্রেমে পড়েনি। ভিতরে তার একটা বিশাল চাহিদা রয়েছে। সেটা কিসের জন্যে তা সে নিজেও জানে না।

হত্যার মধ্যে দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান হয় বলে বিশ্বাস করে না সে। তবু গিলি আর কিটের কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না, ওরা এখনও স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্দেহ নেই আরও খুন করে চলেছে ওরা।

সে কি আশা করছে কিছু একটা ঘটবে? আর কেউ তার কাজটা শেষ করবে? গিলির কথা মনে হলেই ওর বুকের ভিতরটা কেমন যেন হিম হয়ে আসে। লোকটা একটা নীচ পাষণ্ড···মনে হয় কেউ কোনোদিন ওর ক্ষতি করতে পারবে না। তবে কি ড্যান ওকে ভয় পায়?

যদিও গিলি ট্রিগার টিপেছে, কিন্তু ভিডিয়ান রিচার্ডও সমান দোষী। সে-ই পশ্চিমে এসে প্রিন্স রেশেভস্কির হয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে খুন করিয়েছে তার একমাত্র বন্ধু ডিলানকে।

তার জায়গায় ডিলান ন্যাশ হলে ঠিকই বুঝতে পারতো তার কি করা উচিত আর সেইমতো কাজও করতো সে।

তবে কি এজন্যেই কোথাও গিয়ে স্থির হতে পারছে না সে? অবচেতন

মনে তাকে কি এটাই অস্থির করে তুলছে? ডিলানের আত্মা শান্তি পাচ্ছে না বলেই কি তার এমন লাগছে? সে-ই যে ছিলো তার সব।

তার মায়ের ব্যাপারেই বা কি করবে? যে মহিলা নিজেকে এখন এভারেট ফসেট বলে পরিচয় দিচ্ছে তাকে কি সে জানাবে তার নিজের পরিচয়? কিন্তু কি লাভ তাতে? মায়ের কাছে কিছুই চায় না সে, আর মা তো তাকে বিদায় করে ঝামেলা মুক্তই হতে চেয়েছে। ভালোবাসেনি কোনোদিন।

বনি বেরিয়ে এসে ওর পাশে সিঁড়িতে বসলো। 'মরুভূমির রাতের মতো আর রাত হয় না,' বললো সে। 'রাতে ঘোড়ার পিঠে পথ চলতে আমার খুব ভালো লাগে।'

'গিলি কোথায় এখন?'

মাথা ঘুরিয়ে ড্যানের দিকে চাইলো সে। 'ওকে ঘাঁটাতে যেও না, ড্যান। পিস্তলে যতো ভালোই হও না কেন—লোকটা জঘন্যরকম নীচ আর দ্রুতও বটে। আমি নিজেও ওর সাথে সহজে লাগতে চাইবো না।'

'সে ওদেরই একজন।'

'ভুলে যাও। আমার অবস্থা দেখছো না? টানস্টল গুলি খেয়ে মরার পর আমিও ওদের সবাইকে শেষ করতে চেয়েছিলাম। কয়েকজনকে করেওছি—কিন্তু কি লাভ হলো? আউট-ল হয়ে গেলাম।'

'গিলি কোথায় আছে তা কিন্তু বলোনি।'

'কারণ হচ্ছে সে ঠিক কোথায় আছে তা জানি না। শুনেছি মণ্টানার দিকে আছে।' একটু থামলো বনি। 'তবে কিট কোথায় আছে বলতে পারি।'

'কোথায়?'

'তোমার র‍্যাঞ্চের দিকে ফিরে গেলে ওর সাথে দেখা হবে। শুনেছি টাসকোসায় আছে।'

'তুমি ওদিকে যাচ্ছো?'

এক মিনিট চুপ করে থেকে বনি বললো, 'না, ভাবছি কয়েকটা দিন বিশ্রাম নেবো। এখানকার খাবারটা ভালো, এরা লোকও ভালো। আজকাল আমার জীবনে বিশ্রামের সুযোগ খুব কমই আসে।'

'ভোরবেলাই রওনা হচ্ছি আমি—গুড লাক, বনি।' ভিতরে ঘুমাতে গেলো ড্যান। শোবার আগে পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখলো। বিল হিককের দেয়া স্মিথ এণ্ড ওয়েসন পিস্তলটাই এখনও ব্যবহার করে সে। এর ওজনটা ওর

 ওয়েস্টার্ন

বেশ পছন্দ।

পরদিন ভোর হবার আগেই বেরিয়ে পড়লো ড্যান। পাহাড়ের পাশ দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে বিশাল উঁচুনিচু জমির ওপর দিয়ে এগিয়ে চললো। এটাও অ্যাপাচি এলাকা। খুব ছোট বয়সেই ডিলানের সাথে স্টেজ কোচে যাবার সময়ে লড়াইয়ের মাধ্যমে ওদের সাথে পরিচয় হয়েছে ওর। তাই পাহাড় আর টিবির চূড়া এড়িয়ে মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে চলেছে সে। অ্যামবুশের জন্যে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

রাতে বেশ আড়ালে ছোট্ট একটা আগুন জ্বেলে কফি আর খাবার তৈরি করে খেয়ে আবার রওনা হলো। নিজের চিহ্নগুলো যতটা সম্ভব ঢেকে ফেলছে।

প্রথম দিন যে এলাকা দিয়ে ড্যান এগিয়েছে সেখানে লিঙ্কন কাউন্টি যুদ্ধের কিছুটা ছোঁয়া লেগেছে। যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিলো সেইসব কঠিন লোকের অনেকেই এখনও এখানেই রয়ে গেছে। লিঙ্কনে পৌঁছে খাবার পাওয়া যায় এমন একটা ছোট্ট জায়গার সামনে থামলো ড্যান।

ভিতরে একটা ছোট্ট বার আর গোটা ছয়েক টেবিল রয়েছে। এইসব ছোট দোকানে অর্ডার দেয়ার কোনো নিয়ম নেই। ওরা যা তৈরি করেছে তাই সবাইকে খেতে হবে—আর কোনো উপায় নেই। তবে কফিটা ভালো।

জনাছয়েক লোক রয়েছে ভিতরে। দুজনকে একটু গুণ্ডা প্রকৃতির বলে ড্যানের মনে হলো। ওদের একজন ড্যানের দিকে কয়েকবার চেয়ে অন্যজনের কানে কানে কি যেন বললো তারপর দুজনেই ওর দিকে চেয়ে জোরে হেসে উঠলো।

ওদের দিকে নজর দিলো না ড্যান। বিভিন্ন শহরে নবাগত হিসেবে ঘোরার ফলে এইসব ধরন তার ভালো করেই চেনা। বেশির ভাগ লোকই ভালো, তবে কিছু থাকে যারা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে নবাগতকে অপদস্ত করে আনন্দ পায়।

শক্তমতো লাল চুলওয়ালা একটা যুবক ওর দিকে এগিয়ে এলো।

'এই শুনছো! ''বনি দ্যা কিড'' এবার কোন্‌দিকে যাবে বলে মনে হয়?'

সে যাই জবাব দিক ওরা একটা ঝগড়া বাধাবার মতলবে আছে এটা ভালো করেই বুঝতে পারছে ড্যান। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'ওর ঘোড়ার

নাক দেখেই তো বুঝতে পারো।'

'ঘোড়ার নাক? তার সাথে এর সম্পর্ক কি?'

ওর ঘোড়ার নাকের দিকে লক্ষ্য করো, ওটা যেদিক নির্দেশ করছে সে-দিকেই যাচ্ছে সে।'

কাউন্টারের মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠলো। কয়েকজন লোককেও দাঁত বের করে হাসতে দেখা গেলো। 'নিষ্পাপ মুখে দাঁড়িয়ে আছে ড্যান। লাল চুলের মুখটা লাল হলো। 'নিজেকে খুব চালাক ভেবেছো, না? ঠিক আছে দেখা যাক তুমি কতটা চালাক। তোমার পেশা কি?'

'অভিনয়,' জবাব দিলো ড্যান।

লোকটা কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলো। মনে হচ্ছে ঘরের আর সবাই যেন কেউ ওদের কথা শুনছে না। কিন্তু ড্যান জানে সবাই কান পেতে শুনছে। শান্তিতে খাবার শেষ করতে চায় সে।

'দেখে তো অভিনেতা বলে মনে হচ্ছে না,' বলে উঠলো লোকটা। 'ওঠো, কিছু একটা করে দেখাও।'

উপায় নেই···খাবারটা শেষ করতেই চেয়েছিলো সে। কাঁটাটা নামিয়ে রাখলো ড্যান। 'আসলে আমি একজন ম্যাজিশিয়ান। জিনিস-পত্র অদৃশ্য করে দিতে পারি, কিন্তু তোমাদের সাহায্য দরকার পড়বে।'

কাউন্টারের মেয়েটার দিকে ফিরে সে বললো, 'দুটো বালতি হবে? পানি ভরা বালতি চাই।'

'ওগুলো অদৃশ্য করে দেবে?'

'হ্যাঁ, তবে তোমাদের সাহায্য লাগবে।' একটা মেক্সিকান ছেলে দুটো ভরা বালতি নিয়ে এলো ভিতর থেকে। 'হাতলওয়ালা দুটো ব্রাশও লাগ-বে।'

একটা চেয়ারের ওপর উঠে একটা বালতি ছাদের সাথে ঠেকিয়ে লাল চুলকে একটা ব্রাশ দিয়ে ওটাকে শক্ত করে ছাদের সাথে ঠেসে ধরতে বল-লো। 'শক্ত করে ধরো কিন্তু নইলে বালতিটা পড়ে যাবে।'

'আর তুমি,' দ্বিতীয় যুবককে বললো ড্যান। 'তুমি এটাকে ধরো।' দ্বিতীয় ব্রাশটাও ঠিক বালতির তলায় মাঝখানে বসিয়ে দিলো সে।

'এখন শোনো বাছাধনরা, যতক্ষণ ওই ব্রাশ শক্ত করে ধরে থাকবে বালতি পড়বে না। পড়লে কিন্তু ভিজে একাকার হবে।'

'তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হওয়াটা দেখাও,' বলে উঠলো লাল চুল। 'পানি ভরা বালতি এভাবে বেশিক্ষণ রাখা যাবে না।'

শান্তভাবে ওদের খাপ থেকে পিস্তল দুটো উঠিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে এলো ড্যান।

'এসব কি—'

'না, কোনো কথা নয়,' পিস্তল তুলে ইঙ্গিত করলো ড্যান। 'ওই ব্রাশ দুটো শক্ত করে ধরে থাকো। যদি ভিজতে বা গুলি খেতে চাও তাহলে অবশ্য অন্য কথা।'

পিস্তল দুটো শান্তভাবে টেবিলে তার প্লেটের পাশে রেখে স্ট্যু শেষ করে ওয়েট্রেসকে কফির কাপটা আবার ভরে দিতে বললো ড্যান।

'এই, ব্যাপারটা কি!' প্রতিবাদ করলো লাল চুল। 'জলদি বালতি নামাও!'

'চুপ করো,' বললো ড্যান, 'এই ভদ্রলোকরা একটু শান্তিতে তাদের খাওয়া শেষ করতে চায়।'

আয়েশ করে বসে কফিতে চুমুক দিতে দিতে নির্বিকার মুখে ওদের দিকে চেয়ে দেখছে ড্যান। গল্পটা ছড়িয়ে পড়েছে। সম্ভবত মেক্সিকান ছেলেটার মুখ থেকেই ওরা জেনেছে। ভিড় জমে গেছে বাইরে। দু'একজন রেস্টুরেন্টে ঢুকে ব্যাপারটা দেখে গেলো।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দুজন শক্ত যুবক, ওদের মাথার ওপর পানি ভরা ভারি বালতি। ব্রাশ ছেড়ে দিলেই পানিতে ভিজে চুপচুপে হবে—হয়তো বা মাথায়ও আঘাত লাগতে পারে।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' বললো ড্যান। 'তোমরা কিন্তু অদৃশ্য হওয়া দেখতে চেয়েছিলে, স্ট্যু আর তিন কাপ কফি তোমাদের সামনেই অদৃশ্য করেছি। আর এবার—' টেবিলের ওপর একটা রুপার ডলার রাখলো সে—'নিজেই অদৃশ্য হচ্ছি।'

কামরার সবার দিকে ফিরে সে বললো, 'কিছুক্ষণ পরেই ওরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়বে। যখন তোমাদের সময় বা মর্জি হয় বালতি দুটো নামিয়ে দিও।'

দরজার সামনে এগিয়ে গেলো সে। 'গুডবাই। তোমাদের সুন্দর সঙ্গ ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু এবার যেতেই হচ্ছে।'

বাইরে এসে কার্তুজগুলো বের করে পিস্তল দুটো রাস্তার ওপর ফেলে

রেখে ঘোড়ায় চড়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো ড্যান।

বিরাট প্রান্তর পড়ে রয়েছে ওর সামনে। মাথার ওপর বিশাল আকাশ। পশ্চিম ছাড়া এই দৃশ্য আর কোথাও নেই। যেদিকেই তাকাও অনেকদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাবে অগুণতি পাহাড়ের ঢেউ। কোথাও বা ক্যানিয়নের বিরাট খাদ। কোথাও মরুভূমি, আবার কোথাও তৃণভূমি।

এখন একটা উঁচু ঢিবির মাথায় উঠে দুপাশে ষাট থেকে সত্তর মাইল এলাকা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। সম্পূর্ণ একা—কেবল নিজের ঘোড়ার খুরের শব্দই ওর কানে আসছে।

ইণ্ডিয়ানরা এই এলাকার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে সবাইকেই যে কোনো যাত্রার আগে ওদের কথা ভাবতেই হয়। ওদের কোনো নির্দিষ্ট ঘর নেই, সবখানেই থাকতে পারে। পানির উৎস ইণ্ডিয়ান বা আমেরিকান সবার জন্যেই সমান দরকারী। পানির কাছে খুব সাবধানে এগোতে হয়।

পানির ব্যাপারে ডাফের কথাই ড্যান মেনে চলে। ডাফ…সেই আধা আউট-ল আর আধা ভালো লোকটা। বইয়ের জ্ঞানের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু তবু তার মাথায় হাজারো নিত্য প্রয়োজনীয় তথ্য ঠাসা রয়েছে। সে নিজেও জানে না কত কি তার মগজে রয়েছে। ডাফ কখনোই পানির কাছে ক্যাম্প করবে না—যেখানে ইণ্ডিয়ানদের ভয় নেই সেখানেও না।

'এটা ঠিক না,' সে বলেছিলো, 'অন্য লোকেরও পানি দরকার। সবাই যদি পানির কাছে ভিড় জমায় তাহলে পশু-পাখিরা কি করবে? তাদেরও পানি দরকার। নিজের যা প্রয়োজন নিয়ে অন্যের জন্যে জায়গা ছেড়ে দাও।'

সেও শিখেছে, আর একটা পানির খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত নিজের বোতল খালি করতে নেই। অনেক সময় দেখা যায় যেখানে আগে পানি ছিলো সেখানে রোদে ফাটা শুকনো মাটি ছাড়া আর কিছুই নেই। ড্যান এ-ও জানে পুরোনো ইণ্ডিয়ান ট্রেইলগুলোই সবচেয়ে নিরাপদ, কারণ ওগুলোই সবচেয়ে সহজ পথে আরেক পানির উৎসের পথ দেখাবে।

দুবার দু'টা নির্জন র‍্যাঞ্চে থেমেছে ড্যান। খবরের বিনিময়ে ওকে খাবার খাইয়েছে ওরা। দ্বিতীয় র‍্যাঞ্চে ওরা একটা সুন্দর বলিষ্ঠ ভেবে মেয়ার বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছিলো তাকে।

আস্তাবলের কাঠের রেলিঙের ওপর ঝুঁকে ঘোড়াগুলোকে দেখছিলো

লোকটা। ড্যান জিজ্ঞেস করলো, 'বিক্রির কি ব্যবস্থা?'

'কোন্‌টা কিনতে চাও বলো, বিক্রি করতে রাজি আছি।'

'কিন্তু ঘোড়া ভালো হবে তো?'

গোঁফ চিবালো লোকটা, তারপর বললো, 'তোমার কাছে মিথ্যা বলবো না, পুবে গেলে বলবো ঘোড়া ভালো, কিন্তু পশ্চিমে গেলে বলবো ভালো না।'

'আমার মনে হয় একটা মেয়ার আছে যেটা দু'দিকের জন্যেই ভালো হবে।'

ওই মেয়ারে চড়েই সাঁতরে নদী পার হয়ে পিকোস পৌঁছলো ড্যান।

ছয়

নদীর মোহনায় গড়ে উঠেছে টাসকোসা। ট্রেইলের গরুর ওপরই বেঁচে ছিলো শহরটা। কিন্তু ওর গলা টিপে মেরেছে কাঁটাতারের বেড়া। কিছু মাটির তৈরি কাঁচা বাড়ি আর রাস্তায় খুন হওয়া বন্দুকবাজদের আত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই ওই শহরে।

বড় বড় গরুর দল যারা এনেছে তারা সবাই ভালো যোদ্ধা আর কঠিন বন্দুকবাজদের দলে টেনেছে। 'বনি দ্যা কিড' বা 'বিলি দ্যা কিড' প্রায়ই এখানে আসে। তবে এই শহরেও বেশ কিছু শক্ত মানুষের বাস আছে। কিছু মহিলাও আছে এখানে যারা ওইসব শক্ত মানুষের সাথে অবাধে মেলা-মেশা করে, তবে সম্ভবত ওরা ওই পুরুষদের চেয়েও অনেক শক্ত।

ড্যান টাসকোসায় এসেছে, কিন্তু কিটকে ঠিক খুঁজছে না সে। তার র‍্যাঞ্চে ফিরে যাচ্ছে সে, আর একশো মাইলের মধ্যে এটাই একমাত্র শহর। ফোর্ট সামনারে একরাত ছিলো। পিট ম্যাক্সওয়েল তার নিজের শোবার ঘর ড্যানকে ছেড়ে দিয়েছিলো, সে আর তার বাবা দু'জনেই ডিলানের পরিচিত—ড্যানকে মনে ছিলো ওদের।

'এদিকটা এখন অনেক শান্ত,' পিট বলেছিলো ওকে। 'প্যাট গ্যারেট অবশ্য মাঝেমাঝে "বনি দ্যা কিডকে" খুঁজতে আসে, তবে আমার ধারণা সে ওল্ড মেক্সিকোর দিকে যাচ্ছে। মেক্সিকানরা ছেলের কসম খেয়ে বলে সে ওই একজন আমেরিকান কোনোদিন ওদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি।'

'আমি ওকে চিনি। সিলভার সিটিতে ছেলেবেলায় আমরা একসাথে খেলেছি।'

'বুঝলাম সে ভালো, কিন্তু এদিকে এলে ওর বিপদ হতে পারে।'

'কয়েকদিন আগে ওর সাথে দেখা হয়েছে আমার,' বললো ড্যান, 'কঠিন পথে চলেছে সে।'

পিট জিজ্ঞেস করেনি, ড্যানও আর তাকে বলেনি কোথায় বনির সাথে ওর দেখা হয়েছে। পরদিন সকালে হাত মিলিয়ে বিদায় নিয়েছে ড্যান।

টাসকোসার দিকে এগিয়ে চলেছে ড্যান। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শেষ যখন কিটকে দেখেছে তখন ছেলেমানুষ ছিলো সে—কিন্তু এখন পরিণত বয়স্ক যুবক।

রাস্তার ধারে কটনউডের বন। পাশ দিয়েই ক্যানাডিয়ান রিভার বয়ে গেছে। নালার মতো জায়গাটা দিয়ে সোজা ওয়াটার স্ট্রীটে পৌছানো যায়, কিন্তু বেশ কিছুটা ঘুরে দেখেশুনে শহরে ঢুকলো ড্যান। ডজ ট্রেইল ধরে সোজা বড় রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলো। বাম দিকে ঘুরে শহরের আস্তাবলের দিকে গেলো সে।

বিকেল চারটা বেজেছে। একটা সেলুনে ঢুকলো ড্যান। সেলুনটা এখন প্রায় খালি। একবার চোখ বুলিয়ে দেখলো পরিচিত কেউ নেই। বারের-দিকে এগিয়ে গেলো সে। ঝালরওয়ালা 'শটগান চ্যাপস' পরা একটা লোক কাউন্টারে দাঁড়িয়ে। বুটের সাথে ঝুলছে মেক্সিকান স্পার। ফিতে দিয়ে উরুর সাথে বাঁধা রয়েছে ওর পিস্তল, একটা বাড়তি পিস্তল কোমরে গোঁজা। কালো-সাদা একটা চেক শার্ট ওর পরনে—মাথায় কালো হ্যাট। কোটটাও কালো, কিন্তু ধুলো ভরা।

একটা বীয়ার অর্ডার দিয়ে ড্যান প্রশ্ন করলো, 'এখানে খাবার কোনো ভালো জায়গা আছে?'

'ওদিকে,' দক্ষিণ দিক নির্দেশ করলো বারটেণ্ডার। 'ফ্রেডের দোকান। সে নিজে সম্ভবত থাকবে না এখন, কিন্তু ওখানকার খাবারটা ভালো। গরু যারই হোক ওরা চমৎকার রাঁধে।'

হাসলো ড্যান। 'ওই কথায় অনেকখানে মারপিট লেগে যাবে।'

'ফ্রেড সেরকম না। ওর মনটা ভালো।'

'শহরের খবর কি, ইদানীং কিছু ঘটেছে?'

'এখানে? এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো গোলাগুলি হয়নি—এমন কি ছুরি দিয়ে কাটাকাটিও না।'

কাউন্টারের সামনেই দাঁড়িয়ে রইলো ড্যান। বীয়ার খাওয়া ওর উদ্দেশ্য নয়, কথা বলে খবর জেনে নিতে চাইছে। পশ্চিমে সেলুনই হচ্ছে খবরা-খবর জানার সবচেয়ে ভালো জায়গা। ওয়াটার হোল, ইণ্ডিয়ানদের সাথে সংঘর্ষ, চুরি-ডাকাতি, মোটামুটি সব খবরই এখানে পাওয়া যায়।

কয়েকজন লোক বীয়ার খেতে খেতে গল্প করছে। ওদের কথাবার্তা শুনছে আর মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছে ড্যান। আগামীকাল ঘোড়ার পিঠে অনেক দুর যেতে হবে তাকে। খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম নিতে না গিয়ে এখানে শুধু শুধু কি করছে সে? ভাবলো, কিন্তু নড়লো না। নিজেকে ভালো করে বিচার করে দেখছে—শেষ পর্যন্ত জীবনে কি করতে চায় সে? যে-কোনো একটা শহরে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে একটা আইনের ব্যবসা গড়ে তুলতে পারে। টাকা-পয়সা ফুরিয়ে আসছে, এখন একটা রোজগারের ব্যবস্থা তার করা দরকার। র‍্যাঞ্চে লাভের অংশ দিয়ে সেখানকার উন্নতিসাধন করা হয়েছে—জমেনি।

কিট আর গিলির ভাবনাটা ওর মাথা থেকে যায়নি। কেমন যেন একটা অপরাধবোধ কাজ করছে ওর মনে। আইন ওদের শাস্তি দিতে পারেনি—কিন্তু তার উচিত ওদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া। সবাই ওর কাছ থেকে এটাই আশা করবে···কিন্তু মানুষ খুন করতে খুব খারাপ লাগে তার।

'এই যে, ভাই?'

'উঁ?' বাস্তবে ফিরে এলো ড্যান।

'পোকার খেলবো আমরা—খেলবে?' লোকটা জিজ্ঞেস করলো।

মানা করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সে বললো, 'খেলতে পারি, তবে বেশি-ক্ষণ পারবো না—কাল ভোরেই আবার অনেকদূর যেতে হবে।'

বোকা নয় সে। পকেটে বেশি টাকা নেই, ভালো খেলতে হলে টেবিলে টাকা থাকতে হবে। (পোকার খেলার নিয়ম হচ্ছে টাকা টেবিলের ওপর রেখে খেলতে হবে—ভালো হাত পেয়ে পকেট থেকে বাড়তি টাকা বের করে বাজি ধরা চলবে না) দু'ঘন্টা খেলে ষোলো ডলার জিতে উঠে পড়লো ড্যান।

আর একজন লোকও একই সাথে উঠলো। 'খেয়েছো?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'আমি ফ্রেডের ওখানে খেতে যাচ্ছি।'

'চলো, একসাথেই যাই।'

যেতে যেতে লোকটা প্রশ্ন করলো, 'জিতলে?'

'জিতেছি, তবে সামান্যই—মাত্র ষোলো ডলার।'

'আমিও বেশি জিতিনি—বিশ ডলার।'

ফ্রেডের দোকানে মাংসটা সত্যিই চমৎকার। এতো খিদে পেয়েছে আগে বোঝেনি সে।

হঠাৎ অন্য লোকটা বললো, 'মনে হচ্ছে আমাদের আগেও দেখা হয়েছে।'

ওর দিকে চাইলো ড্যান। 'কোথায়, বলো তো? পুব, পশ্চিমে অনেক শহরেই ঘুরেছি।'

'আমিও, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না কোথায়। আমার নাম টেরি—তোমার কিছু মনে পড়ছে?'

হাসলো ড্যান। 'চিনেছি। অ্যারিজোনার ওদিকে তোমার হাত আর কাঁধে অ্যাপাচি বুলেটের আঘাতে জখম হয়েছিলো।'

'আর তুমি?'

'অনেক ছোট ছিলাম তখন। স্টেজ-কোচে তোমাকে সীট ছেড়ে দিয়েছিলাম। তোমাদের জন্যে রাইফেলও লোড করেছি। আমার নাম ড্যানিয়েল বার্কলে।'

'বার্কলে? হ্যাঁ, ডিলান ন্যাশের সাথে ছিলে। ইদানীং কলোরাডোতে আর গেছো?'

'না। কেন?'

'তোমার ওখানে একবার যাওয়া দরকার। ওরা এমপায়ারে তোমার খোঁজ করছিলো···আশপাশের এলাকাতেও খুঁজেছে। তোমার জন্যে খবর আছে।'

ওর মুখের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা আঁচ করার চেষ্টা করলো ড্যান। 'তার মানে? কারা খুঁজছে আমাকে?'

'মাইনে কাজ করতাম আমি···মনে আছে? এখনও তাই করি। তফাৎটা হচ্ছে আগে বেতন নিতাম, আর এখন বেতন দিই।' হাসলো সে। 'অবশ্য

ব্যাপারটা যতো সোজা শোনাচ্ছে কাজটা ততো সোজা হয়নি।' আবার গম্ভীর হলো সে। 'সে যাক, মনে হয় তুমি কিছু টাকা ওখানে পুঁজি খাটিয়েছিলে। ওটার কি হলো খোঁজ নেয়া দরকার।'

ওরা তখনও কথা বলছে—আধঘন্টা পরে দরজা খুলে কিট ঢুকলো।

ওর দিকে একবার চেয়ে ড্যান টেরিকে বললো, 'তোমার সাথে তো আমার অনেক দিনের পরিচয়—আমার আঙ্কেলকে মনে আছে?' ইচ্ছা করেই গলার স্বর একটু চড়িয়ে কথাটা বললো সে।

'তোমার আঙ্কেল? ডিলান ন্যাশের কথা বলছো? অবশ্যই মনে আছে।'

কিট ওদের দিকে ফিরে চাইলো। লম্বা চিকন গড়ন। গোলাকৃতি কাঁধ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মনে হয় অনেকদিন গোসল করেনি—নোংরা।

ড্যানও ওর দিকে চাইলো। ওর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির আভাস। চোখ নামিয়ে নিলো কিট। কি করা উচিত বুঝতে পারছে না সে।

'তাকে খুন করা হয়েছিলো,' বলে চললো ড্যান। 'ওরা তিনজন ছিলো। অন্ধকারে গুলি করেছিলো। সামনাসামনি ডিলানের মোকাবিলা করার সাহস ছিলো না ওদের।'

কিটের চেহারায় একটু রঙ ধরলো। ড্যান বুঝতে পারছে অপমানে ওর গা জ্বলছে। কিন্তু একটা ভাড়াটে খুনীর জন্যে তার মনে কোনো করুণা নেই।

কি ঘটতে যাচ্ছে, এ সম্পর্কে কিছুই জানে না টেরি। 'তারপর ওদের কি হলো?' প্রশ্ন করলো সে।

'একজন মরেছে। বাকি দুজনেরও আর বেশিদিন নেই,' জবাব দিলো ড্যান।

সন্দিগ্ধ চোখে ড্যানের দিকে চেয়ে টেরি প্রশ্ন করলো, 'ব্যাপার কি? কি ঘটছে?'

'আমার ধারণা কিছুই ঘটবে না। কিটের দিকে কেউ চেয়ে থাকলে তাকে গুলি করার কথা সে চিন্তাই করবে না।'

তাড়াতাড়ি চোখ তুলে চারপাশে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝে গেলো টেরি। চেয়ারশুদ্ধ উঠে দূরে গিয়ে বসলো। সবার চোখ কিটের ওপর।

নিজের প্লেটের দিকে একবার চেয়ে দেখলো সে। ওয়েট্রেস মাত্র প্লেটটা ওর টেবিলে রেখে গেছে। একটা গাল দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই ঝড়ের বেগে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো কিট। যাওয়ার পথে ওর ধাক্কায় একটা চেয়ার

উল্টে পড়লো।

'আমাকে আগে থেকে একটু সাবধান করতে পারতে,' বললো টেরি।

'ওকে আশাই করিনি। তবে জানতাম টাসকোসাতেই আছে।'

'তুমি সাবধান থেকো। ওর চরিত্রের যা বর্ণনা শুনলাম তাতে সে এখন ঝুঁকি না নিয়ে গোপনে তোমাকে মারার চেষ্টা করবে।' আবার কফি দেয়ার অর্ডার দিলো টেরি। 'তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, তোমার প্রাণে ভয়ডর বলে কিছু নেই। অবশ্য ছোট থেকেই খুব শক্ত ছিলে।'

'আমি একজন ভালো টিচার পেয়েছিলাম,' বললো সে। 'ডিলানের চেয়ে শক্ত নার্ভ আজ পর্যন্ত দেখিনি।'

'তুমি বলছিলে ওদের একজন মরেছে। একজন কিট···তৃতীয় ব্যক্তি কে?'

'গিলি।'

নিচু সুরে শিস দিয়ে উঠলো টেরি। 'ওর সাথে লাগতে যেও না, ড্যান। সাংঘাতিক লোক। ওকে মারা কারো পক্ষে সম্ভব না।'

'হতে পারে।'

'তুমি কি এখন কিটকে খুঁজে বের করে শেষ করবে?'

একটু ভাবলো ড্যান। 'না, ওই আমাকে খুঁজে বের করবে। কারণ ওর মনে এখন ভয় ঢুকে গেছে। তাছাড়া ডিলানের অনেক বন্ধু ছিলো, তারাই হয়তো একদিন ওকে ফাঁসিতে ঝুলাবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।'

টেরি তার হাত দুটো টেবিলের ওপর রাখলো। 'এবার আমার হোটেলে ফিরতে হবে। এসব ভুলে আমার সাথে তুমি চলে এসো না কেন? টাকার অভাব নেই···অনেকগুলো সম্ভাব্য খনিও কিনে রেখেছি, কিন্তু কাজ শুরু করতে পারিনি লোকের অভাবে। চলে এসো···দুজনে একটা সুন্দর টীম হবে।'

'প্রস্তাবটা ভেবে দেখবো।'

বেশ কিছুক্ষণ ওখানে একা-বসে ড্যান ভাবলো কি ঘটেছে। কফি শেষ করে সদর দরজা দিয়ে বেরোলো না সে। খাবার টাকা চুকিয়ে রান্নাঘর দিয়ে বাইরে বের হলো।

ঘুরে সামনের রাস্তায় বেরিয়ে সাবধানে এগোলো সে। কিটের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না। আবার গলিপথ ধরে পিছনের দরজা দিয়ে হোটেলে ঢুকলো।

রুমে ঢুকেই দরজার হাতলের তলায় একটা চেয়ার বাধিয়ে রেখে পর্দা টেনে দিলো ড্যান। একটা গামলায় পানি ঢেলে ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে নিলো। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়লো।

অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভাঙলো ওর। স্থির হয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ কান পেতে রইলো। শহরটা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। একটা মোরগের ডাক শোনা গেলো। বিছানা ছেড়ে হোটেলের সস্তা দামের আয়নাটার সামনে শেভ করতে বসলো ড্যান। আয়নায় ওর মুখটা বাঁকা দেখাচ্ছে। কাপড় পড়ে তৈরি হয়ে কামরার চারদিকে একবার চেয়ে দেখে নিলো কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা। তারপর হোটেলের করিডর দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

টাসকোসার রাস্তায় এখনও সূর্যের আলো পড়েনি। বাইরে বেরিয়ে এক ঝলকে রাস্তাটা দেখে নিলো সে। তারপরে ছাদ, দরজা আর জানালাগুলো চেক করলো। ডিলান তার মনে এসব একেবারে গেঁথে দিয়ে গেছে। এখন এক নজর দেখলেও তার চোখে আর কিছুই এড়ায় না।

ফ্রেডের দোকানটা খুলেছে। দুজন বিষণ্ণ চেহারার র‍্যাঞ্চ কর্মচারী কফি খাচ্ছে। দুজনেরই চোখ লাল, শেভও করেনি। হয়তো সারারাত জুয়া খেলেছে। বোঝাই যাচ্ছে কথা বলার মুডে নেই ওরা। শেষের টেবিলে দরজার দিকে মুখ করে বসে নাস্তার অর্ডার দিলো ড্যান।

পরবর্তী যাত্রার কথা ভাবছে সে। এরপরে বেশ কয়েকবার নিজেই রান্না করে খেতে হবে তাকে। যেদিক দিয়ে সে যাবে সেটা একটু ঘোরা পথ, কিন্তু স্টেক্‌ড্‌ প্লেনস-এ পানির বড় অভাব।

আসলে ডিউরো ক্যানিয়নের পথটাই সবচেয়ে ছোটো। কিন্তু ওই পথে অ্যামবুশের ভয় আছে। ক্যাপ রকের ওপর থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। কেউ ওর কাছে আসতে চাইলে দেখা না দিয়ে আসতে পারবে না।

হঠাৎ দরজা দিয়ে একজন লোক ঢুকলো। সাদাটে চোখ লোকটার। ড্যানের দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করলো, 'তোমার টেবিলে বসলে আপত্তি আছে?'

'নিশ্চয়ই না,' জবাব দিলো ড্যান। 'তোমার জন্যে কি করতে পারি?'

'শহর ছেড়ে চলে যেতে পারো,' বলে হাসলো সে। 'আমার নাম পাটনি, আমি এখানকার শেরিফ,' হাত বাড়িয়ে দিলো পাটনি। 'শুনলাম গতরাতে কিটের সাথে তোমার কথা হয়েছে?'

'না, ওর সাথে কোনো কথা বলিনি। টেরির সাথে কথা বলছিলাম, কিট ঘরে ছিলো, হঠাৎ উঠে বেরিয়ে গেলো।'

'ঠিক আছে, এতে তোমার দোষ ধরছি না, বন্ধু, কিন্তু এই শহরে এর আগে অনেক গোলাগুলি হয়েছে, আমি অনুরোধ করবো কিটের সাথে কোনো বোঝাপড়া থাকলে এই শহরের মধ্যে আর করো না।'

'আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, শেরিফ। ওর সাথে কথা বলিনি, আর বলতেও চাই না।'

'আসলে লোকটা খুব খারাপ। যদি সম্ভব হয় তোমাকে কোনো সুযোগই দেবে না সে।' ড্যানের দিকে চেয়ে ওকে বোঝার চেষ্টা করছে পাটনি। 'আচ্ছা, তুমি কি আশেপাশেই কোথাও থাকবে ঠিক করেছো?'

'না, ঠিক তা না। এখান থেকে দক্ষিণ-পুবে একটা র‍্যাঞ্চ আছে, ওই র‍্যাঞ্চে আমার কিছু শেয়ার আছে। হপকিনস র‍্যাঞ্চের নাম শুনেছো?'

'হ্যাঁ। ভালো লোক ওরা। যখন পশ্চিমে আসে, হপকিনসের ছেলেদের সাথে আমি মহিষ শিকার করেছি। ড্যানের দিকে কৌতুকের চোখে চাইলো পাটনি। 'তুমি কি বিবাহিত?'

'না।'

দাঁত বের করে হাসলো সে। 'সময় খুব ভালো কাটবে হে, বুড়ো হপ-কিনসের দুটো মেয়ে আছে—অমন সুন্দর মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। বড় মেয়েটার নাম মিরিয়ন—চেয়ে থাকার মতো চেহারা।'

'আর কেমিলিয়া?'

'ভয়ঙ্কর! সুন্দর আর বুনো। ক্যাপ রকের যে-কোনো পুরুষের মতো ঘোড়া চালাতে পারে। গুলি ছোঁড়া আর ল্যাসোতেও ওস্তাদ। আমাদের এখানে একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিলো—তাতে দড়ি দিয়ে বাছুর ধরে বেঁধে ফেলায় সব পুরুষকে সে হার মানিয়েছে।'

'তাহলে ওরা কেউ বিয়ে করেনি এখনও?'

'না, তবে এখানে থাকলে বিয়ে হবেও না। এখানকার পুরুষরা ওদের কাছে ভিড়তেই সাহস পায় না। পুরুষরা যা পারে ওরা তো তা পারেই —আরও ভালো পারে—কে সাহস করে ওদের বিয়ে করবে বলো?'

ড্যান যখন টাসকোসা ছেড়ে বেরোলো তখন বেশ বাতাস ছেড়েছে। ছোটছোট ঝোপগুলো বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে। মেঘ গর্জাচ্ছে। বর্ষাতি

বের করলো সে—এ-যাত্রায় ভিজতে হবে তাকে।

সাত

ড্যানের জানা মতে তার নিজের র‍্যাঞ্চে পৌছার আগে আর কোনো আশ্রয় মিলবে না। র‍্যাঞ্চ এখনও অনেক মাইল পথ। এলাকাটা বিলিয়ার্ড টেবিলের মতোই সমান। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে বেশ কয়েক মাইল চলার পরে একটা ছোট খাজের কাছে পৌছলো সে। এই প্রথম ক্যাপ রকের সমান জমিতে ছেদ পড়লো। সম্ভবত এটা পালো ডিউরোর একটা শাখা। কোম্যাঞ্চিদের বহুদিনের পুরোনো একটা আস্তানা।

বর্ষাতির ওপর সমানে বৃষ্টি পড়ার শব্দ হচ্ছে। তার হ্যাটের ধার বেয়ে বৃষ্টির পানি পড়ছে। ওর একমাত্র সান্ত্বনা কিট যদি এই বৃষ্টিতে বেরিয়ে থাকে, তার অবস্থাও কোনো অংশে ভালো নয়। ড্যান ভাবছে পালো ডিউরোতে গিয়ে একটা আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করাই হয়তো তার পক্ষে শ্রেয় হবে। চট করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ওই দিকেই রওনা হলো সে। আকাশটা বারবার বিদ্যুৎ হেনে মাটিতে কোপাচ্ছে। ক্যাপ রকের ওপর দিয়ে চললে হঠাৎ করে সে-ও ওই কোপের শিকার হয়ে যেতে পারে।

বৃষ্টি যেন স্টীলের তৈরি একটা জালের পর্দা তৈরি করেছে। ঘোড়াটা কাদায় একবার পিছলে ক্যানিয়নের ধারে গিয়ে পৌছলো। কিন্তু নিচে নামার কোনো রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। নিচে নামার পথ খুঁজতে খুঁজতে ধার বেয়ে এগিয়ে চললো সে। বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। ক্যানিয়নের ধার একটা জায়গায় ভাঙা দেখতে পেলো ড্যান। মোষ চলার পথ। বেশ সহজেই ওখান দিয়ে নিচে নামা যাবে।

নামতে গিয়ে মুহূর্তে কাঁধে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো। পিছন থেকে আঘাত এসেছে। ঘুরে তাকাতে যাচ্ছে এই সময় রাইফেলের আওয়াজটা তার কানে এলো। লাফিয়ে উঠলো ঘোড়া। বেকায়দা ঝাঁকিটা সামলাতে না পেরে কাদার ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো সে। ভীত ঘোড়াটা ট্রেইল ধরে ছুটে নিচের দিকে পালিয়ে গেলো। বুঝতে পারছে তার নড়া দরকার—মাথা তুলে দেখলো পথের খুব ঢালু একটা জায়গার ওপর পড়েছে সে। হামাগুড়ি দিয়ে ভাঙা ধারের তলায় কিছুটা আড়ালে এসে চেষ্টা করে উঠে

দাঁড়ালো ড্যান। পাথরের একটা ফাটল ধরে ঝুলে আরও সরে গেলো।

গুলি খেয়েছে সে। যে-ই তাকে গুলি করে থাকুক, সে ওত পেতে বসে ছিলো। বর্ষাতির ওপর বড়বড় ফোঁটায় বৃষ্টি অনবরত আঘাত করে চলেছে। আহত হলেও দাঁড়াতে যখন পেরেছে, ড্যানের বিশ্বাস, গুরুতরভাবে জখম হয়নি সে।

ঘোড়াটাকে দেখতে পেলো ক্যানিয়নের তলায় প্রায় আধ মাইল দূরে ঝর্ণার ধারে ঘাস খাচ্ছে। জিনের সাথে খাপের মধ্যে রয়েছে তার রাই-ফেল।

হতে পারে কিট, কোনো ইণ্ডিয়ান কিংবা কোনো আউট-ল তাকে গুলি করেছে। এই মুহূর্তে হয়তো আরও কাছে এগিয়ে আসছে সে। কান খাড়া রাখলো ড্যান—কিন্তু বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ হচ্ছে না। হালকা একটা ধোঁয়ার গন্ধ নাকে এলো বলে মনে হলো তার—ক্যাম্পফায়ারের ধোঁয়া।

ধীরে ধীরে আরও সরে যেতে শুরু করলো সে। অজানা রাইফেলধারী জানে সে কোথায় পড়েছে। তাকে দেখতে পেলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আবার গুলি ছুঁড়তো। নির্ঘাত সে এখন সরে এসে সেই মোক্ষম গুলিটা চালানোর চেষ্টা করছে।

ওর থেকে পনেরো ফুট উঁচুতে রয়েছে ক্যানিয়নের ধার। নিচে প্রায় খাড়া-ভাবে ঢালটা নেমে গেছে কয়েকশো ফুট। আর একটু এগিয়ে দেয়ালের গায়ে একটা ফাটল দেখতে পেলো। সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকে বর্ষাতির নিচে শার্টে ভিজে হাত মুছে নিয়ে পিস্তল বের করলো ড্যান।

দীর্ঘ অপেক্ষায় সময় কাটছে। কয়েকবার ভিজে কাঠ পোড়ার গন্ধ ওর নাকে এলো। এমন জায়গায় আগুন জ্বলাটা খুবই অস্বাভাবিক। যে লোকটা ওকে গুলি করেছে কিছুতেই আগুন জ্বালাবে না সে।

ধীর গতিতে একটা ঘণ্টা পার হয়ে গেলো। কয়েকবার পিস্তলটা হাত বদল করেছে। দু'একবার বেরিয়ে পড়তেও ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু রাইফেলের গুলির কথাটা চিন্তা করেই আবার নিজেকে সামলেছে। ক্ষতটা পরীক্ষা করার সুযোগ পায়নি সে। প্রাথমিক শকটা কেটে গেছে, এখন ওটা ভীষণ ব্যথা করছে। কিন্তু মনে হচ্ছে রক্ত পড়া যেন বন্ধ হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলো সে। বের হতে যাচ্ছে, এমন

সময় পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো। পিস্তলটা উপর দিকে কাত করে ধরে অপেক্ষা করছে ও। দেখা যায় না এমন কোনো কিছুর দিকেই সে কখনও গুলি ছোঁড়েনি—আজ নতুন করে তা শুরু করবে না। লোকটা যদি কিট হয়…

'মিস্টার,' একটা মেয়েলী কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেলো। 'তোমার চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি, আমি জানি তুমি ওখানেই আছো। যে লোকটা গুলি করেছিলো সে চলে গেছে। যদি চাও সাহায্য করতে পারি।'

'তাহলে দেখা যায় এমন জায়গায় এসে দাঁড়াও,' বললো সে।

একটু ইতস্তত করলো মেয়েটা। 'গলাটা চেনা মনে হচ্ছে, আসছি।'

হঠাৎ পুরোপুরি দেখা গেলো ওকে। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুট। পরনে পুঁতি বসানো ঝালর কাটা বাকস্কিনের স্কার্ট। বৃষ্টি ঠেকাবার জন্যে প্লাস্টিকের একটা ম্যাক (mackintosh) পরেছে সে। কিন্তু কোমরে ঝুলানো পিস্তলটা বের করার সুবিধার জন্য বর্ষাতির বোতামগুলো সব খোলা। ডান হাতে রয়েছে রাইফেল। গলার কাছে ব্লাউজের একটা বোতাম খোলা। ফিট করার জন্যে কেটে ছোট করা একটা পুরুষদের কোট পরেছে মেয়েটা।

এতসব এক নজরেই দেখলো ড্যান। আরও দেখলো, যুবতী অত্যন্ত সুন্দরী।

খাজের আড়ষ্ট অবস্থা থেকে বেরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ড্যান। 'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' বললো মেয়েটা। 'ড্যানিয়েল বার্কলে, তাই না? আমি কেমিলিয়া হপকিনস্।'

'আর কেউ হতেই পারো না তুমি,' বললো ড্যান। 'পথেই শুনেছি তোমার কথা। ওরা বলছিলো এই তল্লাটের সবচেয়ে বুনো আর সুন্দরী মেয়ে তুমি। আমিও তাই বিশ্বাস করি।'

লজ্জায় একটু রাঙা হয়ে চোখ পাকিয়ে ড্যানের দিকে চাইলো সে। 'ওতে কাজ হবে না, আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করছো তুমি। তাছাড়া আহত হয়েছো।'

'ওটা কি তোমার আগুনের গন্ধ পাচ্ছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি গুলি করোনি তো?'

'তাহলে এতক্ষণ বেঁচে থাকতে হতো না তোমার। না, একটা বড় বড়

ছোপওয়ালা ধূসর ঘোড়ার পিঠে ছিলো সে। আমাকে দেখেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে। হয়তো বোঝেনি আমি একা।'

খুঁটিয়ে দেখলো মেয়েটা—ফাটলের ধার থেকে কেমিলিয়ার দিকে এগোলো ড্যান। 'তুমি তো বেশ হাঁটতে পারছো। ক্যানিয়নের দুশো গজ ভিতরে আমার ক্যাম্প। এগিয়ে যাও, তোমার ঘোড়াটাকে ধরে নিয়ে আসছি আমি।'

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে গেলো ড্যান। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখলো প্রায় নিখুঁত একটা জায়গা বেছে নিয়েছে সে। ক্যানিয়নের কিছুটা দেয়াল ভেঙে একটা জায়গায় কিছুটা ভিতরে ঢুকে গেছে। সেখানে একটা বিছানা আর আগুন জ্বালাবার মতো যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। কাছেই তিনচারটে ঘোড়া রাখার মতো জায়গায়ও একটা রয়েছে, তবে পুরোপুরি শুকনো নয়। ক্যাম্পটা ওপর থেকে দেখা তো যাবেই না, খুব কাছে এলেও নিচে থেকেও সহজে ওটা কারো চোখে পড়বে না। বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটা এখানেই রাত কাটিয়েছে।

অল্পক্ষণ পরেই তার ঘোড়া নিয়ে ফিরে এলো কেমিলিয়া। ঘোড়া দুটোকে বেঁধে রেখে ড্যানের কাছে ছাদের তলায় এসে ম্যাক খুলে ফেললো সে। ওর ভিজে চুল কাঁধের ওপর ঝুলছে।

'আমরা আশা করছিলাম তুমি আসবে, ড্যান। বাবা বলছিলো শিগগিরই আসবে তুমি। সবাই আশা নিয়ে অপেক্ষায় ছিলাম।'

'উনি কেমন আছেন?'

'মোটামুটি। গত বছর একটা কিওয়া বুলেট হজম করেছে। বৃষ্টি আর ঠাণ্ডায় এখনও কিছুটা ভোগায়।'

'আর অন্যেরা?'

'ভালোই আছে। স্ট্যানের সাথে ফোর্ট গ্রিফিনে একজন লোকের গোলাগুলি হয়েছিলো। ফুল আঁকা গেঞ্জি পরা একটা লোকের সাথে ওর কথা কাটাকাটি হয়।'

'স্ট্যান ঠিক আছে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

কফি চড়িয়ে দিয়ে এবার ড্যানের দিকে ফিরলো সে। জখমটা দেখি কি অবস্থা। নরম মানুষ (tenderfoot) চট করে কাহিল হয়ে পড়ো তোমরা।'

'কে বলেছে নরম মানুষ? এখানেই আমার জন্ম।'

'জানি। কিন্তু এত দিন পুবের বিলাসিতার মধ্যে কাটিয়ে নিশ্চয় নরম হয়ে এসেছো।' কোট আর শার্ট খুলতে ড্যানকে সাহায্য করলো সে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর পেশীবহুল দেহটার দিকে চাইলো মেয়েটা। 'যাক, পুরোটা নরম হয়নি দেখছি!'

জখমটা গুরুতর কিছুই নয়। গুলিটা কাঁধের উপর দিকে লেগে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। কিছুটা মাংস ছিঁড়ে গেছে, বেশ রক্ত হারিয়েছে সে।

'গল্পের বইয়ে পড়েছি এসব ক্ষেত্রে মেয়েরা তাদের সাদা পেটিকোট ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বানায়। সাদা পেটিকোট আমার নেই—কোনোদিনই ছিলো না—থাকলেও কোনো পুরুষের জন্যে তা ছিঁড়তাম না। অবশ্য কারো মরার অবস্থা হলে অন্য কথা।'

আমার জিনের পিছনে ব্যাগে দুটো সাদা রুমাল আছে,' বললো ড্যান।

রুমালগুলো বের করলো সে। 'হুঁ, চমৎকার কারুকাজ করা রুমাল!' সমালোচকের দৃষ্টিতে রুমালদুটোকে খুঁটিয়ে দেখলো কেমিলিয়া। 'নাহ, একেবারেই বাবু বনে গেছো দেখছি!'

ওর দিকে চেয়ে রইলো ড্যান। এতো সুন্দর কাউকে জীবনে দেখেনি সে। মেয়েটা সহজ সরল আর পোষ না মানা জীবনে মতোই বুনো। 'বাড়ি থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছো নয়?' প্রশ্ন করলো সে।

'বেশি আর কি। এমন না যে আর এক দেশে চলে এসেছি। ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে। অনেক জায়গা ঘুরে দেখতে চাই। কোনো দুশ্চিন্তা নেই আমার, যে-কোনো পুরুষের সাথে ঘোড়ায় চড়া বা গুলি ছোঁড়ায় পাল্লা দিতে পারি। বেশির ভাগ লোকই হারবে। তাছাড়া ছুরিও চালাতে জানি।'

'সাড়ে সাংঘাতি কথা! তবে তো পুরুষরা তোমাকে দেখে ভয়েই আধ-মরা হয়ে যাবে!'

একটু লাল হলো মেয়েটা। 'হয়তো,' চোখ তুলে ড্যানের দিকে চেয়ে বললো সে, 'কিন্তু ভয় না পেলেও ওদের কোনো লাভ হবে না। আমি বাগদত্তা।'

আশাহত হয়ে ওর বুকের ভিতরটা কেমন যেন একটু মোচড় দিয়ে উঠলো, 'অবাক করলে,' বললো সে।

কফি ঢালতে ঢালতে মুখ তুলে চাইলো কেমিলিয়া। 'কেন? তুমি কি মনে করো আমার যোগ্যতা নেই? আমি ভালো না?'

'অবশ্যই ভালো—সম্ভবত একটু বেশিই। তোমার মধ্যে যে বুনো রক্ত আছে তাতে তোমাকে সামলাতে শক্ত পুরুষের দরকার হবে।'

আর একটা সরাসরি চাহনি দিয়ে সে বললো, 'শক্ত পুরুষেও কাজ হবে না, কেবল আমার মনের মানুষই সামলাতে পারবে।'

ড্যানের কফি খাওয়া শেষ হতেই চটপট ক্যাম্প তুললো কেমিলিয়া। কোনো সাহায্যই নিলো না সে। বললো, 'সব শক্তি খরচ করে ফেলো না, নরম মানুষ, পরে কাজে লাগাবার জন্যেও কিছু রাখো।'

'তুমি বাগদত্তা হলে আর রেখে কি লাভ?' বললো সে। চট করে ওর দিকে ঘুরে তাকালো মেয়েটা। মনে হলো কিছু যেন বলবে, কিন্তু না বলে ঘোড়ায় চড়লো সে। এতক্ষণে ড্যান লক্ষ্য করলো দুপাশে চেরা স্কার্ট পরেছে ও। আগেও এর কথা শুনেছে সে কিন্তু কোনোদিন দেখেনি। যতো মেয়েকে সে চেনে তাদের প্রত্যেকেই সাইডস্যাডলে ঘোড়া চালায়। ওটাই নাকি মেয়েদের ঘোড়ায় চড়ার একমাত্র ভদ্র উপায়।

'তুমি জিনের ওপর ঠিকমতো বসতে পারলে, আজই শেষ রাতের দিকে আমরা পৌঁছে যাবো।'

'তোমার সাথে সাথেই আছি আমি,' জবাব দিলো ড্যান। পথ দেখিয়ে রওনা দিলো কেমিলিয়া।

আকাশে এখনও মেঘ জমে রয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি থেমে গেছে। বজ্রপাতও বন্ধ হয়েছে। মাটি পিচ্ছিল আর কাদামাখা। এর মাঝেও বেশ দ্রুতই এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। কেমিলিয়া আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে।

যতদূর দেখা যায় সব সমান জমি। এমন কোনো চিহ্নই নেই যা দেখে রাস্তা চেনা যেতে পারে। মাত্র কয়েকশো গজ যাওয়ার পরেই ক্যানিয়নটা অদৃশ্য হলো। কারো বোঝার উপায় নেই অল্প দূরেই রয়েছে ওটা। ট্র্যাকের জন্যে মাটির ওপর সতর্ক নজর রাখলো ড্যান। কিন্তু কোনো চলাচলের চিহ্ন চোখে পড়লো না।

নিচু উপত্যকায় ওদের র‍্যাঞ্চ। পিছনে ঝর্ণাটা একটু উপরে পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। খাঁজটার চারপাশে সারিসারি গাছ—এখানে

সেখানে আরও গাছ জন্মেছে।

বেশ বড়সড় একটা দোতালা বাসা দেখা যাচ্ছে। চারপাশে চওড়া বারান্দা। একটা ব্যালকনিও রয়েছে। দুটো বড় গুদাম ঘরে ওদের সবচেয়ে ভালো ঘোড়া, কিছু দুধের গরু আর পশুর খাবার জড়ো করা হয়েছে। কয়েকটা আস্তাবল আর কাজের মানুষের জন্যে একটা বাঙ্ক-হাউসও রয়েছে ওখানে।

ঢালের ওপর লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো কেমিলিয়া। হাতের ইশারায় নিচের উপত্যকাটা দেখালো সে। 'র‍্যাঞ্চ,' বললো সে, 'তোমার পছন্দ মতো তৈরি করতে পেরেছি?'

'চমৎকার! সত্যিই খুব সুন্দর।'

আড়চোখে ড্যানের দিকে চাইলো কেমিলিয়া, 'আমারও তাই মনে হয়। বাপি বলে তোমার রুচি সুন্দর—আমরাও তাই তোমার যোগ্য করেই সব গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি।'

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই আস্তাবল থেকে স্ট্যান বেরিয়ে এলো। 'বাবা খুব খুশি হবে,' বললো সে। 'ঢালের মাথায় দেখেই তোমাকে চিনেছিলাম। জিনের ওপর বসার ভঙ্গিটাই আলাদা।'

জো হপকিনস সন্ধ্যার দিকে ফিরলো। সিড আর টোনিও তার সাথে রয়েছে। 'হিসাব নিতে গেছিলাম,' বললো জো, 'এই বছরই গরুর একটা দল ক্যানসাসে নিয়ে যাবো ভাবছি।'

ড্যানকে মনোযোগ দিয়ে যাচাই করে দেখলো সে। 'তুমি বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছো, খোকা। কাঁধও বেশ চওড়া হয়েছে।'

কেমিলিয়ার দিকে এবার তার চোখ পড়লো। 'কেমি তাহলে ঠিকই তোমাকে খুঁজে বের করেছে? ও তো ভাবছিলো তুমি ফিরে না এলে সে নিজেই গিয়ে তোমাকে ধরে নিয়ে আসবে। বাছা, সাবধান।'

'বাপি!' বললো সে। 'তোমাকে ওই কথা বলেছি?'

রাতে খাবার টেবিলে একসাথে বসলো সবাই। জো হপকিনস সবার হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো। সবার মুখের দিকে চাইলো ড্যান—হঠাৎ তার মনে হলো এটাই তার নিজের বাড়ি। অদ্ভুত একটা প্রশান্তিতে ভরে গেলো ওর মন। এদের সাথে পরিচয় অল্পদিনের হলেও এরা ওর একান্ত আপন।

সহজ সরল সমঝোতা, বন্ধুত্ব আর সমবেদনা রয়েছে এদের মাঝে। এরা সবাই শক্ত, সৎ লোক, কঠোর পরিশ্রমী, কঠিন যোদ্ধা অথচ সরল।

ওরা জানে সবাই সব মানুষের ভালো চায় না, পৃথিবীতে খারাপ লোকও আছে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে লড়তে জানে ওরা, শক্ত না হলে দুর্বৃত্তরা পরিশ্রমের ধন জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে।

একটা বড় প্লেটে মাংস নিয়ে মিরিয়ন ঘরে ঢুকলো। কেমিলিয়ার মতোই লম্বা আর সুন্দরী—রানীর মতো চলাফেরা। আবার জো হপকিনস-এর দিকে চাইলো ড্যান। এই কঠিন আবরণে মোড়া রুক্ষ চেহারার লোকটা কি করে এমন সুগঠিত, সুন্দর মেয়ের জন্ম দিলো?

'আমরা এখন চারজন কাজের লোক নিয়েছি, ড্যান,' বললো জো। 'আর একজন ভবঘুরে ধরনের লোক তোমার খোঁজ করছিলো, সেও আছে।'

'আমার খোঁজ করছে?'

'লোকটার নাম ডাফ। বললো তোমার জন্যে কিছু খবর আছে।' কিছুক্ষণ মাংস চিবিয়ে জো আবার বললো, 'দেখে মনে হয় কঠিন লোক।'

'একজন আউট-ল,' বললো ড্যান। 'তবে আমার বন্ধু আর শুভাকাঙ্খী। পাঁচ বছর বয়সে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। এর পরেও অবশ্য দেখা হয়েছে। খাওয়া শেষ করেই ওর সাথে কথা বলা দরকার—ফালতু কথার লোক সে নয়।'

'খুব কাজের। এখানে আসার পর থেকে রোজই সে আমাদের সাথে কাজে যোগ দিয়েছে। শক্ত হাতে দ্রুত কাজ করে। ওর চেয়ে ভালো কাজের লোক আমি খুব কমই দেখেছি।'

'ওকি এখানে কাজ করতে চায়?'

'বলেনি কিছু। আমার মনে হয় পাহাড়ী ট্রেইল ধরে এখানে পৌঁছেছে—কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চায়।'

হঠাৎ চোখ তুলে ড্যানের দিকে সোজাসুজি চাইলো জো। 'তুমি কি এখানে কিছুদিন থাকবে বলে ভাবছো? আমরা সব ব্যবস্থাই করছি। এই বাড়ির একটা আলাদা অংশ তোমার জন্যে তৈরি করা হয়েছে। মেয়েরাই ওতে আসবপত্র এনে গুছিয়ে রেখেছে—তোমার কোনো নালিশ থাকলে ওদের সাথে বোঝাপড়া করো।'

'আমি...আমি ঠিক জানি না।' কেমিলিয়ার দিকে একবার চাইলো সে,

তারপর চোখ সরিয়ে নিলো। 'থাকতে খুব ভালো লাগবে, কিন্তু এখনও কতগুলো জরুরী কাজ বাকি পড়ে আছে। আমি নিজেই ঠিক করে উঠতে পারিনি শেষ পর্যন্ত কোন পেশা নেবো, বা কোথায় বাস করবো।'

'তোমার স্বভাবটা অস্থির হবার কারণ রয়ে গেছে—জন্ম থেকেই কোথাও স্থির হতে পারোনি।'

ড্যান বললো সে কোথায় কোথায় গিয়েছে, কি কি দেখেছে। কাজ কি করেছে, তার একাকীত্ব, ক্রুস আর সব শেষে সীলিয়ার কথাও সে বললো।

অনেকক্ষণ কথা বলার পর টেবিল ছেড়ে উঠলো সে। মেয়েরা টেবিল পরিষ্কার করার কাজে লাগলো। জো'কে ড্যান বললো, 'এবার ডাফের সাথে দেখা করা দরকার।'

অন্ধকার বারান্দায় একটা ঠাণ্ডা ভাব। সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠানে নামলো সে। বাঙ্ক-হাউসের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। আরও কাছে গিয়ে সে ডাকলো, 'ডাফ?'

'ওদিকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। টিবির মাথায় তোমাকে দেখেই চিনেছিলো ও,' তারপর নিজের পরিচয় দিলো লোকটা, 'আমি ন্যাট।'

'ড্যান বার্কলে। তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, ন্যাট।'

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো ড্যান। আটটা বাঙ্ক রয়েছে, তিনটেতে বিছানা পাতা হয়নি। লোকগুলো সবাই মুখ তুলে চাইলো—ডমিনো খেলছে ওরা তিনজন, একজন বসে দেখছে। ডাফ তার বাঙ্কে শুয়ে ছিলো, ড্যানকে দেখে বুটশুদ্ধ পা নামিয়ে উঠে বসলো সে।

'কেমন আছো, ড্যান? তোমার খোঁজে অনেকদূর এসেছি।' নিজের হ্যাটটা তুলে নিলো সে। বাঙ্ক-হাউস থেকে বেরিয়ে উঠানের দিকে গেলো ওরা।

ড্যান ভাবছে: একটু শুকিয়েছে···বয়সও বেড়েছে···কিন্তু এখন যেন আরও শক্ত দেখাচ্ছে ওকে।

উঠানে এসে ড্যানের দিকে ফিরলো ডাফ। 'এই ছেলে, বিপদে পড়েছো? সাহায্যের দরকার?'

'না, তেমন কিছু না।'

'সত্যি?' ডাফের চোখ দুটো ওর মুখে বিপদের চিহ্ন খুঁজছে।

'কেউ একজন আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিলো। কাঁধে একটা আঁচড়

লেগেছে। হয়তো সে মনে করেছে মরে গেছি, কিংবা কেমিলিয়াকে আসতে দেখে পালিয়েছে। যাইহোক, মনে হয় ওটা কিটই ছিলো।'

'কিট? ওর পক্ষে এটা সম্ভব। শুনেছি সে টাসকোসায় আছে।'

'ওখানে আমাদের দেখা হয়েছে। শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছিলো সে।'

দাঁত বের করে হাসলো ডাফ। 'বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। তুমি লুকাস নোয়েলের কি অবস্থা করেছিলে সেটা এখন রটে গেছে। এখনও ওরা সেই গল্প করে।'

'আমি নাম চাই না, ডাফ। কি কথা নাকি আছে তোমার?'

'চার্লস,' বললো সে, 'ওরা তোমার খোঁজ করছে। ওরা খুঁজলে তোমাকে যে করেই হোক ঠিক বের করবে।'

'চার্লস?' মুহূর্তের জন্যে কিছুই ওর মাথায় এলো না। এরপর তার মনে পড়লো: চার্লসটন ডিটেকটিভ এজেন্সি। কিন্তু ওরা তার কাছে কি চায়?

'মনে হচ্ছে এটা আমি কিছু করেছি বলে নয়, কেউ আমার সম্পর্কে জানতে চায় বা খুঁজে পেতে চায়।' ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখলো সে, কিন্তু কে তার সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে এটা কিছুতেই তার মাথায় এলো না। কীথের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছে। ক্রস মৃত। কে তার খোঁজ করবে? কেউ না। ডাফকেও তাই বললো সে।

'কিন্তু কেউ না কেউ তোমাকে খুঁজে বের করার জন্যে অনেক টাকা খরচ করছে। প্রত্যেক শহরে ঘুরে ঘুরে তোমাকে খুঁজছে ওদের লোক। ওয়েলস ফারগোও এতো টাকা খরচ করে না। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে—কিছু কিছু খবর বাতাসে কানে আসে। কোনো মেয়ের ক্ষতি করেছো তুমি?'

'না।'

'কিন্তু শোনা যাচ্ছে এক মহিলা তোমাকে খুঁজছে।'

সীলিয়া...!

টাকা আছে ওর। হয়তো ড্যানের কথা জেনে গেছে সে। সে-ই কি খুঁজছে ওকে? কিন্তু কেন?

'সীলিয়া নয় তো?' বললো সে।

আড়ষ্ট হয়ে গেলো ডাফ। 'খুব সাবধান। ও কিন্তু মেয়ে নয়—খাটি বিষ।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললো, 'সীলিয়া! ওর কথা ভুলেই গেছিলাম। অনেক বছর ওর সাথে দেখা হয়নি—কোনো খোঁজ-খবরও পাইনি।'

'পুবে আছে সে,' ড্যান জানালো। 'প্রচুর টাকা-পয়সা বানিয়েছে—বেশ নাম কিনেছে।'

'ওর মিনসেটার কি খবর?'

'মারা গেছে ক্রস···অ্যাক্সিডেণ্ট।'

'হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেণ্টই বটে!' তিক্তভাবে বলে উঠলো ডাফ। 'কোথায় কাকে কিভাবে কবর দেয়া হয়েছে সব জানতো সে। নিজের সব কীর্তি ফাঁস হয়ে যাবার ঝুঁকি সে কিছুতেই নেবে না।' পকেট থেকে তামাক বের করে একটা সিগারেট বানালো সে। 'শোনো, ড্যান। তুমিও তার জন্যে একটা হুমকি। ক্রসের সাথে তোমার দেখা হয়েছে জানলেই সে মনে করবে ও হয়তো তার সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলেছে।'

'ক্রস ভালো লোক ছিলো,' বলে চললো ডাফ। 'কিন্তু সীলিয়া তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতো। ওর মেরুদণ্ডই ছিলো নরম।'

সেই রাতে বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে চেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে ড্যান। ঘরটা ওর জন্যে হপকিনসন মেয়েরা সাজিয়েছে।

ডাফের কথাই ঠিক। ক্রসকে খুন করা হয়েছে। এখন সীলিয়া বা আর কেউ চার্লস্টনকে লাগিয়েছে তাকে খুঁজে বের করার জন্যে। ওরা অবশ্য খুনী নয়, কিন্তু ওকে খুঁজে বের করার পর কাজ শেষ করার জন্যে অন্য লোক অনেক পাওয়া যাবে।

আজকের ওই গুলিটা? না···ওটা কিট-এরই কাজ। এ-ব্যাপারে মনে মনে সে নিশ্চিত। লোকটা আশপাশেই আছে এখনও।

ডাফের সাথে তার কথার শেষটুকু মনে পড়লো ওর। বুড়ো আউট-ল বলেছিলো, 'এই জায়গাটা আমার ভালো লেগেছে, অস্থায়ী লোক হিসেবে কাজ করছি···এদের সাথে কাজ করতে ভালো লাগে। একটা স্থায়ী কাজ দিলে ভবঘুরে জীবন ছেড়ে এখানেই থেকে যেতাম।'

'ওরাও তোমাকে পছন্দ করে, ডাফ। জো হপকিনস তোমার কাজের প্রশংসা করছিলো। ঠিক আছে, তার সাথে এ-ব্যাপারে কথা বলবো।'

খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো ডাফ। 'সেই ঝড়ের রাত···ডিলান ন্যাশ আর ওই কেবিন···অনেকদিন আগের কথা।'

'আর গিলি,' বললো ড্যান।

'হ্যাঁ, সে-ও আছে—ওর কথা ভুলিনি,' ডাফ বললো। 'তুমি চাইলে ওকে

খুঁজে বের করে শেষ করবো। আমার পক্ষে ওকে বের করা কঠিন হবে না—ওকে ভয় করি না—সে-ও আমার সামনাসামনি দাঁড়াতে কখনও সাহস পায়নি। আমার হাত হয়তো এখন আর আগের মতো নেই—তবু…'

'ভুলে যাও, ডাফ—ডিলানকে খুন করেছে সে…সে আর কিট এখনো রয়ে গেছে। আমি নিজে ওদের মোকাবিলা করতে চাই। বিশেষ করে গিলিকে আমার চাই।'

শেষ পর্যন্ত চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লো ড্যান। দূরের টিবিটার মাথায় ঘোড়ার পিঠে একজন আরোহী থেমে দাঁড়িয়ে উপত্যকার দিকে চেয়ে থাকলো। বেশ খানিক্ষণ পরে আবার ফিরে গেলো…কিন্তু ওরও দিন আসবে।

আট

পরদিন সকালে র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে কেমিলিয়া দক্ষিণের পথ ধরলো। ষোলো মাইল পথ ওকে চলতে হবে। কিন্তু একবার কিছু করবে বলে স্থির করলে সে সরাসরি কাজে লেগে যায়—সময় নষ্ট করে না মোটেও।

র‍্যাঞ্চের কাছেই খাঁড়ি পার হবার সময়ে চিহ্নগুলো ওর নজরে পড়লো। লাগাম টেনে থেমে দাঁড়ালো সে। ওদের র‍্যাঞ্চের কোনো ঘোড়ার চিহ্ন ওটা নয় কারণ সবক'টার খুরের দাগই কেমিলিয়ার পরিচিত। ওটা বাইরের ঘোড়া—ট্র্যাকগুলো তাজা—বড় জোর চার-পাঁচ ঘণ্টা আগের হবে। যে লোকটা ড্যানকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলো তার কথা একবার ভাবলো সে। কিন্তু এখন তার ওসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর সময় নেই।

সকাল দশটার মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলো সে। র‍্যাঞ্চের উঠানে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামলো। মেলিসা উইন্স্লো ওকে অভ্যর্থনা জানাতে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। 'আরে, কেমিলিয়া! আশাই করতে পারিনি! এসো, ভিতরে এসো!'

স্পারের ঝুনঝুন শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলো সে। 'মেল, তোমার সাহায্য আমার খুব দরকার।'

'আমি? তোমাকে?' মেলিসা হাসলো। 'আমার তো ধারণা ছিলো পৃথিবীতে কারো সাহায্যই তোমার দরকার নেই।'

'আমি মহিলা হতে চাই।'

চোখের কোণা দিয়ে ওর দিকে চাইলো মেলিসা। 'তোমাকে তো রুচিশীল ভদ্রমহিলা বলেই জানি। ব্যাপার কি বলো তো?'

'ড্যানিয়েল বার্কলে। ওকে ভালোবাসি।'

'ফিরে এসেছে নাকি? এতদিন পরে ফিরলো?'

'হ্যাঁ, ফিরেছে। ওর...ওর কোনো তুলনা হয় না।'

'তোমার মুখে কোনো পুরুষ সম্পর্কে একথা শুনবো কোনোদিন ভাবিনি। কিন্তু সে কি তোমাকে পছন্দ করছে না? আপত্তি তুলেছে? লোকটা নিঃসন্দেহে বোকা।'

'আমার মনে হয় সে আমাকে পছন্দ করে—আমার সত্যিই তাই বিশ্বাস। কিন্তু, মেল, আমার আচার-ব্যবহার যে খুব রুক্ষ। না, সে একথা বলেনি, আমি বলছি। মহিলাসুলভ আচরণ শিখতে চাই। কিভাবে কথা বলতে হয়—সুন্দর করে চলতে হয়...খেতে হয়...সব শিখতে চাই।'

'তাহলে ঠিকই প্রেমে পড়েছো তুমি। একটা পুরুষের জন্যে এতকিছু করবে?'

'হ্যাঁ।' আগ্রহভরে সোজা হয়ে বসলো কেমিলিয়া। 'মেল, খুব অল্প সময়ে সব শিখতে হবে। তুমি তো জানো খাটলে তা পারবো। ও আবার পুবে যাবে—আমাকে নিয়ে কোনোরকম লজ্জায় পড়ুক এ-আমি চাই না। তুমি ওদিককার মেয়ে—ওখানেই বড় হয়েছো। আমি সারা জীবন কেবল র‍্যাঞ্চেই থেকেছি, আর খুব ছোট থাকতেই মাকে হারিয়েছি। বলো, সাহায্য করবে?'

'নিশ্চয়ই।' কেমিলিয়ার দিকে চোখ তুলে চাইলো সে। 'কিন্তু তোমার স্বাধীন সত্তাটাকে নষ্ট করতে চাই না। জীবনে অনেক ভদ্র মহিলাই দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো কাউকে দেখিনি। এরকম মেয়ে পৃথিবীতে একজনই আছে। তুমি ভালো না হলে পুরুষদের যে কি দুর্গতি হতো ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।'

'ওসব বাড়িয়ে বলছো,' মনে মনে খুশি হলেও মৃদু আপত্তি জানালো সে।

দিন শেষ হবার আগেই দুটো ব্যাপারে নিশ্চিত হলো মেলিসা: কেমিলিয়া জন্মগত ভাবেই মহিলা, আর একবারের বেশি দুবার তাকে কিছু শেখাতে হয় না।

*

সকালে অনেক দেরিতে ড্যানের ঘুম ভাঙলো। ডান কাঁধে বেশ ব্যথা, আর বাঁ পা-টাও কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। সম্ভবত ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার সময়ে চোট লেগেছে…আগে টের পায়নি নাস্তার সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু মিরিয়ন ওর ঘরেই নাস্তা নিয়ে এসে তদারকিতে বসলো।

'কেমিলিয়া কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো ড্যান।

'আজ সকালেই ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সারারাত কাটিয়ে আগামী-কাল ফিরবে বলে লিখে রেখে গেছে।'

নিরাশ হলো ড্যান। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে বললো, 'বেশিদুর যায়নি আশা করি—আমাকে যে লোকটা গুলি করেছে সে আশেপাশেই কোথাও আছে বলে মনে হয়।'

'মেলিসা উইনসলোর র‍্যাঞ্চে গেছে। এখান থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। লোকটা ইংরেজ, মেলিসা লণ্ডনে পড়তে গিয়ে ওর সাথে পরিচিত হয়।'

ঘোড়ায় চড়ে বেরোনো বা র‍্যাঞ্চের কাজ, কোনোটাতেই আজ মুড নেই। নাস্তার পর বারান্দায় বসে উপত্যকার দিকে চেয়ে মনে মনে নিজের অবস্থা-টাই ভাবছে ড্যান। সবই কেমন যেন ঠেকছে।

টাসকোসাতেই কিটের মোকাবিলা করে ওকে মেরে ফেলা দরকার ছিলো। এখন লোকটা নিজের সুবিধামতো যখন খুশি গুলি চালাতে পার-বে। ড্যানকে তাই দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা সতর্ক থাকতে হবে। কিট দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে, এটা বিশ্বাস করে না ড্যান। লোকটা ভয়ানক; শোধ নেবেই। অপেক্ষা করে থাকবে সে…

সারাটা দিন ডান হাতের আঙুলগুলো সবরকম ভাবে নাড়াচাড়া করে দেখলো ড্যান। আঙুলগুলো মোটামুটি ঠিকই কাজ করছে, কিন্তু ওর কাঁধটা আড়ষ্ট হয়ে আছে। নড়াচড়া সহজ হচ্ছে না, আর তার গতিও অনেক কমে গেছে।

র‍্যাঞ্চটাকে যে কতটা যত্নের সাথে ফিটফাট রাখা হয়েছে সেটা ভালো করেই ওর চোখে পড়েছে। বাড়িটা রঙ করা হয়েছে, সবক'টা গেট সুন্দর কাজ করছে, গরু-ঘোড়া যেগুলো ওখান থেকে দেখা গেলো সবই বেশ মোটা-তাজা।

এর তিনভাগের এক ভাগ তার। এতে ওর টাকা খেটেছে ঠিকই, কিন্তু নিজের হাতে কিছুই সে করেনি—তার পরিকল্পনা অনুযায়ী এসব হয়নি। তাই এজন্যে কোনো কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না সে।

চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলো ড্যান। একজন উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে ছাড়া সে আর কিছুই নয়। ডিলানের মতোও হতে পারেনি। জুয়াড়ী ছিলো, স্বীকারও করতো আর এতে আনন্দও পেতো সে। অন্তত প্রিন্সেস ভেরনিকার সাথে আলাপ হওয়ার আগে পর্যন্ত জুয়া খেলা উপভোগ করেছে ডিলান।

ওই মেয়ের কি হয়েছে? আর প্রিন্স রেশেভ্স্কিই বা কোথায়? প্রিন্সের কথা মনে পড়তেই ওর দেহের ভিতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো। ইনসব্রাকে ডিলানকে চাবুক মারার জন্যে ধরে নিয়ে যাবার কথা কোনোদিন ভুলতে পারবে না সে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেশেভ্স্কি জিতলো। সে নিজে না পারলেও তার টাকা আর বিদ্বেষ ঠিকই ডিলানকে শেষ করেছে। গিলি তার হাতিয়ার হলেও আসল খুনী রেশেভ্স্কি।

'আমি ইউরোপেই যাবো,' জোরে জোরেই কথা কয়টা উচ্চারণ করলো ড্যান।

'কেমিলিয়া খুব নিরাশ হবে, ড্যান, বললো মিরিয়ন। নিঃশব্দে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো সে। 'কিন্তু ইউরোপে কেন?'

'কিছু অসমাপ্ত কাজ পড়ে আছে ওখানে,' বললো সে। ওখানে একটা লোকের সাথে দেখা করতেই হবে।'

'তুমি তো বললে না তোমার অংশটা পছন্দ হয়েছে কিনা? আমি অনেক ভেবে, অনেক চিন্তা করে এর নক্সা করেছি।'

একটু লজ্জিত হলো ড্যান। অন্য বিষয় নিয়ে মগ্ন ছিলাম; ভুলেই গেছি। ঘুরিয়ে দেখাবে না?'

ব্যাথায় মুখ কুঁচকে আড়ষ্ট পায়ে উঠে দাঁড়ালো ড্যান। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে মিরিয়নকে অনুসরণ করলো।

মোট তিনটে কামরা। একটা শোবার ঘর, একটা বসার ঘর আর একটা বাথরুম। বসার ঘরে আগে ঢোকেনি ড্যান। দেয়ালের পাশে শেলফে অনেক বই। ওগুলো দেখতে এগিয়ে গেলো সে।

'পড়তে ভালোবাসো জানি। তাই যে-সব বই-এর কথা বলেছিলে তার সাথে মেলিসা আর ওর স্বামীর সাহায্য নিয়ে আরও কিছু বই সংগ্রহ করেছি আমরা।

'আমার হয়ে উইনসলো দম্পতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিও,' বললো ড্যান। তোমাকে আর কেমিলিয়াকেও অনেক ধন্যবাদ।'

হালকা আসবাবে সাজানো চমৎকার একটা ঘর। পূর্বের ঘরগুলোর মতো বেশি সাজানো বা জিনিসপত্রে ঠাসা নয়। ক্যালিফোর্নিয়ার স্প্যানিশ 'র‍্যাঞ্চ'র সাথে অনেক মিল আছে।

মিরিয়ন চলে গেলে বইগুলো ঘেঁটে দেখতে শুরু করলো ড্যান। একটা একটা করে বের করে উল্টেপাল্টে দেখছে। প্রত্যেকটাই ভালো বই…এগুলো পড়ার ইচ্ছা ছিলো তার, কয়েকটা ইতিমধ্যেই পড়েছে।

বারান্দার দরজাটা খোলার শব্দে বই হাতেই ওদিকে ফিরলো ড্যান।

কিট!…পিস্তল হাতে কিট দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। 'এবার তোমাকে পেয়েছি,' বললো সে, 'খুন করবো এখন—কেউ টেরও পাবে না।'

কথা শেষ করেই গুলি করলো সে। মাত্র দশফুট দূর থেকে করা গুলির ধাক্কায় পিছিয়ে বুকশেলফটার ওপর পড়লো ড্যান। কিন্তু উল্টে পড়ার মধ্যেই কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বের করে ফেললো সে। ওর কাঁধ শেলফ ছোঁয়ার সাথে সাথে সে-ও গুলি করলো। আর একটা গুলির ধাক্কা অনুভব করলো সে। দ্বিতীয়বার গুলি করার সময় কিটকে পড়ে যেতে দেখলো।

রাইফেল হাতে দরজার সামনে দেখা দিলো মিরিয়ন। দরজার বাইরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে কিট। ওর পা-দুটো ঘরের ভিতরে।

বড় বড় চোখে হাতে ধরা বইটার দিকে চেয়ে আছে ড্যান। চামড়া দিয়ে বাঁধানো মোটা বই ওর বুক লক্ষ্য করে ছোঁড়া দুটো গুলিই ঠেকিয়েছে। কোনো গুলিই বইটার শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

চট করে বই-এর নামটা পড়লো ড্যান। বার্টনের 'অ্যানাটমি অব মেল্যাংকলি'। 'জানো, মিরিয়ন,' বললো সে, 'আমি নিজেও এটার শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি।'

ডেস্কের পিছন থেকে চার্লসটনের দিকে চাইলো এভারেট ফসেট। 'খবর এনেছো?'

'হ্যাঁ…কয়েকটা খবর আছে। প্রথমত ড্যানিয়েল বার্কলে এখন টেক্সাসে। জানা গেছে ওখানকার একটা র‍্যাঞ্চে তার কিছু অংশ আছে। প্রায় ষাট হাজার একর জুড়ে ওই র‍্যাঞ্চ।'

'জমির মালিক ওরা?'

'না, আসলে সরকারি জমি, কিন্তু 'ওয়াটার হোল'গুলো ওদের। আপনি হয়তো জানেন…'

'হ্যাঁ,' বাধা দিলো সীলিয়া। 'পানির অধিকার সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন আমার জানা আছে। আর কি?'

'কিট নামে একজন কুখ্যাত খুনী ওকে হত্যা করার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে।'

'কি হয়েছিলো সরাসরি তাই বলো।'

'তার লাইব্রেরিতে হাজির হয়েছিলো খুনী। দুজনেই দুবার করে গুলি ছোঁড়ে, কিন্তু ড্যানের কিছু না হলেও কিট ঘটনাস্থলেই মারা যায়।'

কিটকে অনেক আগে থেকেই চেনে সীলিয়া। তখনই সে ভয়ঙ্কর লোক ছিলো। বোঝাই যাচ্ছে তার ছেলে পেশাদার খুনীর বিরুদ্ধে লড়েও আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা রাখে।

'বিরোধের কারণ?'

'সেটাও খোঁজ নিয়েছি। ডিলান ন্যাশ নামের এক পেশাদার জুয়াড়ীর কাছেই বড় হয়েছে ড্যান।'

ঠিক। ক্রুসের বন্ধু ছিলো ডিলান—তার নয়। ওর কথা মনে পড়তেই কেমন একটা বেদনা অনুভব করলো সীলিয়া। পুরুষদের সে ঘৃণা করে—প্রয়োজনে ওদের কাজে লাগিয়ে দরকার ফুরালে বিদায় করে। কিন্তু ওই একজন পুরুষের প্রতি সত্যিকার আকর্ষণ অনুভব করতো সে। তবে ডিলান তাকে কোনোদিন পাত্তা দেয়নি।

নোট বইয়ের পাতা ওল্টালো চার্লসটন। 'এই মিস্টার ন্যাশকে কেউ টাকা

দিয়ে খুন করায়'। তিনজন ভাড়াটে বন্দুকবাজ ওই কাজটা করে···লুকাস নোয়েল, কিট আর গিলি। দরজা দিয়ে বেরোনোর সময়ে তাকে ওরা অ্যামবুশ করে মারে।'

একটু থামলো সে। 'প্রথম দুজন আর এখন বেঁচে নেই। দুজনই তরুণ ড্যান বার্কলের হাতে মারা পড়েছে।'

'আর গিলি?'

'অন্য একটা ব্যাপারে আমি তার সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য বের করেছি—সে পুলিশের ওয়ান্টেড লিস্টে আছে। একজন ওয়েলস ফারগো গার্ডকে খুন করেছে বছর দুই আগে, এবং—'

'ওর ব্যাপারে আমিও জানি, ভাড়াটে খুনী। কিন্তু ওকে কে ভাড়া করেছিলো?'

'সেটা এক রহস্যময় ব্যাপার। ভিভিয়ান রিচার্ড নামের একজন উকিল প্রস্তাবটা দেয়। তবে আসল কলকাঠিকে নেড়েছে তা জানি না। সম্ভবত কোনো জুয়ার ঝগড়া থেকেই এর উৎপত্তি। ওই—'

'রিচার্ডের সাথে কথা বলেছো?'

'না, কিন্তু—'

'দরকার নেই, ওটা আমিই দেখবো।' উঠে দাঁড়ালো সীলিয়া, অর্থাৎ সাক্ষাতকার শেষ।

'আর একটা খবর আছে···'

বিরক্তভাবে অপেক্ষা করছে সীলিয়া। চার্লস তাড়াতাড়ি বিদায় হোক এটাই চাইছে সে।

'ক্রস ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেছে।'

'খুব খারাপ কথা।'

মুখ ফিরালো সে। বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে মুখে। কিন্তু চার্লসটন নড়লো না। তার চোখ দুটো সীলিয়াকে লক্ষ্য করছে। 'ওর ব্যাপারে আর আপনার কোনো আগ্রহ নেই একথা আপনি নিজেই জানিয়েছেন। কিন্তু আমার একজন কর্মচারী···মানে, বিষয়টা ড্যান বার্কলের সাথে জড়িত।'

'বলো?'

'মরার কিছুদিন আগে তার পরিবারের লোকজনকে একটা বাক্স দিয়েছিলো ক্রস। ওদের প্রতি নির্দেশ ছিলো তার মৃত্যু হলে বাক্সটা বন্ধ অব-

হাতেই ড্যান বার্কলের কাছে পোস্ট করে ডাক মারফত পাঠাতে হবে।

টেবিল থেকে একটা কলম তুলে নিয়ে আঙুলের ফাঁকে ঘোরাচ্ছে সীলিয়া। সে জানে চার্লসটন তাকে লক্ষ্য করছে, কিন্তু উপায় নেই তাকে ভাবতেই হবে।বাক্সের মধ্যে নিশ্চয় কিছু কাগজপত্র আছে···আর কি থাকতে পারে? কিসের কাগজ থাকতে পারে ওই বাক্সে? ড্যানের মা সম্পর্কে তথ্য।

হয়তো সবকিছুই সে ড্যানকে জানাবার জন্যে লিখে রেখে গেছে। ওগুলো হাতে পেয়ে সে তার খুশিমতো সিদ্ধান্ত নেবে।

'ওই বাক্সটা, ওটা কি ড্যান বার্কলের কাছে পৌঁছে গেছে?'

'না, তার নামে কলোরাডোর একটা ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়েছে। সে যতদিন নিতে না আসে ততদিন ওটা ওখানেই থাকবে। কলোরাডোতে ড্যান বার্কলের কিছু পুঁজি খাটছে, কিছুদিনের মধ্যেই সে ওখানে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।'

তাহলে এখনও সময় আছে। চার্লসটনের কাছ থেকে লিখিত রিপোর্টটা নিয়ে তাকে বিদায় দিলো সীলিয়া। ওর মাথার ভিতর দ্রুত চিন্তা চলছে। ওই বাক্সে নিশ্চয়ই ক্রুসের সই করা বিবৃতি রয়েছে। খুনের দায়ে সীলিয়াকে কোর্টে দাঁড় করানোর জন্যে যথেষ্ট প্রমাণ ওতে পাওয়া যাবে।

টাকা-পয়সা খরচ করে কোনোমতে মুক্তি পেলেও তার পূর্ব জীবনের সব ঘটনা জানাজানি হয়ে যাবে। এতদিন ধরে সে যা গড়েছে সব শেষ হয়ে যাবে।

রিপোর্টটার ওপর চোখ বুলালো সে। বাক্সটা মাত্র পাঠানো হয়েছে। ওটা পেতে হলে এখনই সব ব্যবস্থা করতে হবে।

ট্রেন ডাকাতি বেশ কঠিন কাজ। কিন্তু ট্রেনের পর স্টেজ আছে—তারপর ব্যাঙ্ক। ডজনখানেক লোকের যে কেউ তার জন্যে এই কাজটা করতে পারবে, কিন্তু তার যে নামটা সবার আগে মনে এলো তা হচ্ছে, গিলি।

লোকটা খুব শক্ত-সমর্থ, ড্যানকে সরিয়ে ফেলায় ওরও ব্যক্তিগত লাভ আছে। তাছাড়া সীলিয়া জানে সে সিন্দুক খোলায় ওস্তাদ।

জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো সীলিয়া। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে তার—কতদিন হবে? তার বয়স কত ছিলো তখন? বারো, না তেরো?

আর ফিরে যায়নি সে—চিঠিও লেখেনি। ওরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে সে

মরে গেছে। কেউ স্বপ্নেও ধারণা করতে পারবে না সীলিয়াই আজকের এভারেট ফসেট, আর অধিকাংশ মিল, মাইন আর রেল-রাস্তা সে-ই নিয়ন্ত্রণ করে।

অবশ্য তার ছেলে যদি বাক্সটা পেয়ে তার স্বরূপ প্রকাশ করে, তখন ওরা জানবে···সবাই জানবে। সন্দেহ নেই ছেলে তাকে ঘৃণা করে। বাক্সটা হাতে পেলে হয়তো ব্ল্যাকমেইল করে তাকে নিঃস্ব করবে সে।

ভিভিয়ান রিচার্ড কোনোদিন এভারেট ফসেটকে দেখেনি, তবে নাম শুনেছে। টাকার গন্ধ পাচ্ছে সে, কিন্তু মিসেস ফসেটের ঘুঘু এটর্নিদের কথাও তার অজানা নেই। আর সে এ-ও জানে তারা জানতে পারলে তার সম্পর্কে মহিলাকে সাবধান করে দেবে।

লাইব্রেরি ঘরে রিচার্ডকে পৌঁছে দিয়ে গেলো বাটলার। তার ডেস্কের পিছনে বসে আছে সীলিয়া। মহিলাকে দেখে সত্যিই অবাক হলো সে।

পাতলা গড়ন, অত্যন্ত সুন্দর চেহারা, চমৎকার ফিগার। এমন চেহারার কাউকে দেখবে তা সে কল্পনাও করেনি। হাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা একমাত্র কাগজটা হাতে তুলে নিলো সীলিয়া।

'তোমার নাম ভিভিয়ান রিচার্ড। ক্রেন্‌স্‌-ওয়েইল্‌স্‌ ব্যাপারটাতে জড়িত ছিলে।'

চমকে উঠলো সে। গুণ্ডা ভাড়া করা বা ওই ব্যাপারে তার জড়িত থাকার কথা কোনো কাগজে ওঠেনি। কোর্টের মামলায়ও এসব প্রশ্ন তোলা হয়নি।

সে কোনো প্রতিবাদ করার আগেই মেয়েটা আবার বলে চললো, 'স্টারলিং কেসের টাকাটাও তোমার হাত দিয়েই গেছে।'

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো রিচার্ড। 'ডেকে এনে এসব কি হচ্ছে?'

'বসো!' তীক্ষ্ণ স্বরে আদেশ করলো সীলিয়া। 'তুমি একটা সস্তা আইনজীবী বেআইনী লোক। আমি ডজনখানেক কেসের লিস্ট দিতে পারি যেগুলোর সাথে জড়িত থাকার কথা প্রকাশ পেলে তোমাকে ওকালতি ছাড়তে হবে। এখন কথা শোনো। কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো, সঠিক জবাব দিলে সহযোগিতার জন্যে তোমাকে উচিত মূল্য দিয়ে খুশি করবো। শুনবে, নাকি দারোয়ান দিয়ে বের করে দিয়ে এটা সংবাদপত্র অফিসের পাঠাবো?'

আবার বসে পড়লো ভিভিয়ান। ওর ভিত নড়ে গেছে। তার সম্পর্কে

এতসব খবর কারো জানার কথা নয়—অথচ…। তার পক্ষে সুবোধ বালক হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

'তুমি ডিলান ন্যাশকে খুন করার জন্যে গুণ্ডা ভাড়া করেছিলে?'

আপত্তি করতে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলো সীলিয়া। 'সম্ভবত জানো লুকাস আর কীট মারা গেছে।'

জানতো না সে। রুমাল বের করে কপালে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছলো। লুকাস আর কিট মৃত। 'কেমন করে--?'

'ন্যাশের ভাতিজার সাথে পিস্তলবাজিতে মারা পড়েছে ওরা। ওর কথা মনে আছে?'

'কিন্তু সে তো একটা বাচ্চা…!'

'পশ্চিমে লোকজন খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে বলে শুনেছি,' গম্ভীর মুখে বললো সে। 'সে তো তোমার কথা জানে, তাই না?'

ন্যাশ যখন তাকে চিঠিগুলো লিখতে বাধ্য করেছিলো তখন ছেলেটা ওই ঘরেই ছিলো। অস্বস্তিভরে একটু নড়েচড়ে বসলো ভিভিয়ান। ঘটনা অনেক দূরে পশ্চিমে ঘটেছিলো। এটা সত্যি, মাঝে মাঝে গিলিকে নিয়ে ওর দুশ্চিন্তা হয়, কিন্তু—

'ছেলেটা কয়েক সপ্তাহ আগে পুবে এসেছিলো,' বললো সীলিয়া। 'বেশ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করছিলো সে।'

ভিভিয়ান রিচার্ডের বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠলো। সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলো সে। পুবে? তাহলে সে এখানেও নিরাপদ নয়।

'ডিলান ন্যাশকে মারার জন্যে টাকাটা কে দিয়েছিলো?' হঠাৎ বিনা নোটিশে প্রশ্নটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিলো সীলিয়া।

'প্রিন্স—' বলতে শুরু করেই থেমে গেলো সে। 'ওটা বলা সম্ভব নয়।'

এই ধরনের মানুষ অনেক চরিয়েছে সীলিয়া। 'রিচার্ড,' ঠাণ্ডা গলায় বললো সে, 'এই নামে ডাকছি বটে, কিন্তু আমি জানি এটা তোমার আসল নাম নয়,'—শুনে একটু যেন কুঁকড়ে গেলো সে, লক্ষ্য করলো সীলিয়া—'তোমাকে এখানে খোশগল্প করার জন্যে ডাকিনি। নিজের ভালো চাইলে নখড়া না করে যা জানতে চাই বলো। তা না হলে,' ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলো সে, 'তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে তা গিলিকে জানিয়ে দেবো।'

হাঁ করে মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে রইলো সে। কে এই মহিলা? তার

সম্পর্কে এতো কি করে জানে সে?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সিলিয়া আবার বললো, 'এবার বলো। বিশদ-ভাবে খুলে বলো।'

পকেট হাতড়ে একটা চুরুট বের করলো রিচার্ড। 'ধূমপান করলে আপত্তি আছে?' প্রশ্ন করলো সে।

'ওতে যদি তোমার মাথা খোলে, আপত্তি নেই,' বললো সে, 'তবে জলদি করো। সারাদিন কথা বলার মতো সময় নেই।'

প্রিন্স রেশেভ্স্কি কাউকেই তার এই খুন করতে চাওয়ার কারণটা জানায়নি। কিন্তু একদিন বারে বসে মদ খেতে খেতে প্রিন্সের মুখে দাগের কথা উঠলে তার সঙ্গী পুরো গল্পটা শোনায়। ডিলানকে চাবুক পেটা করতে গিয়ে কি কি ঘটেছিলো সবই জানতে পারে সে।

ভিভিয়ান রিচার্ড চলে যাবার পর নিজের মনেই হাসলো সীলিয়া। ডিলান ন্যাশকে চাবুক পেটা করতে চেয়েছিলো লোকটা—সাহস!

অল্পক্ষণ পরই নতুন পাওয়া তথ্য কিভাবে কাজে লাগানো যায় তার সম্ভাবনাগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করে দেখতে শুরু করলো সে।

ব্যবসা ভালোই চলছে, কিন্তু এখনও ওর জন্যে অনেক দরজাই বন্ধ। ওই দরজাগুলো প্রিন্স রেশেভ্স্কির মতো অভিজাত লোকের খাতিরে খুলে যাবে...যে-কোনো প্রিন্সের নামেই খুলবে: তিক্ত মনে ভাবলো সে।

লোকটা প্রিন্সেস ভেরনিকার বিয়ে দিতে চেয়েছিলো। এক পয়সাওয়ালা লোকের সাথে। পেরেছে কি? এখন তার আর্থিক অবস্থা কেমন? সম্ভবত ওকে ব্যবহার করতে পারবে সীলিয়া।

প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক। সীলিয়ার জন্যে ভালোই, কিন্তু বোকা। ডিলান ন্যাশের চোখের দিকে চেয়েও যদি কেউ মনে করে তাকে চাবুক পেটা করতে পারবে তবে সে নিশ্চয় বোকা। ওকে খুন করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু চাবুক পেটা নয়। ওরকম মানুষ সে আরও দেখেছে—ওদের তীক্ষ্ণ আত্ম-সম্মান বোধ আর প্রচণ্ড সাহস। এক কথায় ওদের মচকানো অসম্ভব।

অনেকদিন থেকেই সুযোগের অপেক্ষায় তার কিছু পরিকল্পনা স্থগিত ছিলো। এতদিন যোগ্য লোক তার হাতের মুঠোয় আসেনি। কিন্তু প্রিন্স হাতে থাকলে...

ঘড়ির দিকে চাইলো সীলিয়া। একটা ডিনারের দাওয়াত আছে তার।

এইসব সময়েই ক্রুসের অভাব উপলব্ধি করে সে। পুরুষদের ঘৃণা করলেও কিছু কিছু সময় আছে যখন মেয়েদের সাথে একজন পুরুষ এসকর্ট না থাকলে খারাপ দেখায়। প্রয়োজনে ক্রুসকে সে সব সময়েই হাতের কাছে পেতো। মদ খেলেও তার ব্যবহার আর আচরণ ছিলো নিখুঁত।

প্রভাবশালী অনেক ব্যবসায়ীর সাথেই তার আলাপ হয়েছে এসব পার্টি-তে। মদ খাওয়ার পর অনেকেই সীলিয়ার মতো সুন্দরী আর মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে তাকে ব্যবসার গোপন কথা জানিয়েছে। তবে তাদের কেউ কেউ এখন সাবধান হয়ে গেছে, কারণ সীলিয়া শুধু তথ্য সংগ্রহই করে না, সেটা ব্যবহার করতেও জানে।

ডিনারে যাবার আগে তার বিশেষ কাজের জন্য রাখা লোককে ডেকে কিছু কাজ তাকে বুঝিয়ে দিলো সীলিয়া। বাক্সটা ছিনিয়ে আনার জন্য গিলি আর প্রিন্সের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে অন্য একজনকে লাগা-নোর ব্যবস্থা করা হবে।

অদূরেই একটা বারে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছে ভিভিয়ান রিচার্ড। নিজের নার্ভ শান্ত করার জন্যে ড্রিঙ্ক করাটা ওর একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এভারেট ফসেট তার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছে।

মহিলা তার সম্পর্কে এতো জানে যে সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। ডিলান ন্যাশ, গিলি, এদেরও সে ভালোভাবেই চেনে দেখে আরও অবাক হয়েছে ও। তার মনে কেবল একটাই প্রশ্ন জাগছে : কে এই এভারেট ফসেট?

দশ

কয়েক সপ্তাহ পর প্রিন্স রেশেভ্স্কির মনেও একই প্রশ্ন জাগলো। তার ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ছোট ছোট অক্ষরে সুন্দর লেখনীতে একটা প্রস্তাব পেয়েছে সে। ওতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে অল্পদিনের জন্য আমেরিকায় গেলে তার আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

নোটটা নামিয়ে রাখলো সে। এই এভারেট ফসেট সম্পর্কে তার মন কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। ডিনার খেতে গিয়ে পরিচিত এক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীকে দেখে ওর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো রেশেভ্স্কি।

'লিউ, আমেরিকান মহিলা এভারেট বলে কাউকে চেনো?'

চট করে ঘুরে তাকালো লিউ। 'এভারেট ফসেট? তুমি কেমন করে জানো তার কথা?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো সে।

'কেন, জানতে নেই?'

কাঁধ ঝাঁকালো লিউ। 'মহিলা একজন ব্যবসায়ী...অত্যন্ত সুন্দরী, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ধুরন্ধর।'

'ব্যবসায়ী? মহিলা?'

আবার কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'ব্যবসায়ী মহিলা আরও আছে, কিন্তু মাদাম ফসেটের মতো কেউ নয়।'

'আর্থিক অবস্থা কেমন?'

'প্রচুর টাকা।' মুখের দিকে চেয়ে বন্ধুকে বোঝার চেষ্টা করলো সে। 'ওর সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

প্রিন্স সব কথা খুলে বলার পরও কিছুই পরিষ্কার হলো না। 'জানি না তার কি মতলব,' বললো লিউ, 'কিন্তু সেটা যা-ই হোক এটা নিশ্চিত এর সাথে টাকা জড়িত আছে। ওই মহিলা টাকা ছাড়া আর কিছু ভাবে না। কিন্তু সাবধান, যে প্রস্তাবই দিক এটা জেনো তাতে কেবল ওরই লাভ হবে। বিবেক বলে কিছু নেই—দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুর এক মহিলা।'

কথাগুলো প্রিন্সের মনে মোটেও দাগ কাটলো না। নিজেও সে অনেকটা ওই রকমই। 'জানি না ওর মনে কি আছে,' বললো সে। একে মহিলা সুন্দরী, তার ওপর ধনী...আর কি চাই?

আমেরিকায় লিউ-এর নানান ধরনের ব্যবসা আছে। এভারেট ফসেটকে সে ভালো করেই চেনে। কিন্তু প্রিন্সকে আমেরিকা যাবার প্রস্তাব দেয়ার অর্থ সে বুঝে উঠতে পারছে না।

'যাহোক, সাবধান থেকো,' বললো সে। 'একটা জিনিস নিশ্চয় বলা যায় ঘটনা যা-ই হোক এতে টাকা আছে।'

দশ বছর আগে উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ কিছু সম্পত্তি প্রিন্সের হাতে এসেছিলো। জুয়া খেলে সবই খুইয়েছে। ধার পাওয়া ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠেছে এখন। অবশ্য শেষ সম্বল হিসেবে সামান্য কিছু সম্পত্তি রেখেছে সে, তবে তা তার সচ্ছলভাবে চলার জন্যে যথেষ্ট নয়।

শেষ পর্যন্ত নিজের ইচ্ছা মতোই বোনের বিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলো প্রিন্স, কিন্তু এখন সে বিধবা। স্বামীর মৃত্যুর পর যথেষ্ট সম্পত্তি পেয়েছে

ভেরনিকা, তবে তার কাছ থেকে একটা পয়সাও গলাতে পারেনি সে। ভাই-বোনে সম্পর্ক খারাপ না হলেও ভেরনিকা ওকে মোটেও বিশ্বাস করে না।

প্রিন্সেস ভেরনিকা সুন্দরী, যে-কোনো পুরুষকে আকর্ষণ করার মতো সৌন্দর্য তার আছে। রেশেভ্স্কি শুনেছে আমেরিকায় অনেক কোটিপতির বাস। যদি ঠিকমতো সবকিছু সে সামলাতে পারে···। তার বোন একজন আমেরিকানকে বিয়ে করবে, ব্যাপারটা ঠিক গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না···কিন্তু যদি ধনী লোক হয়···

প্রিন্স রেশেভ্স্কি এখন আর সুদর্শন নেই—মুখের ক্ষতচিহ্নগুলো চেহারা বিকৃত করে দিয়েছে—তবে সে দেখেছে কোনো কোনো মেয়ে ওটাকেই পৌরুষের নিদর্শন বলে মনে করে সে।

তার ধারণা ভেরনিকাকে বুঝিয়ে আমেরিকা নিয়ে যেতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। এমনিতেই ওই হতচ্ছাড়া স্ল্যাশের সাথে পরিচয় হবার পর থেকেই আমেরিকার প্রতি ওর একটা আলাদা টান জন্মেছে লক্ষ্য করেছে সে।

কয়েকদিন পর সীলিয়ার চিঠির জবাব দিলো সে: বোন আর আমি বেশ কিছুদিন থেকেই নিউইয়র্কে বেড়াতে যাবো বলে ভাবছি। আমাদের কি তুমি অতিথি হিসেবে গ্রহণ করতে চাও?'

সাথেসাথেই জবাব এলো। টিকিট আর অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থা সীলিয়াই করলো। এখন শুধু যাওয়া বাকি।

তিন সপ্তাহে ড্যান যত কাজ করেছে, তার সারা জীবনে এতো পরিশ্রম আর করেনি। গরু-বাছুর মার্কা দেয়া, ওয়াটার-হোল পরিষ্কার, আস্তাবলের বেড়া ঠিক করা, ফাঁদ পেতে নেকড়ে ধরা, বুনো ঘোড়া পোষ মানানো, সবকিছুই করেছে সে। ভোর না হতেই বেরিয়ে সন্ধ্যার পর ফিরতে হয়েছে ওকে। র‍্যাঞ্চের অন্যান্য কর্মচারীর মতোই কঠিন পরিশ্রম করেছে। সব সময়েই ডাফ ছিলো সাথে। পাশাপাশি কাজ করতে গিয়ে ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে।

কাঁধের ক্ষতটা দ্রুত সেরে উঠেছে এতো কাজ পড়ে থাকতে বসে থাকার মানুষ সে নয়। কিন্তু কলোরাডো যাবার কথাও সে ভোলেনি।

ঢালের মাথায় উঠে নিচে উপত্যকার দিকে চেয়ে কথাটা আবার মনে পড়-

লো তার।

স্ট্যান ঘোড়া নিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালো। চওড়া কাঁধ আর শান্ত চোখ। চলাফেরা আর কথাবার্তায় সুন্দর সাবলীল একটা ভঙ্গি আছে ওর।

'কি খবর, ড্যান? ব্যথা আছে?'

'না, কিন্তু যাবার কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না।'

'সবাই তোমার অভাব টের পাবো,' একটা সিগারেট তৈরি করে কাগজে জিভ ঠেকালো সে। 'অনেক কাজ করেছো তুমি।'

'বৃষ্টি দরকার,' মন্তব্য করলো ড্যান। 'উঁচু জমিতে ঘাসের অবস্থা বেশ খারাপ।'

'পাহাড়ে আউট-ল-র উপদ্রবও বেড়েছে,' বললো স্ট্যান। 'তুমি টোনিকে সাথে নিয়ে গেলে ভালো হয়। তোমার সাথে যাওয়ার খুব ইচ্ছা ওর।'

'সাথী পেলে ভালোই হয়, কিন্তু এদিকে কাজ জমে যাবে না?'

'ওগুলো আমরা কয়জনে সামলে নেবো। আমিই যেতাম, কিন্তু এদিকে কোনো গোলমাল বাধলে সামলানোর জন্যে সিড আর আমার থাকা দরকার। পিস্তলে টোনি ওস্তাদ, তাছাড়া রাইফেলেও সে আমাদের মধ্যে সেরা।'

'আমার জন্যে সবাই উদ্বিগ্ন কেন?'

সুন্দর হাসিতে ভরে গেলো ওর মুখ। 'কেমিলিয়া বলেছিলো তোমাকে ধোঁকা দেয়া যাবে না। আসল কথা সিড গল্প শুনে এসেছে। কেমিলিয়াও একই কথা শুনেছে উইনসলো র‍্যাঞ্চে। গিলিকে মোবীটিতে দেখা গেছে। সে ওখান থেকে আরও দু'তিনজন বন্দুকবাজ জুটিয়েছে নিজের সাথে।'

'তাতে কি হলো?'

'পরশু রাতে ওরা কলোরাডোর দিকে রওনা হয়েছে।

নিচে উপত্যাকায় গরুগুলো খাঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অল্প একটু ধুলোর মেঘ দেখে বোঝা যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক মাঠ পেরিয়ে এদিকে আসছে। কেমিলিয়া, উইনসলো র‍্যাঞ্চ থেকে ফিরছে।

'গিলিকে সামলাতে পারবো।'

'ওর চেয়ে ভয়ানক লোক আর কেউ নেই, তবু আমার ধারণা তুমি পারবে, কিন্তু আরগুলোকে কে সামলাবে? কয়েকজন লোক রয়েছে ওর সাথে।'

'কি মনে হয়, আমাকে খুঁজছে ও?'

'না, মনে হয় আর কোনো কাজ হাতে নিয়েছে সে। বাপিরও তাই

ধারণা। তবে চারদিকে নজর রেখে সাবধানে চলতে না পারলে এদেশে কেউ বেশিদিন বাঁচে না। তাই বাপি কিছু পয়সা দিয়ে একটা লোক রেখেছে মোবীটিতে। কে আসে কে যায় এসব খবর সে-ই দেয়। শোনা গেছে সিন্দুক খুলতে পারে এমন একজন লোকের খোঁজ করছিলো গিলি। ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভাঙার জন্যে জেল খেটেছে এমন একজন লোক জোগাড়ও করেছে সে।'

পথে কেমিলিয়াকে ধরে ফেলার জন্যে ঘোড়া ঘুরিয়ে কোনাকুনি ভাবে র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হলো ড্যান। স্ট্যান ওর পাশেপাশে চললো। হঠাৎ সে বলে উঠলো, 'তুমি না বলেছিলে বনি দ্যা কিডকে চেনো?'

'হ্যাঁ।'

'মারা গেছে। প্যাট গ্যারেটের গুলিতে মারা পড়েছে।'

শেষ পর্যন্ত প্যাট ওকে খুঁজে বের করেছে। অল্পদিনের পরিচয় বনির সাথে—কিন্তু সমবয়সী কোনো ছেলের সাথে মেশার সুযোগ তার ওই প্রথম। সে আর…কি যেন নাম ওর…রড…রড হিগিন। ওরা দুজন বনির সাথে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়েছে ছেলেবেলায়।

ওয়াইল্ড বিল হিককও আর নেই। কয়েক বছর আগে ডেডউডে পিঠে গুলি খেয়ে মারা পড়েছে।

নীরবে স্ট্যান আর সে এগিয়ে গেলো। হঠাৎ ভিতরটা কেমন যেন খালি-খালি ঠেকছে তার…পরিচিত পুরোনো বন্ধু-বান্ধব সব হারিয়ে যাচ্ছে। এই দেশটাও মনে হচ্ছে অনেক বদলে যাচ্ছে। স্ট্যানকেও সে কথাটা জানালো।

'এখনই বদলানোর দেখেছো কি! একজন র‍্যাঞ্চ কর্মচারী সেদিন বলছিলো, ক্যানসাসে নাকি নতুন নিয়ম চালু করেছে, কোথাও একটা ড্রিঙ্ক কিনতে পারবে না কেউ।'

'হ্যাঁ, আমিও ওরকম একটা কথা শুনেছি।'

দিগন্তের দিকে চেয়ে ড্যান ভাবলো, এভাবে চলে না, চলতে পারে না। সারা জীবন ভবঘুরের মতো কাটানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কোথাও না কোথাও শিকড় গেড়ে স্থির হতে হবে। ঘর বাঁধতে চায় সে।

গিলিকে হত্যা করার তাড়না মনে পুষে কি লাভ? লুকাস্ আর কিট দুজ-নেই মরে ভিলানের মৃত্যুর ঋণ শোধ করে গেছে। ভিভিয়ান রিচার্ড পুবে কোথাও আছে, আর প্রিন্স রেশেভ্স্কি আছে ইউরোপে। নিয়তিই গিলির ওপর তার শোধ তুলবে।

এখানেই তার জন্ম, এই পশ্চিমই তার দেশ। কেমিলিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দেখতে পারে সে—যদি রাজি হয় তবে যে-কোনো বড় শহরে সাইন-বোর্ড ঝুলিয়ে সে আইন প্র্যাকটিস করতে পারে—টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো বা কলোরাডোতে—যেখানেই হোক।

মোড় নিয়ে ওদের দিকে দ্রুতবেগে উঠে এলো কেমিলিয়া। ড্যানকে দেখে চোখ-ধাঁধানো এক টুকরো হাসি দিলো। বাতাসে ওর চুল উড়ছে।

'জানো আমি কি ঠিক করেছি, ড্যান? তোমার সাথে ডেনভার যাবো।'

'কী?'

'ঠাট্টা না, সত্যি। আমরা কয়েকজন মিলে গতকাল বিকালে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। টোনি, ডাফ আর আমি—তিনজনই যাচ্ছি।'

'এ তো দেখছি একটা জিপসি ক্যারাভ্যান হয়ে যাবে।'

'আমার কিছু জামা-কাপড় দরকার—মেয়েদের পোশাক। টোনি কোনো-দিন বড় শহর দেখেনি তাই যেতে চাচ্ছে, আর ডাফ যাচ্ছে আমাদের দেখা-শোনা করার জন্যে। ব্যস সব ঠিক! আমরা যাচ্ছি!'

ওদের সামনে বিশাল প্রান্তর। একে আরও বিশাল নীল খাঁচা দিয়ে ঢেকে রেখেছে আকাশ। ঘাসের সমুদ্র গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে পুড়ে একটু হলুদ হয়ে-ছে। ঝর্ণাগুলো শুকিয়ে ক্ষীণকায় হয়ে একেবারে তলা দিয়ে তিরতির করে মন্থর বইছে।

এখানে-সেখানে মাঝে মাঝে মোষ বা বুনো মাসট্যাং ঘোড়ার দল পায়ের ছাপ রেখে গেছে। আকাশে বহু উপরে শকুন চক্কর কাটছে। মানুষ স্বপ্ন দেখে, পরিকল্পনা করে, সংগ্রাম করে, কিন্তু শকুন কেবল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। কারণ শেষ পর্যন্ত সব তার কাছেই আসে।

উত্তরে সোজা রেলরাস্তার দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। পথে একটা নির্জন ঢিবির পাশে একটা ওয়্যাগন দেখতে পেলো ওরা। ক্যানভাসের ঢাকনিটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, একটা চাকা ভাঙা। পাশেই কয়েকটা মোষের চামড়া পড়ে আছে। ওয়্যাগনটা হুট করে ওখানে ফেলে রাখা হয়েছে। এক জায়-গায় দুটো কবর দেখা যাচ্ছে—মাটি উঁচু হয়ে রয়েছে, কিন্তু কিছু লেখা নেই।

'আমার পরিচিত একটা লোকের জীবনেই এমন ঘটেছে,' বললো ডাফ। 'ট্রেইলের পাশে একটা কবর দেখে লেখাটা পড়তে এগিয়ে গেছিলো সে।

সেটা ছিলো ওর আপন ভাইয়ের কবর। দশ বছরের মধ্যে দুজনার দেখা হয়নি। তারা আলাদা ভাবে বাড়ি ছেড়ে দুদিকে গেছিলো। যত লোক পশ্চিমে আসে তাদের কতজন যে চিরতরে হারিয়ে যায় ভেবে দেখেছো?'

পানি চুইয়ে পড়ে একটা হ্যাটের সমান 'পুল' তৈরি হয়েছে। রাতে ওটার পাশেই ক্যাম্প করলো ওরা। আশেপাশে কিছুটা জায়গা জুড়ে বেশ ঘাস জন্মেছে। ঘোড়াগুলো ভিজে ঘাস খেয়েই যতটুকু সম্ভব তৃষ্ণা মেটালো।

পরের খাড়ির তলাটা শুকনো। মাটি রোদে শুকিয়ে চৌচির। খুঁড়েও ওখানে কোনো পানি পাওয়া গেলো না।

স্টেশনটা দেখতে পাওয়ার আগে ট্রেনের হুইসেল শুনতে পেলো ওরা। চারটে আলাদা ঘর পাশাপাশি ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় সমতল একটা উপত্যকায়। কোনো গাছপালা নেই ওখানে। চারটে ঘর, একটা পানির ট্যাঙ্ক আর ছোট একটা প্ল্যাটফর্ম। সেলুনের ওপরই পোস্ট অফিসের সাইনবোর্ড ঝুলছে। পাশেরটা মনিহারী দোকান। একটা আস্তাবলও রয়েছে ওখানে।

ওরা এগিয়ে যেতেই কয়েকজন ড্রিঙ্ক হাতে বেরিয়ে এলো ওদের দেখার জন্যে। আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেলো ওরা। পৌছে দেখলো সেলুন থেকে দুজন লোক ওদের পিছু পিছু এসেছে। ওদের একজন একেবারে ছেলে মানুষ—বয়স ষোলো কি সতেরো হবে—অন্যজন ওর চেয়ে কয়েক বছরের বড়।

আড়চোখে কেমিলিয়ার দিকে চেয়ে ড্যানের দিকে এগোলো ওরা। 'মিস্টার,' ওদের মধ্যে বড়জন বললো, 'অপরাধ নেবেন না, কিন্তু আপনাদের সাথে এদিকে যিনি এসেছেন উনি কি একজন মহিলা?'

'হ্যাঁ, এর বোন,' হাতের ইশারায় টোনিকে দেখালো ড্যান।

'শন আর আমি প্রায় এক বছর হলো কোনো মেয়ের মুখ দেখিনি—আমরা একটু কাছে গিয়ে দেখতে পারি?'

ড্যান ঘুরে কেমিলিয়াকে কাছে ডাকলো। 'এরা অনেকদিন কোনো মেয়ের মুখ দেখেনি, তোমার সাথে একটু কথা বলতে চায়।'

'নিশ্চয়!' এগিয়ে এলো সে। 'কেমন আছো, ছেলেরা?'

দাঁত বের করে হাসতে লাগলো ওরা—দুজনেরই কান সামান্য লাল হয়ে উঠেছে।

'এখানে তোমাদের র‍্যাঞ্চ আছে?' প্রশ্ন করলো কেমিলিয়া।

বড়জন মাথা ঝাঁকালো। 'আমরা ক্যানসাসের নিউটনে এক ভদ্রলোকের

র‍্যাঞ্চে কাজ করতাম। তার কিছু গরু নিয়ে এসেছি। এতদিন কোনো মেয়ে না দেখে শুধু দেখার জন্যেই মনটা ছটফট করছিলো।'

আস্তাবল রক্ষক ওদের ঘোড়া নিয়ে যেতে এলো। 'বিক্রি করলে এগুলো কিনতে রাজি আছি,' বললো সে, 'আর যদি ফিরে আসো, এর দেখা শোনা করবো।'

'ফিরে আসবো,' বললো টোনি। 'আমরা কিন্তু ফিরে ঠিক এই ঘোড়াগুলোই ফেরত চাই। আমি টোনি হপকিনস। হয়তো হপকিনস র‍্যাঞ্চের নাম শুনে থাকবে।'

'অবশ্যই। ভালো কথা, আমাদের পোস্ট অফিসে ড্যানিয়েল বার্কলে বলে এক ভদ্রলোকের চিঠি আছে। আমার বিশ্বাস সে তোমাদের র‍্যাঞ্চেরই একজন।'

'আমি ড্যানিয়েল বার্কলে। তুমিই কি এখানকার পোস্টমাস্টার?'

'তা একরকম তাই বলতে পারো। আসলে তার অর্ধেকটা। স্মিথ জনসন এখানকার পোস্টমাস্টার আর আমি হচ্ছি জনসন। স্মিথ সেলুনে রয়েছে। আমরা দুজনেই পোস্টমাস্টার হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কে হবো ঠিক করতে না পেরে শেষে দুজনে মিলে স্মিথ জনসন নামে দরখাস্ত করি। স্মিথের সাথে সেলুনে দেখা করলেই সে চিঠিটা দিয়ে দেবে। প্রায় দু'সপ্তাহ ওটা এখানেই পড়ে আছে।'

সেলুন-পোস্ট অফিসটা একটা খালি কামরা। একটা বার রয়েছে ওখানে—পিছনে কয়েকটা বোতল রাখা আছে। স্মিথ লোকটা বেঁটে আর মোটা। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি—গেঞ্জি পরে তার থলথলে হাত দুটো বারের উপর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। একজন র‍্যাঞ্চ কর্মচারী দু'হাতে তার বিয়ার আগলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কোণায় একটা টেবিলে দু'জন বিয়ার খাচ্ছে।

'শহরটা বেশ,' বললো ড্যান।

'সন্দেহ নেই,' জবাব দিলো স্মিথ। 'এর পরেরটা আর এর মাঝে এত-বড় শহর আর নেই। আচ্ছা, তোমাদের সাথের মেয়েটা কি সত্যিই রক্ত মাংসের তৈরি?'

'হ্যাঁ, মিস হপকিনস—ওর ভাইও সাথেই রয়েছে। আমরা ডেনভারের ট্রেন ধরতে চাই।'

'চিন্তার কোনো কারণ নেই, এখানে একটা সিগনাল আছে, সিগনাল

দিলে ট্রেন থামতে বাধ্য। নিশ্চিন্ত মনে একটা বিয়ার অর্ডার দিতে পারো।'

'বিয়ারের সাথে ড্যান বার্কলের নামে লেখা চিঠিটাও চাই।' হাফ পোস্ট মাস্টারের কাছে শুনলাম আমার নামে নাকি একটা চিঠি আছে। ভালো কথা—তুমি কোন্ হাফ? পোস্ট না মাস্টার?'

হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হাসলো স্মিথ। 'আগে কেউ এই প্রশ্ন তোলেনি। নিজেকে মাস্টার বলতে পারছি না কারণ তাহলে জনসনের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—ও ব্যাটা শক্ত মানুষ। তবে নিজেকে পোস্ট (খুঁটি) বলে স্বীকার করতেও রাজি না। এখানে অনেক কুকুর আছে, আর ওদের অভ্যাস বড় খারাপ।'

একটা বিয়ার ঢেলে উঁচু শেল্ফ থেকে একটা চিঠি নামিয়ে দুটোই এক-সাথে বাড়িয়ে দিলো সে। 'এই যে চিঠি। আর ট্রেনের টিকিট কিনতে হলে ওই যে কোণায় বসে বিয়ার খাচ্ছে, সে-ই এখানকার স্টেশনমাস্টার। যদি টিকিটের পয়সা না থাকে, ওকে একটা বিয়ার কিনে দিলে বিশ্বাস করে তোমাকে বাকিতে টিকিট দেবে।'

'মনে হচ্ছে বিয়ার দিয়ে এখানে সব কিছুই পাওয়া যায়,' হেসে বললো ড্যান।

'হ্যাঁ, তাই পেয়েছো। ঘোড়া রেখেছো, বিয়ার কিনেছো, টিকিট নেবে—ব্যস। এই শহরে তোমাকে দেয়ার মতো আর কিছুই বাকি নেই!'

'ঘোড়ার নাল ছুঁড়ে মাটিতে পোঁতা গজালে পরাবার চেষ্টা করে একটা খেলা আমরা খেলি,' স্টেশনমাস্টার বললো, 'আর সন্ধ্যার দিকে খরগোশ আর কয়োটির দিকে গুলি ছুঁড়ি। মাঝেমধ্যে দু'একটা লেগেও যায়···এই আমাদের দৈনন্দিন আনন্দ।'

বিয়ার শেষ করে অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করছে ড্যান। বারে একটা টাইম টেবিল থেকে জানা গেলো সন্ধ্যায় ট্রেন আসবে।

চারপাশের সামান্য উঁচু নিচু জমি দিগন্ত পর্যন্ত সোজা একটানা চলে গেছে। এখানে ঋতু ছাড়া কিছুই বদলায় না। বেশি দিনের কথা নয়, তখন এটা ছিলো কোম্যাঞ্চি এলাকা। এখান থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণেই হচ্ছে সেই বিখ্যাত 'অ্যাডোব ওয়ালস,' যেখানে কয়েকটা বড় বড় ইণ্ডিয়ান যুদ্ধ হয়েছে।

কমিলিয়াকে রাস্তা পেরিয়ে সেলুনের দিকে আসতে দেখে স্মিথ দরজার

দিকে এগিয়ে গেলো। মেয়েটার সাথে ডাফ আর টোনিও রয়েছে।

'ম্যা'ম, ভিতরে একটু বসবেন?' অনুরোধ করলো স্মিথ। 'আমাদের শহরে বহু দিন কোনো ভদ্রমহিলার আগমন হয়নি।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ভিতরে ঢুকে ড্যানের টেবিলে গিয়ে বসলো কেমিলিয়া। টোনিও পিছু নিলো। ডাফ এগিয়ে গেলো বারের দিকে।

ওর দিকে একটা কঠিন চাহনি দিয়ে স্মিথ বললো, 'ডাফ, তোমার মতলবটা কি? এরা সবাই অত্যন্ত ভালোমানুষ।'

'বার্কলে আর হপকিনসদের ওখানে কাজ নিয়েছে,' জবাব দিলো ডাফ। 'দস্যু জীবন ছেড়ে আমি এখন ভালো হয়ে গেছি, স্মিথ।'

চিঠিটা খুললো ড্যান। ক্রুসের বোন লিখেছে।

প্রিয় ড্যানিয়েল বার্কলে,

হয়তো শুনেছো ভাই ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেছে। আমাদের একটা বাক্স দিয়ে সে বলেছিলো তার কিছু হলে ওই বাক্সটা যেন না খুলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তোমার পরবর্তী ঠিকানা সঠিক জানা নেই বলে বাক্সটা কলোরাডোতে এমপায়ারের মালিক মিস্টার ম্যাথিউ রবসনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছি।

ক্রুস বলেছিলো উনি তোমার কিছু ব্যবসা দেখাশোনা করেন। তিনি বাক্সটা তোমার নামে ব্যাঙ্কে জমা রাখবেন।...

আরও দু একটা কথার পর বস্টনে গেলে ড্যানকে ওদের বাসায় ওঠার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি শেষ করা হয়েছে। চিঠিটা দু'বার পড়ে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো সে।

নিজের মা সম্পর্কে খুব সামান্যই জানে ড্যান। আর যেটুকু জানে, সেটা ওর পছন্দ নয়। কিন্তু সীলিয়ার খারাপ সময়েও ক্রুস তার সাথে ছিলো। পুরো ঘটনা যদি কারও জানা থাকে তবে তা ক্রুসেরই জানা ছিলো।

এখন সে আর নেই। তার দৃঢ় ধারণা ক্রুসের মৃত্যু কোনো নিছক দুর্ঘটনা ছিলো না। সীলিয়া কি এই বাক্সের কথা জানে? কিভাবে জানবে? তবু তার মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। বাক্সটায় সীলিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষতিকর প্রমাণ রয়েছে। ম্যাথিউ রবসন বা যার কাছেই বাক্সটা থাকুক না কেন সে বিপদে আছে।

হঠাৎ তার মনে পড়লো গিলি একজন সিন্দুক এক্সপার্ট নিয়ে কলোরাডো

গেছে। ডিলান বলেছিলো গিলি নিজেও একজন সিন্দুকভাঙা লোক।

এর মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে? খুব সহজেই থাকতে পারে যদি সীলিয়া বাক্সটার কথা জেনে থাকে। জানলে নিশ্চয়ই সে ওটা হাত করার চেষ্টা করবে।

তার চিন্তার মধ্যে যদিও অনেক অনিশ্চয়তা রয়েছে, তবু এটাকেই সত্যি বলে ধরে নিয়ে আগে থেকে সাবধান হওয়াই ভালো।

গিলি···ওই হতচ্ছাড়া গিলি! ড্যান একরকম জোর করেই ওর চিন্তা বাদ দিতে চেয়েছিলো···কিন্তু ভাগ্যচক্র আজ ওদের দুজনকে একই দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

গিলির শক্ত-সমর্থ চেহারাটা ড্যানের মনে পড়ছে। লোহা আর শক্ত চামড়া দিয়ে তৈরি ওর দেহ। বনি দ্যা কিড পর্যন্ত স্বীকার করেছে লোকটা ভয়ানক। আগামীতে ওদের দেখা হতে যাচ্ছে। ওদের একজন বা দুজনের জন্যেই হয়তো এটাই হবে শেষ।

পিস্তল ব্যবহার করতে চায় না ড্যান। তাসের মতোই এই বিদ্যাটাও সে শিখেছে।

দুরে লম্বা একটা হুইসেল শোনা গেলো। প্ল্যাটফর্মে গিয়ে নিজেদের টিকিট সংগ্রহ করলো ড্যান। শহরের প্রত্যেকটা লোক—অর্থাৎ ছয়জনই ওদের বিদায় জানাতে এলো।

ওরা ট্রেনে উঠে বসতেই ফ্ল্যাগ দেখিয়ে গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিলো গার্ড। সামনের দিকে প্রান্তরের শেষ মাথায় সূর্যটা ডুব দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দুলতে দুলতে এগিয়ে চললো ট্রেন।

এগারো

এভারেট ফসেটের সাথে দেখা করার জন্যে মিলিটারি ইউনিফর্ম পরেছে প্রিন্স। রাজ পরিবারের সদস্য হিসেবে কিছুদিন তাকে ক্যাভেলরিতে যোগ দিতে হয়েছিলো। বুকের কাছে একসারি মেডেল ঝুলছে। ওগুলোর মানে যারা বোঝে না তাদের কাছে ব্যাপারটা খুব চটকদার দেখাবে।

বাটলারের পিছন পিছন সীলিয়ার লাইব্রেরি ঘরে ঢুকলো প্রিন্স রেশেভ্স্কি। ঘরটায় এতো কম আলো দেখে মনে মনে একটু বিরক্ত হলো সে। প্রায়

অন্ধকার ঘরে কি করে নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করা সম্ভব? তবু যথাসম্ভব রাজকীয় চালে সামনে এগিয়ে গেলো রেশেভ্স্কি। হাজার হোক সে একজন প্রিন্স তো বটে? একবার মুখ তুলে চেয়ে ওকে বসতে বলে সীলিয়া আবার টেবিলের ওপর রাখা কাগজগুলোর দিকে মন দিলো।

ঠাণ্ডা একটা রাগ ওর ভিতর জমাট বেঁধে উঠছে। টাকার প্রয়োজন এতটা বেশি না হলে সোজা বেরিয়ে আসতো সে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলো রেশেভ্স্কি—আবার টাকার মুখ দেখার সম্ভবত এটাই তার শেষ সুযোগ। 'মাদাম'—শুরু করলো সে।

চোখ তুলে চাইলো সীলিয়া। 'ওভাবে আমাকে কেউ সম্বোধন করে না। মিসেস ফসেট নামেই আমি অভ্যস্ত।'

'ব্যবসার আলাপ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছো···আমি এসেছি।' নিজের ঘড়ির দিকে চাইলো সে। 'আমার আরও এনগেজমেন্ট রয়েছে।'

চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে ওকে খুঁটিয়ে দেখলো সীলিয়া। 'প্রিন্স রেশেভ্স্কি,' বললো সে, 'আকর্ষণীয় পুরুষ তুমি। সেইসাথে যদি বুদ্ধিও থাকে তবে তোমাকে কাজে লাগাতে পারবো। তুমিও প্রচুর টাকা কামাতে পারবে। কিন্তু তার আগে আমাদের পরস্পরকে পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার।' হঠাৎ তার গলার স্বরে সম্পূর্ণ বদলে গেলো। 'ওইসব ভুয়া এনগেজমেন্টের কথা আমাকে শুনিও না।'

বিস্মিত চোখে চেয়ে আছে প্রিন্স। জীবনে তার সাথে কোনদিন কেউ ওই সুরে কথা বলেনি—সাহসই পায়নি। কিন্তু উঠে হাঁটা ধরা বা কোনো জবাব দেয়ার আগেই সীলিয়া আবার কথা বলতে শুরু করলো।

'তোমাকে কাজে লাগাতে পারবো আমি। কাজে লাগানো বলতে বোঝাচ্ছি যে আমার কথামতো চললে তার বদলে তুমি পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ ডলার পর্যন্ত পেতে পারো।

সীলিয়ার দিকে চেয়ে রইলো প্রিন্স। এক লাখ ডলার! রুবলে ওটা কত আসে? ফ্রাঙ্কে?

একটা কাগজ তুলে নিয়ে ডেস্কের ওপর রাখা বাতির তলায় ধরলো সীলিয়া। 'প্রিন্স রেশেভ্স্কি, তোমার যাবতীয় দেনার একটা লিস্ট রয়েছে আমার হাতে।'

'কী!' উঠে দাঁড়ালো সে। 'এটা কোন্ ধরনের অভদ্রতা?'

'চুপ করে বসো,' ঠাণ্ডা গলায় বললো সীলিয়া। 'নইলে দারোয়ান দিয়ে এখান থেকে বের করে দিয়ে তোমার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনবো। এবং'—হাসলো সে—'এর সাক্ষীও আমি হাজির করবো।'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ধপ্ করে আবার চেয়ারে বসে পড়লো সে। নিশ্চয়ই তার সাথে ঠাট্টা করছে মেয়েটা। তার জীবনে এমন ঘটনা ঘটতেই পারে না।

'আশ্চর্য মেয়ে তুমি,' বললো সে। 'কিন্তু আসল মতলবটা কি?'

মুখে একথা বললেও আসলে সে কিছুটা সময় নিতে চাচ্ছে। এখান থেকে বেরোতে হবে তার। কোথাও গিয়ে একটা ড্রিংক নিয়ে বসে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে দেখতে হবে।

ডেস্ক থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে দিলো সীলিয়া। সত্যিই সে যা বলেছিলো, ওটা তাই—তার ধারের একটা লিস্ট। সবই রয়েছে ওতে। সে নিজেই ভুলে গিয়েছিলো এমন কিছু ঋণের কথাও লেখা আছে ওই লিস্টে। মোট অঙ্কটা কুৎসিত রকম মোটা। ওর যে এতো টাকা ধার আছে জানলে অন্তত ডজনখানেক পাওনাদার এই মুহূর্তে ওর নামে মামলা ঠুকে দেবে।

'হ্যাঁ, সবই রয়েছে এতে,' স্বীকার করলো প্রিন্স। 'কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না আমার কাছে কি চাও তুমি।'

'এই মৌসুমে এখানে প্রিন্সের কিছু অভাব দেখা দিয়েছে,' বললো সীলিয়া। 'শেষ প্রিন্স ছিলো একজন ভুঁড়িওয়ালা লোক, তার দাড়িতে ছিলো সস্তা তামাকের গন্ধ···অসহ্য। এই শহরে অনেক লোক আছে যারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান অথচ খেতাব দেখলে অভিভূত হয়। ওদের চার্ম করার জন্যেই তোমাকে এখানে এনেছি।'

প্রিন্স কিছু বলার আগেই মাথা নাড়লো সীলিয়া। 'সামাজিক ভাবে উঁচুতে উঠতে চাই না, প্রিন্স রেশেভ্স্কি। অন্তত তুমি যেভাবে ভাবছো সেভাবে নয়। আমি টাকায় আগ্রহী। এমন অনেক লোক আছে যাদের বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রি বা ব্যবসা আছে, কিন্তু সামাজিক ভাবে ওদের সাথে পরিচিত হবার কোনো উপায় নেই আমার। এদের সাথে পরিচিত হতে চাই, কার কার সাথে পরিচিত হতে চাই, তাও জানা আছে আমার। পরিচয় হলে কি করতে হবে তাও জানি। এদের সাথে পরিচয়ের সুযোগ করে দেয়ার জন্যেই

তোমাকে প্রয়োজন।'

'কিভাবে?'

'তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার অজুহাতে একটা পার্টি দেবো। তার আগে খবরের কাগজে তোমার ব্যাপারে অনেক কিছু ছাপিয়ে ওদের কৌতূহলী করে তুলবো। তখন সবাই আসবে, যাদের সাথে পরিচিত হতে চাই তারাও আসবে। একবার পার্টিতে এলে স্বভাবতই সৌজন্যের খাতিরে আমাকে ওরা পাল্টা নিমন্ত্রণ করবে ওদের বাড়িতে। আমার কাছে যেসব দরজা এতদিন বন্ধ ছিলো, তোমার মাধ্যমে সেগুলো খুলে যাবে।'

'আর এর বিনিময়ে তুমি আমাকে টাকা দেবে?'

স্বরে একটু ঘৃণা জড়ানো থাকলেও সীলিয়া সেটা উপেক্ষা করলো। এক-মাত্র সে-ই জানে কাজ শেষ হলে ওর ভাগ্যে কি জুটবে।

'একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক পর্যন্ত তোমার সব খরচ বহন করবো। কিন্তু এরপর তুমি কমিশন পাবে। ঠিক নব্বই দিনের জন্যে তোমার সাহায্য আমি নেবো, তার বেশিও না, কমও না। যা করতে চাই তা যদি ওই সময়ের মধ্যে করা সম্ভব না হয় তবে বুঝবো এই পথে কাজ হবে না। এইসব সাক্ষাতের মাধ্যমে আমি যে সমস্ত ব্যবসা পাবো, তার শতকরা পাঁচ ভাগ তোমাকে দিতে রাজি আছি। কথা দিতে পারি এতে তোমার অংশ পঞ্চাশ হাজার ডলারের কম কিছুতেই হবে না—বরং তা এর কয়েক গুণ হতে পারে।

চিন্তা করে এর ফাঁক বের করার চেষ্টা করলো প্রিন্স। কিন্তু কিছুই ওর নজরে পড়লো না। তাকে এই মহিলার বন্ধু হিসেবে অভিনয় করতে হবে... মহিলা নিজেই এর একমাত্র ফাঁক।

'আমি খরচের টাকাটা নিয়ে ইউরোপে ফিরে যেতে পারি—তখন?'

মেয়েটার ওপর ওর এই কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যে ওর দিকে চাইলো প্রিন্স। কাঁধ ঝাঁকালো সীলিয়া। 'বোকার মতো কথা বলো না। সেই চেষ্টা করলে বাকি জীবন ডিলান ন্যাশের দেয়া ক্ষতচিহ্নের চেয়েও গভীর আর কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন তোমাকে বয়ে বেড়াতে হবে।'

ওর মুখটা একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেলো। মনে হচ্ছে তাকে যেন প্রচণ্ড আঘাত করেছে কেউ।

'তোমার কপাল ভালো যে কেবল চাবুকপেটা করেই ছেড়ে দিয়েছিলো সে। ওর সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই ছিলো না বুঝতে পারছি। ওর

সাথে গায়ে পড়ে লাগতে গিয়ে এখানে সাতজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক পিস্তল লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছে—তারা প্রত্যেকেই ছিলো ভয়ঙ্কর লোক।'

'এ ছাড়াও তেরোবার সে ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জীবন্ত ফিরে এসেছে। যারা ওকে চেনে তারা ওর সাথে লাগতে যাওয়ার চেয়ে খালি হাতে ভালুকের সাথে লড়া নিরাপদ বলে মনে করে।'

চুপ করে বসে কথাগুলো শুনলো সে। তার গায়ে হুলের মতো বিঁধলো প্রতিটা কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ই জয়ী হয়েছে। 'ঠিকই বলেছো, আমি ওর সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।' একটু থেমে সে খুব নরম গলায় বললো, 'তবে, সে আর বেঁচে নেই বলেই আমার বিশ্বাস।'

'তোমার জানা উচিত। ওকে মারার জন্যে গুণ্ডা ভাড়া করার টাকাটা যখন তোমার পকেট থেকেই গেছে, তখন নিশ্চয়ই জানা উচিত। অবশ্য এখনকার চেয়ে তোমার আর্থিক অবস্থা তখন অনেক ভালো ছিলো। ভিভি-য়ান রিচার্ড তোমার জন্যে ঠিক মানুষই ভাড়া করেছিলো—তাই না? কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ঘটেছে তা জানো?'

'কি ঘটেছে?'

'ডিলান ন্যাশকে যারা হত্যা করেছিলো তাদের দু'জন ইতিমধ্যেই মারা পড়েছে—তিনজন ছিলো ওরা।'

অবাক হয়ে সীলিয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইলো রেশেভ্স্কি। এই মহিলা নিশ্চয়ই স্বয়ং ইবলিস। নইলে সব কি করে জানে?

সামান্য হেসে সীলিয়া বললো, 'তোমার সুবোধ বালক হওয়ার আরও একট কারণ রয়েছে। ভিভিয়ান রিচার্ড তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে ওর সাজা সামান্যই হবে, কিন্তু তুমি কিছুতেই রেহাই পাবে না। এদেশে খুনের শাস্তি ফাঁসি।'

'আমার প্রভাব প্রতিপত্তি বুঝতে পারছো না তুমি,' বললো প্রিন্স। 'দেশে—'

'কিন্তু এটা তোমার দেশ নয়।' বাধা দিলো সীলিয়া। 'এখানে কেউ তোমার জন্যে ব্যথিত হবে না। কিন্তু যেহেতু এদেশের লোক খেতাব পছন্দ করে, এতো মেডেল আর ক্ষতচিহ্ন—না, ভয় নেই, ওগুলো কি করে হয়েছে তা ফাঁস করবো না।'

হাসিমুখে ওর দিকে চাইলো সীলিয়া। 'এখানে তোমার সময় ভালোই

কাটবে। মেয়েরা বিশেষ করে যাদের বয়স বেশি, তারা তোমাকে পূজা করবে। আর যাদের বিয়ের বয়সী মেয়ে আছে তারাও খাতির করবে। টাকা বানাবার অনেক সুযোগ তুমি পাবে। চাইলে কোনো বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করেও অনেক সম্পত্তি পেতে পারো।

মেয়েটার হাত থেকে বাঁচার একটা উপায় খুঁজছে প্রিন্স। কিন্তু উপায় নেই। এখন থেকে যতদিন না পালাবার মতো যথেষ্ট টাকা তার হচ্ছে ততদিন এই মেয়ের কাছেই বাঁধা পড়ে থাকতে হবে তাকে। কোনো মেয়ে তাকে এভাবে ভেড়া বানাবে স্বীকার করতে তার নিজের কাছেই লজ্জা লাগছে—কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই—এই মহিলা অত্যন্ত কঠিন আর চালাক।

'টাকার দরকার হবে আমার,' বললো সে। 'এটা যখন তোমারই পরিকল্পনা তখন এর সব খরচও তোমারই বহন করা উচিত।'

'অবশ্যই।' ড্রয়ার খুলে এক তোড়া নোট বের করলো সে। 'এখানে পাঁচ হাজার ডলার আছে।'

পরে বললো, 'আজ রাতে একটা অপেরা আছে। আমরা যাবো…তুমি আর তোমার বোন আজ আমার মেহমান। আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি এমন কোথাও তুমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে না। তবে আশা করছি তেমন ঘটবে না।

'কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আমাদের কিভাবে পরিচয়, বলো আমাদের 'কমন' বন্ধু আছে।' ড্রয়ার থেকে আর একটা লিস্ট বের করলো সে। 'এই নামগুলো মুখস্থ করে নাও। এতে বাঁদিকে লেখা যে তিনটে নাম আছে ওই তিনজনের সাথে আমি ব্যবসা করতে চাই। খুব ভালো লাভ হবে এতে—আজ পর্যন্ত বাইরের কেউ ওদের সাথে ব্যবসা করার সুযোগ পায়নি।

'ডানদিকের লোকগুলো হচ্ছে একই ক্লাবের সদস্য। ওই তিনজন এদের সাথে মাঝে মাঝে শিকার, জুয়া, ইয়টিং; এসবে অংশগ্রহণ করে। ডানদিকের যে কেউ বাঁদিকের তিনজনের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারবে।

'ওদের সাথে জুয়ায় বসো না। ধুরন্ধর আর পাকা জুয়াড়ী ওরা, তোমার এক বৎসরের খরচ এক রাতে হারতে বা জিততে পারে। বাড়িয়ে বলছি না—ওদের খেলায় আবেগের কোনো স্থান নেই। অনেকটা যুদ্ধের মতো।

'আমার পরিকল্পনা যদি সফল হয়,' বলে চললো সীলিয়া। 'তবে তোমার কমিশন আড়াই লাখ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। মোটামুটি ধনী হয়ে ইউরোপে ফিরতে পারবে।'

'কাজটা তেমন কঠিন হবে বলে মনে হচ্ছে না,' মন্তব্য করলো প্রিন্স। 'ওরা কি অপেরায় আসবে?'

'আসবে। তোমাকে দেখে কৌতূহলীও হবে। তোমার পরিচয় কৌশলে ওদের জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। এরপর আপনাআপনিই সব ঘটবে।'

উঠে দাঁড়ালো সে। 'আর আমার বোন প্রিন্সেস ভেরনিকা?'

সীলিয়াও উঠে দাঁড়ালো। 'ওকে এসব কথা জানানোর কোনো দরকার নেই। সাইবেরিয়াতে তোমার যে জমি আছে আমি সেখানে 'হাইড্রলিক মাইনিং' করতে আগ্রহী বলে জানাতে পারো ওকে।'

ওই জমির কথা সে নিজেই প্রায় ভুলে গিয়েছিলো। ওটার কথাও মহিলার অজানা নেই। কিন্তু এবার আর অবাক হলো না সে।

'এইসব চুক্তি...এগুলো সব নিউইয়র্কেই হবে তো?'

'হ্যাঁ।' একটু ইতস্তত করলো সে। 'তবে আমাদের স্যানফ্রান্সিসকো যেতে হতে পারে। ওখানে কিছু ব্যবসায়ীর সাথে আমার লেনদেন আছে।'

বাইরে বেরিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসলো প্রিন্স। নব্বই দিন অর্থাৎ—তিন মাস। সন্দেহ নেই টাকা উপার্জনই এভারেট ফসেটের মুখ্য উদ্দেশ্য। জেনেশুনেই সে নিউইয়র্কের পথে পা বাড়িয়েছিলো।

বারো

উইন্‌জর (Windsor) ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ডেনভারে প্রতিষ্ঠিত উঁচু মানের হোটেল। তিনশো কামরা, ষাটটা 'বাথটাব', গ্যাসের বাতি আর ব্রাসেলস-এর কার্পেটে সুসজ্জিত। শিকাগো আর স্যানফ্রান্সিসকোর মাঝে এটাই একমাত্র নামকরা বড় শহর।

জুয়া খেলার জন্যে এই শহরে অনেকরকম ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ড্যানের জুয়া খেলার কোনো ইচ্ছা নেই। শহরে ব্যবসার কাজে এসেছে সে—কোনোরকম বাড়তি ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চায় না বলে সতর্ক থাকছে।

ডেনভার গোলাগুলির শহরও বটে। অবশ্য পিস্তল সাধারণত আপাত

দৃষ্টি বাঁচিয়ে চোখের আড়ালেই রাখা হয়। বিখ্যাত ব্যাট মাস্টারসন আর ডক্ হলিডে শহরেই আছে। শহরের নামজাদা চল্লিশ-পঞ্চাশজন পিস্তলবাজের মাত্র দু'জন ওরা।

নিজের কামরাতেই আছে ড্যান। ছাই রঙের স্যুটের সাথে কালো টাই পরেছে। টোনি ওর ঘরে ঢুকলো। দোকান থেকে কেনা 'রেডিমেড' কাপড় পরে অস্বস্তি বোধ করছে সে।

'ভদ্রলোকের সাথে তোমার কোথায় দেখা করার কথা?' টোনি জিজ্ঞেস করলো।

'রবসন? ডেনভারে এখানেই দেখা হবে। এমপায়ার থেকে আমার সাথে দেখা করার জন্যে তার এখানে আসার কথা।'

'এর কাছেই টাকা রেখে গিয়েছিলে?'

'না, ওর বাবার কাছে।'

'লবিতে পুবের বহু লোককে দেখলাম। মনে হচ্ছে একটা বড় কেনাবেচা হবে। কিছু জানো?'

'না।'

'ওরা বলছিলো এই কেনাবেচা নিয়ে বেশ একটা হৈ-চৈ পড়ে গেছে।'

ড্যানের একমাত্র চিন্তা ম্যাথিউ রবসনের ছেলে ফিলিপ রবসনকে নিয়ে। ওদের কথাবার্তা শেষ হলে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কেমিলিয়াকে শহর দেখাতে বেরোতে পারবে। টোনি আর ডাফের সম্ভবত অন্য প্ল্যান আছে। ভালো খাবারের জন্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটা জায়গা আছে শহরে। সিটি হোটেলের চীফ শেফ ডেনমার্কের রাজার রাঁধুনী ছিলো। এছাড়া রয়েছে চারপিয়ো।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ড্যান ভাবছে কেমিলিয়াকে ঘুম থেকে জাগানো ঠিক হবে কিনা—এই সময়ে তার দরজায় টোকা পড়লো।

পিস্তলটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে। অভ্যাসবশেই দরজার দিকে এগোবার আগে পিস্তলটা তুলে নিলো সে। পিস্তলটা লুকানো অবস্থায় তৈরি রেখে দরজা খুললো সে। অবাক হয়ে দেখলো দরজায় কীথ পিয়ারসন দাঁড়িয়ে।

'ড্যান!' তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো কীথ। 'খবর শুনেছো?'

'কি খবর ?'

আড়চোখে পিস্তলটা দেখে নিয়ে সে বললো, 'যাক, অন্তত তৈরি আছো!'

কীথের বয়স একটু বেড়েছে, একটু মোটাও হয়েছে। কিন্তু এখনও ওর দেহের বাঁধুনী অটুট রয়েছে। ড্যানের চওড়া কাঁধ আর সুন্দর স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে খুশি হলো সে। তার চেনা সেই ছেলেটা এখন পরিপূর্ণ যুবক হয়ে উঠেছে।

'ড্যান, আমরা কয়েক সপ্তাহ ধরে তোমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি! রবসন তার সন্দেহের কথা আমাকে বলায় আমি গোপনে কিছু খোঁজ-খবর নিয়েছি। পছন্দ করো আর নাই করো রেলরাস্তা আর মাইনিংএর সবচেয়ে বড় যুদ্ধের মুখে পড়তে যাচ্ছো তুমি।'

'তা কি করে হয় ?'

'শোনো,' ব্যাখ্যা করলো কীথ। 'ছেলেবেলায় ম্যাথিউ রবসনের কাছে ব্যবসায় খাটাবার জন্যে কিছু টাকা রেখেছিলো। তাই না ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু—'

'ওই টাকায় 'মাইনিং ক্লেইম' কেনা হয়। সেই সাথে কাজের সুবিধার জন্যে ক্যানিয়নের নিচের দিকে আধমাইল এলাকাও কেনা হয়েছিলো। আজ ওই আধমাইল জায়গা তুমি যে-কোনো দামে বিক্রি করতে পারো।'

'কেন, ঘটনাটা কি ?'

'রেলরাস্তা বসাবার জন্য কোম্পানি ওটা কিনতে চায়। কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি জায়গাটার গুরুত্ব এমন হঠাৎ করে বেড়ে যাবে। কয়লা বের করে আনার জন্যে ওদিক দিয়ে একটা শাখা লাইন পাততে চায় ওরা। আমরা তোমাকে সাবধান করার জন্যে খুঁজছিলাম। সব না জেনে কোনো চুক্তিতে সই করো না।'

হাসলো ড্যান। 'আমি ? না, মিস্টার পিয়ারসন, ডিলান ন্যাশ সন্দিগ্ধ প্রকৃতির মানুষ ছিলো—আমিও ওইভাবেই গড়ে উঠেছি। চট করে কিছু সই করি না।'

আঙুলের ফাঁকে ধরা চুরুটটা জ্বালালো কীথ। 'আমাকে স্বার্থপর মনে হলে ক্ষমা করো, কিন্তু মনে হয় তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।'

'কেন ? কি যেন একটা হচ্ছে এখানে ঠিক খবরটা এখনও পাইনি।'

'ড্যান, তোমার যদি কিছু হয়, তোমার সম্পত্তি কে পাবে ?'

অবাক হয়ে সে উপলব্ধি করলো এ প্রসঙ্গ নিয়ে কোনোদিন ভাবেনি। ডিলান ন্যাশই ছিলো তার একমাত্র আপনজন।

'এ ব্যাপারে মোটেও ভাবিনি, তবে আমি চাই আমার সবকিছু কেমিলিয়া হপকিনস পাক।'

'কিন্তু কোনো উইল করোনি—করেছো?'

'না, কিন্তু—'

'সেক্ষেত্রে কে পাবে, ভেবে দেখেছো? এদেশের সবচেয়ে দামী এক টুকরো জমির মালিক হবে সে।'

'এভারেট ফসেট…'

সে-ই তার একমাত্র আত্মীয়। কিছু হলে তার যা কিছু আছে তা সীলিয়াই পাবে।

'কিন্তু সে কি এটা জানে?' প্রশ্ন করলো ড্যান।

'জানে না? তবে সে কলোরাডোতে কেন আসছে?'

'এখানে আসছে? কিন্তু ক্রসকে সে বলেছিলো কোনোদিন আর পশ্চিমে ফিরবে না—কোনোদিন না।'

'তখন হয়তো ভাবেনি তার ফেরাটা এতো লাভজনক হতে পারে। তাছাড়া বেশিদিন হয়তো থাকবেও না সে।'

পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিয়ে কোট পড়লো ড্যান। 'এবার নিচে গিয়ে নাস্তা খাওয়া যাক,' বললো সে।

'সকালে কিছু কফি খেয়েছি, এখন আর সময় নেই আমার। তুমি কিন্তু খুব সাবধানে থেকো, ড্যান।'

লবি পর্যন্ত একসাথেই নামলো ওরা। ড্যান নাস্তা খেতে ঢুকলো। চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখতে হবে এখন কি করা দরকার। সীলিয়া যদি পশ্চিমে আসে তাহলে ওদের দেখা হয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা থাকবে। এতদিন পর দেখা হবার কথা ভেবে অস্বস্তি বোধ করছে ড্যান। কিন্তু এমন লাগছে কেন? যে তাকে ঠাণ্ডায় তুষারের মধ্যে ফেলে রেখে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিলো তার জন্যে তো ড্যানের এমন লাগা উচিত নয়?

কীথ পিয়ারসন ঠিকই বলেছে, তার একটা উইল করে ফেলা দরকার—এখনই। তার কোনোকিছু লোভী সীলিয়া ফসেট পাক, এটা চায় না সে।

নাস্তার অর্ডার দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আগামীতে তাকে কি কি করতে হবে ভাবছে সে। সমস্ত সম্পত্তির একটা লিস্ট তৈরি করে তারপর একজন নামকরা বিশ্বস্ত এটর্নির শরণাপন্ন হতে হবে। সে নিজেও অবশ্য একটা উইল তৈরি করতে পারে, কিন্তু এই ধরনের কাজে ওর কোনো অভিজ্ঞতা নেই। উইলটা নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন।

নিজের পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখলো সে। সীলিয়ার সাথে দেখা হলে তাতে কিছুই লাভ হবে না তার। তারচেয়ে ওকে এড়িয়ে গিয়ে ঝামেলামুক্ত থাকাই ভালো। এখন বিভিন্ন কোম্পানির সাথে আলাপ করে একটা ভালো দামে জমিটা বিক্রির ব্যবস্থা করে এখান থেকে জলদি সরে পড়াই সবদিক থেকে মঙ্গলময় হবে।

চুক্তি সই হয়ে গেলে সীলিয়া বা তার কারোই আর এখানে থাকার কোন প্রয়োজন থাকবে না। কীথকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো কাদের সাথে চুক্তি করলে ভালো হবে। তাদের কেউ কেউ হয়তো এই হোটেলেই উঠেছে।

অবশ্য এই চুক্তি হয়ে যাবার পরেও তার মৃত্যুতে সীলিয়াই হবে তার সব সম্পত্তির মালিক। উইল না করেও এর একটা প্রতিকার করা যায়। কেমিলিয়াকে বিয়ে করতে পারে সে।

হঠাৎ দরজা খুলে টোনি ঢুকলো। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলো সে। এতো সকালে খুব কম লোকই নাস্তা খেতে এসেছে। ড্যানের টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে উল্টোদিকের চেয়ারে বসলো টোনি। 'সাথে পিস্তল আছে তো?' প্রশ্ন করলো সে।

'হ্যাঁ।'

'ভালো, কিন্তু সাবধান। গিলি এসে হাজির হয়েছে শহরে। ব্লেক স্ট্রিটে ওকে দেখলাম। খুব খারাপ মুডে আছে। বিশাল চেহারা ওর, তাই না?'

'হ্যাঁ, বিরাটই বলা যায়। প্রায় দুশো পঞ্চাশ পাউণ্ড হবে ওজন, কিন্তু শরীরে কোথাও বাড়তি চর্বি নেই।'

ড্যানের কফি কাপটা ওয়েটার আবার ভরে দিয়ে গেলো। সে চলে যেতেই ড্যান বললো, 'টোনি, আমি কেমিলিয়াকে বিয়ে করতে চাই।'

দাঁত বের করে হাসলো টোনি। 'তুমি কি মনে করো এটা আমাদের কাছে নতুন খবর?'

'কেমিলিয়াকে এই ব্যাপারে কিছুই বলিনি—মানে সরাসরি কিছু জানাই-

নি। মনে হয় সে আন্দাজ করেছে আমি ওকে ভালোবাসি—কিন্তু কথা হচ্ছে সে যদি বিয়ে করতে রাজি হয় তবে এখনই কাজটা সেরে ফেলা দরকার।'

'তাড়াহুড়ার কি আছে? এতে বাপি আর বাকি সবাই খুব দুঃখ পাবে।'

সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিয়ে সে বললো, 'আমি একটা উইল করবো বলে ঠিক করেছি কিন্তু এতেও সীলিয়া ফসেটকে ঠেকানো মুশকিল হবে। তাকে বেশ ভালো করেই চিনি আমি। উইলকে নাকচ করার জন্যে সবরকম চেষ্টাই সে করবে। আর যেহেতু আমাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে হয়তো সক্ষমও হবে।'

'সে কি তোমাদের সম্পর্ক প্রমাণ করতে পারবে?'

'আমার জন্মস্থানে কোনো কাগজপত্র থাকতেও পারে। কিন্তু না থাকলেও একটা উপায় সে ঠিকই বের করে নেবে।'

চুপ করে রইলো টোনি। ওকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। একটু ভেবে সে বললো, 'তুমি এখান থেকে সরে পড়লেই তো পারো?'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো ড্যান, কিন্তু টোনি বাধা দিলো। 'শোনো, তোমার পরিচিত বন্ধু কীথ পিয়ারসন রয়েছে, সে নিজে জমিটা না কিনলেও যারা কিনতে পারে তাদের নিশ্চয় চিনবে। ওর ওপর সব ব্যবস্থা করার ভার দিয়ে লেড্‌ভিল কিংবা ওয়ালসেনবার্গে চলে যাও। ডাক্ আর আমি এদিকে কি ঘটে তার ওপর নজর রাখবো—দরকার হলে তোমার সাথে যোগাযোগও রাখতে পারবো।

'তাই বলে মনে করো না বিয়েতে আমার মত নেই বলে এসব কথা বলছি—তবে বিয়েটাকে আমরা অনেক বড় চোখে দেখি—রীতিমত উৎসব করি। বাপি আর অন্য ভাই-বোনেরা তাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা বিয়ে করে ফেললে সত্যিই মনে খুব কষ্ট পাবে।'

আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ড্যান। টোনির প্রস্তাবটা ভেবে দেখছে সে। বুদ্ধিটা মোটামুটি মনে ধরেছে তার—কিন্তু অস্বস্তি বোধ করছে। সে কি তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে? সামনাসামনি মোকাবিলা না করে এভাবে পালিয়ে যাওয়া কি কাপুরুষতা হবে না?

মনেমনে ভেবে দেখলো টোনি বর্তমান পরিস্থিতির একটা সুন্দর সমাধান বের করেছে। সে শহরে থাকলে চরম অবস্থা সৃষ্টি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তার মা সীলিয়া কি পরিকল্পনা নিতে পারে বা কি চেষ্টা করবে এ

নিয়ে ভাবতে চায় না সে ; কিন্তু গিলির সাথে তার দেখা হবেই। আর ওর সাথে দেখা হওয়া মানেই গোলাগুলি।

ডেনভার আগের মতো সেই সীমান্ত শহর আর নেই। এখন এখানে আইন-শৃঙ্খলা রয়েছে। ব্যক্তিগত বিবাদ মেটাতে গোলাগুলি করাটা এখানে খুব ভালো চোখে দেখা হয় না।

শহর ছেড়ে চলে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কীথ পিয়ারসন বিশ্বাসযোগ্য লোক—তাছাড়া ইচ্ছা করলে অন্যের মারফতও সে জানতে পারবে কত টাকায় চুক্তি রফা হলো।

'তোমার পরামর্শটা বেশ ভালো বলেই মনে হচ্ছে,' বললো ড্যান। 'আজ সন্ধ্যার মধ্যে সব ব্যবস্থা শেষ করতে পারলে আজ রাতেই শহর ছাড়বো।'

'ঠিক আছে, তোমার জন্যে একটা ঘোড়া তৈরি রাখবো।'

টোনি উঠে দাঁড়ালো। ড্যানও ওর সাথে উঠলো। প্রায় কিছুই খায়নি সে—টোনির সাথে কথা বলতে বলতে ওর খাবার জুড়িয়ে গেছে।

হঠাৎ দরজাটা আবার খুলে গেলো। কেমিলিয়া ভিতরে ঢুকলো। কিন্তু এ এক ভিন্ন কেমিলিয়া, ড্যান ওকে এই রূপে আগে কখনও দেখেনি।

তেরো

অবাক হয়েছে ড্যান, টোনির অবস্থাও তাই। একদৃষ্টে চেয়ে আছে ড্যান।

ঘন এলোমেলো চুলগুলো আঁচড়ে মাঝখানে সিঁথি করেছে সে। মাথার উপরে 'কার্ল,' কাঁধের কাছে নেমে শেষ মাথায় চুলের আংটা তৈরি হয়েছে। ওর গাউনটা মেঝে পর্যন্ত ঝুলছে।

ওদের দিকে এগোলো কেমিলিয়া। হতবাক হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ড্যান আর টোনি। এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। শুধু ওদের ওপর নয়, ওই কামরায় উপস্থিত সবার ওপর তার সাজের এই প্রতিক্রিয়া দেখে মনে মনে কেমিলিয়া খুব খুশি হয়েছে।

ড্যান উঠে ওর জন্যে আরেকটা চেয়ার এগিয়ে দিলো। কেমিলিয়া বসার পর ধপ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়লো সে। একটু ইতস্তত করে টোনিও বসলো।

'তুমি এসব পোশাক কোত্থেকে পেলে, কেন? এমন জিনিস জীবনে দেখিনি?' বললো টোনি।

'কিনেছি।' গর্বে মাথাটা আর একটু উঁচু করলো সে। 'শুধু এটাই না, আরও আছে! ছয়টা নতুন জামা তৈরি করিয়েছি। প্যারিস, ভিয়েনায় এসব জামা পরে মেয়েরা!'

'অপূর্ব দেখাচ্ছে!' অভিভূত প্রশংসা জানালো ড্যান। 'কেমিলিয়া, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। একটু আগে টোনিকেও তাই বলছিলাম।'

'টোনি! আমার ব্যাপারে ও কি বলবে?' ড্যানের দিকে সোজাসুজি তাকালো সে। 'এই জামা পরা মেয়েটার দিকে চেয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিও না। পোশাক ছাড়াও মেয়েদের অনেক কিছু থাকে।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' বললো ড্যান।

একটু লজ্জা পেলো সে। 'মানে—আমি কেবল এই জামা পরা যে কেউ নই, আবার এমন মেয়েও না, যে কেবল বাছুর ধরে মার্কা লাগাতেই জানে।'

'এই মুহূর্তে, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি ভিয়েনার কোনো 'ফ্যাশন শপ' থেকে বেরিয়ে এসেছো।' মন থেকেই কথাটা বললো ড্যান। 'কোথায় পেলে?'

'মেল উইনসলো আমার মাপ নিয়ে এই ডেনভারেই এক মহিলার কাছে পাঠিয়েছিলো। মেলের জামা সে-ই সেলাই করে। দু'বছর আগে ভদ্রমহিলা স্বামীর সাথে অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছিলো। স্বামী মাইন দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর থেকে সেলাই করেই দিন চালাচ্ছে সে।'

আগ্রহভরে ড্যানের দিকে ফিরলো কেমিলিয়া। 'ওহ, ড্যান! সত্যি করে বলো তো কেমন দেখাচ্ছে? আমি…আমি এ ধরনের জামা-কাপড় আগে কখনও পরিনি।'

'এতো স্বাভাবিক লাগছে, মনে হচ্ছে যেন চিরকাল তুমি এইরকম কাপড় পরেই অভ্যস্ত। দারুণ দেখাচ্ছে। ভাগ্যিস আগেই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি—নইলে আজ আর রক্ষা ছিলো না—প্রেমে পড়তেই হতো।'

হেসে ফেললো কেমিলিয়া। 'বুঝেছি, আমাকে খুশি করার জন্যে এসব কথা বলছো। জানো, ড্যান! এখানে একজন সত্যিকার সুন্দরী মহিলা উঠেছে। আসার সময়ে লবিতে তাকে দেখে এলাম। ওই যে! এই মহিলার কথাই বলছিলাম।'

খাবার ঘরে ঢুকেছে সীলিয়া। অত্যন্ত সুন্দর আর স্মার্ট দেখাচ্ছে ওকে। ওর পাশের লম্বা লোকটা অসম্ভব রকম সুশ্রী, কিন্তু মুখে তিনটে ক্ষতচিহ্ন…

হঠাৎ একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলো ড্যান।

'ড্যান?' কোটের হাতা ধরলো কেমিলিয়া। ভীত দেখাচ্ছে ওকে। 'ড্যান, কি হয়েছে?'

'আমার মা,' শান্ত নিচু স্বরে বললো ড্যান। 'আর সাথের লোকটা প্রিন্স রেশেভ্স্কি।'

স্থির হয়ে সীলিয়ার দিকে চেয়ে বসে আছে ড্যান। মনেমনে তাকে স্বীকার করতেই হলো মহিলা দেখতে খুবই ভালো। লম্বা চিকন কাঠামো—বয়সের তুলনায় অন্তত দশ বছরের ছোট দেখাচ্ছে তাকে। চোখ তুলে এবার ওদের দিকে চাইলো সীলিয়া। ড্যানের সাথে চোখাচোখি হলো।

এই মহিলাই তার মা, এবং এই মহিলাই তাকে তুষারের ভিতর ঠাণ্ডায় ফেলে রেখে মারতে চেয়েছিলো। এই মহিলাকে ডাফের মতো লোকও ভয় পায়। সে যা শুনেছে তা যদি সত্যি হয় তবে এর হাতে একাধিক পুরুষ মারা পড়েছে। ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে সীলিয়া—ওর দিকে চেয়ে শোনা কথা বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

একমুহূর্ত ইতস্তত করে সোজা ওদের দিকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। 'ড্যান! সত্যি সুন্দর সুপুরুষ হয়ে উঠেছো তুমি।'

একটু ফিরলো সে। 'ড্যান, তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, প্রিন্স রেশেভ্স্কি। প্রিন্স, এ হচ্ছে আমার ছেলে, ড্যানিয়েল বার্কলে।'

'হাউ ডু ইউ ডু?' ঠাণ্ডা গলায় বললো ড্যান। বিস্মিত চোখে ওর দিকে চাইলো প্রিন্স।

ঘুরে কেমিলিয়ার পরিচয় দিলো ড্যান…টোনি অদৃশ্য হয়েছে।

'এসো, একসাথেই বসা যাক।' জবাবের অপেক্ষা না করে বসে পড়লো সীলিয়া।

সীলিয়া আর প্রিন্স দু'জনেই চায়ের অর্ডার দিলো। সকালের নাস্তাটা আর খাওয়া হয়নি বলে কেমিলিয়া আর নিজের জন্যে নাস্তার অর্ডার দিলো ড্যান। কি করে ওর থেকে রেহাই পাওয়া যায় ভাবছে সে। কেবল কেমি-লিয়াকেই একেবারে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। প্রিন্সের সাথে পাহাড়, ডেনভার শহর আর হোটেল নিয়ে সুন্দর আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে সে। চা এলে পর

সবার জন্যে ঢেলে দিলো মেয়েটা।

মুহূর্তের জন্যে ওরা চুপ করতেই সীলিয়া বললো, 'সুন্দর একটা সুবিধা-জনক জায়গায় তুমি আছো, ড্যানিয়েল। শুনলাম তোমার একটা জমি আছে, সেটা ওরা রেলরাস্তা বসাবার জন্যে কিনতে চাচ্ছে।'

কাঁধ ঝাঁকালো ড্যান। 'ও কিছু না।'

'কিছু না, কি বলছো। বুঝেশুনে কথাবার্তা চালাতে পারলে এতে মোটা-মুটি সচ্ছল হতে পারবে···বড়লোকই হয়ে যাবে।'

'আসলে আমার বেশি কিছুর দরকার নেই। সাধারণ ভাবেই চলতে ভালোবাসি, কিন্তু—' একটু থামলো সে—'মাঝেমধ্যে তাস খেলতে পছন্দ করি।'

চট করে চোখ তুলে ড্যানের দিকে চাইলো কেমিলিয়া। আজ নতুন কথা শুনছে সে।

'আমরা সবাই কিছু কিছু ঝুঁকি নিতে পছন্দ করি,' মন্তব্য করলো প্রিন্স।

'কিন্তু তা করতে গিয়ে কেউ কেউ বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলে,' জবাব দিলো ড্যান। 'প্রতিপক্ষ যে কতটা শক্ত তা অনেকেই বুঝতে ভুল করে।'

'কথাটা ঠিক,' স্বীকার করলো প্রিন্স। ড্যান সম্পর্কে ভাবছে সে। ওকে এতো পরিচিত মনে হচ্ছে কেন? হঠাৎ তাসের কথা তুলে কি বোঝাতে চাইছে সে?

'ভালো একটা দাঁও মারার সুযোগ এসেছে তোমার, ড্যান,' বললো সীলিয়া। 'যদি চাও, আমি খুশি হয়েই সাহায্য করবো। হাজার হোক তুমি আমার ছেলে।'

'সুযোগ বুঝে কেমিলিয়া বলে উঠলো, 'এতদিন পরে তোমার একটা ছেলে আছে আবিষ্কার করে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগছে তোমার?'

নির্বিকার মুখ তুলে কেমিলিয়ার দিকে একবার চেয়ে ড্যানের দিকে ফির-লো সীলিয়া। 'কিংবা খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো যদি তুমি এড়িয়ে যেতে চাও, আমিই ওই জমিটা নগদ এক লাখ ডলার দিয়ে কিনে নিতে পারি।'

'বেশ মোটা টাকা,' মন্তব্য করলো ড্যান।

'তাহলে ওই কথাই রইলো?'

'প্রস্তাবে সম্মতি জানাইনি আমি। টাকার অঙ্কটা বেশ বড়, এটুকুই স্বীকার করেছি, সীলিয়া।' ওকে মা বলে ডাকতে ওর বাধছে, 'ব্যবসার দিক-

টা নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই—আমি কীথ পিয়ারসনের কাছে বেশ কিছু ট্রেনিং পেয়েছি।'

'শুনেছি তুমি ব্যারিস্টার হয়েছো।'

ভিতরে ঢোকার একটা ফাঁক খুঁজছে সীলিয়া। বুঝতে পারছে কাজটা সোজা হবে না। তার ছেলের ওপর অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হবে বলে আশা করেছিলো সে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ড্যান মোটেও চমৎকৃত হয়নি—পাত্তাই দিচ্ছে না ওকে।

'দামটা হয়তো আর একটু চড়াতে পারবো,' প্রস্তাব দিলো সে।

সোজাসুজি ওর দিকে চাইলো ড্যান। 'তাই করতে হবে, সীলিয়া। অনেক-গুণ বাড়াতে হবে। ওই জমিটার আসল দাম কত তা এখনও ঠিক জানি না, তবে ওটার দাম যে দশ লাখেরও বেশি হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

সীলিয়া ওর কথার জবাব দেয়ার আগেই প্রিন্সের দিকে ফিরলো ড্যান। 'এখানে আমাদের সাথে কতদিন আছো তুমি, প্রিন্স রেশেভ্স্কি? কলোরাডোতে কিন্তু চমৎকার শিকার পাওয়া যায়।'

'মিসেস ফসেট আর আমার কিছু ব্যবসার কাজ রয়েছে এখানে,' বললো সে। 'দরকারের বেশি সম্ভবত থাকবো না—তাছাড়া শিকারে তেমন মজা পাই না আমি।'

'কিন্তু শিকার অনেক সময় আকর্ষণীয় হতে পারে—বিশেষ করে যখন বিশেষ আকর্ষণে শিকার নিজেই শিকারীর কাছে এসে হাজির হয়।'

সব কেমন গোলমেলে ঠেকছে। এই আমেরিকান লোকটা যে কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে। শেষে ড্যানকেই ব্যাখ্যা করতে বললো।

কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'হরিণের বেলায় একটা লাঠির মাথায় এক টুকরো কাপড় বেঁধে রাখলে সেটা ওদের কাছে টেনে আনে। মানুষের বেলায় সম্ভবত টাকা সেই কাজ করে। কখনও পোকার খেলেছো, প্রিন্স?'

'প্রচুর। আমার প্রিয় খেলা। স্যালৎস্‌বার্গে একজন ইংরেজের কাছে খেলাটা শিখেছিলাম—বেশ উত্তেজনাপূর্ণ খেলা।'

'তাহলে কলোরাডো তোমার কাছে ভালো লাগবে। এখানে চড়া বাজিতে পোকার খেলা হয়।'

প্রিন্সের চেয়েও বেশি অবাক হচ্ছে সীলিয়া। এইসব কথাবার্তার কোনোই

অর্থ হয় না, কিন্তু তবু সে যেন একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের আভাস টের পাচ্ছে। কিন্তু ড্যান আক্রমণ করলে তাকেই করবে—প্রিন্সকে কেন?

নিউইয়র্কে প্রিন্সের নাম ভাঙিয়ে খুব একটা সুবিধা হয়নি। অনেক চেষ্টার পর ওই তিনজনের মধ্যে মাত্র একজনের সাথে পরিচিত হতে পেরেছে সীলিয়া। ওই লোকের কাছ থেকেই সে খবর পেয়েছে কলোরাডোতে বিরাট একটা কিছু হতে যাচ্ছে।

পশ্চিমে আসার ইচ্ছা তার মোটেও ছিলো না। কিন্তু যখন জানলো জমিটা তার ছেলের তখন কেউ চিনে ফেলার ঝুঁকি থাকলেও সে পশ্চিমে আসারই সিদ্ধান্ত নিলো। হাজার হোক অনেকদিন পার হয়ে গেছে, সে নিজেও অনেক বদলেছে। পনেরো পাউণ্ড ওজন কমিয়ে আরও ছিমছাম হয়েছে। এখন ওকে সেই সীলিয়া বলে চেনা মুশকিল।

তাছাড়া বেশিদিন তাকে এখানে থাকতেও হবে না। ড্যানের সাথে দেখা করে চট করে একটা নিষ্পত্তি করে জমিটা কিনে দু'একদিনের মধ্যেই আবার নিউইয়র্কে ফিরতে পারবে ভেবেছিলো সে। প্রিন্সকে সাথে এনেছে বাড়তি শো হিসেবে। এতে প্রিন্স আর তার বোনের পশ্চিম দেখাও হবে।

নিজের সফলতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহই ছিলো না সীলিয়ার। ড্যান তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হলে তার ভাবাবেগের সুযোগ নিতে চেষ্টা করবে সে। তাতেও যদি কাজ না হয় তবে বিকল্প রাস্তা তো আছেই—তাতে আপনাআপনি ওর সব সম্পত্তি সীলিয়াই পাবে।

রকি মাউনটেন এলাকায় তার অনেক লোকজন আছে। তারা অবশ্য কেউ সীলিয়াকে চেনে না। ওদের মাধ্যমেই সে মাইন, রেলরাস্তা আর গরু কেনা-বেচার সব খবরা-খবর পায়। এজন্যে বেশ ভালো টাকা খরচ হয় তার।

প্রিন্সের সাথে কথা বলার সময়ে ড্যানকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে সীলিয়া। তার চেহারার কিছু কি পেয়েছে ছেলেটা? পেয়ে থাকলেও সেটা তার চোখে পড়লো না। ঠিক ওর বাবার মতোই চেহারা পেয়েছে ও। তবে এটা তাকে স্বীকার করতে হলো চোয়াল আর নাকটা ঠিক ওর নানার মতোই পেয়েছে ড্যান।

তার গর্বিত হওয়া উচিত বুঝতে পারছে সীলিয়া, কিন্তু মন থেকে কোনো-রকম অনুভূতিই জাগছে না। বরং একটু হিংসাই হচ্ছে। ডিলান ন্যাশ ওকে পেলে বড় করেছে, গর্ব বোধ করার অধিকার একমাত্র তারই আছে। ড্যানকে

চমৎকার যুবক হিসেবে গড়ে তোলার পুরো কৃতিত্বই তার।

পোকারের কথা উল্লেখ করেছে ড্যান···সে-ও কি একজন জুয়াড়ী? কিন্তু চার্লসটনের রিপোর্টে তেমন কোনো কথা লেখা নেই। এসব ব্যাপারে ওরা কখনোই ভুল করবে না। নিশ্চয়ই ডিলান তাকে জুয়া থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছে।

'আমরা দু'জনে যদি একটু আলাদা ভাবে কথা বলতে পারতাম···' প্রস্তাব দিলো সীলিয়া।

'আমাকে শপিং-এ নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছে ড্যান,' বলে উঠলো কেমিলিয়া।

ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে উঠছে সীলিয়া। মেয়েটাকে সহ্য করতে পারছে না সে। সে-ও যে তাকে পছন্দ করছে না তা বেশ বুঝতে পারছে সীলিয়া। 'প্লীজ'—তার স্বরে একটু ব্যঙ্গের আভাস রয়েছে—'ও তোমাকে যে-কোনো সময় সুন্দর জামা কিনে দিতে পারবে। ব্যবসা এটা—জরুরী।'

'ভুল বুঝেছো,' খুব ভদ্রভাবে জবাব দিলো কেমিলিয়া। 'আমি নিজের পয়সাতেই নিজের জামাকাপড় কিনি। যার যেরকম অভ্যাস।'

আড়ষ্ট হয়ে গেলো সীলিয়া—কেউ তাকে চড় মেরেছে যেন। তার ভিতরের সবকিছুই একমুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলো। তারপর রাগে সারা শরীর জ্বলে উঠলো তার। খেপে উঠে কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে জোর করে সামলে নিয়ে সতর্ক হয়ে কথা শুরু করলো।

'সে তো খুব ভালো কথা,' বললো সে। তারপর হুল ফুটালো, 'তোমার নিশ্চয়ই রোজগারের নিজস্ব পদ্ধতি আছে।'

'তা আছে,' হেসে জবাব দিলো কেমিলিয়া। 'আমাদের র‍্যাঞ্চে বাছুর "ম্যাভরিক" করি আমি।'

অবাক অবিশ্বাস নিয়ে সীলিয়া চাইলো ওর দিকে। রেশেভ্স্কি বললো, 'বুঝলাম না···'ম্যাভরিক'···ব্যাপারটা কি?'

'টেক্সাসে বাছুর মার্কা দেয়ার আর এক নাম ম্যাভরিক করা।' ব্যাখ্যা দিলো ড্যান। টেক্সাসের এক লোক তার গরু-বাছুর বিক্রি করতে নিচ্ছিলো,—মার্কা দেয়নি। কিছু লোক এসে ম্যাভরিকের মার্কা মেরে ওগুলো তার মাল বলে দাবি করে নিয়ে যায়। সেই থেকে ওই নাম চালু হয়েছে।

'টেক্সাসে এখনও অনেক বুনো আর ছাড়া গরু রয়েছে, কেমিলিয়া ঘোড়া

চালানো আর ল্যাসো ছোঁড়ায় ওস্তাদ। ল্যাসো ছুঁড়ে গরু ধরে মার্কা লাগানো এখনও টেক্সাসে স্টক বাড়ানোর সবচেয়ে সহজ উপায়। কেমিলিয়া শুধু মেয়েদের মধ্যেই নয় ছেলেদের মধ্যেও ঘোড়া চালানোয় সেরা।'

'বিশ্বাস করা কঠিন—দেখে মনে হয় না ঘোড়া চালাতে পারো তুমি। মনে হয় অবলা নারীর মতোই নরম।' প্রিন্স এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা।

'পশ্চিমে আমাদের সবাইকেই কাজ করতে হয়,' বললো ড্যান। 'আর কেমিলিয়া ঠিক তোমাদের দেশের কোস্যাকদের মতোই ঘোড়া চালাতে পারে।'

বসে অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠছে সীলিয়া। কথাবার্তা মোড় নিয়ে অন্য পথে এগিয়ে চলেছে। ঘরটা অল্পক্ষণ পরেই লোকজনে ভরে উঠবে। এরমধ্যেই কিছু লোক নাস্তা খেতে ঢুকেছে। দু'জন লোকের সাথেও তার দেখা করার কথা আছে।

'এ ব্যাপারে আমাদের একটা মীমাংসায় আসা দরকার, ড্যান। তুমি যখন জমিটা বিক্রিই করবে তখন তোমার নিজের মায়ের কাছে বিক্রি করলে কি ক্ষতি?'

কড়া একটা জবাব ওর ঠোঁটের আগায় এসে গিয়েছিলো, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলো সে। 'ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে চাই। এই ফাঁকে তুমিও ভেবে দেখো সবচেয়ে বেশি কত উঠতে পারো। শেষ প্রস্তাবটা পিয়ারসনকে জানিও। তুমি যে আমার মা, এসব কথা বলে আর বৃথা সময় নষ্ট করো না, সীলিয়া—মায়ের মতো ব্যবহার তোমার কাছ থেকে আমি কোনোদিনই পাইনি।'

উঠে দাঁড়ালো সে। 'প্রিন্স রেশেভস্কি, তোমার যদি পোকার খেলার আগ্রহ থাকে তবে ব্লেক স্ট্রীটে যাবার দরকার নেই, এই হোটেলেই চমৎকার খেলার ব্যবস্থা আছে।'

সীলিয়া একেবারে স্থির হয়ে বসে ওদের বেরিয়ে যেতে দেখলো। দ্রুত চিন্তা চলেছে ওর মাথায়। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা না নিলে ব্যবসাটা ওর হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাছাড়া বাক্সের ব্যাপারটাও রয়েছে···ক্ষণিকের জন্যে ওটার কথা একেবারে ভুলেই গেছিলো সে।

ড্যান কি পেয়েছে ওটা? না পেয়ে থাকলে ওটা যেন ওর হাতে না

পৌছায় সে-ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমে ওর কামরায় খোঁজ করতে হবে—ওখানে না পাওয়া গেলে গিলির কাছে একটা খবর পাঠাতে হবে। তাড়াতাড়ি পশ্চিমে চলে আসায় ওরা বাক্সটার কি করেছে তার আর খবর দেয়া হয়নি।

'তোমার ছেলে,' প্রশ্ন করলো প্রিন্স, 'সে কি কখনও ইউরোপে গেছিলো?'

ওর চিন্তা তখন অন্যখাতে বইছে। 'ইউরোপ? না, না—ও ইউরোপে কি করতে যাবে?'

সীলিয়ার মনটা তেতো বিরক্ত হয়ে রয়েছে। আজ সকালে নাস্তার সময় কথাবার্তা মোটেও ফলপ্রসূ হয়নি—বরং তা ওর বিপক্ষেই গেছে বলা যায়। ড্যান এখন একটুও ব্যবসার মুডে নেই। সে ভয় পাচ্ছে 'মিচেল এণ্ড রজার্স' এর লোকের সাথে কথা হলে ড্যান হয়তো ওদের প্রস্তাব গ্রহণ করে ফেলবে।

প্রথম কাজ বাক্স। ওটা তার চাই-ই। অন্তত ওর ভিতরে কি আছে সেটা জানতেই হবে। তারপরে ড্যান। বর্তমান এভারেট ফসেটের কাছে যে-কোনো সমস্যার সহজ সমাধান হচ্ছে হত্যা।

উঠলো সে। প্রিন্সকে লবিতে ছেড়ে নিজের কামরায় ফিরলো।

তার ছেলে কত নম্বর কামরায় উঠেছে তা সে আগেই জেনে নিয়েছে।

চোদ্দ

লবিতে এসে কেমিলিয়ার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলো ড্যান। 'তোমাকে নিয়ে গর্ব হচ্ছে আমার,' বললো সে। 'কিন্তু সাবধান, ও কোনো সাধারণ মহিলা নয়। জীবনে যা করেছে, সবকিছুতেই সফল হয়েছে। হয়তো এখন তার বিশ্বাস জন্মে গেছে তার পক্ষে ভুল করা অসম্ভব।

'সারাটা জীবন সে টাকা আর ক্ষমতার জন্যে সংগ্রাম করেছে। হত্যার জন্যে তার কোনো কারণের প্রয়োজন হয় না—ওর পথে কেউ বাধার সৃষ্টি করলে সেটাই যথেষ্ট। আমার সাথে সাথে সে তোমাকেও এখন পথের কাঁটা ভাবছে।'

'ওকে ভয় পাই না, ড্যান। আমার তো মনে হয় সে-ই আমাকে ভয় পায়।'

'কীথ পিয়ারসনের সাথে দেখা হওয়া দরকার। আজ রাতে প্রিন্সের সাথে

বোঝাপড়া হবে আমার।'

'কি করবে?'

একটু ইতস্তত করলো ড্যান। 'কেমিলিয়া, আজকে পোকার খেলবো। রক্তের জন্যে খেলবো। র‍্যাঞ্চটা ছাড়া আমার আর যা কিছু আছে সব বাজি ধরবো। ওকে মুচড়ে ভেঙে ফেলতে চাই।'

'পারবে?'

'চেষ্টা করতেই হবে, কেমিলিয়া। এই লোকটাই টাকা দিয়ে আঙ্কেলকে হত্যা করিয়েছিলো। কোনো প্রমাণ নেই হাতে, তাই এই পথেই ওকে শাস্তি দিতে চাই।'

'ঠিক আছে। কিন্তু সাবধান, লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি।'

বাইরে বেরিয়েই টোনির সাথে দেখা হলো। 'ড্যান, আজ সকালের পরিকল্পনা অনুযায়ী তোমাকে চলতে হবে,' বললো সে।

'প্রথমে কীথ আর তারপরে প্রিন্স রেশেভস্কির সাথে দেখা করতে হবে।'

'কীথের সাথে কথা হয়েছে। কিন্তু ওই প্রিন্স লোকটাকে আমার মোটেও পছন্দ না। রাশিয়ান লোক আরও দেখেছি তারা অনেক ভালো। এর বাইরের চাকচিক্যের নিচে একটা নীচ মানুষ আছে বলে মনে হয়।'

'এখন আর আমি যেতে পারবো না। শহরেই থাকতে হবে।'

'এমন করো না, ড্যান। ডুরানগো চলে যাও। যারা জমি কিনতে চায় তারা ওখানেই তোমার সাথে দেখা করতে যাবে। ওই মহিলা আর গিলির কাছ থেকে দূরে সরে যাও। 'ভালো কথা গিলির সাথে আরও তিনজন লোক রয়েছে—একা নয় সে। ওদের একজনের মাথায় একটু দোষ আছে, ওর নাম হ্যাঙ্ক। আর দু'জন—'

'হ্যাঙ্ক?' ড্যানের মনে পড়ে গেলো বহুদিন আগে তুষার ঝড়ের মধ্যে কেবিনে রাত কাটানোর কথা। ডিলান ন্যাশের সাথে ওই নির্জন কেবিনে পৌঁছেছিলো সে। ওখানে তিনজন ছিলো, গিলি, ডাফ আর তৃতীয়জন হ্যাঙ্ক।

'হ্যাঁ, ওই নামেই তো ওকে ডাকছিলো ওরা। অদ্ভুত লোক। চোখ দুটো সর্বক্ষণ ঘুরছে, একটা কাঁধ অন্যটার চেয়ে কিছুটা নিচু, একটু কুঁজো আর গাল দুটো বসা।'

'আর দু'জন কারা?'

'একজন রুপার্ট অন্যজন সিমাস। দু'জনেই হাড় হারামী।'

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে টোনি আবার বললো, 'আমার যা বলার ছিলো বললাম। এখন বাকিটা তোমার ওপর। রাত বারোটা পর্যন্ত তোমার জন্যে একটা ঘোড়া তৈরি রাখবো। এরপর তুমি যা ভালো বোঝো করবে।'

দুপুরের মধ্যেই কীথ পিয়ারসনের সাথে কথাবার্তা বলে তার ওপরই জমি বিক্রি করার দায়িত্ব চাপালো ড্যান। রাস্তায় বেরিয়ে একটু থেমে চারদিক ভালো করে একবার দেখে নিলো। অত্যন্ত সতর্ক রয়েছে ও—কোমরে গোঁজা স্মিথ এণ্ড ওয়েসনটা থাকায় কিছুটা নিরাপদ বোধ করছে। তার সহজ বুদ্ধিতে বুঝতে পারছে টোনির পরামর্শ মতো ডেনভার থেকে সরে পড়াই উচিত। এখনও সে গিলির মুখোমুখি হয়নি—তাই এখন নীরবে শহর ছেড়ে চলে গেলেও কেউ তাকে কাপুরুষ বলবে না। তাছাড়া ডুরানগোতে কাজও রয়েছে।

চিরদিনই সে ঝামেলা এড়িয়ে চলতে পছন্দ করে। কিন্তু প্রিন্স রেশেভ্স্কিকে দেখার পর সে কিছুতেই আর শহর ছাড়ার কথা ভাবতে পারছে না। ওই লোকটাই ডিলান ন্যাশের মৃত্যুর কারণ কথাটা ভুলতে পারছে না ড্যান।

আজ রাতে হোটেলে একটা বড় পোকার খেলা বসার কথা আছে। প্রিন্স খেলতে এলে ড্যানও বসবে। সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হবে যুদ্ধ।

সময় মোটেও নষ্ট করেনি সীলিয়া। একই তালায় ড্যানের রুম। সীলিয়ার কাছে বিশেষভাবে তৈরি পাঁচটা সরু চাবি সব সময়েই থাকে—পৃথিবীর যে-কোনো তালাই ওই চাবিগুলোর সাহায্যে খোলা সম্ভব। কেউ যদি ওকে দেখেও ফেলে তবে সত্যি কথাই বলবে সে—ছেলের কামরায় যাচ্ছে।

দরজা খুলে চট করে ভিতরে ঢুকে পড়লো সীলিয়া। একমুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের চারপাশটা একঝলক দেখে নিলো।

ক্লসেটে গোটা ছয়েক স্যুট ঝুলছে। ড্রয়ারে শার্ট আর আণ্ডারওয়্যের রয়েছে। জামা-কাপড় দেখে মনে মনে সীলিয়া তার ছেলের রুচির তারিফ করলো। পেশাদার লোকের মতো নিপুণ হাতে কামরা সার্চ করছে মেয়েটা। বাক্সটা এখানে থাকলে নিঃসন্দেহে তা লুকানো থাকবে। মানুষ কোন্‌সব জায়গায় জিনিস লুকায় তা তার জানা আছে। তার মনটাই চলে বাঁকা পথে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে বুঝলো বাক্সটা এই ঘরে নেই।

তবে? ওটা তাহলে কোথায়?

গিলির কাছ থেকে কোনো খবর সে পায়নি। বাক্সটা গিলি হাতে পেয়ে থাকলেও খবরটা তাকে জানায়নি সে। না পেলে ব্যাঙ্কে আছে ওটা। সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ভল্ট ভেঙে সংগ্রহ করতে হবে। এর ব্যবস্থা গিলি করবে।

কিন্তু ড্যান যদি বাক্সটা পেয়ে থাকে? তাহলে কোথায় থাকতে পারে ওটা?

কেমিলিয়া হপকিনস-এর ঘরে।

থমকে একটু ভেবে নিলো সীলিয়া। মেয়েটার ঘরে ঢোকায় বিপদ আছে। ধরা পড়লে কোনো জবাবই দিতে পারবে না সে। কিন্তু সে যদি নিঃসন্দেহ হতে পারে বাক্সটা ওই ঘরেই আছে, আর মেয়েটা ঘরে নেই…।

তা নাহলে এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে আমন্ত্রিত হয়ে ঢুকে ঘরটা ভালো করে ঘুরে দেখা। বাক্সটা যদি ওর চোখে না পড়ে, বেশির ভাগ লুকানোর জায়গাই সে মোটামুটি পর্যবেক্ষণ করে আসতে পারবে। বাকি জায়গাগুলো পরে এক সময়ে সুযোগ বুঝে খুঁজে দেখা যেতে পারে।

ওই বাক্স আর তার ভিতরকার কাগজপত্র দিয়ে তার ছেলে কি করবে এটা জানে না সে। কিন্তু ওটা ছাড়া কারো পক্ষেই তার কোনো ক্ষতি করা সম্ভব নয়। অনেক মানুষ তার হাতে প্রাণ হারিয়েছে। এতদিনে তারা কবরে মাটির সাথে মিশেও গেছে। একমাত্র ক্রসই তারিখ আর ওদের সঠিক নাম-ধাম বলতে পারবে।

ড্যানের কথাবার্তা শুনে সীলিয়ার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে বাক্সটা ওর হাতে এলেও এখনও ওটা সে খোলেনি বা ভিতরের কাগজপত্রগুলো পড়ে দেখে-নি। যা-ই করতে হয়, দ্রুত সারতে হবে।

দরজার কাছে এসে কান পেতে শুনলো সে—কোনো শব্দ নেই। বেরিয়ে এসে দরজা টেনে বন্ধ করলো সীলিয়া। তার মনে হলো যেন ড্যানের দরজা বন্ধ হবার ঠিক আগের মুহূর্তে আর একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ ওর কানে এলো।

চট করে চারপাশটা একবার দেখে নিলো সে—করিডোরটায় কেউ নেই। নিজের ঘরে ফিরে এলো সীলিয়া। ভিতরে ঢোকার আগে আর একবার চার দিক দেখে নিলো সে।

করিডোরে পাঁচটা দরজা রয়েছে। নিশ্চয় ওগুলোরই একটা কেমিলিয়ার ঘরের দরজা। ড্যানের কামরা থেকে বেরোবার সময়ে মেয়েটা ওকে দেখে

ফেলেনি তো? নাকি ওটা ওর ভাই ছিলো?

নিজের দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে কয়েক মিনিট করিডোরের ওপর নজর রাখলো সে। কিন্তু ড্যানের ঘর চেক করতে গেলো না কেউ, তাহলে হয়তো অপরিচিত কোনো হোটেল বাসিন্দা হবে—কিংবা ওটা তার নিজেরই মনের ভুল।

আরও কয়েক মিনিট পর নিচে লবিতে নেমে এলো সে। জিজ্ঞেস করে জানলো কেমিলিয়া হপকিনস তার ঘরেই আছে। ক্লার্কের কাছ থেকে কাগজ চেয়ে নিয়ে তিনটে চিরকুট লিখে পাঠালো সে। প্রথম দুটো কীথ আর 'মিচেল এণ্ড রজার্সের' প্রতিনিধির কাছে গেলো। আর তৃতীয়টা গেলো ব্লেক স্ট্রীটের একজন লোকের কাছে।

ধূর্ত লোক কলিন ডাউনস। ব্লেক স্ট্রীটে ওর দুটো মদের দোকান আছে। ডেনভারের বাজে আড্ডা আর বেশ্যা মহলেও ওর কিছু কিছু ব্যবসা আছে।

বিশাল চেহারা ওর—প্রায় ছয়ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, ওজন তিনশো পাউণ্ড। পেটের কাছটা মোটা, তারপর উপরে নিচে দু'দিকেই সরু হয়ে গেছে ওর দেহ।

অসৎ কাজ যা কিছু হতে পারে সবই করেছে সে। কিছুদিন চোরাকারবার আর গরু চুরির পর সে ভেবেছিলো ইণ্ডিয়ানদের কাছে রাইফেল আর হুইস্কি বিক্রি করে জীবন কাটানো অনেক সহজ। কিন্তু পরে আর্মির তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় আর ঝুঁকি না নিয়ে দুই ব্যারেল ইণ্ডিয়ান হুইস্কি নিয়ে একটা মদের দোকান খোলে।

টুকিটাকি অনেক অবৈধ কাজ সে এখনও করে বটে, কিন্তু নিজে সব সময়েই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে।

বেশ কিছুদিন থেকেই কলিন ছোট ছোট চিরকুটের সাথে টাকা পেয়ে আসছে। চিরকুটে বিভিন্ন রকম খবর সংগ্রহ করে পাঠাবার নির্দেশ থাকে। খবরগুলো সে ঘুষ, চুরি এসব নানান উপায়ে জোগাড় করে।

ওর প্রথম কাজ ছিলো একটা বিশেষ মাইনে কতখানি সোনা আছে তার একটা মোটামুটি হিসাব জানানো। রিপোর্ট পাওয়ার পর ওই মাইনে পুবের পুঁজি খাটানো বন্ধ হয়ে যায়। বেশ কৌতূহলের সাথে ব্যাপারগুলো খেয়াল করছে কলিন। গত কয়েক মাসে সে টের পেয়েছে যে—লোকটা

খবরগুলো চেয়ে পাঠাচ্ছে তার প্রচুর টাকা আছে। আরও অবাক হয়েছে সে পশ্চিমের ব্যাপারে লোকটার অগাধ জ্ঞান দেখে।

যখনই কোনো কাজের জন্য লোক নিয়োগ করার দরকার হয়েছে তখনই চিঠির সাথে ওই কাজে কাকে লাগাতে হবে সেটাও সে নাম ধরে বলে দিয়েছে। গিলির ব্যাপারেও তাই হয়েছে।

নিজস্ব কিছু মেয়ে রেখেছে কলিন। একাউন্টেন্ট বা মাইনের শিফ্‌ট ইনচার্জের কাছ থেকে মেয়েমানুষ বা মদ খাইয়ে দরকারী খবর বের করে নেয় সে।

ওর কাছে সব সময়েই কাগজে টাইপ করা নির্দেশ আসে। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাড়াহুড়ো করে হাতে লেখা একটা নোট পেলো সে। ওকে ওই নোটটা পড়তে দেখে ওরই রাখা একটু বয়স্কা একজন চিঠিটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'অনেকদিন হলো ওই মহিলার আর কোনো খোঁজ-খবর পাইনি। তোমার কাছে ও কি চায়?'

কলিনের মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেলো। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে সে প্রশ্ন করলো, 'কে? কার কথা বলছো?'

'সীলিয়া বার্কলে। ওর হাতের লেখা যে-কোনো জায়গায় দেখলেই চিনতে পারবো। ওগালালায় ওর হয়ে অনেকদিন কাজ করেছি।'

পকেট থেকে একটা সিগার বের করে ধরালো কলিন। 'কেমন ছিলো মহিলা?'

'ভালো··· খুব সুন্দরী, কিন্তু ঠাণ্ডা। টাকা ছাড়া আর কিছুই বুঝতো না সে। এমনকি ওর প্রেমিক—ওর নাম ছিলো ক্রস—ওকেও বিশেষ পাত্তা দিতো না।'

'বয়স কত হবে?'

ইতস্তত করলো মেয়েটা। নিজের বয়সটাও এখন ধরা পড়ে যাবে। 'ওহ্‌, আমাদের অনেকের চেয়েই সে বয়সে বড় ছিলো—এখন চল্লিশের কোঠায় হবে।'

পরবর্তী বছরগুলোতে সীলিয়া সম্পর্কে অনেক টুকরো টুকরো খবর সংগ্রহ করে বেশ বড়সড় একটা ফাইল তৈরি করে ফেলেছে কলিন। এটা কোনোদিন তার কাজে লাগবে কিনা···বা আদৌ সে এগুলো ব্যবহার করবে কিনা ···এসব না ভেবেই ওটা তৈরি করেছে।

প্রথম হাতে লেখা নোটটার পর পাঁচ বৎসর কেটে গেছে। আজ তার কাছ থেকে আবার একটা হাতে লেখা চিঠি পেয়েছে সে। আগেরটার সাথে এটার একমাত্র তফাত হচ্ছে, এই নোটটা ডেনভার শহরের উইনজর হোটেলের কাগজে লেখা হয়েছে। কাগজের উপরে ছাপানো হোটেলের নাম-ঠিকানা অবশ্য যত্ন করে ভাঁজ করে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে—কিন্তু ওরা যে কাগজ ব্যবহার করে তার জলছাপ সে ভালো করেই চেনে। এই শহরে আর কেউ ওই কাগজ ব্যবহার করে না।

তাহলে এই মহিলা, সীলিয়া বার্কলে বা তার যে নামই হোক, এই শহরেরই উইনজর হোটেলে উঠেছে।

ছোটখাট টুকটাক ব্যবসা করে এতদিন তার মোটামুটি চলে গেছে। কিন্তু এই জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। একটা বড় দাঁও মেরে অবসর গ্রহণ করতে চায় কলিন। কোটটা গায়ে চাপিয়ে উইনজর হোটেলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো সে।

হোটেলের ডেস্কে বিশাল হাত দুটো রেখে তার ভেজাভেজা নীল চোখে ক্লার্কের দিকে চাইলো কলিন। 'এক ভদ্রমহিলা···এই হোটেলেই উঠেছেন ···মহিলা আমাকে একটা ঘোড়া কেনার ব্যাপারে খবর দিয়েছিলেন। শেষ নামটা ভুলে গেছি···সীলিয়া···সীলিয়া কি যেন ছিলো তার নাম।'

'বুঝেছি, মিসেস ফসেটের কথা বলছো তুমি। কিন্তু তিনি ঘোড়া কিনতে চেয়েছেন এমন কিছু তো শুনিনি? ঠিক আছে, তোমার নাম রেখে যাও, তাঁকে জানাবো।'

মাথা নাড়লো কলিন। 'পরে আবার আসবো,' বলেই বাইরের দরজার দিকে এগোলো। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সে, ঠিক এই সময়ে সীলিয়া ফসেট হোটেলের রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো।

পিছন থেকে একঝলক লোকটাকে দেখতে পেলো সে। ওকে দেখে ক্লার্ক বলে উঠলো, 'ওহ্, মিসেস ফসেট, আমি জানতাম না আপনি রেস্তোরাঁয় আছেন। একজন লোক এসেছিলো, আপনার খোঁজ করছিলো···বললো আপনি নাকি তার কাছ থেকে ঘোড়া কিনবেন।'

'হ্যাঁ, ঘোড়া কেনার কথা ভাবছিলাম,' জবাব দিলো সে। 'লোকটা কি আমার নাম ধরে উল্লেখ করেছিলো?'

'না, ঠিক তা নয়। আপনার শেষ নামটা ভুলে গেছিলো।'

'তাই নাকি ? ঠিক আছে—ধন্যবাদ।'

নিজের কামরায় ফিরে ধপ্ করে বসে পড়লো সীলিয়া। ওর পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। পশ্চিমে আসাটাই ভুল হয়েছে। বোকার মতো কাজ করেছে সে।

কিন্তু কলিন তার নাম জানলো কি করে ? আর সে যে এই হোটেলেই উঠেছে তাও ওর জানার কথা নয়…

বিপদ, ঘোর বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

পনেরো

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই বাঁধছে ড্যান। নিচে যাবার সময় হয়েছে। খেলায় না গিয়ে টোনির পরামর্শ মতো সোজা ওই ঘোড়াটার কাছেই তার যাওয়া উচিত। ওর সমস্ত সত্তা বলছে সামনে বিপদ আছে।

তার কাছে কামরাটা একটু ভিন্ন রকম ঠেকছে। কিছু নাড়াচাড়া করা হয়নি বটে, কিন্তু বাতাসে একটা হালকা সুগন্ধির আভাস রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন কোনো মহিলা এই ঘরে ঢুকেছিলো। তার মা সীলিয়াও একই সুগন্ধি ব্যবহার করে। কিন্তু না, তা কি করে হয় ?

আয়নায় নিজের চেহারা দেখলো ড্যান। সুন্দর সুবেশধারী এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে আয়নার সামনে। শরীরের কোথাও বাড়তি মেদ নেই। এমনকি কোমরে গোঁজা পিস্তলটাও উঁচু হয়ে ফুলে নেই।

ঠিক ডিলান ন্যাশের মতো দেখাচ্ছে ওকে।

ডিলানের চেয়ে সামান্য একটু লম্বা—ওজনও কিছুটা বেশিই হবে। চমৎকার সুশ্রী পুরুষ ছিলো ডিলান। আজ প্রিন্স রেশেভ্স্কির কাছে রেখে যাওয়া ডিলানের ঋণ সে শোধ করবে। কারণ সে-ই ডিলানের মৃত্যুর জন্য দায়ী। ভিভিয়ান রিচার্ড আর গিলি ওর হাতের পুতুল ছিলো মাত্র। আসল হত্যাকারী প্রিন্স নিজেই।

একবার তার কাঁধ থেকে বোঝাটা নেমে গেলে সে নিশ্চিন্ত মনে কেমিলিয়াকে বিয়ে করে সংসার পাততে পারবে। কিন্তু প্রথমে তাকে প্রিন্স রেশেভ্স্কির একটা বিহিত করতে হবে। কথাটা মনে হতেই একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো ওর মধ্যে—শিউরে উঠলো সে।

তার মনে হচ্ছে যেন একটা মাকড়সার জালে আটকা পড়েছে ও। জালের দড়িগুলো টেনে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে ওকে। মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো জাল ছিঁড়ে কোথাও চলে যেতে পারলেই যেন ভালো হতো। সে নিজে মরতে চায় না, আর কাউকে মারতেও চায় না।

নিজের ওপর বিশ্বাস থাকা ভালো। বিশ্বাস আছেও তার। সে জানে পিস্তল ছোঁড়ায় সে খুব পটু। কিন্তু পিস্তল ভালো চালাতে জানে এমন বহু লোকই মারা পড়েছে। বনি মরেছে, হিককও আর নেই···যে-কোনো লোকের বেলাতেই এমন ঘটতে পারে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই টাই ঠিক করে কোট পরে তৈরি হয়ে নিলো ড্যান। পিস্তলটা জামায় ফেঁসে যাচ্ছে কিনা একবার পরীক্ষা করে দেখলো।

নিজের কামরাটা শেষবারের মতো একবার চেক করে করিডোরে বেরিয়ে এলো সে।

তার সামনে, মাত্র পঁচিশ ফুট আগে একজন মহিলাকে একা হেঁটে যেতে দেখলো ড্যান। গলা আর মুখের ভিতরটা শুকিয়ে আসছে তার—ওই পিঠ, ওই কাঁধ তার পরিচিত। আবার নিজের কামরায় ঢুকলো সে। জিনিসপত্রের ভিতর থেকে খুঁজে বইটা বের করলো সে। তারপর সোজা নিচে লবিতে নেমে এলো। এখনও সময় হয়নি, তবে হোটেলের রেস্তোরাঁয় ডিনার সার্ভ করা শুরু হয়েছে। ভিতরে ঢুকলো ড্যান।

একটু দূরে ড্যানের দিকে পিছন ফিরে বসেছে মহিলা। ইশারায় একজন ওয়েটার ডেকে ওর হাতে বইটা আর এক ডলার বকশিস দিয়ে সে বললো, 'বইটা ওই ভদ্রমহিলাকে দাও।'

অপেক্ষা করছে ড্যান। ওর বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছে। ওয়েটারের কাছ থেকে বইটা হাতে নিতে দেখে মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেলো সে। ঠিক তখনই ঘুরে চাইলো মহিলা।

'ড্যান!' নিজের হাত দুটো ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো মেয়েটা। সুন্দর সে, সত্যিই অপূর্ব দেখাচ্ছে। 'ড্যান!' আবার বললো সে। 'এও কি সম্ভব?'

একমুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে রইলো মেয়েটা। 'ড্যান, চমৎকার পরিপূর্ণ যুবক হয়ে উঠছো তুমি। ডিলান তোমাকে দেখলে গর্ব বোধ করতো।'

'চেষ্টা করি আমি।' ভেরনিকাকে বসিয়ে ঘুরে উল্টোদিকে গিয়ে ড্যান নিজেও বসলো। 'তোমাকে সে ভালোবাসতো। তুমিই একমাত্র মেয়ে

যাকে সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলো।'

'ধন্যবাদ, ড্যান। এতদিনে সঠিক জানলাম। মনে মনে সবসময়ে এটাই বিশ্বাস করতে চেয়েছি। আমিও ভালোবাসতাম তাকে···এখনও বাসি।'

'ওর মতো মানুষকে সহজে ভোলা যায় না।'

'কি করে মরলো সে? শুনেছি একটা গোলাগুলি হয়েছিলো।'

'তুমি তা হলে জানো না?' একটু ইতস্তত করলো ড্যান—কিন্তু ইতস্তত করার সময় এটা নয়। 'খুন করা হয়েছিলো। দরজা দিয়ে বেরোবার সময় তিনজন লোক একসাথে ওকে গুলি করেছিলো। ডিলানকে খুন করার জন্যে ওই লোকগুলোকে ভাড়া করা হয়েছিলো।'

'টাকা দিয়ে খুন করানো হয়েছে?' মেয়েটার চোখেমুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো।

'একজন সস্তা আমেরিকান এটর্নির মাধ্যমে টাকা দেয়া হয়েছিলো··· লোকটার নাম ভিভিয়ান রিচার্ড, তবে ওটা ওর আসল নাম নয়।'

'টাকাটা কে দিয়েছে, ড্যান?'

'প্রিন্স রেশেভ্স্কি। রিচার্ড কথাটা স্বীকার করেছে। তোমার জন্যে খারাপ লাগছে আমার।'

'তার দরকার নেই। প্রিন্সের জন্যে অনেকদিন পর্যন্ত আমার মায়া লাগতো—প্রায়ই আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিতো। রেশেভ্স্কি আমার চাচাত ভাই। ওর মা আমাকে খুব আদর করতেন—আমারও তাঁকে খুব ভালো লাগতো। প্রথমে প্রিন্সকে ভালোমানুষ ভাবতাম, কিন্তু পরে টের পেলাম সে আমাকে নিজের সুবিধার জন্যে ব্যবহার করছে—আমার ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাতে আরম্ভ করেছিলো···চেষ্টা করে কয়েক বছর ওর সাথে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রেখেছিলাম।

'অবশ্য তখন ওর টাকা ছিলো। কিছু সম্পত্তি পেয়েছিলো সে, জুয়া খেলে কিছু টাকাও জিতেছিলো—পরে সব খুইয়েছে। অনেক বছর পর হঠাৎ একদিন আমার সাথে দেখা করে আমেরিকায় বেড়াতে আসার প্রস্তাব দিলো। কেন এলাম জানি না—হয়তো ডিলান কোথায় বাস করতো, দেশটা কেমন, এসব দেখার আশাতেই এসেছি।'

হঠাৎ ড্যানের দিকে চোখ তুলে তাকালো ভেরনিকা। 'ড্যান, তুমি নিশ্চয়ই ওকে—'

'না, মারতে চাই না, অন্য পথে শায়েস্তা করবো। আমার ধারণা আজ রাতে জুয়া খেলবে সে। আমিও ওর সাথে খেলতে বসবো। খুব ভালো খেলি আমি। ওখানেই ডিলান ন্যাশের কথাটা তুলবো।'

'ড্যান! তোমাকে খুন করে ফেলবে ও—রাগলে ওর মাথার ঠিক থাকে না!'

'ঋণ আমাকে শোধ করতেই হবে। ডিলান যেভাবে করতো ঠিক সেই-ভাবেই সব শোধ করবো। ওকে মারতে চাই না, কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওকে বুঝিয়ে দিতে চাই ইচ্ছা করলে সেটাও পারতাম।'

'এতো ঝুঁকি নিও না, ড্যান। প্লীজ।'

'ডিলানকে যারা মেরেছিলো তাদের একজন এখন এই শহরেই রয়েছে।'

'তুমি বলেছিলে তিনজন ছিলো।'

'দুজন মারা গেছে···পিস্তল যুদ্ধে আমিই ওদের মেরেছি। তবে খুঁজতে যাইনি—ওরাই এসেছে আমার পথে।'

ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গ পালটালো ড্যান। কিছুক্ষণ কথা বলার পর উঠে দাঁড়ালো সে। 'তুমি যদি কিছু মনে না করো তবে ওই বইটা আমার কাছেই রাখতে চাই। তোমার স্মৃতি হিসেবে ওটা আমার খুব প্রিয়। অনেক যত্ন করে এতদিন ওটাকে আগলে নিয়ে বেড়িয়েছি। ছেলেবেলায় কোনো মহিলার আদর পাইনি—যা পেয়েছি তা তোমার কাছ থেকেই। আমার কাছে এর দাম অনেক।'

'জেনে খুশি হলাম।'

'ডিলানকে এমপায়ারে কবর দেয়া হয়েছে। জায়গাটা এখান থেকে কাছেই। ঝামেলা মিটে গেলে যদি চাও তোমাকে ওখানে নিয়ে যাবো।'

পৌঁছে ড্যান দেখলো ঘণ্টাখানেক আগেই খেলা শুরু হয়ে গেছে। প্রিন্স রেশেভ্স্কি জিতছে। টাকার গরমে উত্তেজিত হয়ে বেশ ঝুঁকি নিয়ে খেলছে সে। কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে খেলা দেখলো ড্যান। কীথ পিয়ারসন আর প্রিন্স ছাড়া টেবিলের আর সবাই তার অপরিচিত।

ড্যানকে ঢুকতে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার খেলায় মন দিয়েছিলো কীথ। দানটা শেষ হতেই আবার মুখ তুলে চাইলো সে। 'খেলবে নাকি, ড্যান? অবশ্য এই ভদ্রলোকদের যদি আপত্তি না থাকে।'

সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো কীথ। 'ড্যানিয়েল বার্কলে—মিচেল, রজার্স, ক্লাইড। আমার বিশ্বাস প্রিন্স রেশেভ্স্কির সাথে তোমার আগেই পরিচয় হয়েছে।'

বললো ড্যান। তাস বাঁটা হচ্ছে। আড়চোখে ওর দিকে চাইলো মিচেল। 'বার্কলে? যাকে আমরা সবাই খুঁজছি তুমিই কি সেই বার্কলে?'

হাসলো ড্যান। 'পশ্চিমে কিন্তু ওই কথার অন্যরকম মানে করা হয়। যদি রেলরাস্তা করার জন্যে জমি কেনার ব্যাপার হয়ে থাকে, তবে আমিই সেই লোক।'

খেলা শুরু হলো, ব্যবসার ব্যাপারে আর কোনো কথা হলো না। ড্যানের তাস ভালো না—তবু কে কেমন খেলে দেখার জন্য খারাপ তাস নিয়েই কয়েকবার খেললো সে।

পঞ্চাশ হারলো···একশো···আরও তিরিশ···একবার জিতলো, আবার অল্প হারলো। প্রিন্সের বিরুদ্ধে বাজি ধরে দুটো জোড়া উঠলো ওর হাতে—বিবি আর দশের জোড়া। ফুল-হাউস হতে পারে এই আশায় খেলায় টিকে রইলো সে। পঞ্চম কার্ড বদলে সত্যিই আর একটা দশ পেয়ে ফুল-হাউস হলো। ষাট ডলার জিতলো সে। এর পরের দানও জিতলো।

'তুমি বেশ লাকি মনে হচ্ছে,' প্রিন্সের দিকে চেয়ে বললো ড্যান, 'বেশ ভালোই তো জিতেছো।'

কাঁধ ঝাঁকালো রেশেভ্স্কি, 'মাঝেমাঝে ভালোই যায়।'

একঘণ্টা পর ঘেমে উঠলো প্রিন্স। এখন লাক আর চলছে না। পরপর তিন দান হেরেছে সে—অবশ্য তার মধ্যে দু'বারই গোঁয়ার্তুমি করে হেরেছে।

কীথ হারছে, মিচেল কিছু জিতেছে। ক্লাইড খেলা ছেড়ে উঠে গেলো। রজার্স কৌতূহল নিয়ে অবাক হয়ে ড্যানকে লক্ষ্য করছে। সে বুঝতে পেরেছে ড্যান কেবল রেশেভ্স্কির বিরুদ্ধে খেলছে। রেশেভ্স্কি বাজি চড়ালে সে-ও বাজি চড়াচ্ছে।

ধৈর্যের সাথে খেলে যাচ্ছে ড্যান। ছেলেবেলাতেই দক্ষ ওস্তাদের কাছে ট্রেনিং পেয়েছে সে। তাছাড়া প্রচুর বড় বড় খেলা দেখেছে। রেশেভ্স্কি যে অহঙ্কারী আর পাঁড় জুয়াড়ী তা বুঝে নিয়েছে ড্যান।

নিজের তাস তুলে দেখলো তিনটে নয় এসেছে তার হাতে। রেশেভ্স্কি বড় বড় চোখে তার হাতের তাসের দিকে চেয়ে আছে। নিজেকে সংযত

রাখার চেষ্টা করছে সে। একটা তাস বদলালো রেশেভ্স্কি, রজার্স তাস ছেড়ে দিলো, মিচেল দু'টো তাস নিলো। একটু ইতস্তত করে ড্যানও দুটো তাস বদলালো।

বাজি চড়ালো রেশেভ্স্কি, মিচেল ওর সাথে থাকলো। পাল্টা আরও পাঁচশো ডলার একবারেই খেললো ড্যান। মিচেল তাস ফেলে দিলো। রেশেভ্স্কি পাঁচশো ডলার খেলে আরও পাঁচ ডলার বাড়ালো।

'অনেকদিন হয়েছে, রেশেভ্স্কি,' বললো ড্যান, 'পুরোনো দিনের কথা মনে করে তোমার পাঁচশো পাঁচ ডলার বাড়িয়ে এক হাজার বাজি ধরছি আমি···আশা করি ভয় পাবে না তুমি!'

ড্যানের দিকে চাইলো প্রিন্স। ওর চোখে রাগ আর বিদ্বেষ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। 'কি বলতে-চাও···ভয়?' এক হাজার ডলার গুণে টেবিলের মাঝখানে ঠেলে দিলো সে। অর্থাৎ ড্যানের তাস দেখতে চায়। সে না চড়ালে বাজি ধরা এখানেই শেষ। প্রতিপক্ষ আর 'হিট' করতে পারবে না।

'ব্যাস? দম ফুরিয়ে গেলো? তোমার সামনে তো এখনও আরও ছয়-সাতশো ডলার রয়েছে···আর একটু চড়াবে না?'

'ঠিক আছে, তোমার যখন হারার এতই শখ।' সব টাকা টেবিলের মাঝখানে ঠেলে দিলো সে। ড্যানও সমান টাকা রাখলো। তিনটা টেক্কা আর দুটো সাহেব—ফুল-হাউস, এইসেস অন কিংস নামালো প্রিন্স। চারটে নয় দেখিয়ে টাকাগুলো নিজের দিকে টেনে নিলো ড্যান।

ড্যানের টাকা টেনে নেয়া দেখে রাগে লাল হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো প্রিন্স। 'যথেষ্ট হয়েছে। আজ আর না।'

নিজের সীটেই বসে থাকলো ড্যান। 'কয়েক মিনিট আগেই বলছিলাম অনেকদিন হয়েছে।'

'কি বলতে চাও?'

'হার সহ্য করতে পারো না তুমি,' বললো সে। 'অবশ্য তা তুমি কোনোকালেই পারোনি।' নোটগুলো কোটের পকেটে রেখে মুদ্রাগুলো একটা কাপড়ের থলেতে ভরলো ড্যান। 'আমি বলবো পরের ট্রেনেই নিউইয়র্ক পৌঁছে সেখান থেকে সোজা রাশিয়ায় ফিরে যাওয়াই এখন তোমার উচিত হবে। সেইসাথে নিজের কপালকে ধন্যবাদ জানিও যে জান নিয়ে ফিরতে পেরেছো।'

'তুমি কি বলছো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার সাথে একটা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছো?'

'তোমার সাথে ঝগড়া করতে যাবে কে? তুমি তো নিজে না পারলে টাকা দিয়ে মানুষ খুন করার জন্যে গুণ্ডা লাগাও।'

প্রিন্সের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। 'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করলো সে।

'ওই কথার জন্যে তোমাকে মেরে ফেলতে পারতাম,' বললো ড্যান, 'কিন্তু তা করবো না। আমার মনে হয় বেঁচে থাকলেই তুমি বেশি ভুগবে।'

চেয়ারটা ঠেলে টেবিল থেকে একটু পিছনে সরে বসলো ড্যান। 'আমার এই অদ্ভুত আচরণের একটা ব্যাখ্যা দেয়া দরকার বলে মনে করছি,' শুরু করলো সে। 'প্রিন্স আমাকে চিনতে পারেনি কারণ আমি তখন খুব ছোট ছিলাম।' শান্ত ঠাণ্ডা গলায় পুরো ঘটনা ওদের খুলে বললো ড্যান। চাবুক পেটা করতে চাওয়া, পাহাড় পার হয়ে বেরিয়ে আসা, সবশেষে ডিলান ন্যাশের হত্যা।

'একটা মানুষকে তার অজান্তে তিনজন লোক শটগান ব্যবহার করে খুন করেছে। ওকে মেরে ফেলাই উচিত। কিন্তু আমার মনে হয় এইভাবেই ওর শাস্তি আরও বেশি হবে।'

উঠে দাঁড়ালো ড্যান। 'আমার সাথে তোমরা ব্যবসার আলাপ করতে চাও শুনলাম। আগামীকাল ডুরানগো শহরে যাচ্ছি একটা কাজে। ব্যবসার কথা বলতে হলে ওখানে আমার সাথে দেখা করতে পারো।'

সবাই একসাথে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। কেউ ভুলেও একবার প্রিন্সের দিকে ফিরে চাইলো না। কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের কামরার দিকে ফিরে চললো সে। মুখটা মড়ার মতো সাদা হয়ে গেছে—অসুস্থ দেখাচ্ছে ওকে।

একবার হোঁচট খেলো, তারপর আবার টলতে টলতে এগিয়ে গেলো সে। মাথাটা খালি ঠেকছে। সোজা নিজের কামরায় ফিরে এলো প্রিন্স। ওর পকেটে মাত্র ছয়টা ডলার রয়েছে।

নিজের কামরায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সীলিয়ার দরজায় নক করলো সে। সীলিয়া ঘরে নেই। ভেরনিকার ঘরে গিয়ে দেখলো সেখানেও কেউ নেই। হতভম্ব হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো প্রিন্স। হোটেলের কর্মচারী এক

মহিলা করিডোর দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় ওকে দেখে থামলো। 'ওই কামরার ভদ্রমহিলা চলে গেছেন,' জানালো সে। 'যাবার সময়ে বলে গেছেন এমপায়ার না জর্জটাউন কোথায় যেন যাবেন।'

ভেরনিকা চলে গেছে! বিশ্বাস হচ্ছে না তার। কিন্তু ডেস্কের ক্লার্কও তাকে একই কথা জানালো।

এখন সীলিয়ার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। একটু পরে মিচেল ওকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো। গাল বকলো প্রিন্স, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়লো না সে।

এই শহর ছাড়তে হবে। পুবে যাওয়া দরকার তার। পায়চারি করতে শুরু করলো রেশেভ্স্কি। বাইরে বেরিয়ে এলো সে। সীলিয়া যদি একবার ...অস্বস্তি বোধ করছে ও। সীলিয়া যদি জানে বা ঘুণাক্ষরেও টের পায় তার এমন নাজেহাল অবস্থা, তবে আর ওর সাথে দরাদরি করার উপায় থাকবে না। কেনা গোলাম হয়ে থাকতে হবে। নাহ্, প্রথম সুযোগেই টেলিগ্রাম করে টাকা পাঠাতে বলতে হবে। ...কিন্তু কাকে টেলিগ্রাম করবে? সবাই যে ওর কাছে টাকা পায়।

•

কলিন ডাউনস তার সেলুনে নিজের জায়গাতেই বসে আছে। দরজা খুলে একজন ভিতরে ঢুকলো। 'গিলি! কি খবর? বসো।'

ধীর পায়ে কামরার ওপাশে গিয়ে কলিনের টেবিলে বসলো সে। 'বারটেণ্ডার কোথায়?'

'ওকে ছুটি দিয়েছি। আজকে এখানে কাজের চাপ কম। নাও'—বোতলটা ওর দিকে এগিয়ে দিলো কলিন। 'এটা বারের হুইস্কির চেয়ে অনেক ভালো।'

গিলি তার গ্লাসটা ভরে নেয়ার পর কলিন বললো, 'চোখ-কান খোলা রেখেছি আমি—আশেপাশে অনেক কিছুই ঘটছে যা হঠাৎ করে টের পাওয়া যায় না। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলছে, আমরা দু'জনেই বেশ কিছু টাকা কামিয়ে নিতে পারবো।'

'আমার হাতে কাজ রয়েছে।'

'শোনো, আমার মাধ্যমেই কাজ পেয়েছো তুমি। আমার সাথে অন্তত কিছুটা সহযোগিতা তোমার করা উচিত, কি বলো?'

শব্দ করে কৌতুকহীন হাসি হাসলো গিলি। 'তাতে তোমার খুব সুবিধা হয়, তাই না? কিন্তু না, আসলে আমার হাতে দুটো কাজ রয়েছে, কলিন—একটা এই শহরেই আর অন্যটা ডুরানগোতে।'

মদ খাবার জন্যে একটু থামলো সে। 'একটা কাজ সত্যিই আমার পছন্দসই হয়েছে। ড্যান বার্কলেকে শেষ করার কাজ পেয়েছি।'

সোজা হয়ে বসলো কলিন। ড্যান বার্কলে সীলিয়া ফসেটের সাথে ওই একই হোটেলে উঠেছে। এই লোকটারই জমি রেলরাস্তা করার জন্য অনেকে কিনতে চাচ্ছে।

'এই লোকটাই না লুকাস নোয়েলকে মেরেছে?'

'হ্যাঁ,...পরে কিটকেও মেরেছে। ভাবতেই পারিনি ওই ছোঁড়া কিটকে ঘায়েল করতে পারবে।'

গ্লাসের তলা দিয়ে টেবিলের ওপর ভেজা বৃত্তের ছাপ আঁকছে কলিন। গিলির কথাগুলো ঠিক ওর কানে পৌছাচ্ছে না। 'জানো,' বললো সে, 'এতে টাকা আছে। সামান্য কয়েক ডলার না—অনেক টাকা। কিন্তু আমাদের জলদি কাজ সারতে হবে।'

'তোমাকে তো বলেছি আমার হাতে কাজ রয়েছে। এই শহরেই একটা কাজ আছে।'

'এই শহরে?' ওর দিকে চাইলো কলিন। 'কে, গিলি?'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নিজের গোঁফ মুছলো গিলি। হঠাৎ হাসলো সে, ওর ছোট ছোট চোখ দুটো প্রায় বন্ধ হয়ে এলো।

'এক মহিলা,' বললো সে। 'ড্যানিয়েল বার্কলের মাথার জন্যে সে আমাকে পাঁচ হাজার ডলার দিয়েছে আর এক হাজার দিয়েছে অন্য কাজটার জন্যে।'

'কে সে? আমাকে বললে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, গিলি।'

দাঁত বের করে হাসলো সে। 'তোমাকে বললে কোনো ক্ষতি হবে না সে বিশ্বাস আমার আছে, কলিন। লোকটা তুমি।'

গিলির দিকে বোকার মতো তাকিয়ে আছে কলিন। কথাটা ঠিক মাথায় ঢুকছে না ওর। অত্যন্ত ধীরে কথার মানেটা ওর মগজে ঢুকলো। কিন্তু তার পরেও কথাটা অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। কলিন ডাউনস-এর জীবনে এমন ঘটনা কিছুতেই ঘটতে পারে না।

'নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছো,' বললো সে।

'এই মহিলা তোমার জন্যে এক হাজার ডলার আমাকে দিয়েছে। এতো সহজে টাকা কামানোর সুযোগ পাবো কখনও ভাবিনি। তার নির্দেশ আজ রাতের মধ্যেই তোমাকে শেষ করতে হবে। টাকাটা আমি নিয়েছি, কলিন।'

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? আমরা একসাথে কত টাকা কামিয়েছি, ভেবে দেখেছো?'

'কিন্তু টাকা পেয়েছি কাজ শেষ হবার পর। এবার অন্য ব্যবস্থা। আগেই পেয়েছি। ড্যান ছেলেটা পিস্তল ভালো চালায়। হয়তো ওকে মারা একটু কঠিন হবে, কিন্তু তোমার বেলায় তা হবে না। ভুল জায়গায় নাক গলিয়েছিলে। উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে নিজের বিপদ ডেকে এনেছো।'

'কথা শোনো, গিলি। আমি যে কাজের কথা বলছি তাতে অনেক টাকা আছে। ডবল টাকা তুমি—'

টেবিলের তলায় গুলির শব্দ কিছুটা চাপা পড়লো। তবু শব্দটা জোরালোই শোনালো। পেটে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো কলিন। টেবিল আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করে চেয়ার থেকে পিছলে মাটিতে পড়লো সে।

একমুহূর্ত হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে টেবিলের কোণা খামচে ধরে গিলির দিকে চেয়ে রইলো সে। বোতলটা তুলে নিয়ে গলায় ঢেলে ঢকঢক করে মদ খাচ্ছে গিলি। উঠতে চেষ্টা করেও পারলো না কলিন। টেবিল থেকে হাত ছুটে গেলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে।

বুটের মাথা দিয়ে ওকে একটা গুঁতো দিলো গিলি। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে বোতলটা নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে গলিতে নামলো। আস্তাবল পার হয়ে রাস্তার উল্টো পাশে বাঁধা ওর ঘোড়াটার কাছে চলে এলো সে।

বিশ মিনিটের মধ্যেই ঘোড়ার পিঠে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো ও। পশ্চিমে যাচ্ছে সে।

ষোলো

ডুরানগো বাসিন্দাদের পিস্তলের গুলির ঘুম পাড়ানি গান না শুনলে ঘুম আসে না। নতুন শহর—উৎসব এখনও যেন শেষ হয়নি। ওয়েস্ট এণ্ড হোটেলের শুভ উদ্বোধনীর অল্পদিন পরেই স্টকটন সিমনস দলের বন্দুকবাজ

সদস্যরা গোলাগুলি করে ওটা প্রায় ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

ডুরানগোর স্টকটন গ্যাঙের সাথে ফারমিংটনের সিমনস দলের ঝগড়া আর বিরোধ অনেকদিনের। মাঝখানে পড়ে হোটেলের বারোটা বেজেছে।

প্যাগোসা স্প্রিংস ট্রেইল ধরে শহরে পৌঁছলো ড্যান। ইচ্ছা করেই ডেনভার থেকে সবচেয়ে লম্বা আর নির্জন পথটা বেছে নিয়েছে সে। তার দৃঢ় বিশ্বাস অন্য পথ দিয়ে এলে গিলি বা ওর মতো আর কারো সাথে তার পথে দেখা হতো।

শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে টোনির দেখা পেলো সে। কেমিলিয়া কিছুতেই পিছনে পড়ে থাকতে রাজি নয়, স্টেজ কোচে ডুরানগো পৌঁছেছে সে।

দুই মাইল উত্তরে অ্যানিমাস সিটি। রেলরাস্তা যখন বসানো হলো, সেটা অ্যানিমাস পর্যন্ত গেলো না। তাই ওই শহরের বেশির ভাগ লোকই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে দক্ষিণে ডুরানগোতে এসে বসবাস শুরু করেছে।

ঘোড়া দুটো আস্তাবলে রেখে নিজেদের রাইফেল নিয়ে হোটেলের দিকে এগোলো ওরা। দরজার মুখেই ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো কেমিলিয়া।

'ড্যান,' বললো সে, 'টেরি নামের একজন মাইনার এখানে উঠেছে। সে নাকি তোমাকে চিনে...তোমার একটা বাক্স এনেছে সে।'

'থ্যাঙ্কস।' হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ নজরে রাস্তাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। অস্বাভাবিক কিছুই তার চোখে পড়লো না। গিলির কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

গিলির সাথের লোকগুলোকে সে চেনে না—কেবল নাম জানে। রুপার্ট, সিমাস আর হ্যাক...হয়তো হ্যাঙ্ককে সে চিনতে পারবে।

হ্যাঁ, ওকে ঠিকই চিনবে ড্যান। সেই লম্বা হ্যাংলা চেহারা, শরীরে দুর্গন্ধ, কারণ গোসল খুব কমই করে ও, একটা কাঁধ অন্যটার চেয়ে একটু নিচু, আর মাথায় ছিট। ডিলান বলেছিলো, হ্যাঙ্কের ব্যাপারে নিশ্চয় করে কেউ কিছু বলতে পারে না...কথাটা ভোলেনি সে।

'ডাফও এখানে এসে পৌঁছেছে। স্টেজের পিছন পিছন ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে,' জানালো টোনি। 'কেমিলিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিলো সে। কেমি জানতে পারলে ওকে খেয়েই ফেলবে! অবশ্য নিজের ওপর আস্থা আছে ওর—তবে কিছুই বলা যায় না কখন কি বিপদ আসে। ডাফ ওদের

সবাইকেই চেনে—হ্যাঙ্কের সাথে ভালো জানাশোনা আছে ওর।'

'হ্যাঁ, ওর কথা আমারও বেশ মনে আছে,' বললো ড্যান। 'আমার নানা বাড়ির লোকজনকেও সে চেনে। সেও নাকি ওদিককারই লোক।'

ডুরানগোর আবহাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা--চমৎকার। উত্তরে অ্যানিমাস পাহাড়ের মাথায় একটু বিদ্যুতের চমক দেখা যাচ্ছে।

হোটেলের ভিতর ঢুকে লবির জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চাইলো ড্যান। একজন লোক রাস্তা থেকে সেলুনে ঢুকলো।

'ড্যান,' বললো কেমিলিয়া। ড্যানের পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে সে। 'সাবধান থেকো?'

দরজা বন্ধ হবার শব্দে দু'জনেই একসাথে পিছন ফিরলো। একটা লোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। হোটেলের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে সে—ডাফ।

হঠাৎ ড্যান উপলব্ধি করলো ডাফ বুড়ো হয়েছে। কথাটা আগে কখনও ওর মাথায় আসেনি—ওকে সবসময়ই সে দুর্দান্ত আউট-ল, গান ফাইটার আর সেই চিরাচরিত ডাফ হিসেবেই দেখেছে। ওরও যে পরিবর্তন হতে পারে, বয়স বেড়ে সে বুড়ো হতে পারে, এটা যেন ভাবাই যায় না।

'ওরা সবাই এখানে এসেছে, ড্যান। আমাকে দেখতে না পেলেও ওদের সবাইকেই আমি দেখে এসেছি। শিকারের জন্য প্রস্তুত হয়েছে ওরা। রুপার্ট নিয়েছে একটা বাফেলো গান, সিমাসের কাছে রয়েছে একটা দোনালা শটগান।

'ধন্যবাদ, ডাফ। কিন্তু তুমি এর মধ্যে নিজেকে জড়িও না।'

'ঠাট্টা করছো? গিলির ওপর রাগ আমারও কিছু কম নেই। বেঈমানটা আমাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিলো—ভুলিনি। কথাটা সে-ও জানে।'

'আর হ্যাঙ্ক? সে-ও কি তোমার শত্রু?'

কাঁধ ঝাঁকালো ডাফ। 'গিলির সাথেই রয়েছে সে—তবে?'

টেরি ঘরে ঢুকলো। 'ড্যান, তোমার সাথে কথা আছে আমার। একটা বাক্স—'

'হ্যাঁ, জানি।'

'মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবাই ওটার কথা জানে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় ওটার জন্যে দুটো ক্যাশ অফার পেয়েছি। মিচেল ওটা কিনতে চায় সীলিয়াকে

বাগে রাখার জন্য। সীলিয়া নিজেও ওটা কিনতে চেয়েছে···জানি না আর কে কে চাইবে।'

'কোথায় ওটা?'

'আমার বিছানার নিচে··অমন একটা জিনিস বিছানার তলায় থাকলে ঘুমানো যায়?'

'এখনই রেহাই দিচ্ছি তোমাকে। ডাফ,'— ওর দিকে ফিরলো ড্যান। 'টেরির সাথে গিয়ে বাক্সটা আমার কামরায় নিয়ে যাও। কিছুতেই হাতছাড়া করো না ওটা।'

'আর ওটা পাহারা দিতে গিয়ে এদিকে মারপিটটা মিস করি!'

'না, কেমিলিয়া তোমাকে রেহাই দেয়া পর্যন্ত ওটার সাথে থেকো।'

টোনি এতক্ষণ দরজায় হেলান দিয়ে রাস্তার দিকে নজর রেখেছিলো। 'শহরটা একেবারে ঠাণ্ডা,' বললো সে। 'তবে এই সময় এটাই স্বাভাবিক। শনি-রবি ছাড়া অন্যান্য দিন সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত থাকে।'

'তোমার ক্যানিয়নটা শহরের কাছেই,' বললো টেরি। 'ইচ্ছা করলে দেখতে যেতে পারো।'

'দরকার নেই, ওটা বিক্রি করে দেবো।' ড্যানের ভিতরটা কেমন যেন শান্ত আর ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। একটা অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ করছে সে—কথা বলতেও ইচ্ছা করছে না।

কেমিলিয়া কোনো কথা বলছে না। এটাই বরং পছন্দ করছে ড্যান। সে এই সময়ে কাছে রয়েছে তাই যথেষ্ট।

ওরা সবাই খাবার ঘরে ঢুকলো। ওয়েটার দুঃখের সাথে জানালো এই হোটেলে ডিনার সার্ভ করা হয় না।

'যা আছে তাই দাও,' বললো ড্যান। খিদে পায়নি তার। নিছক নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে সে।

'তোমার এখন খাওয়া ঠিক হবে না,' উপদেশ দিলো টেরি। 'পেটে গুলি খেলে এতে আরও খারাপ হবে।'

কিন্তু খেলো ওরা। কফিতে চুমুক দিয়ে ড্যানের অস্থিরতা কমে এলো।

'কেমিলিয়া,' ড্যান বললো, 'তুমি এবার রুমে যাও। নিজের বা আমার, যে কামরাতেই থাকো, বাক্সটার ওপর নজর রেখো।'

'ওটা কি এতই দরকারী?'

'আমার কাছে ওর দুই পয়সাও দাম নেই, কিন্তু সীলিয়ার কাছে ওটা অমূল্য। বাক্সের তথ্যগুলো প্রকাশ পেলে আজ পর্যন্ত সে যা কিছু অর্জন করেছে তা সব ভেস্তে যাবে।'

'তোমার কি হবে?' প্রশ্ন করলো কেমিলিয়া। 'আর তার আত্মীয়স্বজনেরই বা কি হবে? তারা নিশ্চয়ই সীলিয়াকে মৃত বলেই জানে। এখন এসব প্রকাশ পেলে তাদের মনের অবস্থা কি হবে? এটা প্রকাশ করো না, ড্যান।'

'কি দরকার? ওর কাছে আর আমাকে দেয়ার মতো কিছুই নেই। একটা জিনিসই সে দিতে পারতো—মায়ের আদর। কিন্তু এখন আর সময় নেই।'

রাস্তাটা খালি। একটা লোক ঘোড়ার গায়ে ভর দিয়ে চলছে। হয়তো অসুস্থ কিম্বা মাতাল হবে। সেলুন থেকে মাত্র বেরিয়েছে লোকটা। এবার জিনের পাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

হোটেলের খাবার ঘরটা একেবারে নীরব। কেবল ঠাকুর্দার আমলের একটা বিরাট দেয়াল ঘড়ির 'টিকটিক' আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালো ড্যান। 'অপেক্ষা করতে আর ভালো লাগছে না,' বললো সে। 'আমিই ওখানে যাচ্ছি।'

'সেটা বেশি ঝুঁকি নেয়া হবে,' বললো টোনি। 'রাস্তা দিয়ে যাবার সময়েই হয়তো গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

'মনে হয় না। আমার ধারণা গিলি আমাকে কাছে থেকে গুলি করতে চাইবে।'

'তাহলেও,' যুক্তি দেখালো টেরি। 'এখানে তোমার অনেকটা নিরাপত্তা রয়েছে। ওদেরই এখানে আসতে দাও।'

ড্যানের কোমরে পিস্তলের বেল্ট ঝুলছে। ডেনভার থেকে বেরিয়েই ওটা পরেছে সে। বেল্টটা সরিয়ে ঠিক জায়গা মতো এনে বাঁটের ওপর হাত রাখলো। 'তুমি আমার একটা উপকার করতে পারো, টেরি। কেমিলিয়া আর ওই বাক্সটার ওপর একটু নজর রেখো।'

'ঠিক আছে।' একটু ইতস্তত করলো টেরি। তারপর কি যেন বলতে গিয়েও শেষে নীরবেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

ডাফ এসে হাজির হলো।

টোনি বললো, 'আমরা তিনজন আছি, আর ওরা চারজন—অন্তত আমরা তাই জানি।'

'ওই গিলি,' বললো ডাফ, 'ও ব্যাটা একাই একশো। ওকে অ্যাকশনে দেখেছি আমি।'

অসুস্থ লোকটাকে আর এখন দেখা যাচ্ছে না। ঘোড়াটা হোটেলের দরজার কাছে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা রয়েছে ঘোড়ার পিছনে। অনেক ছোট থাকতেই এই চালাকিটা তাকে শিখিয়েছিলো ডিলান। সে হোটেল থেকে বেরোলেই দেখা যাবে জিনের ওপর দিয়ে একটা রাইফেল ওর দিকে তাক করা রয়েছে।

'গিলিকে আমি চাই,' বললো ড্যান, 'অন্যেরা জাহান্নামে যাক আমার আপত্তি নেই।'

এতক্ষণে রাইফেলের নলটা ঘোড়ার পিঠের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়েছে।

নিজের রাইফেলটা তুলে নিলো ড্যান, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেটা নামিয়ে রাখলো। তাকে সাহায্য করতে গিয়ে কেউ চোট পাক এটা সে চায় না। 'টোনি, ওই ঘোড়ার পিছনে একটা লোক হোটেলের দরজার দিকে রাইফেল তাক করে অপেক্ষা করছে। ও ওখানে থাকতে আমার পক্ষে বেরোনো অসম্ভব। উপর তালায় চলে যাও, ওখান থেকে লোকটাকে আরও ভালো করে দেখা যাবে। ওকে তাড়াবার জন্যে একটা গুলি করো…পায়ের কাছে বা যেখানে খুশি, তবু ওকে সরাও।'

দরজার কাছে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্যান। দুপুরের নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ একটা রাইফেলের শব্দ হলো। লাফিয়ে সরে গেলো ঘোড়াটা। একেবারে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে পড়লো লোকটা। বেগতিক দেখে দৌড় দিলো সে। দু'পা যেতেই দ্বিতীয় গুলিটা রাস্তার ওপর পড়ে পাথর ছেটালো। অকারণেই পড়ে গেলো লোকটা। উঠে আবার ছুটলো, কিন্তু তৃতীয় গুলিটা তার গোড়ালিতে লাগলো। হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তার ওপর পড়লো সে।

দ্রুত দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছুটে রাস্তা পার হলো ড্যান। আর একটু এগিয়ে গেলেই সেলুন। দৌড়ে এগিয়ে গেলো। সেলুনের সামনে এসে থেমে দাঁড়িয়ে ভিতরে পা বাড়ালো সে।

ওর পায়ের শব্দে গিলি, সিমাস আর হ্যাক একসাথে ঘুরে তাকালো। বেশ ছড়িয়ে বসেছে ওরা। ড্যানের জন্যে এটা খারাপ—কিন্তু উপায় নেই।

'কি খবর, গিলি?' শান্ত স্বরে বললো ড্যান। 'তুষার ঝড়ে পাহাড়ের কেবিনে দেখা হওয়ার পর অনেকদিন কেটে গেছে। ভাবিনি তুমি এতদিন

বাঁচবে।'

হাসছে গিলি। সুরক্ষিত বিশাল দেখাচ্ছে ওকে—অনেকটা যুদ্ধ-জাহাজের মতো। 'মরণ ডাক দিয়েছে, মরতে এসেছো, খোকা? তোমাকে আমরা মেরে ফেলবো, জানো নিশ্চয়ই?'

সহজ ভাবেই হাসলো ড্যান। ওর ভিতরকার উত্তেজনার আড়ষ্টতা কেটে গেছে। নিজের গলাই তার কাছে অচেনা শোনালো, যেন অন্য কেউ কথা বলছে।

'কেমন আছো, হ্যাঙ্ক? তোমার কথা ভুলিনি। তুমি আমার নানা-নানীকে চিনতে।'

'ওরা ভালো লোক ছিলো,' বললো হ্যাঙ্ক। 'মোটেও তাদের মেয়ের মতো না।'

'সে-ই আমাকে খুন করাবার জন্যে টাকা দিচ্ছে—গিলি বলেনি তোমাকে?'

'না তো? আমি কিছুই জানি না। গিলি, একথা জানাওনি কেন?'

'কি আসে যায়?' সিমাস বলে উঠলো, 'তার টাকার দাম কি অন্যের চেয়ে কম?'

'কিন্তু সে তার মা! রক্তের সম্পর্ক! ছেলেবেলায় আমি ওদের বাড়িতে দুধ দিতে যেতাম। আমি—'

'চুপ কর, বুড়ো!' ধমক দিলো সিমাস। 'আমাদের হাতে কাজ রয়েছে।'

'তোমার কথা আমার মনে থাকবে, হ্যাঙ্ক,' ড্যান বললো। 'ডিলান ন্যাশের সঙ্গী সেই ভীত-সন্ত্রস্ত ছেলেটার কম্বলটা তুমিই গুঁজে দিয়েছিলে।'

'ব্যাপারটা কি?' চটে উঠলো গিলি। 'পারিবারিক মিলন সপ্তাহ চলছে নাকি?'

'না,' জবাব দিলো ড্যান। 'আমি শুধু জানিয়ে রাখলাম ওর দিকে গুলি ছুঁড়বো না আমি।' পিস্তল বের করলো সে।

দ্রুত আর অমোঘ নিশানা গিলির। কিন্তু ড্যানের পিস্তলটা যেন গ্রীজ দেয়া মেশিনের মতো মসৃণ ভাবে ওর হাতে উঠে এলো।

ড্যানের ক্ষিপ্র গতিতে অবাক হলো গিলি। ওকে আমি কিছুতেই হারাতে পারতাম না—ভাবলো সে।

বুলেট আঘাত হানলো গিলির দেহে। কিন্তু নড়াতে পারলো না ওকে।

ওর হাতও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো উঠে এলো। ড্যানের দিকে তাক করলো সে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় গুলির ধাক্কায় কেঁপে উঠলো গিলি। তবু বুড়ো আঙুল দিয়ে পিস্তলের ঘোড়া টেনে দিলো। এক পা পিছিয়ে ধাক্কা সামলালো সে। হাত দুলছে ওর।

ঘরের মধ্যে চারদিক থেকে গুলির আওয়াজ হচ্ছে। কিন্তু সেদিকে ড্যানের নজর নেই—তার একমাত্র লক্ষ্য, গিলি। পাশে এক পা সরে গিয়ে আবার গুলি করলো ড্যান।

চারটে বুলেট···তারপর আরও একটা।

ঘুরে গুলি করলো গিলি। বুলেটের আঘাতে ঘুরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো ড্যান। আর একটা বুলেট ওর মাথার কিছু চুল ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। হাঁটু গেড়ে পড়ে না গেলে ওর আর রক্ষা ছিলো না।

লাফিয়ে উঠে গিলির দিকে ঝাঁপ দিলো ড্যান। পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করলো গিলি। মাথাটা চট করে সরিয়ে নিয়ে ছুরি মারার ভঙ্গিতে পিস্তলের নলটা ওর পেটে ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো ড্যান। শক্ত করে পিস্তল ধরে রেখে ট্রিগার টিপে দিলো সে। ঝাঁকি খেয়ে ওর দেহটা ড্যানের হাতের ওপর এসে পড়লো। গিলির মুখটা ড্যানের মুখ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়েছে।

'হ্যালো, গিলি,' বললো সে। তারপর আবার বললো, 'গুডবাই, বন্ধু।'

লোকটা ড্যানের গায়ের ওপর নেতিয়ে পড়লো। পিস্তলটা ওর হাত থেকে ছুটে মেঝেতে পড়েছে। পিছনে সরে গেলো ড্যান—ধপাস করে গিলির ভারি দেহটা মাটিতে পড়লো। একই সাথে দড়াম করে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো ডাফ আর টোনি।

সিমাস মাটিতে পড়ে আছে। ওকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে হ্যাঙ্ক। বারে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে আছে সে।

'ওরা ভালো লোক ছিলো,' বললো হ্যাঙ্ক। 'শীতের সকালে নিজে থেকেই আমাকে আগুনের ধারে ডেকে আগুন পোহাতে দিতো। সীলিয়ার মতো মেয়ে ওদের মোটেও প্রাপ্য ছিলো না···তখনও সে এইরকমই হিংসুটে ছিলো।'

ওর শার্টটা রক্তে ভিজে উঠছে। 'তুমি ঘায়েল করেছো ওকে, খোকা। গিলি ব্যাটাকে শেষ করেছো। ওর ধারণা ছিলো ওকে মারার মতো বুলেট

এখনও তৈরি হয়নি।'

হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে পড়লো ড্যান। 'থ্যাঙ্কস, হ্যাঙ্ক। ডিলান সবসময়ই বলতো তোমার অন্তরটা ভালো।'

'কিন্তু মাথায় গোলমাল আছে। সবাই বলে আমার মাথায় ছিট আছে—কিন্তু সীলিয়ার বাপ-মা, ডিলান বা তোমার জন্যে তো তাতে কিছু আসে যায়নি?'

'হ্যাঙ্ক, আমি—'

'ড্যান,' ওকে ডাকলো ডাফ। 'মারা গেছে হ্যাঙ্ক। কিন্তু মনের দিক থেকে অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে ওর।'

নিজের খালি পিস্তলে গুলি ভরে নিলো ড্যান। 'রুপার্টের কি খবর?'

'আমরা ওর কাছে পৌঁছুবার আগেই মারা গেছে সে। টোনির বা আমার একটা গুলি বাড়ি খেয়ে ওর বুকে ঢুকে গেছে। দু'জনেই গুলি করছিলাম।'

একসাথে পাশাপাশি হেঁটে হোটেলের দিকে ফিরে চললো ওরা।

কেমিলিয়া হোটেলের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে ড্যানকে জড়িয়ে ধরলো।

'আগামীকাল একটা ট্রেন আছে, ওতেই বাড়ি ফিরবো আমরা,' বললো ড্যান।

সূর্য ডোবার অল্প আগেই স্টেজ কোচটা ডুরানগোতে হাজির হলো। মিচেলের সাথে জমি বিক্রির চুক্তি করলো ড্যান।

'পুবে চলে গেছে সীলিয়া,' জানালো মিচেল। 'একমাত্র আমাদের কাছে জমি বিক্রি করেই লাভ হতে পারতো তার—কিন্তু যখন শুনলো আমরা তার সাথে ব্যবসা করবো না, তখন এছাড়া আর উপায় ছিলো না ওর।'

ড্যানের পাশে দাঁড়ানো টোনি, ডাফ আর টেরির দিকে আড়চোখে চেয়ে মিচেল বললো, 'মনে হচ্ছে তুমি কিছু ভালো বন্ধু জোগাড় করে ফেলেছো।—এরা বিপদেও বন্ধু।'

'ওরা যেমন, আমিও যেন ওদের ঠিক তেমনি ভালো বন্ধু হতে পারি,' বললো ড্যান। 'আমার মনে হয় সেটা পারবো। যোগ্য লোকের কাছেই হাতেখড়ি হয়েছে আমার।'